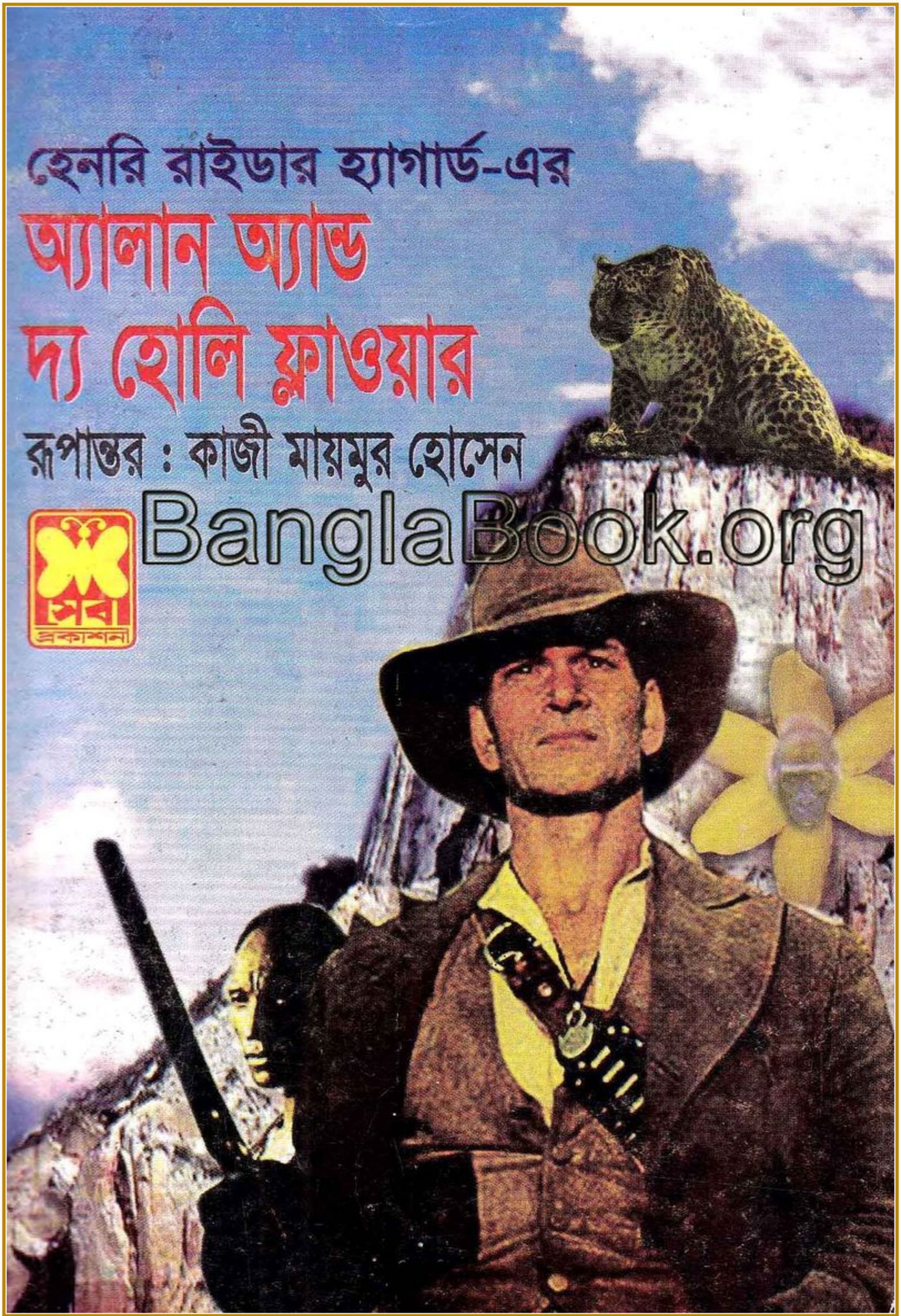

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের

অ্যালান অ্যান্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

যাঁরা আমার, অর্থাৎ অ্যালান কোয়াটারমেইনের নাম শুনেছেন, তাঁরা হয়তো ভাবতে পারেন, ফুলের সঙ্গে এই লোকের কী সম্পর্ক। বিশেষ করে তা যদি হয় আবার অর্কিড। কিন্তু অতীতে একবার এমন চমকপ্রদ এক অর্কিড অভিযানে আমি অংশ নিয়েছিলাম যে, আমার মনে হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা না লিখে রাখাটা অন্যায় হবে। পাঠক, যাবেন নাকি আমার সঙ্গে লিমপোপো নদীর উত্তরে সেই দুর্গম অঞ্চলে হাজারো বিপদের মুখোমুখি হতে?
নেবেন সেই বিস্ময়কর অভিযানে অংশ?
চলুন তা হলে। কথা দিতে পারি, নরখাদক রহস্যময় পঙ্গো জাতির হাতে বেঘোরে খুন হয়ে যাবেন না।

www.BanglaBook.org

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের

অ্যালান অ্যান্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

ব্রাদার জন

যারা অ্যালান কোয়াটারমেইনের নাম শুনেছেন, তারা হয়তো ভাবতে পারেন, ফুলের সঙ্গে এই লোকের কী সম্পর্ক বিশেষ করে তা যদি হয় আবার অর্কিড। কিন্তু অতীতে একবার এমন চমকপ্রদ এক অর্কিড অভিযানে আমি অংশ নিয়েছিলাম যে, আমার মনে হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা না লিখে রাখাটা অন্যায় হবে। ঠিক করেছি লিখে রেখে যাব, পরে কেউ যদি লেখাটা প্রকাশ করে, তা হলে করতে পারে, আমার কোনও আপত্তি নেই।

বছরটা ছিল... থাক, বাদ দিন। সে অনেকদিন আগের কথা। তখন তরুণ ছিলাম আমি। গিয়েছিলাম লিমপোপো নদীর উত্তরে, ট্র্যান্সভালের সীমান্তে সঙ্গে ছিল স্ক্রুপ নামের এক ভদ্রলোক। চার্লস স্ক্রুপ। ইংল্যান্ডের এসেক্স থেকে আফ্রিকার ডারবানে শিকারের লোভে এসেছিল সে। এটুকু বলা যায়, তার আসবার অন্তত একটা কারণ ছিল শিকার করা। অন্য এবং প্রধান কারণটি ছিল এক মহিলা। তাকে আমি মিস মার্গারেট ম্যানার্স বলব, যদিও তার আসল নাম ওটি নয়।

বাগদান ঠিক হয়ে ছিল মিস্টার স্ক্রুপ আর মিস ম্যানার্সের। পরস্পরকে পছন্দ করত তারা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আরেক আকর্ষণীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে মার্গারেট ম্যানার্স পরপর চারবার নাচায় মিস্টার স্ক্রুপ আর মহিলার মধ্যে ভয়ানক ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটে, কারণও আছে তার। এসেক্সের হান্ট বল-নাচে মিস্টার স্ক্রুপের

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সঙ্গে দু'বার নাচবার কথা ছিল মিস ম্যানার্সের, কিন্তু তার বদলে নেচেছে সে এই অন্য ভদ্রলোকটির সাথে। এতে করেই তর্ক-বিতর্কের সূচনা হয়।

মিস্টার স্ক্রুপ জোর দিয়ে বলে, এ-ধরনের বিশ্রী আচরণ সে কিছুতেই মেনে নেবে না।

জবাবে মিস ম্যানার্স বলে, তার ওপর কেউ মাতব্বরী করবে সেটা সে অবশ্যই সহ্য করবে না। ভবিষ্যতেও নিজের ইচ্ছেতে চলবে সে, যেমনটি চলছে বর্তমানে।

সোজা কথায়, মিস্টার স্ক্রুপ তখন মিস ম্যানার্সকে জানিয়ে দেয়, যা খুশি করো তুমি, জাহান্নামের চৌরাস্তায় গেলেও আমার কিছু আসবে যাবে না।

জবাবে মিস ম্যানার্সও রেগে গিয়ে বলে, আর কখনও মিস্টার স্ক্রুপের চেহারা দেখতে চায় না সে।

এবার মিস্টার স্ক্রুপের রাগ সপ্তমে চড়ে যায়, বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে সে বলে, তার চেহারা মিস ম্যানার্সকে দেখতে হবে না আর। আফ্রিকা চলে যাচ্ছে সে হাতি শিকার করতে।

পরদিনই এসেক্স ছাড়ল মিস্টার স্ক্রুপ, কোথায় যাচ্ছে সে-ঠিকানা কাউকে না জানিয়েই। পরে, অনেক পরে জানা গিয়েছিল, যদি সকালে ডাকহরকরা আসবে সেজন্য অপেক্ষা করত সে, তা হলে হয়তো পুরো পরিকল্পনাই পাল্টে যেত তার। রাগের মাথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মিস্টার স্ক্রুপ আর মিস ম্যানার্স। সে-সময়টাতে অল্পতেই আঘাত পেয়ে দূরে সরে যেত প্রেমিক-প্রেমিকারা।

সে যা-ই হোক, একদিন ডারবানে হাজির হলো চার্লস স্ক্রুপ। শহরটার তখন হতদরিদ্র অবস্থা। রয়াল হোটেলের বারে তার সঙ্গে আলাপ হলো আমার।

'আপনি যদি সত্যিকারের বড় কিছু শিকার করতে চান, তা হলে একজনই আছে, যে আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে সেরকম শিকারের জায়গায়,' কে যেন বলল উঁচু গলায়। তার নাম আজ আর মনে নেই

www.BanglaBook.org

আমার। 'অ্যালান কোয়াটারমেইন আফ্রিকার সেরা শিকারী, এর গুলি কখনও ফসকায় না। মানুষ হিসেবেও অত্যন্ত ভাল।'

কথাগুলো শুনেও চুপচাপ বসে পাইপ টানতে লাগলাম আমি, ভাব করলাম, কিছু শুনিনি। নিজের প্রশংসা শুনলে অস্বস্তি লাগে, তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমি লাজুক স্বভাবের মানুষ।

এরপর ফিসফিস করে কিছুক্ষণ আলাপ চলল তাদের মাঝে। তারপর মিস্টার স্ক্রুপকে নিয়ে হাজির হলো একজন, পরিচয় করিয়ে দিল তাকে আমার সঙ্গে। হালকা বাউ করে ভদ্রলোককে দেখলাম আমি। মিস্টার স্ক্রুপ লম্বা যুবক, চোখগুলো কালো। চেহারায় কেমন যেন প্রেমিক-প্রেমিক একটা ভাব। সিদ্ধান্তে এলাম, লোকটার নাক-মুখ-চিবুক আমার পছন্দই হয়েছে। গলার আওয়াজটাও চমৎকার। নরম সুরে কথা বলে, তাতে ফুটে থাকে সহানুভূতির সুর জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন? আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক চলবে একটা?'

জবাবে বললাম, দিনের বেলায় মদ খাই না আমি। অন্তত, সাধারণত না। তবে বিয়ারের একটা ছোট বোতল নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

বিয়ারটা শেষ করে মিস্টার স্ক্রুপকে আমার ছোট্ট বাড়িটাতে নিয়ে এলাম। অনেক পরে এখানেই আমার বন্ধু কার্টিস আর গুড এসেছিল, রাজা সলোমনের গুপ্তধনের খোঁজে মরুভূমি পাড়ি দিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সে আরেক কাহিনি। শিকারের জন্যে রওনা হবার আগে পর্যন্ত আমার বাড়িতেই থাকল মিস্টার স্ক্রুপ।

এবার ঘটনা সংক্ষেপ করতে হয়। যে কাহিনি আমি লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে আগে যা বর্ণনা করেছি সেসবের যোগাযোগ আছে বলেই এ-কথাগুলো লিখতে হলো।

মিস্টার স্ক্রুপ ধনী লোক। শিকারের সমস্ত খরচ বহন করতে চাইল সে। সেই সঙ্গে শিকার থেকে পাওয়া সমস্ত হাতির দাঁত বা অন্যান্য যা কিছু পাওয়া যাবে, সেসবে তার কোনও দাবি থাকবে না, তা-ও জানাল। অত্যন্ত লাভজনক প্রস্তাব। দ্বিধা না করে রাজি হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলাম। পুরো অভিযানটা নির্বিঘ্নেই কাটল, কিন্তু দুর্ভাগ্য দেখা দিল শেষের দিকে। শিকারে বেরিয়ে মাত্র দুটো হাঁস মারতে পেরেছি আমরা। অন্যান্য শিকার অবশ্য যথেষ্ট মিলেছে। ফেরার পথে আমরা যখন ডেলাগোয়া উপসাগরের কাছে, তখনই ঘটল দুর্ঘটনাটা।

বিকেলে বেরিয়েছি আমরা রাতের খাবারের জন্য কিছু একটা শিকার করতে, এমন সময় দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে ছোট একটা হরিণ চোখে পড়ল আমার। টিলার গা থেকে বেরিয়ে আসা পাথরের একটা স্তূপের আড়ালে চলে গেল ওটা। আস্তে, নিঃশব্দে হেঁটে গেছে ওটা, তার মানে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে সতর্ক হয়ে ওঠেনি। পিছু নিলাম আমরা হরিণটার। আগে আগে চলেছি আমি। সাবধানে পাথরগুলো ঘুরে দশফুট দূরে হরিণটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ঠিক তখনই আমার মাথার দশ-বারো ফুট ওপরে টিলার পাথরে গজানো ঝোপের মধ্যে খসখস আওয়াজ হলো।

চার্লি স্ক্রুপের জোরাল সতর্কবাণী কানে এলো: 'সাবধান, কোয়াটারমেইন! ওটা আসছে!'

'কে আসছে?' বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। মিস্টার স্ক্রুপের গলার আওয়াজ পেয়েই এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেছে হরিণটা। এবার অনুভব করলাম, বিপদের দেখা না পেলে কোনও মানুষ ওভাবে কাউকে চিৎকার করে সতর্ক করে না, বিশেষ করে তার রাতের খাবার পালিয়ে যেতে পারে ভাবলে।

ওপরের দিকে তাকালাম, চোখ বুলালাম পেছনে। আজও স্পষ্ট মনে আছে কী দেখতে পেয়েছিলাম!

স্রোতে মসৃণ হয়ে যাওয়া কয়েকটা বড় পাথরের ফাটলে শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মেছে, তবে ওসব ফার্নের কোনও কোনওটার পাতার তলার দিকটা রুপালি। ওরকম একটা পাতা ঝুঁকে পড়েছে। পাতাটার ওপর বসে আছে মস্ত এক গুবরে পোকা। লাল ডানা ওটার। শরীরটা কুচকুচে কালো। সামনের দু'পা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে শুঁড় ডলছে। গুবরে পোকার ঠিক খানিকটা ওপরের একটা পাথর থেকে উঁকি দিয়েছে

www.BanglaBook.org

চমৎকার এক পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। ঠোঁট থেকে লালা ঝরছে বাঘটার। আমি কিছু করার আগেই আমার পিঠের ওপর ঝাঁপ দিল ওটা। আসলে হরিণটাকে অনুসরণ করছিল ওই চিতাবাঘ। আমি মাঝখান থেকে এসে শিকারে বিঘ্ন ঘটানোয় খেপে গেছে। হিংস্র জানোয়ারটা পিঠের ওপর ঝাঁপ দিতেই ওটার ওজনে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। তবে মাটি ওখানে নরম কাদায় ভরা ছিল বলে পতনের ফলে খুব একটা ব্যথা পেলাম না। মনে মনে বললাম, আমি শেষ। বাঘটার ওজনে মাটিতে প্রায় চেপ্টে গেছি ততোক্ষণে। ঘাড়ের কাছে ওটার গরম নিঃশ্বাস টের পাচ্ছি। বুঝলাম, এক্ষুণি ঘাড়ে কামড় বসাবে ওটা। এক ঝটকায় ভেঙে দেবে ঘাড়।

স্ক্রুপের রাইফেলের হুঙ্কার শুনতে পেলাম। পরক্ষণেই গর্জন করে উঠল চিতাবাঘটা। গুলি লেগেছে ওটার গায়ে। ধরেই নিল আমিই আহত করেছি ওটাকে। কাঁধ কামড়ে ধরল সঙ্গে সঙ্গে। চামড়ায় পিছলে গেল ওটার দাঁতগুলো। আমার পরনের শক্ত কার্ডোরয় শ্যুটিং কোটের কারণে মাংসে বসল না দাঁত। কয়েকটা ঝাঁকি দিল আমাকে চিতাবাঘটা, তারপর ছেড়ে দিল আরও ভাল করে ধরার জন্য। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল আমার। স্ক্রুপের কাছে ছিল একটা সিঙ্গেল শট হালকা রাইফেল। আর গুলি করতে পারবে না সে! বুঝে গেলাম, সময় ফুরিয়ে আসছে আমার। মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না কেউ। কেন যেন ভয় পেলাম না। কিন্তু এমন কিছু ঘটবে যাতে করে আমি বেঁচে যাব, সে-আশার দীপ নিভে গেল মন থেকে। চোখের সামনে ভেসে উঠল ছোটবেলার দু'একটা স্মৃতি। তারপর বোধহয় জ্ঞান হারালাম। কিন্তু সেটা কয়েক সেকেন্ডের বেশি হবে না। দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল আবার, চোখের সামনে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম। চিতাবাঘ আর স্ক্রুপ লড়ছে। পেছনের এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে চিতাবাঘটা। বুলেটের আঘাতে ওটার আরেকটা পা ভেঙে গেছে। দেখে মনে হলো মুষ্টিযুদ্ধে নেমেছে বাঘটা। ওদিকে স্ক্রুপ তার বিরাট শিকারের ছুরিটা বারবার ঢুকিয়ে দিচ্ছে চিতাবাঘের দেহে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর পড়ে গেল স্ক্রুপ। ওর ওপর পড়ল বাঘটা, দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতে চেষ্টা করল। হাঁচড়েপাঁচড়ে কাদার ভেতর থেকে উঠে পড়লাম আমি। কাছেই পড়ে আছে আমার রাইফেল। গুলি ভরা আছে ওটায়। আমার হাত থেকে পড়ে কোনও ক্ষতিও হয়নি। রাইফেলটা খামচে তুলে নিয়ে বাঘের মাথায় গুলি করলাম। একটু দেরি করলেই মারা যেত স্ক্রুপ। হিংস্র জন্তুটা ওর গলা কামড়ে ধরতে যাচ্ছিল।

মৃতপ্রায় চিতাবাঘ স্ক্রুপের গায়ের ওপরেই পড়ল। কেঁপে উঠল একবার, আঁচড়াল স্ক্রুপের পায়ে, তারপর মারা গেল। দেখে মনে হলো ঘুমাচ্ছে ওটা। তলায় পড়ে আছে স্ক্রুপ। সমস্যা দেখা দিল ওকে তলা থেকে বের করা নিয়ে। চিতাবাঘটা ছিল প্রাপ্তবয়স্ক, ফলে অত্যন্ত ভারী। তবে হাতিদের ভেঙে রেখে যাওয়া একটা মোটা ডাল ব্যবহার করে অনেক কষ্টে স্ক্রুপের ওপর থেকে ওটাকে সরাতে পারলাম। পড়ে আছে স্ক্রুপ, সারা শরীর রক্তে মাখামাখি। বুঝলাম না রক্ত কি ওর, না চিতাবাঘের। প্রথমে ভাবলাম মারা গেছে স্ক্রুপ, কিন্তু পাথরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা সরু ঝর্না থেকে পানি নিয়ে এসে মুখে ঢালতেই চোখ মেলল ও। উঠে বসে ভ্যাবলার মতো জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে এখন কী বলা যায়?'

'সত্যিকারের বীর,' জবাব দিলাম আমি। ধরে নিয়ে চললাম ওকে ক্যাম্পের দিকে। ভাগ্যিস কাছেই ছিল ওটা। একশো গজ মতো পার হলাম। প্রলাপ বকছে স্ক্রুপ। ডানহাতে আমার গলা পেঁচিয়ে ধরে চলেছে। আমার বাম হাত ওর কোমরে। হঠাৎ করেই জ্ঞান হারাল ও। এতো ভারী দেহ তুলে বয়ে নিয়ে যেতে পারব না বুঝে সাহায্য আনতে ছুটলাম। কাফ্রিদের ডেকে আনলাম। তারা একটা কম্বলে স্ক্রুপকে শুইয়ে বয়ে নিয়ে এলো ক্যাম্পে, তাঁবুর ভেতর।

এবার স্ক্রুপের ক্ষত পরীক্ষা করে দেখলাম আমি। সারা শরীর ছিলে গেছে ওর। তবে সত্যিকারের আঘাত বলতে বাম হাতে গভীর একটা কামড় আর ডান উরুতে তিনটে গভীর আঁচড়। যাতে ঘুমাতে পারে সেজন্য স্ক্রুপকে লডানাম দিলাম, তারপর ব্যান্ডেজ করলাম

www.BanglaBook.org

ক্ষতগুলো। পরবর্তী তিনদিনে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠল স্ক্রুপ ক্ষতগুলো প্রায় সারছে। কিন্তু তারপরেই জ্বরে পড়ল ও। মনে হয় চিতাবাঘের নখ বা দাঁতের বিষের কারণেই এলো জ্বরটা। এরপর সাতটা দিন কীভাবে কেটেছে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সর্বক্ষণ প্রলাপ বকল স্ক্রুপ, বিশেষ করে বলল মিস মার্গারেট ম্যানার্সের কথা। শিকার করা জন্তুজানোয়ারের মাংস দিয়ে সুপ তৈরি করে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে তাকে খাওয়ালাম, যাতে শরীরে শক্তি ফিরে পায়। কিন্তু স্ক্রুপ ক্রমেই আরও দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। উরুর ক্ষতগুলোতে পচন ধরতে শুরু করল। আমাদের সঙ্গে যে কাফ্রিরা আছে, তারা এধরনের পরিস্থিতিতে কোনও কাজে আসবে না। সেবা-যত্ন একা আমাকেই করতে হচ্ছে। আমার কপালটা ভাল যে, আচ্ছামতো ঝাঁকি দেয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি চিতাবাঘটা আমার। সে-সময় প্রাণশক্তির কোনও অভাব ছিল না, তারপরও ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম ক্লান্তির চরমে। একেকবারে আধঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারছিলাম না স্ক্রুপের সেবা করতে গিয়ে। একদিন সকালে ওর পাশে বসে আছি, স্ক্রুপ বারবার পাশ ফিরছে আর প্রলাপ বকছে, আমার মাথায় চিন্তা এলো: আরেকটা দিন কি টিকবে স্ক্রুপ? যদি বেঁচে থাকে, তা হলে ওর সেবা করার সামর্থ্য কি থাকবে আমার? একজন কাফ্রিকে ডেকে কফি আনতে বললাম। কফি আসবার পর কাঁপা হাতে মগটা ঠোঁটে তুললাম। ঠিক তখনই এলো সাহায্য।

সাহায্য এলো বড় অদ্ভুত ভাবে। আমাদের ক্যাম্পের সামনে দুটো কাঁটাগাছ আছে। ওগুলোর মাঝ দিয়ে ভোরের সূর্যের লালচে রশ্মি পড়ল তার ওপর। আমার দিকেই এগিয়ে আসছে সে। লোকটার বয়স কত হবে আন্দাজ করা যায় না। দাড়ি আর চুল পেকে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। তবে চেহারাটা দেখলে একেবারে থুত্থুড়ে বুড়ো মনে হয় না। মুখের চারপাশে অবশ্য অনেক ভাঁজ পড়েছে। চোখে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত দৃষ্টি। লম্বা, চিকন শরীরে ঝুলে আছে ছেঁড়াখোঁড়া একটা চামড়ার চাদর। পায়ে কাঁচা চামড়ার জুতো। পিঠে বেঁধে রেখেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা টিনের তোবড়ানো বাক্স। হাতে সাদা-কালো লম্বা লাঠি। ওটার মাথায় প্রজাপতি ধরার জাল। এর পেছনে পেছনে আসছে একদল কাফ্রি, মাথায় করে বাক্স বয়ে আনছে তারা। আগেও দেখা হয়েছে বুড়োর সঙ্গে, কাজেই চিনতে দেরি হলো না আমার। কেউ তার অতীত জানে না, শুধু জানে তার জন্ম হয়েছিল আমেরিকায়। পেশায় সে ডাক্তার। ওষুধ আর শল্য চিকিৎসা— দুটোতেই হাত খুব ভাল। বহুবছর ধরে আফ্রিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, সংগ্রহ করছে প্রজাপতি আর বিভিন্ন ফুল। দিনের পর দিন খেয়ে যাচ্ছে ভাজা পঙ্গপাল, বুনো মৌমাছির মধু। সবাই বলে মাথায় ছিট আছে লোকটার। মাথা খারাপ এবং চিকিৎসা ভাল করে, এ দুটো কারণে যে-কোনও এলাকায় নির্দ্বিধায় চলে যেতে পারে সে, কেউ তাকে ঘাঁটায় না। কাফ্রিদের দৃষ্টিতে পাগল হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত মানুষ। ওরা বুড়ো চিকিৎসকের নাম দিয়েছে ডগিটা। ডাক্তার থেকে বিকৃত হয়ে ডগিটা হয়েছে নামটা। তবে ব্রাদার জন বলে ডাকলে খুশি হয় সে।

তাকে দেখে কী পরিমাণ স্বস্তি যে বোধ করলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। মনে হলো স্বর্গ থেকে কোনও দেবতা নেমে এলেও এতো খুশি হতাম না। ব্রাদার জন উপস্থিত হতেই আরও কফি আনালাম আমি, মানুষটা চিনি বেশি খেতে পছন্দ করে মনে পড়ে যাওয়াতে কফিতে ঢাললাম প্রচুর চিনি। কফির মগটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছেন, ব্রাদার জন?'

'ভাল, ব্রাদার অ্যালান। তুমি?' কফির মগে দীর্ঘ আঙুল চুবিয়ে সে দেখল কতোটা গরম, তারপর আঙুল দিয়ে নেড়ে চিনি গলাতে শুরু করল। এমন ভঙ্গিতে কফিটা শেষ করল যে, দেখে মনে হলো ওষুধ খাচ্ছে। শেষ করে আবার ভরে দেবার জন্য মগটা ধরিয়ে দিল আমার হাতে।

'পোকামাকড় খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, কফি ঢেলে দিলাম।

মগটা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল ব্রাদার জন। 'সেই সঙ্গে ফুল খুঁজছি,

www.BanglaBook.org

দেখছি মানুষের প্রকৃতি আর ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টিলীলা।'

জানতে চাইলাম, 'এবার কোত্থেকে এলেন?'

'ওই মাইল তিনেক দূরের টিলাগুলোর কাছ থেকে,' বলল ব্রাদার জন। 'রাত আটটায় হাঁটতে শুরু করেছি, সারারাত হেঁটে পৌঁছেছি এখানে।'

'কেন?' কৌতূহল বোধ করলাম।

'কারণ, মনে হচ্ছিল কেউ আমাকে ডাকছে। সোজা কথায় সেই কেউটা হচ্ছ তুমি, অ্যালান।'

'ও, আমি এখানে বিপদের মধ্যে আছি সেটা শুনেছেন তা হলে?'

'না। কিছুই শুনিনি। সকালে উপকূলের দিকে রওনা হয়ে যাবার কথা ছিল আমার, কিন্তু ঠিক রাত আটটা পাঁচ মিনিটে তোমার পাঠানো খবরটা পেলাম, তখনই রওনা দিয়েছি।'

'আমার পাঠানো খবর...' বিস্মিত হয়ে থেমে গেলাম আমি। ব্রাদার জনের ঘড়িটা দেখতে চাইলাম। ওটা নিয়ে সময় মিলিয়ে দেখলাম নিজের ঘড়ির সঙ্গে। দুটো ঘড়ির সময়ের তফাৎ মাত্র দু'মিনিট। 'অবাক ব্যাপার,' ধীরে ধীরে বললাম, 'তবে সত্যি কাল রাত আটটা পাঁচ মিনিটে সাহায্য চেয়ে একটা খবর পাঠিয়েছি আমি। মনে হচ্ছিল আমার সঙ্গী মারা যাচ্ছে।' বুড়ো আঙুল দিয়ে তাঁবুটা দেখালাম। 'তবে সেই খবরটা আপনাকে বা অন্য কোনও মানুষকে পাঠাইনি আমি, ব্রাদার জন। কী বলছি, বুঝতে পারছেন?'

'নিশ্চয়ই। ওপরের উনি তোমার সাহায্য-প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।'

পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা, তবে এ নিয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে আর কোনও কথা হলো না। ব্রাদার জন যদি মিথ্যে বলে না থাকে, তা হলে তার এখানে এভাবে হঠাৎ করে এসে হাজির হওয়াটা সত্যি বিস্ময়কর। আমার জানামতে কেউ কখনও ব্রাদার জনকে মিথ্যে বলতে শোনেনি। কখনও কখনও নিষ্ঠুর সত্যি কথা বলে ফেলে বলে খানিকটা বদনামও রয়েছে তার। তারপরও এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়, যারা প্রার্থনায় বিশ্বাস করে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করল সে।

'চিতাবাঘের আক্রমণ। ক্ষতগুলো সারছে না। সেই সঙ্গে জ্বর। মনে হয় না আর বেশিক্ষণ বাঁচবে।'

'তুমি এসব ব্যাপারে কী জানো! আমাকে রোগী দেখতে দাও।'

ক্রুপকে সময় নিয়ে দেখে চিকিৎসা শুরু করল ব্রাদার জন। তার টিনের বাক্সে ওষুধ আর শল্য-চিকিৎসার ছুরি-কাঁচি ভরা। অপারেশনের আগে ওগুলো ফুটন্ত পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিল সে। এমন ভাবে ঘষে ঘষে হাত ধুলো যে আমার মনে হতে লাগল, এবার তালুর চামড়া খসে আসবে। আমার বেশিরভাগ সাবানই খরচ করে ফেলল সে হাত ধুতে গিয়ে। তারপর প্রথমে বেচারা চার্লিকে কী যেন খাওয়াল। চার্লির চেহারা দেখে মনে হলো, এবার না মরে আর উপায় নেই ওর। ব্রাদার জন আমাকে বলল ওষুধটা কাফ্রিদের কাছ থেকে পেয়েছে সে। এবার নিজের উরুর ওপর চার্লির ক্ষতগুলো রেখে পরিষ্কার শেষে সেদ্ধ লতাপাতার প্রলেপ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল।

পরেরবার যখন জ্ঞান ফিরল চার্লির, তখন তাকে একটা তরল গিলতে বাধ্য করল সে। প্রচণ্ড ঘামল চার্লি, কিন্তু জ্বরটা ছেড়ে গেল। সংক্ষেপে বলতে গেলে দু'দিনের মাথায় ব্রাদার জনের রোগী উঠে বসে জানাল প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার। এক সপ্তাহের মধ্যে চার্লি এতটাই সুস্থ হয়ে উঠল যে, ওকে বয়ে নিয়ে উপকূলের দিকে রওনা হয়ে যেতে পারলাম আমরা।

রওনা হবো, এমন সময় ব্রাদার জন বলল, 'তোমারি প্রার্থনা সম্ভবত ব্রাদার ক্রুপের জীবন বাঁচিয়েছে।'

কোনও জবাব দিলাম না আমি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, আমার লোকদের দিয়ে খোঁজ-খবর করিয়েছিলাম আমি ব্রাদার জন সেই রাতে আটটা পাঁচ মিনিটে কোথায় ছিল, পরদিন তার কোথায় যাবার কথা ছিল— এসব। আসলেই পরদিন সকালে উপকূলের দিকে রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ব্রাদার জন, কিন্তু সূর্য ডোবার দু'ঘণ্টা পর হঠাৎ করেই সবকিছু গুছিয়ে তার সঙ্গে রওনা হতে বলে সে

www.BanglaBook.org

কাফ্রিদের। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রওনা হয় হতবিরক্ত কাফ্রিরা, সারারাত হেঁটে পৌঁছায় আমার ক্যাম্পে। সবাই এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, অপরিচিত এলাকায় রাতে মাথা থেকে মালপত্র ফেলে দিয়ে চলে যাবে কি না ভেবেছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে ব্রাদার জন কী করে জানল আমার সাহায্য প্রয়োজন? হয়তো টেলিপ্যাথি, ঈশ্বরের ইশারা, ইন্দ্রিয়ের তাগাদা, কিংবা কাকতালীয় ঘটনা– আসলে কীভাবে কী ঘটেছে সেটা পাঠককেই ভেবে স্থির করতে হবে।

পুরো এক সপ্তাহ একসঙ্গে ক্যাম্পে থেকেছি আমরা, একসঙ্গে ডেলাগোয়া উপসাগরে পৌঁছে জাহাজে উঠে ডারবানের পথে রওনা হয়েছি, ফলে ব্রাদার জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়েছে আমার। অবশ্য কিছু কিছু ব্যাপারে দু'জনের দূরত্ব রয়ে গেছে সেই আগেরই মতো। নিজের অতীত নিয়ে কখনও কথা বলেনি ব্রাদার জন, বলেনি কেন সে এভাবে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ায়। প্রচুর কথা বলেছে সে প্রাকৃতিক ইতিহাস, বিভিন্ন মানুষের চরিত্র, তাদের তফাৎ আর সম্পর্ক নিয়ে। পরে অবশ্য জেনেছি আমি তার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা অনেক পরে।

আমিও যে আফ্রিকার আদিবাসীদের অভ্যাস এবং আচার আচরণ নীতি সাধ্যমতো খেয়াল করিনি তা নয়, বরং কৌতূহল নিয়ে সবসময় তাদের বুঝতে চেষ্টা করেছি। বিষয়টা আমাকে টানে।

জাহাজে করে ডারবানে আসবার পথে ব্রাদার জন আমাকে সাম্প্রতিক অভিযানে পাওয়া নানারকম পোকা আর অপূর্ব সব প্রজাপতি দেখাল– বাক্সের ভেতর পিন দিয়ে গেঁথে আলাদা করে যত্নের সঙ্গে রাখা আছে সব। আরও দেখাল ব্লটিং পেপারের ভাঁজে চাপ দিয়ে রাখা কিছু শুকনো ফুল, জানাল, ওগুলোর কয়েকটা আসলে অর্কিড। ফুলের ব্যাপারে আমার আগ্রহ দেখে জানতে চাইল, দুনিয়ার সেরা সুন্দর অর্কিড আমি দেখতে চাই কি না। জানালাম, দেখতে চাই। এ-কথা শুনে তিরিশ ইঞ্চি বর্গাকার একটা চ্যাপ্টা মতো

www.BanglaBook.org

বাক্স বের করল সে। ওটা খুলে ঘাসের মোড়ক সরিয়ে সাবধানে বের করল একটা বড়সড় প্যাকিং কেস। ওটা থেকে দু'টুকরো কার্ডবোর্ড মখমলের সাথে জুড়ে দিল। ওখানেই মাঝখানে একটা ফুল রাখা। সেটি সঙ্গে যে-গাছে ফুলটা হয়, সে-গাছের একটা পাতাও আছে। ফুলটা যদিও শুকনো, তবু ওটার সৌন্দর্য মুগ্ধ করার মতো। অন্তত চব্বিশ ইঞ্চি বৃত্তাকার হবে ওই ফুল। উচ্চতায় বিশ ইঞ্চি মতো। রংটা চকচকে সোনালী। তবে তলার দিকে সাদা, সেই সঙ্গে কালো কালো লম্বা দাগ রয়েছে। ফুলের মাঝখানে গভীর অংশে কালো একটা ছবিমতো, দেখে মনে হয় বিরাট কোনও বনমানুষের মুখ আঁকা হয়েছে। ভ্রূ ঝুলে পড়েছে জন্তুটার, গর্তে বসানো চোখ, রাগী মুখ, শক্তিশালী চৌকো চোয়াল।

তখনও আমি সামনে থেকে গরিলা দেখিনি। তবে রঙিন ছবি দেখেছি দানবগুলোর। ফুলটায় যদি ওই ছবি বসিয়ে দেয়া যেত, তা হলে দুটো ছবির মিলটা হতো বিস্ময়কর। 'কী এটা?' ব্রাদার জনকে জিজ্ঞেস করলাম।

'সার,' উত্তেজিত বোধ করলে মাঝে মাঝে ব্রাদার জন আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্বোধন করে, 'সারা দুনিয়ার সেরা সাইপ্রিপেডিয়াম এটা। আর সাদামানুষদের মধ্যে আমিই এটা প্রথম আবিষ্কার করেছি। এর গাছের ভাল একটা শেকড়ের দাম হবে অন্তত বিশ হাজার পাউন্ড।'

'তা হলে তো সোনার খনি পেয়েছেন বলতে হয়,' বললাম। 'তা শেকড় আছে আপনার কাছে?'

মাথা নাড়ল ব্রাদার জন, চেহারায় বিষাদ। 'হ্যাঁ, অতোটা ভাল ছিল না আমার।'

'তা হলে ফুলটা পেলেন কোথেকে?'

'অনেক দীর্ঘ কাহিনি। শোনার ধৈর্য আছে তোমার, অ্যালান?'

'নিশ্চয়ই! বলুন।'

'বছরখানেক হলো কিলওয়ার দিকে কাজ করছি আমি। নতুন অনেক কিছু পেয়েছি। তারপর গিয়েছিলাম আরও তিনশো মাইল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেতরে। ওখানে আমার সঙ্গে দেখা হয় একটা উপজাতির। ওরা এমন একটা জাতি, যারা কখনও সাদা মানুষ দেখেনি। কোনও সাদামানুষ আগে যায়নি ওদের ওখানে। নিজেদের ওরা বলে মাযিটু। জুলুদেরই একটা বিচ্ছিন্ন অংশ ওরা, যোদ্ধা জাতি।'

'শুনেছি ওদের কথা।'

'উত্তরে সরে যায় ওরা দুশো বছর বা তারও বেশি আগে। ওদের কথা আমি বুঝতে পারি। আদিনিবাস ছেড়ে গেলেও ওই এলাকায় যারা বসতি করেছে, তারা এখনও বিকৃত জুলু ভাষা ব্যবহার করে। প্রথমে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তারা, কিন্তু পরে পাগল মনে করে ছেড়ে দেয়। সবাই মনে করে আমি পাগল, অ্যালান। সাধারণ মানুষের এটা বিরাট একটা ভুল ধারণা। নিজেকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বলে মনে করি, আর আমার এ-ও স্থির ধারণা হয়েছে যে, উল্টো বেশিরভাগ লোকই আসলে পাগল।'

আমি তাড়াতাড়ি করে বললাম, 'কারও কারও হয়তো আপনার সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে।' কিছুতেই লাখ টাকা দামের শেকড়-বাকড়ের কথা ছেড়ে আমি ব্রাদার জনের মাথা নিয়ে কথা বলতে চাইলাম না। 'মাযিটুদের কথা বলুন।'

'পরে তারা বুঝতে পারল ওষুধ তৈরি করতে পারি আমি। তাদের রাজা বাউসি এলো আমার কাছে শরীরের বাইরের দিকে গজানো বিরাট একটা টিউমারের চিকিৎসা করাতে। ঝুঁকি নিয়েই অপারেশনটা করলাম আমি। সেরে উঠল সে। যদি না বাঁচত, তা হলে আমাকেও মরতে হতো। মৃত্যুকে যে আমি ভয় পাই, তা অবশ্য নয়, অ্যালান।' বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ব্রাদার জনের বুক চিরে। 'রাজা সেরে ওঠার পর থেকেই আমাকে ওরা সবাই মনে করতে শুরু করল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী জাদুকর। বাউসি আমার সঙ্গে রক্তের ভ্রাতৃত্ব করল। তার খানিকটা রক্ত ঢোকানো হলো আমার শিরায়, আমার খানিকটা রক্ত ঢোকানো হলো তার শিরায়। ভয় পেলাম তার টিউমার না আবার আমার হয়। ওধরনের টিউমার বংশ পরম্পরায় হয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষের যা-ই হোক, রক্ত মিশে যাওয়াতে মাযিটুদের মতো বাউসি হয়ে গেল ও মি, আর আমি হয়ে গেলাম বাউসি। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, বাউসির মতো আমিও মাযিটুদের রাজা হয়ে গেলাম থাকব, যতোদিন বেঁচে আছি।'

'এটা হয়তো কাজে দেবে,' খানিকটা আপন মনে বললাম আমি। 'তারপর?'

'জানতে পারলাম মাযিটুদের রাজ্যের পশ্চিমে আছে বিরাট এক জলাভূমি, কিরুয়া নামের এক বিশাল হ্রদ। ওটার পরে আছে উর্বর জমির একটা দ্বীপ। সেটার মাঝখানে নাকি আছে একটা পাহাড়। ওই জায়গাটাকে বলে পঙ্গো। ওখানে যারা থাকে, তাদেরও পঙ্গো বলে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'পঙ্গো মানে তো স্থানীয় ভাষায় গরিলা, তা-ই না? পশ্চিম তীর থেকে আসা এক লোক আমাকে তা-ই জানিয়েছে।'

'হ্যাঁ, পঙ্গো মানে গরিলা। ব্যাপারটা কতোখানি বিস্ময়কর সেটা তুমি একটু পরেই বুঝতে পারবে। তো এই পঙ্গোদের বিরাট জাদুকর বলে নাম আছে। তারা যার পুজো করে, সে একটা গরিলা। বুঝতেই পারছ, সম্ভবত সে-কারণেই আদিবাসীদেরও পঙ্গো বলা হয়। তবে, আসলে দুটো ঈশ্বর আছে তাদের। অন্য ঈশ্বরটি ওই ফুল, যেটা তুমি একটু আগে দেখেছ। ওটাই প্রথম ঈশ্বর। প্রতিনিধিত্ব করে গরিলার। নাকি গরিলাই প্রতিনিধিত্ব করে ওটার, সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না। খুব সামান্যই জানি আমি পঙ্গোদের সম্বন্ধে। এক লোক আর মাযিটুদের কাছে যতোটুকু যা শুনেছি, সেটুকুই আমার জ্ঞান। সেই লোক অবশ্য নিজেকে পরিচয় দিত পঙ্গোদের নেতা হিসেবে।'

'কী বলেছে তারা?'

'মাযিটুদের মুখে শুনেছি পঙ্গোরা সাক্ষাৎ শয়তান, নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে ক্যানু করে এসে হাজির হয় তারা, ধরে নিয়ে যায় মাযিটুদের মেয়েমানুষ আর বাচ্চাদের। তাদের উৎসর্গ করা হয় ঈশ্বরের কাছে। মাঝে মাঝে নাকি পঙ্গোরা রাতের বেলা আক্রমণ করে, তাদের চিৎকার নাকি হায়েনাদের মতো। পুরুষদের খুন করে

www.BanglaBook.org

তারা, মেয়েমানুষ আর বাচ্চাদের জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়। মাথিট্টুরা তাদের ওপর হামলা করতে চায়, কিন্তু পারে না, কারণ পানিতে অভ্যস্ত নয় মাথিট্টুরা, কোনও ক্যানু নেই তাদের ; দ্বীপে পৌঁছনো সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। যদি অবশ্য সত্যিই ওটা দ্বীপ হয়ে থাকে। ওরা আমাকে আরও বলেছে, অপূর্ব সুন্দর ফুল যেখানে ফোটে, সেখানে বাস করে বনমানুষ-দেবতা। এসব মাথিট্টুরা জেনেছে তাদের উপজাতির কয়েকজনের কাছে। যারা বলেছে, তাদেরও ধরে নিয়ে গিয়েছিল পঙ্গোরা, কিন্তু ভাগ্যগুণে পালিয়ে আসতে পারে তারা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই দ্বীপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন আপনি?'

হ্রদের তীর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। একাই থাকতে হয়েছিল ওখানে, কারণ পঙ্গো এলাকার অতো কাছে মাথিট্টুদের কেউ রাতের বেলায় আমার সঙ্গে থাকতে রাজি হয়নি। ওখানে প্রজাপতি ধরেছি আমি, সংগ্রহ করেছি বেশ কিছু গাছগাছড়া।

এক রাতে শুয়ে আছি, হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি আর একা নই। তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম, ডুবন্ত চাঁদের আবছা আলোয় দেখলাম চওড়া ফলার বিরাট একটা বর্শার হাতলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। বর্শাটা তার চেয়েও লম্বা ; লোকটা ছিল দৈর্ঘ্যে অন্তত ছয় ফুট দু' ইঞ্চি। চওড়া বুকের ছাতি। পরনে দীর্ঘ সাদা আলখেল্লা, কাঁধ থেকে নেমে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে ওটা। মাথায় একটা সাদা টুপি, টুপিতে মাংসের দলা আটকানো। লোকটার কানে তামা কিংবা সোনার দুল, কব্জিতে কোনও ধরনের ধাতুর তৈরি বালা। কুচকুচে কালো ছিল সে। কিন্তু চেহারায় নিগ্রো রক্তের কোনও ছাপ নেই। কাটা চেহারা ; খাড়া নাক। সরু, পাতলা ঠোঁট। দেখলে মনে হয় রোদে পোড়া কোনও আরব। বামহাতটা তার ব্যান্ডেজ করা, চেহারায় খেলা করছিল প্রবল অস্বস্তি। বয়স আন্দাজ করলাম, পঞ্চাশ মতো হবে। মানুষটা এতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে, আমার মনে একবার সন্দেহ জাগল, মাথিট্টুদের শপথ করে বলা সেই ভূত নয় তো

www.BanglaBook.org

এ, যে-ভূত পাঠায় পঙ্গো জাদুকরর মাযিটু এলাকায়?

দীর্ঘ একটা সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা : ঠিক করে ফেলেছিলাম, আগে কথা বলব না আমি, কিংবা নড়ব না। অনেকক্ষণ পর নিচু, ভরাট গলায় কথা বলতে শুরু করল সে। হয়তো মাযিটু ভাষাতেই কথা বলেছিল, কিংবা কাছাকাছি কোনও ভাষায়– বুঝতে কোনও অসুবিধে হলো না আমার।

"'তোমার নাম কি ডগিটা নয়, সাদা দেবতা? তুমি কি ওষুধের ব্যাপারে জ্ঞানী নও?'

"'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি। 'কিন্তু কে তুমি সাহস করে এই শেষরাতে এসেছ আমার ঘুম ভাঙাতে?'

"'সাদা দেবতা, আমি কালুবি, পঙ্গোদের নেতা। ওই এলাকায় বিরাট মানুষ আমি।'

"'তা হলে পঙ্গোদের নেতা কালুবি, এতো রাতে একা এখানে এসেছ কেন তুমি?'

'জবাব না দিয়ে সে বলল, "সাদা দেবতা, তুমি কেন একা এসেছ?"

"'কী চাও তুমি আসলে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"'এসেছি, কারণ আহত হয়েছি আমি, ডগিটা,' বলল সে। 'এসেছি, যাতে আমাকে সারিয়ে তোলো তুমি।' ব্যান্ডেজ করা বাঁ হাতটা দেখল সে।

"'তা হলে বর্শা ফেলে আলখাল্লাটা খুলে ফেলো, যাতে আমি দেখতে পাই তোমার কাছে কোনও ছোরা নেই।'

'নির্দেশ মানল সে, বর্শাটা ছুঁড়ে দিল খানিকটা দূরে। আলখেল্লা খুলল।

"'এবার পট্টি খোলো।'

'তা-ই করল লোকটা। ম্যাচের একটা কাঠি জ্বাললাম আমি। লক্ষ করলাম, ওভাবে আচমকা আগুন জ্বলে উঠতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে কালুবি। তবে বলল না কিছু। আগুনের আলোয় ক্ষতটা

www.BanglaBook.org

দেখলাম। মধ্যমার ডগার অংশটা নেই। ঘাস দিয়ে ক্ষতটা মুড়ে রাখা হয়েছিল। দেখে মনে হলো, আঙুলটির ডগা কামড়ে কেটে নেয়া হয়েছে। "কীসে কামড়েছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"বাঁদর," জানাল সে, "বিষাক্ত বাঁদর। ডগিটা, আঙুলটা কেটে ফেলো, নইলে কালকে মারা যাব আমি।"

আমি বললাম, "তুমি তো পঙ্গোদের নেতা, তোমাদের কবিরাজদের কেন বলোনি আঙুল কাটতে?"

"না, না," ঘনঘন মাথা নাড়ল সে। "ওরা পারবে না। আইনে নেই। আর আমি নিজেও পারব না। মাংস যদি বাহু পর্যন্ত কালো হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে পুরো হাতটাই কেটে ফেলে দিতে হবে। যদি কব্জি পর্যন্ত কালো হয়, তা হলে বাহু থেকে কেটে বাদ দিতে হবে।"

তাঁবুর সামনে টুলের ওপর বসলাম আমি। আসলে অপেক্ষা করছিলাম সূর্য ওঠার। শেষরাতের ওই আবছা আঁধারে অপারেশন করা সম্ভব ছিল না। আমি বসে আছি দেখে কালুবি মনে করল তার অনুরোধ রাখব না ঠিক করেছি। শঙ্কার ছায়া পড়ল তার চোখে-মুখে। বলল, "সাদা দেবতা, আমাকে দয়া করো। আমাকে মরে যেতে দিয়ো না। মরতে ভীষণ ভয় পাই আমি। জীবনটা কঠিন, কিন্তু মৃত্যু তার চেয়েও অনেক খারাপ। তুমি যদি আমার অনুরোধ না রাখো, তা হলে এখানে, এখনই তোমার সামনে নিজের জীবন নিয়ে নেব আমি। তারপর আমার ভূত তোমাকে ধাওয়া করে বেড়াবে, যতদিন না ভয়ে মারা গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা হয় তোমার আত্মার। চিকিৎসার বদলে কী চাও তুমি, সাদা দেবতা? সোনা, হাতির দাঁত, ক্রীতদাস? শুধু মুখ ফুটে বলো, আমি কথা দিচ্ছি তোমার মনের ইচ্ছে অপূর্ণ রাখব না। শুধু আমাকে মরে যেতে দিয়ো না।"

"চুপ করো তো," ধমকের সুরে বললাম আমি। বুঝতে পারছিলাম, এভাবে যদি লোকটা বকবক করে, তা হলে শীঘ্রি তাকে জ্বরে ধরবে। সেক্ষেত্রে অপারেশনটা হয়ে যাবে খুব ঝুঁকিপূর্ণ। কথা বাড়ানো যাবে না বলেই মনের অনেক জিজ্ঞাসা চেপে রাখতে হলো।

www.BanglaBook.org

আগুন জ্বাললাম আমি. অপারেশনে যেসব ছুরি-কাঁচি ব্যবহার করব, সেগুলো ভাল মতো ধুলাম। লোকটা তখন তালুর সরঞ্জাম তৈরি করছি। সব ঠিকঠাক মতো তৈরি করতে করতে সূর্য উঠে গেল।
"এবার দেখব কতো সাহস আছে তোমার," তাকে বললাম।

ব্রাদার অ্যালান, লোকটার কথা বিশ্বাস করেছিলাম বলে আঙুলটা গোড়া থেকে কেটে বাদ দিলাম, যাতে বিষ ছড়াতে না পারে। পরে দেখলাম তার কথাই ঠিক, কালো হয়ে গেছে আঙুলটা প্রায় গোড়া পর্যন্ত. দেখে মনে হলো মাংসে শীঘ্রি পচন ধরত। তালুর কাছে অবশ্য ছড়ায়নি বিষ। চাইলে আঙুলটা দেখাতে পারি, স্পিরিটে চুবিয়ে রেখেছি ওটা, আমার সঙ্গেই আছে। কাফ্রি লোকটা ছিল খুব দৃঢ় চরিত্রের, অপারেশনের পুরোটা সময় পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল, এমনকী একবারের জন্যেও চোখ কুঁচকাল না ব্যথায়। যখন দেখল তালুর কাছে মাংস কালো হয়ে যায়নি, তখন স্বস্তির বিরাট একটা শ্বাস ফেলল সে। অপারেশন শেষে চেতনা প্রায় লোপ পেল তার। পানিতে মিশিয়ে তাকে ওয়াইন খাওয়ালাম, তাতে সুস্থ হয়ে উঠল অনেকটা।

"ও দেবতা ডগিটা," আমাকে ব্যান্ডেজ করতে দেখে বলল সে, "যতোদিন বেঁচে থাকব, ততোদিন তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব আমি। এবার আমাকে আরেকটা সাহায্য করো। আমার দেশে ভয়ঙ্কর একটা জানোয়ার আছে, যেটা আমার আঙুল কেটে নিয়েছে। ওটাকে মারতে হবে। আমার লোকদের হত্যা করে ওটা। ভীষণ ভয় পাই আমরা ওটাকে। শুনেছি তোমাদের সাদামানুষদের জাদুর অস্ত্র আছে, ওটা ভীষণ আওয়াজ ছেড়ে খুন করে। আমার দেশে চলো, ওখানে গিয়ে ওই জন্তুটাকে তোমার জাদুর অস্ত্র দিয়ে মেরে দাও। দয়া করে এসো। ভীষণ ভয় পেয়েছি আমি। ভীষণ ভয়।" সত্যি তাকে দেখে প্রচণ্ড রকম আতঙ্কিত মনে হচ্ছিল।

"না," তাকে বললাম আমি, "রক্ত ঝরাতে পারব না আমি। প্রজাপতি ছাড়া আর কিছু আমি হত্যা করি না। প্রজাপতিও মাত্র

www.BanglaBook.org

কয়েক রকমেরই ধরি। তোমরা যদি জন্তুটাকে এতোই ভয় পাও, তো বিষ দিয়ে ওটাকে মেরে ফেলছ না কেন? তোমার কালোমানুষরা তো অনেক রকমের বিষ ব্যবহার করে।"

"বিষে কোনও কাজ হয় না," প্রায় কাতরে উঠল লোকটা। "কোনও কাজই হয় না। জন্তুটা বিষ চেনে। কোনও কোনও বিষ খায়ও, কিন্তু তাতে ওটার কোনও ক্ষতি হয় না। তার চেয়েও বড় কথা, আমরা জানি, কোনও কালোমানুষ ওটাকে মারতে পারবে না। ওটার রং সাদা। আমাদের বয়স্করা বলে, ওটাকে যদি কখনও মারা সম্ভব হয়, তো সম্ভব হবে এমন কারও পক্ষে, যে নিজেও সাদা।"

"খুব অদ্ভুত জন্তু তা হলে," বললাম আমি। মনে সন্দেহ, লোকটা স্রেফ মিছে কথা বলছে। সূর্য উঠেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো; লোকজনের গলার আওয়াজ পেলাম, গান গাইছে সম্মিলিত কণ্ঠে। দিনের আলোয় সাহস করে ফিরে আসছে আমার লোকরা। বুক সমান উঁচু ঘাসের কারণে তাদের দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য যথেষ্ট দূরে আছে তারা।

'গানের আওয়াজ কালুবিও পেয়েছে, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, বলল, "এক্ষুণি চলে যেতে হবে আমাকে। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ। কী দিতে হবে তোমাকে, ওষুধের দেবতা? কী চাই তোমার?"

"ওষুধের জন্যে আমি কিছু নিই না," তাকে বললাম। "তবে তোমার দেশে অপূর্ব সুন্দর একরকম ফুল ফোটে, ঠিক কি না? ওরকম একটা ফুল পেলে খুব খুশি হবো আমি।"

"ওই ফুলের কথা কে বলেছে তোমাকে? ওটা পবিত্র ফুল। কিন্তু ঠিক আছে, সাদা দেবতা, তোমার জন্যে ওটা আনার ঝুঁকি নেব আমি। ফিরে এসো তুমি, সঙ্গে করে এমন কাউকে নিয়ে এসো, যে জন্তুটাকে মারতে পারবে, তা হলে তোমাকে বড়লোক করে দেব আমি। ফিরে এসে নলখাগড়ার কাছে গিয়ে আমাকে ডেকো, তা হলেই আমার কানে পৌঁছে যাবে সে-ডাক, চলে আসব আমি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দৌড়ে বর্শার কাছে চলে গেল সে, বর্শাটা হ্যাঁচকা টানে মাটি থেকে তুলে নিয়ে নলখাগড়ার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকে ওখানেই শেষ দেখেছি আমি। আর কখনও তার সঙ্গে দেখা হবে বলেও মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু, ব্রাদার জন, ফুলটা আপনি ঠিকই পেয়েছেন। ...কীভাবে?'

'কালুবি চলে যাবার এক সপ্তাহ পরে এক সকালে তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখি পানি ভরা একটা বড় হাঁড়ির ভেতর ফুলটা রাখা আছে,' বলল ব্রাদার জন। 'আমি চেয়েছিলাম ফুল, শেকড়, বীজ এবং গাছ, কিন্তু কালুবি ধরে নিয়েছিল শুধু একটা ফুল চেয়েছি। অথবা গাছটা হয়তো পাঠানোর সাহস হয়নি তার। যা-ই হোক, কিছুই না পাবার চেয়ে কিছু পাওয়া ভাল।'

'আপনি নিজে ওদেশে গিয়ে ফুল সংগ্রহ করলেন না কেন?'

'বেশ কয়েকটা কারণে, অ্যালান। প্রথম কারণ, কাজটা ছিল অসম্ভব। মাযিটুরা শপথ করে বলেছে, কেউ যদি ওই ফুল দেখে, তা হলে হত্যা করা হয় তাকে। আমার লোকরা যখন ওই ফুলটা দেখল, তখন তারা আমাকে বাধ্য করল তাঁবু গুটিয়ে সত্তর মাইল দূরে সরে যেতে। তখনই ঠিক করেছি, অপেক্ষা করব আমি, যদি এমন কাউকে পাই, যে আমার সঙ্গে যাবে, তা হলে যাব ওখানে অভিযানে। সত্যি বলতে কী, অ্যালান, আমার মনে হয়েছে তুমি যেমন শিকারী, তাতে তুমি হয়তো চাইবে ওই সাদা জন্তুটাকে শিকার করতে। জন্তুটা মানুষের আঙুল কামড়ে ছিঁড়ে নেয়। ওটার ভয়ে লোকজন অস্থির।' দীর্ঘ সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসল ব্রাদার জন। 'এই ঘটনার পর এতো তাড়াতাড়ি আমাদের দেখা হয়ে গেল, এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার, কি বলো, অ্যালান?'

'তা-ই?' বললাম আমি। 'আসলেই কি কাকতালীয়? ব্রাদার জন, লোকে আপনার নামে অনেক কথাই বলে। তবে আমি আপনার ব্যাপারে ভেবে দেখেছি, আপনার সূক্ষ্ম-বুদ্ধির কোনও তুলনা নেই!'

www.BanglaBook.org

এবার রহস্যময় হাসি দেখা দিল ব্রাদার জনের ঠোঁটে। সাদা রঙের দীর্ঘ দাঁড়িতে হাত বোলাল সে

দুই

নিলাম-ঘর

জাহাজ থেকে নেমে ডারবানে আমার বাড়িতে যাবার আগে পর্যন্ত ব্রাদার জনের সঙ্গে পঙ্গো জাতি বা তাদের পবিত্র সোনালী ফুলের ব্যাপারে আর কোনও আলাপ আমাদের মধ্যে হয়েছিল বলে মনে পড়ে না।

আমার বাড়িতেই উঠল স্ক্রুপ। শোবার ঘরের স্বল্পতা থাকায় বাগানে তার তাঁবু ফেলল ব্রাদার জন। এক রাতে আমরা বারান্দার সিঁড়িতে বসে সিগার টানছি; এটাই ব্রাদার জনের একমাত্র মানবিক দুর্বলতা, ওয়াইন বা মদ পান করে না সে, বাধ্য না হলে মাংস খায় না, তবে বেশিরভাগ আমেরিকানের মতো সুযোগ পেলেই সিগার ফোঁকে– তখনই কথাটা পাড়লাম আমি।

'ব্রাদার জন, আপনার কথা শুনে ভাবনা চিন্তা করেছি আমি, দু'একটা উপসংহারেও পৌঁছেছি।'

'বলে ফেলো, অ্যালান।'

সরাসরি বললাম, 'প্রথম কথা, আপনি একটা গাধা, যে-কারণে সুযোগ পেয়েও কালুবির কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আদায় করতে পারেননি।'

'আপত্তি করছি না আমি,' শান্ত গলায় বলল ব্রাদার জন। 'তবে

www.BanglaBook.org

তোমাকে বলতে হবে, এখন আমি একজন ডাক্তার। অপারেশনটা আমার মনোযোগের বেশিরভাগটাই দখল করে রেখেছিল।'

'দ্বিতীয় কথা, আমার বিশ্বাস, ওই কলুবি আছে গরিলা ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে, এবং ওই গরিলাই তার আঙুল কামড়ে কেটে নিয়েছে।'

'এরকম মনে হবার কারণ?'

'কারণ, মধ্য-পুব আফ্রিকায় সোকো নামের এক জাতের বড় বনমানুষের কথা শুনেছি আমি, যারা মানুষের আঙুল কেটে নেয়। এটাও শুনেছি যে, তারা প্রায় গরিলাদেরই মতো।'

'এ-কথা আমিও শুনেছি, অ্যালান, তুমি বলায় মনে পড়ল : একটা সোকো দেখেওছি, যদিও বেশ দূরে ছিল : বিরাট, বাদামী রঙের বনমানুষ, পেছনের দু' পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওটা, হাত দিয়ে দমাদম বুক চাপড়াচ্ছিল। বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ হয়নি, কারণ ভয়ে পালিয়ে আসি আমি।'

'তৃতীয় কথা, যদি কেউ ওই সোনালী অর্কিডের গাছ ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়, তা হলে অনেক দাম পাবে।'

'এই কথাটা তোমার চিন্তাপ্রসূত নয়, অ্যালান। তোমাকে আগেই বলেছি, ওটার দাম কমপক্ষে বিশ হাজার পাউন্ড বলে মনে করছি আমি।'

'চার নম্বর কথা, আমি ওই অর্কিড তুলে নিয়ে ইংল্যান্ডে বিক্রি করে বিশ হাজার পাউন্ডের একটা অংশ চাই।'

এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল ব্রাদার জন। নড়েচড়ে বসল। 'এইবার আমরা আসল কথায় এসেছি। ভাবছিলাম কতক্ষণ লাগবে তোমার স্বচ্ছ চিন্তা করতে। তুমি চিন্তা-ভাবনায় ধীর হতে পারো, তবে ঠিক পথেই এগোয় তোমার চিন্তার গতি।'

'পাঁচ নম্বর কথা,' আবার শুরু করলাম আমি, 'ওরকম একটা অভিযানে যেতে হলে অনেক টাকা দরকার। অতো টাকা আপনার বা আমার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। অংশীদার হিসেবে আরও লোক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরকার হবে আমাদের। এমন কেউ, যে সঙ্গে আসুক বা না আসুক, টাকা দিয়ে সহায়তা করবে।'

বাংলোর জানালার দিকে তাকাল ব্রাদার জন। ওই জানালার কাছেই ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে চার্লি স্ক্রুপ। শরীরটা দুর্বল বলে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেছে ঘুমাতে।

'না, ও আফ্রিকায় এসে অনেক ভুগেছে,' তাড়াতাড়ি বললাম আমি, 'তা ছাড়া, আপনি বলেছেন শরীরে পুরোপুরি শক্তি ফিরে পেতে দু'বছর লেগে যাবে ওর। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এক মহিলার স্বার্থ জড়িত ওর ভাল-মন্দের সঙ্গে। ও যখন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল, তখন সেই মহিলার ঠিকানা জেনে আমি চিঠি লিখেছিলাম। চিঠিতে জানিয়েছিলাম, মারা যাচ্ছে ও। বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছি আমরা। সর্বক্ষণ মহিলার কথাই বলছে সে প্রলাপে। এটাও জানিয়েছিলাম, দুর্দান্ত সাহসী এক মহৎ মানুষ ও। যা বর্ণনা দিয়েছিলাম তাতে সজ্ঞানে থাকলে চার্লি ভীষণ লজ্জা পাবে। সেই চিঠি রওনা হয়ে গেছে ডাকে। পৌঁছে যাবে আশা করা যায়। ...এখন শুনুন আরেকটা ব্যাপার। স্ক্রুপ চাইছে ইংল্যান্ডে ফেরার সময় যেন আমি ওর সঙ্গে থাকি, ওর ভাল-মন্দ দেখি। অন্তত মুখে এসবই বলছে; আসলে আশা করছে, ওর হয়ে ওই মহিলাকে কিছু বলব! স্ক্রুপ আমার সমস্ত খরচ দেবে বলছে, সেই সঙ্গে যে-সময়টা আমি ইংল্যান্ডে কাটাব, তার জন্যেও কিছু দিতে রাজি সেই তিন বছর বয়সের পর থেকে ইংল্যান্ডে আর ফেরা হয়নি আমার, কাজেই ভাবছি, এবার ঘুরে আসার সুযোগটা নেব।'

মস্ত একটা হাঁ করল ব্রাদার জন, তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'তা হলে আমাদের অভিযানের কী হবে, অ্যালান?'

'এখন নভেম্বরের শুরু,' বললাম আমি, 'ওদিকে বর্ষার মরশুম শুরু হয়ে যাবে। চলবে এপ্রিল পর্যন্ত। কাজেই এর মধ্যে আপনার পঙ্গো বন্ধুদের ওখানে যাবার কোনও উপায় নেই। ততদিনে ইংল্যান্ড ঘুরে আবার ফিরে আসতে পারব আমি। যদি বিশ্বাস করে ফুলটা আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেন, তো নিয়ে যাব ইংল্যান্ডে। এমন কাউকে খুঁজে পেয়ে যেতে পারি, যে ওই ফুল-গাছের জন্যে টাকা ঢালতে দ্বিধা করবে না। ততদিন আপনি এ-বাড়িতে আমন্ত্রিত, যদি থাকতে চান।'

'আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ, অ্যালান, তবে এতগুলো মাস বসে থাকতে পারব না আমি। তার চেয়ে কোথাও থেকে ঘুরে আবার ফিরে আসব এখানে।' থামল ব্রাদার জন, চেহারায় খেলা করছে স্বপ্নের ঘোর। আবার বলে চলল, 'বুঝলে, ব্রাদার, এই বিরাট দেশে ঘুরে বেড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে, যতদিন আমি না জানি।'

ব্রাদার জনের চোখে তাকালাম। 'কী না জানেন?'

বাস্তবে ফিরে শরীর ঝাড়া দিল ব্রাদার জন, যেন বিষয়টার গুরুত্ব নেই, এমন সুরে বলল, 'যতদিন আমি প্রতি ইঞ্চি জমি চষে না বেড়াই। এখনও এমন অনেক জাতি আছে, যাদের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।'

'যেমন পঙ্গো,' বললাম আমি। 'একটা কথা, আমি যদি অভিযানে যাবার টাকা জোগাড় করতে পারি, তা হলে আপনাকেও কিন্তু সঙ্গে আসতে হবে। যদি না আসেন, তা হলে অভিযান বাতিল করতে হবে আমাকে। মাযিটুদের এলাকার ভেতর দিয়ে পঙ্গোদের ওখানে যাবার ব্যাপারে আপনার ওপর নির্ভর করছি আমি।'

'নিশ্চয়ই যাব,' বলল ব্রাদার জন, 'এমনকী তুমি না গেলেও আমি একাই রওনা হবো। যদি আর কখনও নাও ফিরে আসতে পারি, তবুও পঙ্গো এলাকায় আমি যাবই যাব।'

'একটা ফুলের জন্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিতে চাইছেন আপনি, ব্রাদার জন। এমন কি হতে পারে আপনি ওই ফুল ছাড়াও আরও কিছু পাবার আশা করছেন? যদি তা-ই হয়, তা হলে আমাকে বলে ফেলা উচিত আপনার।' কথাটা বলার সময় বুঝলাম ব্রাদার জন বিড়বিড় করে আপত্তি জানাচ্ছে। ভাব দেখে মনে হলো-মিথ্যেও বলতে পারে।

'এ-কথা যখন বললে, অ্যালান, তো বলতেই হয়, তোমাকে যা বলেছি, তার চেয়ে পঙ্গোদের ব্যাপারে অনেক বেশি শুনেছি আমি।

www.BanglaBook.org

শুনেছি কালুবির অপারেশনের পর, নইলে আমি একাই পঙ্গো এলাকায় ঢুকে পড়তে চেষ্টা করতাম। কাজটি সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।'

'কী শুনেছেন?'

'শুনেছি সাদা দেবতার পাশাপাশি সাদা একজন দেবীও আছে ওদের।'

'তো কী হলো? হয়তো একটা মেয়ে গরিলা হবে ওটা।'

'হতে পারে, তবে দেবীদের ব্যাপারে আমি সবসময়ই কৌতূহলী। শুভরাত্রি।' উঠে পড়ল ব্রাদার জন, তাঁবুর দিকে চলল।

'আপনি একটা বিদঘুটে বুড়ো মচ্ছ,' ব্রাদার জনের পেছন থেকে বললাম আমি। ব্রাদার জন চলে যাবার পর আপন মনে বললাম, 'তার চেয়েও বড় কথা, আস্তিনের ভাঁজে কী যেন লুকিয়ে রেখেছেন আপনি। একদিন আমি জানব সেটা কী। এখনকার মতো ধরে নিচ্ছি, আপনি মিথ্যে বলেছেন। না, মিথ্যে নয়, হ্যালুসিনেশন হয়েছিল আপনার। না, তা-ও নয়। তা হলে ফুলটা পেতেন না। অদ্ভুত মানুষ নিশ্চয়ই পঙ্গোরা। তাদের অর্কিড আর সাদা দেব-দেবীও কৌতূহল জাগায়। আফ্রিকা অদ্ভুত মানুষদেরই অঞ্চল। অদ্ভুত তাদের দেবতারাও।'

এরপরের ঘটনা ইংল্যান্ডে।

(না, অভিযান-প্রিয় পাঠক, ভয় পাবেন না। খানিকটা সময় ইংল্যান্ডে ব্যয় করেই আবার আফ্রিকায় ফিরব আমি।)

ব্রাদার জনের সঙ্গে আলাপের দু'এক দিন পরেই মিস্টার চার্লস স্ক্রুপকে সঙ্গে নিয়ে ডারবান ত্যাগ করলাম আমি। কেপ টাউন হয়ে জাহাজে চড়লাম। দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রা শেষে একদিন পৌঁছে গেলাম প্লেমাউথে। জাহাজে আমাদের সহযাত্রীরা ছিল অতি সাধারণ। তাদের বেশিরভাগকেই আমি ভুলে গেছি, তবে এক মহিলাকে মনে রেখেছি। দেখলেই মনে হতো বার-মেইড হবার জন্যে জন্ম হয়েছে তার। এক ওয়াইন ব্যবসায়ীর স্ত্রী ছিল সে। সেই ব্যবসায়ী কেপ টাউনে ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছিল। তো যা-ই হোক, সেই মহিলা প্রতি রাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিনার শেষে ব্যস্ত হয়ে পড়ত ওর স্বামীর ওয়াইনের ভাণ্ডার খালি করাতে। মাতাল হলেই [illegible] নেশায় পেয়ে বসত তাকে। অদ্ভুত কোনও কারণে আমার প্রতিই ওর মনোযোগ থাকত বেশি। ওহ্, আজও চোখ বন্ধ করলে সেই মহিলাকে দেখতে পাই, বসে আছে সেলুনে, মাথার ওপর তেলের লণ্ঠনটা দুলছে। সবসময় ওখানেই বসত মহিলা, কারণ লণ্ঠনের আলোয় ওর হিরের জড়োয়া গহনাগুলো ভাল দেখা যেত। আজও যেন মহিলার গলা শুনতে পাই আমি। বলছে: 'আপনার হাতি-মারা আচরণ এখানে করবেন না, মিস্টার অ্যালান।'

অ্যালান নামটার ওপর খুব জোর দিত মহিলা। 'কোয়াটারমেইন, ওরকম আচরণ ভদ্র সমাজে চলে না। যান, আপনার উচিত চুলগুলো ঠিক মতো আঁচড়ে আসা।'

এই পর্যায়ে মহিলার বেঁটেখাটো, দুবলা স্বামী আতঙ্কিত হয়ে বলত, 'চুপ, চুপ, মাই ডিয়ার, তুমি ভদ্রলোককে অপমান করছ।'

জানি না কেন আজও এসব মনে আছে, আমি তো তাদের নামও ভুলে গেছি। আসলে ছোটখাটো কোনও ব্যাপারও কখনও সখনও রহস্যময় কারণে মনে থেকে যায়। যেমন মনে আছে অ্যাসেনশনের সেই দ্বীপ, যেখানে বড় বড় ঢেউ সাদা ফেনা তুলে সৈকতে আছড়ে পড়ে, রুক্ষ সেই সব পাহাড়, যেগুলোর মাথার ওপরে সবুজের সমারোহ; পুকুরের সেই বড় বড় কাছিম– আহা বেচারী কাছিমগুলো। দুটোকে আমরা জাহাজে তুলেছিলাম। ফোরক্যাসলে চিত করে রাখা হয়েছিল ওগুলোকে। দেখতাম, দুর্বল ভাবে পা নাড়ছে কাছিমগুলো। একটা শেষে মারাই গেল। কসাইকে বলে ওটার খোলটা সংগ্রহ করলাম আমি। পরে ওটা ভাল মতো পালিশ করিয়ে মিস্টার এবং মিসেস স্ক্রুপের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহার দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওটা বাস্কেট হিসেবে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু পরে হতবাক হয়ে শুনেছিলাম, বিয়ের অনুষ্ঠানে এক মহিলা বর-কনের সামনে বলছেন, 'আগে কখনও বাচ্চাদের এতো সুন্দর দোলনা দেখিনি আমি।'

www.BanglaBook.org

কেন এসব লিখছি? কারণ ক্রুপের অবস্থা বর্ণনা করে যে চিঠি আমি দিয়েছিলাম, তাতে লিখেছিলাম, ও বাঁচলে পরের জাহাজে ওকে নিয়ে ইংল্যান্ডে আসবার চেষ্টা করব। যে-সকালে প্লেমাউথে জাহাজ ভিড়ল, সেদিন ডেকে দাঁড়িয়ে একটা টাগকে এগিয়ে এসে পাশে ভিড়তে দেখলাম আমি। জাহাজের ডেকে উঠলেন ফারের কোট পরা এক মোটা মহিলা। তাঁর পাশে সার্জের পোশাক ও পর্ক পাই হ্যাট পরা সুন্দরী, মিষ্টি একটি মেয়ে

জাহাজে মালামাল তোলা শুরু হলো। ডেকে দাঁড়িয়ে সাগরতীর দেখছি, এমন সময় এক স্টুয়ার্ডেস এসে আমাকে জানাল, সেলুনে কে যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। গিয়ে দেখি ওই দুই মহিলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

'ধরেই করছি আপনিই মিস্টার অ্যালান কোয়াটারমেইন,' বললেন মোটাসোটা মহিলা। 'মিস্টার ক্রুপ কোথায়? আশা করি তাকে নিয়ে এসেছেন? ...এক্ষুনি বলুন কোথায় সে।'

মহিলার আচরণটাই এমন যে, হকচকিয়ে বোকা হয়ে গেলাম আমি। দুর্বল স্বরে বললাম, 'নীচে, ম্যাম, নীচে।'

সঙ্গিনী তরুণীর দিকে চট করে তাকাল মোটা মহিলা, বলল, 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, ডিয়ার, খারাপ খবরের জন্যে তোমাকে তৈরি থাকতে হবে। নিজেকে সামলাও, এখানে এত লোকের সামনে এমন কিছু করে বোসো না, যেটা ভদ্রোচিত নয়। নিয়তি সবসময়ই স্থির এবং ন্যায্য। যা ঘটেছে, সেটা ঘটেছে তোমার রাগের কারণে। দোষ দিতে হলে নিজেকে দাও। বেচারাকে কখনোই তোমার ওই অবিশ্বাসীদের দেশে যেতে দেয়া উচিত হয়নি।' এবার আমার দিকে ফিরলেন মহিলা, কড়া গলায় বললেন, 'লাশটা নিশ্চয়ই সংরক্ষণ করা হয়েছে? আমরা ওকে এনেক্সে কবর দিতে চাই।'

'লাশ! সংরক্ষণ?' খাবি খেলাম আমি। 'আরে, ওতো গোসল করতে ঢুকেছিল বাথরুমে! মিনিট কয়েক আগে তা-ই দেখে এসেছি আমি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরের সেকেন্ডে সুন্দরী তরুণী তার মাথা রাখল আমার কাঁধে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

'মার্গারেট!' প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন সেই মহিলা। (পরে জেনেছি কড়া একজন নীতিবান খালা তিনি।) 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি লোকজনের সামনে এরকম অভদ্র আচরণ করবে না! মিস্টার কোয়ার্টারমেইন, মিস্টার ক্রুপ যখন বেঁচেই আছে, তো তাকে বলবেন, যাতে এক্ষুনি এখানে আসে?'

যেমন কথা তেমনি কাজ করলাম, টানতে টানতে ক্রুপকে ধরে আনলাম। বেচারার তখন মাত্র অর্ধেকটা দাড়ি কামানো হয়েছিল। তার পর যা হলো সেটা কল্পনা করে নিন, পাঠক! বীর যোদ্ধাকে বরণ করে নেয়া হলো সাদরে। ক্রুপ আজ নাতি-নাতনীদের দাদা; তারাও তাকে একজন মহৎপ্রাণ বীর বলেই জানে। ক্রুপ কখনও বিনয় করেও প্রতিবাদ করে না।

সেই জাঁদরেল মহিলার এসেক্সের বাড়িতে ঠাঁই হলো আমার; চমৎকার পুরোনো বাড়ি। যে-রাতে আমি পৌঁছলাম, সে-রাতে ওখানে চব্বিশজনের একটা ডিনার পার্টি হচ্ছিল। চার্লি ক্রুপ এবং সেই চিতাবাঘের ব্যাপারে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিতে হলো আমাকে। যতদূর মনে হয় ভালই বক্তৃতা করেছিলাম। শ্রোতারা গোগ্রাসে গিলেছিল সেই লড়াইয়ের বর্ণনা। বক্তৃতাটা সমৃদ্ধ করতে আমদানী করেছিলাম আরও কয়েকটা চিতাবাঘ এবং আহত একটা বাফেলো। প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছিলাম, কীভাবে ভয়ঙ্কর জন্তুগুলোকে একের পর এক শুধু একটা শিকারের ছুরি দিয়ে খতম করেছিল ক্রুপ।

বক্তৃতা শুনে দেখার মতো হয়েছিল ক্রুপের চেহারা। শুনতে শুনতে নিখাদ বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠছিল ওর চেহারায়। হয়তো বিশ্বাস করছিল, কে জানে! কপাল ভাল ছিল যে, ও বসেছিল আমার পাশে, কাজেই পায়ে লাথি মেরে ওকে সতর্ক করে তুলতে অসুবিধে হয়নি আমার। যা-ই হোক, এটা বুঝতে পারলাম যে, ক্রুপ আর মার্গারেট পরস্পরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। আবার ওদের দেখা হওয়াটা সত্যি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৌভাগ্যের ব্যাপার। ধন্যবাদ খানিকটা আমারও প্রাপ্য, বাকিটা ব্রাদার জনের।

আমি এসেক্সে থাকার সময়ই লর্ড রেগনাল ও সুন্দরী মিস হোমসের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে মিস হোমসের সঙ্গে বেশ কয়েকটা অদ্ভুত অভিযানে গিয়েছি আমি।

এর পর কাজে নেমে পড়লাম আমি সময় নষ্ট না করে। কে যেন বলেছিল, শহরে একটা ফার্ম আছে, যারা অর্কিডের নিলাম করে। বড়লোকেরা অনেক দামে কেনে সেসব অর্কিড। ভাবলাম, ওখানেই যাব আমার সোনালী অর্কিড দেখাতে। তারা নিশ্চয়ই উৎসাহী এমন কোনও বড়লোকের খবর জানাতে পারবে, যে দুর্মূল্য অর্কিডের গাছ পাবার জন্য আমাদের অভিযানে কয়েক হাজার পাউন্ড দিয়ে সাহায্য করতে দ্বিধা করবে না। এতে কাজ হোক আর না হোক, চেষ্টা আমাকে করে দেখতেই হবে।

এক শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে টিনের বাক্সে সোনালী সাইপ্রিপেডিয়াম নিয়ে হাজির হলাম মেসার্স মে অ্যান্ড প্রিমরোযে। দিনটা আমার জন্য খারাপ ছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, মিস্টার মে অফিসে নেই, গ্রামে গেছেন। ব্যস্ত ক্লার্ককে বললাম, 'তা হলে আমি মিস্টার প্রিমরোযের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

সে বলল, 'উনি গেছেন ঘরে, বিক্রয়কেন্দ্রে।'

'ঘরটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'দরজা দিয়ে বেরিয়ে বামদিকে গিয়ে আবার বামদিকে বাঁক নিতে হবে,' বলে শাটার বন্ধ করে দিল ক্লার্ক।

আমি লোকটা অভদ্র ব্যবহারে এতোটাই বিরক্ত হলাম যে, একবার ভাবলাম, বাদ দিই অর্কিড দেখানো। কিন্তু মেজাজ সামলে নিলাম শেষে। লোকটার কথা অনুযায়ী সরু প্যাসেজে বাঁক নিয়ে পৌঁছে গেলাম বিরাট একটা ঘরে। যারা অর্কিড বিক্রয় কেন্দ্রে আগে যাননি, তাঁদের কাছে ঘরটা অদ্ভুত ঠেকবে। প্রথমেই চোখে পড়ল দেয়ালের নোটিশ: 'খদ্দেরদের পাইপ টানা নিষেধ।' মনে মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললাম, অর্কিডরা তা হলে অদ্ভুত ফুল। এমন ফুল, যারা পাইপের ধোঁয়া আর সিগারের ধোঁয়ার তফাৎ জানে। সারি সারি টেবিলে পড়ে আছে শুকনো শেকড়। আন্দাজ করলাম, ওগুলো অর্কিড গাছেরই হবে। আমার অনভিজ্ঞ চোখে জিনিসগুলোর মূল্য পাঁচ শিলিং বলেও মনে হলো না। ঘরের আরেক মাথায় একটা স্টেজ, ওখানে বসে আছেন সুশ্রী চেহারার এক ভদ্রলোক। এতো দ্রুত তিনি নিলাম করছেন যে, মনে হলো পাশের ক্লার্কের জান বেরিয়ে যাচ্ছে বিক্রির তথ্য খতিয়ানে তুলতে। দু'জনের সামনে একটা বাঁকা টেবিলের এপাশে বসে আছে ক্রেতারা। টেবিলের এক প্রান্ত খালি, যাতে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিলামে তোলা অর্কিডগুলো ওখানে দেখানোর জন্য রাখতে পারে পোর্টাররা।

স্টেজের সামনে আরেকটা ছোট টেবিলে রাখা আছে ফুলের অন্তত বিশটা টব। ওখানে রাখা ফুলগুলো বড় টেবিলের ফুলগুলোর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। একটা নোটিশে লেখা, ওগুলো ঠিক দুপুর দেড়টায় নিলাম হবে। ঘরের এখানে ওখানে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে, কারও কারও কোটের বাটনহোলে চমৎকার সব অর্কিড শোভা পাচ্ছে। পরে জেনেছি, এরা ডিলার এবং অপেশাদার অর্কিড ক্রেতা। দয়ালু চেহারা তাদের, দেখেই পছন্দ হয়ে যায়। ঘরের পরিবেশটা চমৎকার, বিশেষ করে লন্ডনের কুয়াশা মোড়া স্যাঁতসেঁতে বিশ্রী আবহাওয়ার তুলনায়।

এক কোণে একাকী দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিলামের কার্যক্রম দেখলাম। হঠাৎ কানের কাছে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, জানতে চাইছে আমি অর্কিডের তালিকা দেখতে চাই কি না। লোকটাকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই বলা যায় রীতিমত ভালবেসে ফেললাম। আগেই বলেছি, আমার মতো মানুষের জন্য প্রথম দেখায় পছন্দ-অপছন্দ হওয়াটা বড় একটা ব্যাপার। লোকটা দীর্ঘ নয়, তবে শক্তপোক্ত কাঠামোয় তৈরি। বয়স বছর পঁচিশেক হবে। দেখতে তেমন ভাল নয়, আবার কুৎসিতও নয়। সাধারণ একজন ইংরেজ মনে হলো। নীল

www.BanglaBook.org

চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি। চেহারায় প্রসন্ন একটা ভাব। দেখেই বুঝলাম, এ এমন এক লোক, যার অন্তরে বইছে সহানুভূতির ফল্গুধারা। পরনে একটা পুরোনো টুইড সুট, বাটনহোলে উপস্থিত অন্য সবার মতোই একটা অর্কিড। এক মাথা এলোমেলো চুলের ওপর বসে আছে ক্রোদ হ্যাট

'ধন্যবাদ, তবে ক্যাটালগ লাগবে না,' বললাম, 'আমি এখানে অর্কিড কিনতে আসিনি। আফ্রিকায় কিছু অর্কিড দেখেছি, এ ছাড়া অর্কিডের ব্যাপারে কিছু আসলে জানিই না।' টিনের বাক্সে টোকা দিলাম। 'তবে একটা অর্কিড নিয়ে এসেছি আমি দেখাতে।'

'আচ্ছা!' বলল সে, 'আফ্রিকার অর্কিডের ব্যাপারে কৌতূহল আছে আমার। আপনার বাক্সে কী আছে: ফুল, না গাছ?'

'একটা ফুল। তবে আমার নয়, আমার এক বন্ধু অনুরোধ করেছে... আসলে সব খুলে বলতে সময় লাগবে। আপনি উৎসাহী হবেন বলে মনে হয় না।'

'বলা যায় না। আকার দেখে তো মনে হচ্ছে বাক্সে সাইমবিডিয়াম আছে।'

মাথা নাড়লাম। 'আমার বন্ধু অন্য নাম বলেছে। সাইপ্রিপেডিয়াম।'

যুবক এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল। 'এতো বড় বাক্সে একটা মাত্র সাইপ্রিপেডিয়াম? বিরাট বড় ফুল মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, আমার বন্ধু বলেছে এতো বড় সাইপ্রিপেডিয়াম এর আগে আবিষ্কৃত হয়নি। পুরো চব্বিশ ইঞ্চি বৃত্তাকার। এক ফুট মতো উঁচু।'

বড় বড় হয়ে উঠল যুবকের চোখ। 'চব্বিশ ইঞ্চি বৃত্তাকার আর এক ফুট ডর্সাল সেপাল! তাও আবার সাইপ্রিপেডিয়াম! সার, আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন?'

'না, কৌতুক করছি না,' বললাম, 'তবে ফুলটা হয়তো অন্য জাতেরও হতে পারে।'

'দেখি ফুলটা!'

www.BanglaBook.org

বাক্সের ডালা খুলতে শুরু করলাম। অর্ধেক খুলতেই আরও দু'জন ভদ্রলোক, তাঁরা বোধহয় আমাদের আলাপ শুনেছেন, অথবা যুবকের উত্তেজিত চেহারা দেখেছেন, এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে। তাদের বাটনহোলেও অর্কিড শোভা পাচ্ছে।

'হ্যালো, সমার্স!' দু'জনের একজন কপট ভদ্রতার সুরে বললেন।

'কী আছে বাক্সে?' জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয়জন।

যুবক সমার্স তাড়াতাড়ি করে বলল, 'কিছু না। একেবারেই কিছু না। চিরহরিৎ অঞ্চলের কয়েকটা প্রজাপতি।'

'ও, প্রজাপতি?' প্রথমজন ঘুরে আরেক দিকে রওনা দিলেন।

কিন্তু দ্বিতীয়জনের চোখে বাজপাখির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; তিনি এতো সহজে সন্তুষ্ট হতে রাজি নন। আমাকে বললেন, 'দেখান তো প্রজাপতিগুলো।'

'আপনাকে দেখতে পারবে না ও,' হড়বড় করে বলল সমার্স। 'তুমি তো ভয় পাচ্ছিলে এই ভেজা আবহাওয়ায় ওগুলোর রং নষ্ট হয়ে যাবে, তা-ই না, ব্রাউন?'

'হ্যাঁ, সমার্স,' বলে বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিলাম আমি।

দ্বিতীয় লোকটা অসন্তোষ নিয়ে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল এবার।

'অর্কিডিস্ট,' ফিসফিস করে বলল যুবক সমার্স। 'খুব হিংসুক লোক হয় অর্কিডিস্টরা। বিরাট বড়লোক ওই দু'জন। ...মিস্টার ব্রাউন নিশ্চয়ই আপনার নাম নয়?'

'না, আমার নাম অ্যালান কোয়াটারমেইন।'

'নামটা ব্রাউনের চেয়ে অনেক ভাল,' বলল যুবক। 'তো মিস্টার কোয়াটারমেইন, এখানে একটা প্রাইভেট ঘর আছে, আসবেন ওখানে আপনি আমার সঙ্গে? ফুলটা...'

এই পর্যায়ে বাজপাখির দৃষ্টিওয়ালা ভদ্রলোক আমাদের পাশ কাটিয়ে গেলেন।

'প্রজাপতির বাক্সটা নিয়ে আসুন আমার সঙ্গে?' তাড়াতাড়ি করে

www.BanglaBook.org

বলল সমার্স।

'চলুন,' তার পিছু নিলাম আমি। নিলাম ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা, একটা সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নেমে বাম দিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকলাম. ছোট একটা ঘর। চার-দেয়ালে বই আর খতিয়ানের খাতা।

দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিল সমার্স 'এবার,' এমন ভঙ্গিতে বলল যে, মনে হলো সে একজন ভয়ঙ্কর খলনায়ক, এতক্ষণে নীতিপরায়ণ, অসহায় নায়িকাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। 'এবার এখানে আমরা একা, মিস্টার কোয়াটারমেইন আপনার প্রজাপতিগুলো দেখান এবার।'

বাক্স খুললাম আমি একটা টেবিলের ওপর রেখে। কাঁচের দুটো পাতের মাঝখানে বসে আছে সোনালী ফুলটা। দেখলে মনে হয় একদম তাজা, সদ্য ছেঁড়া হয়েছে গাছ থেকে। ওটার পাশে গাছটার একটা সবুজ পাতাও আছে।

যুবক সমার্স এমন ভাবে ফুলটার দিকে তাকিয়ে থাকল যে, একটু পর আমার মনে হলো, ওর চোখ দুটো যে-কোনও সময় কোটর থেকে বের হয়ে আসবে। পাশ ফিরে কী যেন বিড়বিড় করে বলল সে, তারপর আবার ফুলটার দিকে তাকাল। এতক্ষণে জবান ফুটল তার মুখে: 'ওহ্, ঈশ্বর! এও কি সম্ভব যে এরকম একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে এই খুঁতওয়ালা দুনিয়ায়! মিস্টার কোয়াটারমেইন, আপনার জিনিসটা নকল নয় তো?'

বাক্সের ডালা বন্ধ করতে শুরু করলাম আমি। 'আপনি আমাকে অপমান করছেন, মিস্টার সমার্স।'

'দয়া করে কিছু মনে করবেন না,' আত্মগত ভাবে বলল সমার্স। 'এই পাপীর অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আপনি বুঝতে পারছেন না, মিস্টার কোয়ারটারমেইন। যদি বুঝতে পারতেন, তা হলে ঠিকই বুঝতেন।'

'বুঝতে চাইছি না আমি,' বিরক্ত হয়ে বললাম।

www.BanglaBook.org

সমার্স বলল, 'বুঝতেন, যদি অর্কিড সংগ্রহ করতেন। পাগল ভাববেন না আমাকে। অর্কিডের ব্যাপার ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে পাগলামি নেই আমার।' গলার স্বর নিচু হয়ে গেল তার। উত্তেজিত স্বরে বলে যেতে লাগল: 'এই অপূর্ব সাইপ্রিপেডিয়ামটা... আপনার বন্ধু ঠিকই বলেছেন, এটা সাইপ্রিপেডিয়ামই... এটার দাম সোনার খনির চেয়ে কম নয়। এটার গাছ কোথায়, মিস্টার কোয়াটারমেইন? গাছটা অমূল্য।'

'গাছটা আছে আফ্রিকার এক দুর্গম এলাকায়,' জানালাম। 'যেখানে আছে, তার তিনশো মাইলের মধ্যে যাইনি আমি।'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, মিস্টার কোয়াটারমেইন,' ব্যগ্র শোনাল সমার্সের গলা। 'বলবেন, কীভাবে পেলেন এটা?'

'বলা উচিত মনে করছি না,' খানিকটা সন্দেহের সঙ্গে বললাম আমি। কাতর সমার্সকে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো। এলাকার নাম না বলে সংক্ষেপে তাকে জানালাম কীভাবে ফুলটা পাওয়া গিয়েছে। এটাও জানালাম, আমি এমন একজন লোক খুঁজছি, যে ফুলটা যেখানে জন্মায়, সেখানে যাবার অভিযানের খরচ দেবে।

আমার কথা শেষ হবার পর সমার্স কিছু বলার আগেই দরজায় জোর ধাক্কার আওয়াজ হলো। 'মিস্টার স্টিফেন,' ডাকছে একজন, 'মিস্টার স্টিফেন, আপনি কি ভেতরে আছেন?'

'ব্রিগস্!' বলে উঠল সমার্স। 'ও আমার বাবার ম্যানেজার। মিস্টার কোয়াটারমেইন, ডালাটা বন্ধ করে দিন বাক্সের। আসুন, ব্রিগস।' দরজাটা সাবধানে খানিকটা খুলল যুবক। 'কী ব্যাপার?'

'ভাল একটা চুক্তি হয়েছে,' জবাবে বলল চিকন লোকটা। দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। 'আপনার বাবা, মানে স্যার আলেকযান্ডার আচমকা এই অফিসে এসেছেন। আপনাকে নিলাম-ঘরে দেখেননি বলে তাঁর মনমেজাজ ভাল। যখন আপনি নিলামে আসছেন শুনলেন, তখন ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। আমাকে পাঠিয়েছিলেন আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা?' সমার্সকে দেখে বিচলিত মনে হলো না। 'যান, স্যার আলেকজান্ডারকে গিয়ে বলুন, আমি এক্ষুনি আসছি। দেরি করবেন না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে গেল ব্রিগস। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সমার্স বলল, 'আমাকে একটু যেতে হচ্ছে, মিস্টার কোয়াটারমেইন। একটা কথা রাখবেন? আমি না ফেরা পর্যন্ত ফুলটা কাউকে দেখাবেন না। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরব আমি।'

'বেশ, মিস্টার সমার্স,' রাজি হলাম। 'আপনার জন্যে নিলাম-ঘরে ঠিক আধঘণ্টা অপেক্ষা করব আমি। এর মধ্যে আর কাউকে ফুলটা দেখাব না।'

সমার্সের চেহারায় কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল। 'সত্যিকার একজন ভাল মানুষ আপনি, মিস্টার কোয়াটামেইন,' বলল সমার্স। 'কথা দিতে পারি, অপেক্ষাটা বিফলে যাবে না আপনার, সাধ্যমতো সব করব আমি আপনার জন্যে।'

একসঙ্গে নিলাম-ঘরে ফিরলাম আমরা। হঠাৎ সমার্স স্বগোতক্তি করে উঠল: 'হায় ঈশ্বর! আমি তো অডোনটোগ্লসামটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! উডেন গেল কোথায়? ...উডেন, এসো এখানে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

যাকে ডাকা হয়েছে, হাজির হয়ে গেল সে। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কোঠায় হবে। পরনে শেষকৃত্যে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ যেরকম কালো সুট পরে, সেরকম একটা চকচকে সুট। খেটে খাওয়া মানুষ মনে হলো। হাতগুলোয় কড়া পড়ে গেছে। বুঝতে আমার দেরি হলো না, লোকটা পেশায় মালী।

'উডেন,' আমাকে দেখাল সমার্স, 'এই ভদ্রলোকের কাছে দুনিয়ার সেরা সুন্দর অর্কিডটা আছে। ওঁর ওপর চোখ রাখো, দেখবে যেন ডাকাতি না হয়ে যায় অর্কিডটা। মিস্টার কোয়াটারমেইন, এ-ঘরে এমন মানুষও আছে, যারা ফুলটা পাবার জন্যে আপনাকে খুন করে লাশটা টেমসে ফেলে দিতেও সামান্যতম দ্বিধা করবে না।'

www.BanglaBook.org

সমার্সের কথা শেষ হতে একটু দুলে উঠল উডেন। মনে হলো ভূমিকম্প সামলাচ্ছে। বিস্ময়কর কিছু শুনলেই এমনটা হয় তার। নীলচে চোখে আমাকে দেখল সে। মনে হলো না যা দেখছে সেটা তার পছন্দ হলো। জিজ্ঞেস করল, 'তা কোথায় আছে আপনার সেই হরকিড, সার?'

টিনের বাক্সটা দেখালাম আমি।

'হ্যাঁ, ওটা ওখানে আছে,' বলল সমার্স। 'ওটাই নজরে রাখবে, উডেন। মিস্টার কোয়াটারমেইন, কেউ যদি আপনাকে ডাকাতি করতে চেষ্টা করে, তা হলে উডেনকে ডাকবেন, ও শয়তানগুলোকে সামলাবে। ...ও আমার মালী, পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন আপনি ওকে। বিশেষ করে যদি মারামারির ব্যাপার হয়।'

'আয়ি, কেউ এলে মাটিতে পেড়ে ফেলব আমি।' বিরাট হাতের মুঠো দুটো পাকাল উডেন, চোখে সন্দেহ নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল।

সমার্স জিজ্ঞেস করল, 'উডেন, তুমি কি ওই অডোনটোগ্লসাম পাভোটা দেখেছ? দেখে কী মনে হলো তোমার?' মাথা কাত করে টেবিলটা দেখাল সমার্স। ওখানে ছোট টেবিলের ওপর রাখা আছে চমৎকার সাদা ফুলের কয়েকটা গাছ। ফুলগুলোয় ময়ূরের রং ঝিলমিল করছে। সে-কারণেই বোধহয় পাভো বা পি-কক নাম হয়েছে।

'দেখেছি,' বলল উডেন। 'আগে কখনও এতো সুন্দর জিনিস দেখিনি। ওখানে রাখা ওই গ্লসামের মতো গ্লসাম গোটা ইংল্যান্ডে আর নেই।' আবার দুলে উঠল সে। 'কিন্তু অনেকেই ওটা কিনতে চাইছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ইঁদুরের গর্তের সামনে অপেক্ষা করছে এক পাল কুকুর। আর এমনি এমনি ওরকম করছে না আরা।'

'ঠিক বলেছ, উডেন,' সায় দিল সমার্স। 'যুক্তি বোঝে তোমার মন। দাম যা-ই হোক, ওই পাভো আমাদের চাই-ই চাই। এদিকে গভর্নর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসতে চেষ্টা করব আমি। তবে আমাকে আটকেও ফেলতে পারেন উনি। যদি

www.BanglaBook.org

তা-ই হয়, তা হলে আমার হয়ে নিলাম ডাকবে তুমি। এজেন্টদের একজনকেও আমি বিশ্বাস করি না।' একটা কার্ডের ওপর কী যেন লিখল সমার্স। 'এই যে তোমার লিখিত অনুমতি।' কার্ডটা একজন কর্মচারীর হাত দিয়ে নিলামকারীর কাছে পৌঁছে দিল সে। আবার তাকাল মালীর দিকে। 'উডেন, এমন কোনও বোকামি করতে যেয়ো না, যেন তোমার হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে পাভোটা বেরিয়ে যায়।' কথাটা বলে নিলাম-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সমার্স।

উডেন আমার দিকে তাকাল। 'মাস্টার কী বলল, সার? দাম যা-ই হোক, পাভো যাতে আমাদের কাছেই থাকে?'

'হ্যাঁ,' তাকে বললাম। 'তা-ই বলেছে। মনে হয় অনেক দাম হবে– অন্তত কয়েক পাউন্ড?'

'জানি না, সার। শুধু জানি ওটা কিনতে হবে। টাকা নিয়ে চিন্তা নেই। অর্কিডের ব্যাপারে উনি যা চান তা-ই পান।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনিও নিশ্চয়ই অর্কিড পছন্দ করেন, মিস্টার উডেন?'

'পছন্দ করি?' দুলে উঠল উডেন। 'আমি অর্কিড রীতিমতো ভালবাসি, সার। এতো ভালবাসি যে, আমার বুড়ি বউকেও ততোটা ভালবাসিনি কখনও। ঈশ্বর জানেন, এমনকী মাস্টারকেও এতোটা ভালবাসি না। এবার শক্ত করে বাক্সটা ধরে রাখুন, সার, আমাকে একই সঙ্গে পাভো আর বাক্সের দিকে নজর রাখতে হবে। এইমাত্র দেখলাম ওই উঁচু হ্যাট পরা লোকটা সন্দেহজনক ভাবে পাভোর দিকে তাকিয়েছিল।'

খানিকটা সরে গেল উডেন। আমি সেই আগের কোনায় ফিরে গিয়ে দাঁড়ালাম। টেবিলের সামনে দাঁড়াল উডেন। তার এক চোখ আমার দিকে, আরেক চোখ পাভোর দিকে। অদ্ভুত চিড়িয়া, মনে মনে বললাম। নিজের বুড়ি মহিলার চেয়ে মাস্টারকে লোকটা বেশি ভালবাসে, আবার মাস্টারের চেয়ে বেশি ভালবাসে অর্কিড। সন্দেহ নেই, সৎ, সত্যবাদী এবং ভাল একজন মানুষ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিলাম শুরু হলো। একটা বিশেষ অর্কিডের শুকনো গাছের পরিমাণ এতো বেশি যে, অত্যন্ত কম দামেও ওগুলোর জন্য খদ্দের মিলছে না। একটু পর স্টেজের ওপর থেকে মিস্টার প্রিমরোজ ঘোষণা দিলেন: ভদ্রমহোদয়গণ, বুঝতে পারছি আজ আপনারা এখানে ক্যাটলিয়া মোসি কিনতে আসেননি আপনারা এসেছেন এযাবৎ কালের সেরা সুন্দর অডোনটোগ্লসাম দেখতে এবং কিনতে। ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি সেই আমদানীকারকদের, যাঁরা এরকম একটা সম্পদ অর্জনের সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন ভদ্রমহোদয়গণ, এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যমণ্ডিত ফুলের জন্যে উপযুক্ত হতো রাজকীয় বাগান। কিন্তু এখানে আছে ওটা, যে বেশি দাম দেবে, তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে এই অর্কিড বিক্রির দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।' ঘরে উপস্থিতদের ওপর চোখ বোলালেন মিস্টার প্রিমরোজ, আবার বলতে শুরু করলেন, 'আজ এখানে দেশের সেরা সংগ্রহকারীদের বেশিরভাগই উপস্থিত আছেন। এটা ঠিক যে, আমি আপনাদের মধ্যে প্রাণোচ্ছল মিস্টার সমার্সকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে তিনি তাঁর প্রধান মালী মিস্টার উডেনকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। সন্দেহ নেই, গোটা ইংল্যান্ডে মিস্টার উডেনের মতো বিচক্ষণ অর্কিড বিশেষজ্ঞ আর হয় না।'

এ-কথায় ভীষণ দুলে উঠল উডেন।

'... যেহেতু দেড়টা বেজেছে, কাজেই ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি আমরা। স্মিথ, সাবধানে পাভো দেখাতে শুরু করো। হাত থেকে যেন না পড়ে। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অনুরোধ করছি, ফুল ছোঁবেন না, বা ধূমপান করে ওটার কোনও ক্ষতি করবেন না। ভদ্রমহোদয়গণ, পুরো আটটা ফুল ফুটেছে, আরও চারটে... না, পাঁচটা ফুটতে যাচ্ছে। প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ নিখুঁত স্বাস্থ্যের একটা গাছ। কে পাবেন আপনাদের মধ্যে? কার হবে এই দুর্লভ সম্মান? ধন্যবাদ, স্যার। তিনশো। চারশো। পাঁচশো। তিনজন সাতশো বলছেন। আট। নয়। দশ। একটু তাড়াতাড়ি দাম বলুন। ধন্যবাদ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সার। পনেরো। স্যেলো। আপনার বিরুদ্ধে, মিস্টার উডেন। ধন্যবাদ। সতেরোশো'

নীরবতা নামল ঘরে। মনে মনে আমি হিসেব করছি সতেরোশো শিলিঙে কতো পাউন্ড হয়। অংকটা সমকে যাবার মতো। আমার মতে পঁচিশি পাউন্ড যথেষ্ট দাম, গাছটা যতো দুর্লভই হোক না কেন! এদিকে উডেন তার প্রভুর নির্দেশ মতো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মিস্টার প্রিমরোযের উদগ্র কণ্ঠস্বর আমার ধ্যান ভেঙে দিল। 'ভদ্রমহোদয়গণ! ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা নিশ্চয়ই অসাধারণ সুন্দর এই ফুলের গাছ এতো কমদামে হাতছাড়া করতে রাজি হবেন না? বলুন! কেউ কিছু বলুন! না বললে এই দামেই ফুলগাছটা দিয়ে দিতে হবে আমাকে। তবে, এই দুঃখজনক ঘটনার পর আজ রাতে একফোঁটা ঘুম হবে না আমার। এক!' এই প্রথমবারের মতো মিস্টার প্রিমরোয হাতুড়ি ঠুকলেন। 'ভাবুন কীরকম ন্যাক্কারজনক কম দামে আজ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে অপূর্ব অর্কিডের এই দুর্লভ গাছ! ভাবুন এই নিষ্ঠুর সত্যটা অর্কিডের অনুপস্থিত মালিকের কাছে বলতে আমার কেমন লাগবে। দুই!' দ্বিতীয়বারের মতো তাঁর হাতুড়ি পড়ল। 'স্মিথ, গাছটা তুলে ধরো! সবাইকে দেখতে দাও। জানতে দাও তাঁরা কী হারাচ্ছেন।'

ফুলগাছ তুলে ধরল স্মিথ। সবার চোখ ওটার দিকে। হাতির দাঁতের তৈরি হাতুড়ি আবার নেমে আসছে, এমন সময় এতক্ষণ নিলামে অংশ নেননি এমন একজন দীর্ঘ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক নরম গলায় বললেন, 'আঠারোশো।'

'আহা!' বলে উঠলেন প্রিমরোয। 'আমি জানতাম। আমি জানতাম সারা ইংল্যান্ডে যাঁর সংগ্রহ সবচেয়ে সমৃদ্ধ, তিনি এই সম্পদ বিনা লড়াইয়ে ছেড়ে দেবেন না। আপনার বিরুদ্ধে ডাকা হয়েছে, মিস্টার উডেন।'

'উনিশশো,' পাথরের মতো নিরেট গলায় বলল উডেন।

'দুই হাজার,' লম্বা দাড়িওয়ালা বললেন।

www.BanglaBook.org

'একুশশো,' ডাকল উডেন।

উৎসাহিত করার সুরে বললেন প্রিমরোয, 'হ্যাঁ, মিস্টার উডেন, সত্যি আপনি আপনার কর্তার সম্মান রাখছেন, জানি, সামান্য কিছু পাউন্ডের জন্যে পিছিয়ে যাবেন না আপনি।'

'পিছাব না,' স্বউজ্জ্বল উডেন। 'আমাকে না পিছাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'বাইশশো,' ডাকলেন দাড়িওয়ালা।

'তেইশ,' বলল উডেন।

'ধুত্তরি!' বিরক্ত স্বরে বলে বেরিয়ে গেলেন দাড়িওয়ালা।

'অডোনটোগ্লসাম পাভো তেইশশোতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে,' কাতর স্বরে আর্তি করলেন মিস্টার প্রিমরোয। 'মাত্র তেইশশো! আর কেউ? কী? নেই কেউ? তা হলে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এক! দুই! আরেকবার বলছি, কেউ কি নেই? তিন! বিক্রি হয়ে গেল মিস্টার উডেনের কাছে। উনি ওঁর মনিবের পক্ষে জিতে নিলেন অডোনটোগ্লসাম।'

হাতুড়ির বাড়ি পড়ল টেবিলের ওপর। আর ঠিক তখনই সমার্স ঢুকল ঘরে। মালীর পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'উডেন, পাভো নিলামে উঠেছে?'

'উঠেছে, আবার নেমেও গেছে, স্যর,' জানাল উডেন। 'আমিই শুরু থেকে এপর্যন্ত নামিয়ে এনেছি।'

খুশি হয়ে উঠল সমার্স। 'আচ্ছা! কতো?'

মাথা চুলকাল উডেন। 'জানি না, স্যর। হিসেবটা কখনোই আমার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু তেইশ কী যেন।'

নড়ে গেল সমার্স। 'তেইশ পাউন্ড? না, আরও বেশি হবার কথা। সর্বনাশ! তা হলে দুইশো তিরিশ পাউন্ড? অনেক দাম পড়ে গেল। তবে বোধহয় ঠকিনি।'

একদল উত্তেজিত ফুলপ্রেমীর সঙ্গে কথা বলছিলেন মিস্টার প্রিমরোয। এদিকে চোখ পড়তেই বললেন, 'আরে, এসে গেছেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিস্টার সমার্স। সত্যি, আপনার ভাগ্যের প্রশংসা করতেই হয়। মাত্র 'দু'হাজার তিনশো পাউন্ডে কিনে নিয়েছেন আপনি নিখুঁত অডোনটোগ্লসাম পাভো।'

সত্যি, যুবক সমার্স ভাল ভাবেই সামলে নিল। শিউরে উঠল একবার, চেহারাটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল– আর কিছু নয়। ঝড়ের কবলে পড়া গাছের মতো সামনে পেছনে দুলতে শুরু করল উডেন, মনে হলো দড়াম করে পড়ে যাবে মেঝেতে। টিনের বাক্স সহ ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম আমি কোনার মধ্যে। হ্যাঁ, এতোই বিস্মিত হয়েছিলাম যে, মনে হয়েছিল পা দুটো রাবারের তৈরি।

সবাই কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু তাদের কথার আওয়াজের ওপর দিয়ে সমার্সকে নিচু গলায় বলতে শুনলাম: 'উডেন, আজন্মের গাধা তুমি।'

জবাবটাও শুনতে পেলাম: 'মা সবসময় এ-কথাই বলত, মাস্টার। মা জানত'। কিন্তু ভুলটা কোথায় করলাম, মাস্টার? আপনার কথা মতো পাভো আমি ঠিকই জোগাড় করেছি।'

'তা করেছ। চিন্তা কোরো না। দোষ তোমার নয়, দোষটা আমার। কপালের দোষ। কপালের লিখন। আসলে আমিই আজন্মের গাধা। কিন্তু এখন কী করব, উডেন? অবস্থা সামলাব কীভাবে?' সামলে সমার্স ঠিকই নিল। স্টেজে চলে গেল সে, মিস্টার প্রিমরোযকে কী যেন বলল।

তাঁকে বলতে শুনলাম: 'কোনও অসুবিধে নেই, সার। চিন্তা করবেন না। এরকম একটা অঙ্ক আপনি এখনই নগদে পরিশোধ করবেন সেটা আমরা আশা করতে পারি না। দামটা এক মাসের মধ্যে পেলেই চলবে।' আবার নিলামের কাজ শুরু করলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

স্যার আলেকজান্ডার এবং স্টিফেন

ঠিক তখনই আমার পাশে সুদর্শন, কিন্তু বদমেজাজী বলে মনে হয় এমন এক ভদ্রলোককে এসে দাঁড়াতে দেখলাম। চৌকো দাড়ি তাঁর গালে। ভাব দেখে মনে হলো এখানে উপস্থিত হয়ে সহজ বোধ করছেন না তিনি। আমাকে বললেন, 'আপনি হয়তো আমাকে বলতে পারবেন, সার, মিস্টার সমার্স নামের লোকটি এখানে কোথায় আছে। চোখে ভাল দেখি না আমি। এখানে এতো লোকের ভিড়ে তাকে খুঁজে বের করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গিয়েছি।'

'এই মাত্র তিনি চমৎকার ফুল অডোনটোগ্লসাম পাভো কিনেছেন,' তাঁকে বললাম। 'ওব্যাপারেই এখন আলাপ করছেন সবাই।'

ভদ্রলোক বোধহয় ভদ্রতা করেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তা-ই? কিনেছেন উনি? তো কতো দামে কিনেছেন?'

'অনেক দামে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তেইশশো শিলিঙে' কিনেছেন, পরে জানলাম ওটার দাম তেইশশো পাউন্ড।'

বয়স্ক ভদ্রলোকের চেহারা এ-কথা শুনে টকটকে লাল হয়ে গেল। এতোই লাল যে, মনে হলো যে-কোনও সময় উনি জ্ঞান হারাবেন। খানিকক্ষণ ঘন-ঘন শ্বাস নিলেন তিনি।

ইনি বোধহয় প্রতিযোগী কোনও সংগ্রাহক, ভাবলাম আমি। বলতে শুরু করলাম কীভাবে নিলামটা হলো।

'বুঝলেন, তরুণ ভদ্রলোকটিকে তাঁর বাবা ডেকে পাঠিয়েছিলেন;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবার আগে তাঁর মালী মিস্টার উত্তেনকে বলে গেলেন তিনি, দাম যতোই হোক, গাছটা কিনতে হবে।'

'দাম যতোই হোক? আচ্ছা! কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার! দয়া করে বলে যান, সার।'

'তারপর অনেক প্রতিযোগিতা শেষে ওটা কিনল মালী। ওই যে দেখুন, এখন সে ওটা প্যাকিং করছে। আমার সন্দেহ আছে মিস্টার সমার্স অতো দাম পর্যন্ত নিলাম ডাকতে তাকে বলেছিলেন কি না, তবে... ওই যে উনি আসছেন। ওঁকে যদি চিনে থাকেন...'

ফ্যাকাসে চেহারায় আমার দিকে এগিয়ে আসছে সমার্স। দু'হাত কোটের পকেটে ভরা, দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে একটা নিভানো চুরুট। আমার পাশের বয়স্ক ভদ্রলোকের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। ঠোঁট গোল হয়ে গেল সমার্সের, যেন শিস দেবে। খসে পড়ল চুরুটটা।

'হ্যালো, বাবা,' মোলায়েম স্বরে বলল মিস্টার সমার্স। 'তোমার পাঠানো খবরটা পেয়ে খুঁজছিলাম তোমাকেই, তবে কখনও ভাবিনি এখানে তোমার দেখা পাব। ...তুমি তো অর্কিড ভালবাসো না, ভালবাসো?'

'আমাকে তা হলে খুঁজছিলে?' বুজে এলো মিস্টার সমার্সের বাবার গলা। 'না, স্টিফেন, এসব ফালতু জিনিসের ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই আমার।' হাতের ছাতা দিয়ে অপূর্ব ফুলগুলো দেখালেন তিনি: 'কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার অতি আগ্রহ জন্মেছে, স্টিফেন। এই ভদ্রলোক বলছিলেন, তুমি এইমাত্র চমৎকার একটা অর্কিডের গাছ কিনেছ।'

'আমি দুঃখিত,' মিস্টার সমার্সের উদ্দেশে বললাম আমি। 'ধারণা করতে পারিনি ইনি আপনার বাবা।'

'দুঃখের কিছু নেই, খবরের কাগজে যা ছাপা হবেই তা নিয়ে আলাপ করতে দোষ নেই কিছু।' বাবার দিকে তাকাল মিস্টার সমার্স। 'হ্যাঁ, বাবা, সত্যি অসাধারণ একটা ফুলের গাছ কিনেছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি : বলা যায়, আমি যখন তোমাকে খুঁজছিলাম, তখন আমার পক্ষ থেকে ওটা কিনেছে উডেন সে যা-ই হোক, ঘটনা ওই একই।'

'ঠিক, স্টিফেন,' কাঠের মতো শুকনো গলায় বললেন স্যার আলেকযান্ডার, 'ঘটনা ওই একই ...তো কতো দিয়ে কিনলে ফুল-গাছটা? দামটা আমি শুনেছি। আমার ধারণা কোথাও কোনও ভুল হয়েছে।'

'তুমি কী শুনেছ আমি জানি না, বাবা, তবে তেইশশো পাউন্ড পড়েছে ওটার দাম। অতো টাকা নেই আমার, তাই ভাবছিলাম তোমার কাছে চাইব। আমার জন্যে না হলেও পারিবারিক সম্মানের কথা চিন্তা করে নিশ্চয়ই দেবে তুমি? পরে না হয় এ-ব্যাপারে কথা বলব আমরা?'

'হ্যাঁ, স্টিফেন, পরে এ-ব্যাপারে কথা হবে। আর পরেই বা কেন, এখনই কথা হতে পারে। এরকম সময়েই তো কথা হয়ে যাওয়াটা উচিত। আমার সঙ্গে অফিসে এসো।' আমার দিকে ফিরলেন স্যার আলেকযান্ডার। 'সার, আপনিও আসবেন কি? পরিস্থিতি কী ছিল সেটা আপনি জানেন। আপনি উপস্থিত থাকলে সুবিধে।' উডেনের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক। উডেন গাছটা নিয়ে কাছে চলে এসেছে। 'তুমিও এসো, গাধা।'

এরকম ভাবে কেউ আমন্ত্রণ জানানোয় আমি আপত্তি করতে পারতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আপত্তি আমি করলাম না। কী ঘটে সেটা দেখবার কৌতূহল হচ্ছিল। সুযোগ পেলে দু'এক কথায় তরুণ মিস্টার সমার্সের পক্ষ নেবার তাগিদও অনুভব করছিলাম।

চারজন আমরা বেরিয়ে এলাম নিলাম-ঘর থেকে। যারা আমাদের আলাপ শুনছিল, তাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে দু' ঘোড়ার সুন্দর একটা ক্যারিজ। গাড়ির দরজা খুলে দিল পাউডার-মাখা এক ফুটম্যান। ঝট্ করে মাথা দুলিয়ে আমাকে ঢুকতে বললেন স্যার আলেযান্ডার। পেছনের সিটে উঠলাম, কারণ ওখানে আমার টিনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাক্স রাখবার জায়গা বেশি। এবার উঠল মিস্টার স্টিফেন সমার্স। অফিসের পতাকা বহন করছে, এমন ভাবে ফুলের গাছটা দু'হাতে ধরে উঠল উডেনও। সবার শেষে গাড়িতে চাপলেন স্যার আলেকযান্ডার।

'কোথায়, স্যার?' জিজ্ঞেস করল ফুটম্যান।

'অফিস,' চাবুকের মতো হিসিয়ে উঠল স্যার আলেকযান্ডারের গলা।

রওনা হয়ে গেল ঘোড়ার গাড়ি। শেষকৃত্যের গাড়িতে শোকাহত চার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও এতোটা নীরব হয় না, আমাদের নীরবতায় যেমনটা হলো গাড়ির পরিবেশ। আমাদের অন্তরের অনুভূতি কথা বলার তুলনায় অনেক বিষণ্ণ ছিল। স্যার আলেকযান্ডার শুধু আমাকে বললেন, 'আপনার ওই দোজখী বাক্সটা আমার পাঁজরে খোঁচা দিচ্ছে, স্যার। ওটা সরালে কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

'দুঃখিত,' তড়াতাড়ি করে বললাম। বাক্সটা দ্রুত নামাতে গিয়ে ফেলে দিলাম স্যার আলেকযান্ডারের পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর। এবার উনি কী বললেন সেটা আমি পাঠকদের কিছুতেই জানাতে চাই না। শুধু এটুকুই বলব, ভদ্রলোকের আঙুল ফুলে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তাঁর ছেলের আচরণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমার পায়ের হাড্ডিতে হালকা একটা লাথি মারল সে, দুঃসাহসের সঙ্গে চোখ টেপার চেষ্টা করল। হাসি চাপতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার শরীর।

এরকম গুরুতর পরিস্থিতিতে মিস্টার সমার্স হো-হো করে হেসে উঠলে কী হবে ভেবে বিব্রত হয়ে পড়লাম। তবে কপাল ভাল, হাসবার সময়-সুযোগ তখন আর পেল না মিস্টার সমার্স, কারণ তখনই পশ্ একটা অফিসের সামনে থামল ক্যারিজ। ফুটম্যানের অপেক্ষায় বসে না থেকে দরজা খুলে বাড়ির ভেতরে চলে গেল মিস্টার সমার্স। বোধহয় প্রাণ খুলে হাসতেই গেল। এবার টিনের বাক্স নিয়ে নামলাম আমি, ফুলসহ উডেনের পিছু নিলাম। কোচম্যানকে বললেন স্যার আলেকযান্ডার, 'তুমি এখানেই থাকো। বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।'

www.BanglaBook.org

আমাকে দেখলেন। 'মিস্টার, কী নাম আপনার জানি না, আসুন ...তুমিও এসো, মলী।'

এমনকালো ভাবে সজ্জানে একটা বড় অফিস-ঘরে ঢুকলাম আমরা। দেখলাম, জানালার চৌকাঠে বসে পা নাচাচ্ছে মিস্টার স্টিফেন সমার্স।

'এখানে আমরা একা,' গুড়গুড় করে উঠল স্যার আলেকজান্ডারের গলা।

'ঠিক যেমনভাবে বোয়া কন্সট্রিক্টর কথা বলে খাঁচায় বন্দি খরগোশের সঙ্গে,' নার্ভাস বোধ করে বলে উঠলাম আমি।

হাসি চাপতে গিয়ে জানালার দিকে ফিরল মিস্টার স্টিফেন সমার্স, কাঁধ ফুলে ফুলে উঠল তার।

মালী উডেনের চোখে বুদ্ধির ভোঁতা একটা ঝিলিক দেখা গেল তিন মিনিট পর কৌতুকটা তার মাথায় আঘাত করল। বিড়বিড় করে বোয়া কন্সট্রিক্টর ও খরগোশ নিয়ে কী যেন বলে জোরে একবার হেসে উঠল সে।

'আপনার কথা আমি ঠিক মতো শুনতে পাইনি, স্যার,' বললেন স্যার আলেকযান্ডার। 'আবার একবার বলবেন কি?' রাজি নই আমি আবার বলতে, চুপ করে থাকলাম। এবার তিনি বললেন, 'তা হলে নিলাম-ঘরে কী বলেছিলেন, সেটা আবার বলুন।'

'দরকার কী?' মৃদু আপত্তির সুরে বললাম। 'যা বলেছি, সেটা তো আপনি ঠিকই বুঝেছেন।'

'ঠিক, সময় নষ্ট করার কোনও অর্থ নেই।' চরকির মতো ঘুরে উডেনের দিকে তাকালেন স্যার আলেকযান্ডার। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে উডেন, হাতে ফুলের গাছ। 'এবার, গাধা, বলো তুমি ওটা কেন কিনেছ!' গর্জে উঠলেন তিনি।

জবাব দিল না উডেন, খালি সামান্য দুলল। আবার গাধা সম্বোধন করে একই কথা জানতে চাইলেন স্যার আলেকযান্ডার।

এবার ফুলের গাছটা একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে জবাব

www.BanglaBook.org

দিল উডেন: 'আবার যদি আমার নাম বিকৃত করে ডেকেছেন, স্যার, তা হলে আপনি যে-ই হোন না কেন, মুখে ঘুসি খাবেন।' কথা শেষ করে শার্টের হাতা গোটাতে শুরু করল সে। বেরিয়ে এল বাদামী পেশিবহুল হাত।

আমি ভেতরে ভেতরে গা-ছাড়া একটা ভাব অনুভব করলাম।

এগিয়ে এল স্টিফেন সমার্স, বলল, 'দেখো, বাবা, এরকম করে লাভটা কী? ব্যাপার তো সোজা, আমি উডেনকে বলেছি যতো দাম হোক গাছটা কিনতে, তার ওপর ওকে লিখিত অনুমতি দিয়েছি আমার হয়ে নিলাম ডাকতে। এখন আর কিছু করার নেই। এটা ঠিক যে, ভাবতে পারিনি তেইশশো পাউন্ডে উঠবে গাছটার দাম। ভেবেছিলাম বড় জোর তিনশো পাউন্ড হবে। কিন্তু উডেনের কোনও দোষ নেই, ও শুধু নির্দেশ পালন করেছে। নির্দেশ পালন করেছে বলে ওকে দায়ী করা যায় না।'

'মনিব একেই বলে,' মন্তব্য করল উডেন।

'আচ্ছা!' বললেন স্যার আলেকযান্ডার, 'তো কিনেছ তুমি! এবার বলো, দামটা কীভাবে শোধ দেবে!'

মিস্টার স্টিফেন সমার্স মিষ্টি করে উত্তর দিল: 'আমি আশা করছি দামটা তুমি দিয়ে দেবে। এর দশগুণ দিলেও এমন কিছুই কমবে না তোমার। এখন তুমি যদি না দাও, তা হলে আমার নিজেকেই দাম পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। মা'র উইল থেকে কিছু টাকা আমি পেয়েছি, তুমি জানো; ওখান থেকে গাছটার দাম শোধ করে দেব।'

এতক্ষণ স্যার আলেকযান্ডার যদি রেগে থাকেন, এবার তিনি শেকল দিয়ে আটকানো ক্ষ্যাপা ষাঁড় হয়ে গেলেন। ঘর জুড়ে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। এমন সব কথা বলতে লাগলেন, যা তাঁর মুখে একেবারেই মানায় না। কিছুক্ষণ পর পরিশ্রান্ত হয়ে ছুটে গেলেন একটা ডেস্কের কাছে, তেইশশো পাউন্ডের একটা চেক কেটে কাগজটা মুচড়ে গোল করে ছুঁড়ে দিলেন ছেলের মাথা লক্ষ্য করে। গর্জন ছেড়ে বলতে লাগলেন, 'অলস, শয়তান ছোকরা, আমি

www.BanglaBook.org

তোমাকে অফিসে বসিয়েছিলাম, যাতে সম্মানজনক ব্যবসা শেখো, নিয়ম ধরে চলা শেখো। যাতে ব্যবসা বুঝে নাও; কী হলো? ঘোড়ার রেস বা তাসের জুয়ায় যদি টাকা নষ্ট করতে, তা-ও বুঝতাম ভদ্রলোকের কাজ করেছ। এমন কী খারাপ কোনও মেয়েমানুষের সঙ্গে... থাক, আর কিছু বলতে চাই না। ...না, তোমার শখ বিশ্রী ফুল জোগাড় করার। গরু খায় এমন জিনিস জোগাড় করার। ক্লার্করা অফিসের পেছনের বাগানে চাষ করে এমন জিনিসের প্রতি তোমার যত ফালতু আগ্রহ।'

'প্রাচীন রুচি,' বললাম আমি, 'আদম তো বাগানেই বাস করত।'

'তুমি তোমার নোংরাটে রুক্ষ চুলওয়ালা চিকন বন্ধুটাকে চুপ থাকতে বলো,' নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ ছাড়লেন স্যার আলেকযান্ডার। 'আমি এইমাত্র বলতে যাচ্ছিলাম নিজের নাম ডুবিয়ে আমি তোমার ঋণ শোধ করেছি। ...আর আমি সহ্য করব না। ত্যাজ্যপুত্র করব তোমাকে। ...হ্যাঁ, যদি বিকেল চারটে পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তা হলে উকিলের অফিস বন্ধ হবার আগেই তুমি হয়ে যাবে ত্যাজ্যপুত্র। ...আজই, এখনই ফার্ম থেকে বের করে দিচ্ছি তোমাকে। যেখানে খুশি গিয়ে যেভাবে পারো রোজগার করো তুমি, চাইলে অর্কিড খুঁজেও জীবন পার করতে পারো, আমার আর কিছুই বলার নেই।' থামলেন স্যার আলেকযান্ডার, হাঁপাতে শুরু করলেন।

'আর কিছু বলবে, বাবা?' পকেট থেকে চুরুট বের করে জিজ্ঞেস করল মিস্টার স্টিফেন সমার্স।

আবার খেপে উঠলেন স্যার আলেকযান্ডার: 'হ্যাঁ, শীতল রক্তের তরুণ ভিক্ষুক, তুমি টুইকেনহ্যামের যে বাড়িতে থাকো, ওটা আমার। ওখান থেকে চলে যেতে হবে তোমাকে। ওটার অধিকার বুঝে নিচ্ছি আমি।'

'অন্য ভাড়াটেদের মতো এক সপ্তাহের নোটিশ নিশ্চয়ই দেবে তুমি আমাকে?' চুরুট ধরাল স্টিফেন সমার্স। 'যদি না দাও, তা হলে তোমাকে কোর্টের নির্দেশ জোগাড় করতে হবে। নতুন করে জীবন

www.BanglaBook.org

শুরু করতে হলে কিছু যোগাড়যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। প্রস্তুতির জন্যে সময় দরকার আমার।'

স্যার অ্যালেকযান্ডারের চোখে নতুন আলো জ্বলে উঠল। 'কুৎসিত একটা ফুলের মূল্য তুমি বেশি দাও তোমার বাবার চেয়ে, না? বের করছি তোমার বদমায়েশী।'

কথা শেষ করেই ডেস্কের দিকে ছুটে গেলেন তিনি। ওখানেই ফুলের গাছটা রাখা আছে। ওটাই তাঁর লক্ষ্য। ধ্বংস করে দেবেন তিনি ওটা কিন্তু সতর্ক উডেন অর্কিডের গাছের ভাল-মন্দের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। মাঝপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল সে। নিচু গলায় বলল, 'পাভো স্পর্শ করুন, ঘুসি মেরে আপনাকে ফেলে দেব আমি।'

গাছটা একবার দেখলেন স্যার অ্যালেকযান্ডার, আরেকবার দেখলেন গাছের গুঁড়ির মতো মোটা উডেনের হাত দুটো। মনোভাব পাল্টাতে সময় লাগল না তাঁর। 'পাভোর কাঁথা পুড়ি,' ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'যারা ওটার সঙ্গে জড়িত, তাদের সবারও।' তাঁর পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'ঘটনা আপাতত এখানেই শেষ,' রুমাল নেড়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে বলল স্টিফেন সমার্স। 'বেশ উত্তেজক ছিল সময়টা, কি বলেন, মিস্টার কোয়ার্টারমেইন? ...আগেও এরকম হয়েছে। এবার বলুন, লাঞ্চটা কোথায় খাবেন? পাইমস কাছেই, খুব সুস্বাদু স্টেক রাঁধে ওরা। যাবার সময় ব্যাঙ্ক ঘুরে যাব, চেকটা দিতে হবে ওখানে। বাবা যখন রেগে যান, তখন যা খুশি করে বসতে পারেন। চেক দিতে নিষেধও করে দিতে পারেন।' উডেনের দিকে তাকাল সে। 'উডেন, পাভো নিয়ে টুইকেনহ্যামে চলে যাও। গরম জায়গায় রেখো, বেশ শীত পড়েছে আজ। স্টোভের মধ্যে রেখো আজ রাতের মতো, সামান্য পানিও দিয়ো। সাবধান, ফুল স্পর্শ কোরো না যেন। চার চাকার ক্যাব নেবে। গতি ধীর হলেও ওগুলো বেশি নিরাপদ। জানালা বন্ধ রাখবে, ধূমপান একেবারেই করবে না। ...ডিনারের আগেই ফিরব আমি।'

www.BanglaBook.org

বামহাতে ফুলের টবটা নিয়ে ডানহাতটা ঘুসি মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরে বেরিয়ে গেল উইভেন, আশঙ্কা করছি, লুকিয়ে থেকে আক্রমণ করে বসতে পারেন স্যার আলেকজান্ডার।

এরপর আমরাও বেরিয়ে এলাম। ব্যাঙ্কে দিয়ে ভরে নিলাম স্যার আলেকযান্ডারের চেক। এরপর স্টিফেনের সঙ্গে চলে এলাম পাইমসে, পেটভরে ঝিনুক খেলাম। জায়গাটায় লোকজনের ভিড় এতো বেশি যে, ওখানে এগোল না আলাপ।

'মিস্টার কোয়াটারমেইন, এখানে কথা বলা যাবে না,' খাওয়া শেষে বলল স্টিফেন, 'আপনার ফুলটা দেখবারও প্রশ্ন ওঠে না। ওটা অবসরে ভাল মতো দেখব আমি। আপাতত সামনের এক সপ্তাহ আমার মাথার ওপর ছাদ আছে, আপনি কি দু'এক রাতের জন্যে আমার অতিথি হবেন? আপনার ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না, আপনিও আমার ব্যাপারে শুধু এটুকুই জানেন যে, আমি একটু আগে ত্যাজ্যপুত্র হয়েছি। তারপরও, আমরা চমৎকার খানিকটা সময় কাটাতে পারব হয়তো, যদি আপনার আর কোনও কাজ না থাকে।'

'নেই কোনও কাজ,' তাকে জানালাম। 'দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে হোটেলে উঠেছি, ইংল্যান্ডে কাউকে তেমন চিনি না। হোটেল থেকে আমার লাগেজ আনার জন্যে যদি খানিকটা সময় দেন, তো খুশি মনে রাতটা কাটাতে পারি আপনার ওখানে।'

মিস্টার সমার্সের ডগ-কার্ট-এ চড়ে আমরা যখন টুইকেনহ্যাম-এ পৌঁছলাম, তখনও আধঘণ্টা মতো আছে দিনের আলো। টুইকেনহেমের বাড়িটার নাম ভারবেনা লজ, লাল ইটের তৈরি ছোট একটা চৌকো বাড়ি, জর্জিয়ান আমলের প্রথমদিকের নির্মাণ-শৈলীতে নির্মীত।

বাড়িটা ছোট হলেও অন্তত এক একর জায়গা জুড়ে ওটা ঘিরে আছে চমৎকার বাগান। গ্রীষ্মে নিশ্চয়ই দেখবার মতো হয় এই বাগান। আলোর স্বল্পতার কারণে ফুল দেখবার জন্য ঢুকলাম না আমরা গ্রিনহাউসে; আরেকটা কারণ, ঠিক তখনই হাজির হলো

www.BanglaBook.org

উডেন, মিস্টার সমার্সকে নিয়ে গেল তার "ও পন্ডো" কোথায় রেখেছে দেখাতে।

দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেল ডিনারের। ডিনারটা সত্যিই চমৎকার। আজ সারাদিন ভাগ্যের পরিহাস সহ্য করেও ফুরফুরে মেজাজে দেখলাম মিস্টার সমার্সকে। যতক্ষণ সুযোগ আছে ততক্ষণ সময়টা উপভোগ করবার পক্ষপাতী বলেই তাকে মনে হলো আমার, কারণ, ডিনারের পর পরিবেশন করা শ্যাম্পেন ও পোর্ট, দুটোই সত্যি প্রথম শ্রেণীর, এটা স্বীকার করতেই হলো।

'বুঝলেন, মিস্টার কোয়ার্টারমেইন,' বলল স্টিফেন সমার্স, 'এরকমটা হবার সম্ভাবনা অনেকদিন ধরেই ছিল। হয়ে গেল, সেটাই ভাল হলো। আসলে আমার বাবা এতো টাকার মালিক হয়েছেন যে তাঁর ধারণা হয়েছে আমারও ব্যবসায় নেমে তাঁর মতো টাকা রোজগার করা দরকার। ...কিন্তু সেরকম কোনও ইচ্ছে নেই আমার। ফুল ভালবাসি আমি, বিশেষ করে অর্কিড। ব্যবসা আমার জন্যে নয়। গোটা লন্ডনে দুটো জায়গা আমার পছন্দ, এক, যে-নিলামঘরে আমাদের দেখা হয়েছে, আর দুই, হর্টিকালচারের বাগানগুলো।'

'বুঝলাম,' সামান্য দ্বিধা করে বললাম আমি। 'কিন্তু আজকে যা হলো, সেটার পরিণতি খুব খারাপ হতে পারে। আপনার বাবাকে নিজের ইচ্ছে পূরণে অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প বলেই মনে হয়েছে আমার।' টেবিলে রাখা রূপার তৈরি তৈজস ও দামি পোর্ট দেখালাম মিস্টার স্টিফেন সমার্সকে, তারপর বললাম, 'আরামদায়ক এই বিলাসের জীবনের পর কঠিন দুনিয়ায় লড়াই করে টিকে থাকতে কেমন লাগবে আপনার?'

'বিন্দুমাত্র খারাপ লাগবে না,' নির্দ্বিধায় বলল মিস্টার সমার্স। 'বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনটা বরং উপভোগ করব। ...আর, বাবা যদি মনোভাব না পাল্টান, যদিও সম্ভাবনা আছে, পাল্টাবেন; কারণ মায়ের মতো হয়েছি বলে মনে মনে আমাকে পছন্দ করেন উনি; তারপরও পরিস্থিতি ততোটা খারাপ নয়। আমার জন্যে বেশ কিছু টাকা রেখে

www.BanglaBook.org

গেছেন মা। ছ'-সাত হাজার পাউন্ড মতো হবে। তা ছাড়া, লম্বা দাড়িওয়ালা যে-ভদ্রলোক উডেনের সঙ্গে নিলাম ডেকে দু'হাজার পাউন্ড পর্যন্ত গিয়েছিলেন, সেই স্যার জশুয়া ট্রেডগোল্ডের কাছে অডোনটোগ্লসাম পাভোটা আমি বিক্রি করে দিতে পারব। তিনি না কিনলেও আগ্রহী অন্য কেউ কিনবেই আজ রাতেই স্যার জশুয়াকে চিঠি লিখব।...মনে পড়ে না কারও কাছে আমার কোনও ঋণ আছে। বাবার সঙ্গে ব্যবসার কাজ করায় পারিশ্রমিক হিসেবে আমাকে উনি বছরে তিন হাজার পাউন্ড দিতেন, আর ফুল ছাড়া যেহেতু অন্য কোনও বড় খরচের অভ্যেস আমার নেই, কাজেই বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, অতীত জাহান্নামে যাক, ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাব আমি, দেখি ভবিষ্যৎ আমাকে কী দেয়।'

পোর্টের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আন্তরিক হাসল মিস্টার সমার্স। অন্তর দিয়ে অনুভব করলাম মিস্টার সমার্স সহজ-সরল, দৃঢ়চেতা, আন্তরিক এক যুবক, যার মধ্যে রয়েছে আকর্ষণী ক্ষমতা। খানিকটা বেপরোয়া, সন্দেহ নেই কোনও, কিন্তু তারুণ্যের সঙ্গে বেপরোয়া ভাবটা ভাল মিশ খায়, ঠিক যেমন মিশ খায় ব্র্যান্ডি আর সোডা। টোস্ট করে তার সঙ্গে পোর্ট-এ চুমুক দিলাম। আমার মতো মাসের পর মাস যাদের পচা পানি গিলতে হয়, তাদের কাছে এক গ্লাস ভাল ওয়াইন সবসময়ই পছন্দনীয়। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ওই পচা পানিই আমার পেটে সয় বেশি।

'মিস্টার কোয়াটারমেইন,' ডিনার শেষে বলল মিস্টার সমার্স, 'আপনার খাওয়া যদি শেষ হয়ে থাকে, তো চলুন পাশের ঘরে, পাইপ ধরিয়ে ভাল মতো দেখা যাক আপনার সাইপ্রিপেডিয়াম। একবার ওটা না দেখলে আজ রাতে ঘুম হবে না আমার।...তবে, একটু দাঁড়ান, ঘুমিয়ে পড়ার আগেই বুড়ো গাধা উডেনকে ডাকি।' গলা চড়িয়ে মালীকে ডাকতে শুরু করল সে। উডেন ঘরে ঢুকবার পর আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এই ভদ্রলোক, মিস্টার কোয়াটারমেইন, তোমাকে এমন একটা অর্কিড দেখাবেন, যেটা তোমার "ও পাভো"'র চেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশগুণ সুন্দর।'

আপত্তির ছাপ দেখলাম উডেনের কাঠের মতো চেহারায়। 'মাফ করবেন, স্যার,' বলল সে, 'মিস্টার কেয়ারমেইন যদি এরকম কিছু বলে থাকেন, তা হলে মিথ্যে বলছেন তিনি। 'ও পাভো'র চেয়ে সুন্দর কিছু দুনিয়াতে নেই। ওরকম ফুল জন্মায়নি কখনও।'

তাকে আর কথা বাড়াতে না দিয়ে কেস খুলে সোনালী সাইপ্রিপেডিয়াম বের করলাম। ওটার দিকে তাকিয়ে তাল গাছের মতো দুলতে থাকল উডেন। ভাল মতো দেখার জন্য আবার তাকাল, তারপর একহাতে নিজের মাথাটা হাতিয়ে দেখল। ভাব দেখে মনে হলো, দেখতে চাইছে, আসলেই ওটা তার ঘাড়ের ওপর আছে কি না। হাঁ করেও মুখ বন্ধ করল উডেন, তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'ফুলটা যদি কেউ তৈরি করে থাকে, তা হলে বলতেই হয়, জিনিসটা তুলনাহীন শিল্প। যদি এরকম ফুল কোনও গাছে জন্মাতে দেখতাম, তা হলে খুশিমনে মরতে পারতাম আমি।'

'চুপচাপ বসো, উডেন,' তাকে বলল মিস্টার সমার্স। 'হ্যাঁ, ওখানে বসে ভাল মতো ফুলটা দেখো।' আমার দিকে তাকাল এবার তরুণ সমার্স। 'কীভাবে সাইপ্রিপেডিয়ামটা হাতে এলো প্রথম থেকে খুলে বলবেন, মিস্টার কেয়ারমেইন? যদি মনে করেন কোথায় এটা পাওয়া যায় সেটা বলবেন না, তা হলে গোপন তথ্যটা জানবার জন্যে জোরাজুরি করব না। সেটা ঠিক হবে না। ...চিন্তা করবেন না, আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। উডেন বা আমি মুখ বন্ধ রাখতে জানি।'

শুরু করলাম আমার কাহিনি। প্রায় কোনও বাধা ছাড়াই পরবর্তী আধঘণ্টা বলে গেলাম। বাদ দিলাম না প্রায় কিছুই। জানালাম, এই ফুলের গাছ খুঁজতে যাবার জন্যে অনেক টাকা প্রয়োজন, আমি আমাদের অভিযানের জন্য একজন পৃষ্ঠপোষক খুঁজছি।

'কত খরচ পড়বে অভিযানে যেতে হলে?' জিজ্ঞেস করল মিস্টার সমার্স।

www.BanglaBook.org

'অন্তত দু'হাজার পাউন্ড,' জানালাম তাকে। 'সঙ্গে বেশ কয়েকজন লোক নিতে হবে আমাদের, দরকার হবে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ, এ ছাড়াও খাবারদাবার, অন্য উপহার সামগ্রীও সঙ্গে রাখতে হবে।'

'খরচটা কমই বলতে হয়,' বলল মিস্টার সমার্স, 'কিন্তু মিস্টার কোয়াটারমেইন, যদি অভিযান সফল হয়, যদি অর্কিডের গাছ পাওয়া যায়, তখন কী হবে?'

মিস্টার সমার্সকে বললাম, 'ব্রাদার জনের কথা তো আপনাকে বলেছি, তিনিই আবিষ্কার করেছেন এই ফুল। গাছ বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে, তার তিনভাগের একভাগ তাঁর পাওয়া উচিত। অভিযানের নেতা হিসেবে আমি নেব এক তৃতীয়াংশ, আর অভিযানের খরচ যে দেবে, সে পাবে বাকি এক তৃতীয়াংশ।'

'চমৎকার! তা হলে কথা হয়ে গেল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কথা হয়ে গেল?'

'কেন, আপনার কথা অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নেব আমরা। শর্ত একটাই, গাছটায় আমার অংশ আমি নেব, গাছের বাকিটা যে-দামে বিক্রির কথা পাকা হয়, সে-দামে কেনার প্রথম সুযোগটাও দিতে হবে আমাকে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মিস্টার সমার্স, দু'হাজার পাউন্ড জোগাড় করে নিজেই আপনি অভিযানে যাবার কথা ভাবছেন নাকি?'

'অবশ্যই,' বলল মিস্টার সমার্স। 'আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আমার মনোভাব বুঝে গেছেন। অবশ্য আপনি রাজি হলে তবেই আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে আপনার বুড়ো বন্ধু সেই পাগলা ডাক্তার, আপনি আর আমি— তিনজন যেতে পারি সোনালী সাইপ্রিপেডিয়ামের খোঁজে। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি তো বলব, কথা পাকা হয়ে গেল।'

পরদিন সকালে চুক্তিপত্র তৈরি করলাম আমরা, দুটো কপি করে সই করলাম দু'জন। অবশ্য তার আগেই মিস্টার সমার্সকে বলে নিলাম, আমার সম্বন্ধে একটা নিরপেক্ষ মতামত পাবার জন্যে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুপস্থিতিতে আফ্রিকা-ফেরত মিস্টার ক্রুপের সঙ্গে যেন কথা বলে সে।

মিস্টার ক্রুপের সঙ্গে আলাপ করল মিস্টার সমার্স। তাদের আলোচনাটা বোধহয় আমার পক্ষে গেল, কারণ দু'জনের সাক্ষাতের পর তরুণ মিস্টার সমার্সকে দেখলাম আমার সঙ্গে আরও আন্তরিক এবং সশ্রদ্ধ আচরণ করতে। এরপর মিস্টার ক্রুপকে সাক্ষী রেখে মিস্টার সমার্সকে জানিয়ে দিলাম, এই অভিযানে বিরাট ঝুঁকি আছে, অনাহারে মৃত্যু ঘটতে পারে তার, জ্বরে মারা পড়তে পারে সে, যখন তখন খুন হয়ে যেতে পারে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণে, কিংবা জংলীদের হামলায়। শুধু তা-ই নয়, অভিযান সফল হবে তারও নিশ্চয়তা নেই কোনও।

'আপনিও ঝুঁকিগুলো নিচ্ছেন,' নির্বিকার চিত্তে বলল মিস্টার সমার্স।

'নিচ্ছি,' সামান্য দ্বিধা করে তাকে বললাম। চাইলাম পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পাক সে। 'আমার শিকারী জীবনের সঙ্গে এসব ঝুঁকি স্বাভাবিক ভাবেই আসে। তা ছাড়া, তারুণ্য প্রায় পেরিয়ে এসেছি আমি, এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি, যেগুলো হয়তো আপনার কল্পনাতেও আসবে না। মোট কথা, জীবনের দাম খুব বেশি নয় আমার কাছে। আরও কয়েক বছর বাঁচব, না মারা যাব, তা নিয়ে আর চিন্তা করি না। অভিযানের উত্তেজনাটুকু বেঁচে থাকার জন্যেই দরকার আমার। ...আর, বেশিদিন আমি ইংল্যান্ডে থাকতে পারব না। ভাগ্যে বিশ্বাস করি, কাজেই এটাও বিশ্বাস করি, আমি যা-ই করি না কেন, যখন আমার চিরতরে চলে যাবার সময় হবে, তখনই যাব, তার আগে নয়, পরেও নয়। ...কিন্তু, মিস্টার সমার্স, আপনার পরিস্থিতি ভিন্ন। এখনও আপনি একেবারেই নব্য তরুণ। আপনি যদি এখানে থেকে যান, এবং ঠিক ভাবে আপনার বাবাকে বোঝান, তা হলে গতকাল যেসব কঠোর কথা বলেছেন, সেসব ভুলে যাবেন উনি। তাঁকে ওরকম ভাবে রাগিয়ে কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়েছিলেন আপনিই। ...এখন ভেবে দেখুন, এখানে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে, সেসব ফেলে দুর্গম এক অচেনা এলাকায় হাজারো অজানা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য একটা ফুলের খোঁজে যাওয়া কি উচিত হবে আপনার? ...জানি দু'হাজার পাউন্ড খরচা করে আমাদের বিপদসংকুল অভিযানে অংশ নেবে, সেরকম আরেকজনকে খুঁজে পাওয়া হয়তো আমার পক্ষে সহজে সম্ভব হবে না, কিন্তু তারপরও না বলে পারছি না, আমার কথাগুলো ভালভাবে ভেবে দেখুন।'

খানিকক্ষণ আমার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল তরুণ সমার্স, তারপর তার সেই আন্তরিক হাসিটা হাসল। বলল, 'আপনি আর যা-ই হোন না কেন, মিস্টার কোয়াটারমেইন, আপনি কিন্তু সত্যিকারের ভদ্রলোক। এ-শহরে এমন একজন ব্যবসায়ীও নেই, যে নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলেও এরকম স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' ভদ্রতা করে বললাম।

'এখন তা হলে আমার কথা বলি,' বলল সমার্স, 'ইংল্যান্ডে থাকতে থাকতে আমিও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি, এবার দুনিয়াটা ঘুরে দেখতে চাই। সোনালী সাইপ্রিপেডিয়াম পাবার লোভে যে আমি যাব তা নয়। ওটা পেলে খুশি হবো নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার যাবার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিযানে যাবার আনন্দ-উত্তেজনা, সেই সঙ্গে ভালবাসা খুঁজে পাবার ইচ্ছে। ...মিস্টার কোয়াটারমেইন, আপনারই মতো ভাগ্যে বিশ্বাস করি আমিও। বিশ্বাস করি, ঈশ্বর নিজের পছন্দ মতো সময়ে পাঠিয়েছেন আমাদেরকে, আবার পছন্দ মতো সময়েই নিয়ে যাবেন। কাজেই, যা-ই ঘটুক না কেন, তার দায়-দায়িত্ব আমি ঈশ্বরের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।'

তরুণ সমার্সের বক্তব্যটা শুনে বললাম, 'বেশ, মিস্টার সমার্স, যাবেন তা হলে। অভিযানের উত্তেজনা আর প্রেম– দুটোই হয়তো পাবেন আফ্রিকায়। ওখানে ও দুটোর অভাব নেই। অথবা হয়তো কোনও মশা-ভরা জলার ধারে নামহীন কোনও কবরে শুয়ে থাকতে

www.BanglaBook.org

হবে আপনাকে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি, আর আপনার মনের জোর আমার পছন্দ হয়েছে।' সমার্সকে যা-ই আমি বলি না কেন, মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত জাহাজে ওঠার সপ্তাহখানেক আগে চিন্তা-ভাবনা করে স্যার আলেকযান্ডারকে একটা চিঠি দিলাম। তাতে লিখলাম, যেভাবে সমার্সের সঙ্গে এই অভিযানের ব্যবস্থা হলো। ঝুঁকির কথাও বাদ দিলাম না। শেষে জানতে চাইলাম, সামান্য ঝগড়া হয়েছে বলেই নিজের একমাত্র ছেলেকে এরকম বিপজ্জনক একটা অভিযানে যেতে দেয়া তাঁর ঠিক হবে কি না।

কোনও জবাব এলো না চিঠির। যাত্রার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। টাকার কোনও অভাব নেই, কারণ সামান্য কমদামে নিলাম-ঘরে উডেনের কাছে হেরে যাওয়া মহাবিরক্ত, কিন্তু অডোনটোগ্লসাম পাভো কিনতে আগ্রহী স্যার জশুয়া ট্রেডগোল্ডের কাছে "ও পাভো" বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। সেই টাকায় দরকারী সমস্ত জিনিস কিনে ফেললাম। আগে কখনও এতোরকমের এতো জিনিস-পত্র নিয়ে কোনও অভিযানে যাইনি।

রওনা হবার দিন চলে এলো দেখতে দেখতে। প্যাডিংটনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ডার্টমাউথের ট্রেইনের জন্যে অপেক্ষায় থাকলাম আমরা। সে-সময় আফ্রিকাগামী চিঠিপত্র বহনকারী জাহাজগুলো ডার্টমাউথ থেকেই ছাড়ত। ট্রেইন ছাড়ার মিনিটখানেক আগে বগিতে উঠতে গিয়ে মনে হলো পরিচিত একটা চেহারা দেখতে পেলাম। কাউকে খুঁজছে সে। মনে পড়ল, ইনিই মিস্টার ব্রিগস; স্যার আলেকযান্ডারের ক্লার্ক। নিলাম-ঘরে দেখা হয়েছিল আমাদের। ভদ্রলোক আমাকে পাশ কাটাচ্ছেন, এমন সময় আমি বললাম, 'মিস্টার ব্রিগস, আপনি কি মিস্টার সমার্সকে খুঁজছেন? মিস্টার সমার্স বগিতে আছেন।'

লাফ দিয়ে বগিতে উঠলেন মিস্টার ব্রিগস, মিস্টার সমার্সের হাতে একটা চিঠি দিয়ে বেরিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকলেন।

চিঠি পড়ে নীচের দিকের অলিখিত সাদা কাগজটুকু ছিঁড়ে ফেলল

www.BanglaBook.org

সমার্স, তাড়াহুড়ো করে কী যেন লিখল, তারপর কাগজটা আমাকে দিল, যেন আমি মিস্টার ব্রিগসকে দিই। লেখাটা চোখে পড়ল।

'বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, প্রিয় বাবা। আশা করি আবার দেখা হবে আমাদের। যদি না হয়, ক্ষমা কোরো তোমার বোকা ছেলেটাকে। —স্টিফেন।'

এর এক মিনিট পরেই ট্রেইন ছেড়ে দিল।

ট্রেইন গন্তব্যে পৌঁছুবার পর স্টেশন থেকে বের হবার সময় সমার্স বলল, 'ভুলে গিয়েছিলাম, বাবা আপনাকে এটা পাঠিয়েছে।'

একটা এনভেলপ দিল সে আমাকে

খাম খুলে চিঠিটা পড়লাম।

'মাই ডিয়ার সার, আপনার চিঠি লেখার উদ্দেশ্য অনুধাবন করে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। চিঠি পড়ে বুঝলাম সত্যিকারের একজন নীতিবান ভদ্রলোক আপনি। বুঝতেই পারছেন, যে-অভিযানে আমার ছেলে যাচ্ছে, সে-অভিযানে যাওয়াটাকে তার দূরদর্শিতা বলে মনে হয়নি আমার। আমার এবং আমার ছেলের যে মতপার্থক্য, তা আপনি জানেন; কারণ, আপনার সামনেই ঝগড়াটা হয়, সেজন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করছি। আপনাকে পারিবারিক ঝগড়ায় টেনে আনা উচিত হয়নি আমার। আপনার চিঠি মাত্র আজই পেলাম। আমার অফিস থেকে গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল ওটা। আমি নিজেই শহরে চলে আসতাম, কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় সম্ভব হলো না তা। কাজেই যা আমার পক্ষে করা সম্ভব, তা-ই করলাম, চিঠি পাঠালাম। আশা করছি আমার ছেলে তার মত বদলাবে। একটা কথা না বললেই নয়, ওর আর আমার মধ্যে মতপার্থক্য যতোই থাকুক, ওকে ভালবাসি আমি, ওর ভাল হোক তা-ই চাই। ওর খারাপ কিছু হয়ে গেলে সহ্য করতে পারব না আমি। আমি জানি, স্টিফেন যদি শেষ মুহূর্তে মত পাল্টায়, তা হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনি, কাজেই আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, যাবতীয় খরচ-খরচা আমিই শোধ করে দেব, সেই সঙ্গে আমার ছেলে যে দু'হাজার পাউন্ড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলিয়োগ করেছে আপনার অভিযানে, সেটাও ফেরত পাবেন। তবে হতে পারে, স্টিফেন মত পাল্টাবে না, কারণ আমার মতোই গোঁয়ার হয়েছে ও। সেক্ষেত্রে আমার শুধু এটুকুই বলার আছে, আপনি দয়া করে ওর দিকে খেয়াল রাখবেন, মনে করবেন ও আপনারই সন্তান, এর বেশি আপনার কাছে আর কিছু আমার চাওয়ার নেই। যদি চলেই যায়, স্টিফেনকে বলবেন, সুযোগ পেলে যেন চিঠি লেখে ও। আশা করি আপনিও আমাকে লিখবেন। আরেকটা কথা, ওকে বলবেন, দেখলেই গা জ্বালা করলেও টুইকেনহ্যামের বাড়িতে রেখে যাওয়া ওর ফুলগাছগুলোর দেখভালের দায়িত্ব নিচ্ছি আমি।

বিনীত,

অ্যালেকযান্ডার সমার্স

চিঠিটা পড়ে মনটা যেন কেমন করে উঠল আমার, অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলাম। কথা না বলে কাগজটা দিলাম তরুণ সমার্সের হাতে। মনোযোগ দিয়ে পড়ল সে। পড়ে বলল, 'অর্কিডের দেখাশোনা করাটা গভর্নরের মহত্ত্ব। বাবার অন্তরটা আসলে ভাল, তবে রাগের মাথায় সব গোলমাল পাকিয়ে ফেলেন। সারাজীবন নিজের ইচ্ছেয় চলবার ফল।'

'কী করবেন ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'যাব অবশ্যই। লাঙ্গলে যখন হাত দিয়েছি, তখন পিছাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না আর। এখন পিছালে নিজেকে কাপুরুষ বলে মনে হবে আমার! তা ছাড়া, মুখে বাবা যা-ই বলুন, আমি পিছিয়ে গেলে সেটা তাঁর ভাল লাগবে না। কাজেই, মিস্টার কোয়াটারমেইন, দয়া করে মনোভাব পাল্টাতে অনুরোধ করবেন না আমাকে।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ তরুণ সমার্সকে বেশ মনমরা মনে হলো, বগির জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকল সে। তবে তার মন খারাপটা সাময়িক, আমরা যখন ডার্টমাউথে পৌঁছলাম, ততক্ষণে বরাবরের মতোই হাসি-খুশি হয়ে উঠল সে। আমিই বরং একটু দমে গেলাম ততক্ষণে। জাহাজে ওঠার আগে স্যার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলেকয্যান্ডারকে চিঠি লিখে জানলাম, তাঁর ছেলে এই অনিশ্চিত অভিযানে যাবে বলেই মনস্থ করেছে।

তরুণ সমার্সও চিঠি লিখল।

ডারবানে পৌঁছে স্যার আলেকযান্ডারের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। আমাদের পিছু পিছু আসা একটা জাহাজ বয়ে এনেছে চিঠিটা। চিঠিতে স্যার আলেকযান্ডার লিখেছেন, যা-ই ঘটুক না কেন আমাদের অভিযানে, যদি খারাপ কিছু ঘটে, তা হলে দোষ দেবেন না আমাকে তিনি। আরও লিখেছেন, যদি কোনও সমস্যায় পড়ি, আর তাঁর পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব হয়, তা হলে যেন সাহায্য চাইতে দ্বিধা না করি। বা যদি টাকার দরকার হয়, তা হলে তাঁর কাছ থেকে যেন চেয়ে নিই। আফ্রিকান ব্যাঙ্কে আমাদের কথা বলে রেখেছেন তিনি। লিখেছেন, এবার অন্তত তাঁর ছেলে মনের জোরের সত্যিকার প্রমাণ রেখেছে, এবং সেজন্যে ছেলেকে শ্রদ্ধা করেন তিনি।

এবার পাঠক, দীর্ঘ সময়ের জন্যে স্যার আলেকযান্ডার সমার্স এবং ইংল্যান্ডকে বিদায় জানাতে হচ্ছে।

BanglaBook.org

চার

মাজোজো ও হ্যান্স

মার্চের শুরুতে ডারবানে পৌঁছলাম আমরা, আমার ছোট্ট সেই বাড়িতেই উঠলাম। আশা করেছিলাম ব্রোদার জন আমাদের অপেক্ষায় থাকবে, কিন্তু তার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া গেল না। বুড়ো খোঁড়া দারোয়ান-মালী গ্রিকুয়া আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ি দেখাশোনা করে,

www.BanglaBook.org

সে বলল, আমি ক্রুপকে নিয়ে জাহাজে ওঠার ক'দিন পরেই তার টিনের বাক্স ও জাল নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন ডগিটা। কোথায় গেছেন কিরুয়া জানে না। ডগিটা কোনও খবর বা চিঠিও রেখে যাননি

ব্রাদার জন প্রজাপতি ভরা বাক্স ও শুকনো গাছগুলো নিয়ে গেছে দেখলাম। পরে জানতে পারলাম, আমেরিকাগামী একটা জাহাজে উঠেছিল সে। তারপর তার কী হয়েছে তখন তখনই তা আমি জানলাম না। তবে কাফ্রিদের কাছে শুনলাম, মারিটযবার্গে দেখা গেছে তাকে। পরে দেখা গেছে জুলুল্যান্ডের সীমান্তে। তারপর মানুষটা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে তার আর কোনও হদিশ বের করতে পারলাম না।

ব্যাপারটা আমার জন্যে হতাশাব্যাঞ্জক হয়ে দেখা দিল। কী করা যায় ভাবতে শুরু করলাম। ব্রাদার জনই ছিল আমাদের পথপ্রদর্শক। একমাত্র সে-ই চেনে মাযিটুদের। ব্রাদার জনই একমাত্র শ্বেতাঙ্গ, যে রহস্যময় পঙ্গো এলাকার সীমান্তে সেই কিরুয়া হ্রদের তীরে গেছে। তার সাহায্য ছাড়া ওই এলাকায় যাবার কথা চিন্তা করে মন থেকে সায় পেলাম না তেমন।

দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, তবুও ব্রাদার জনের কোনও দেখা পাওয়া গেল না। শেষে স্টিফেনকে নিয়ে আলোচনায় বসলাম। সমস্যাগুলোর কথা তাকে খুলে বললাম। জানালাম বিপদের মাত্রার কথা। শেষে যোগ করলাম, পরিস্থিতি যেরকম দাঁড়িয়েছে, তাতে অর্কিড অভিযান বাদ দিয়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তার বদলে জুলুল্যান্ডে গিয়ে হাতি শিকার করতে পারি আমরা। সে-সময় ওদিকে হাতির অভাব ছিল না কোনও।

হাতি শিকারের উত্তেজনার লোভে আমার কথায় রাজি হয়ে যাচ্ছিল স্টিফেন, কিন্তু একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আমি বললাম, 'জানি না কেন, তবে একটা কাজ করব ঠিক করে সেটার বদলে অন্য কাজে গেলে কখনোই সফলতা আসে না আমার।'

'টস্ করা যাক,' বলল সমার্স। 'আমরা কী করব সেটা তা হলে

www.BanglaBook.org

ভাগ্যকে নির্ধারণের সুযোগ দেয়া হবে। সোনালী সাইপ-এর জন্যে হেড, হস্তি শিকারের জন্যে টেইল, ঠিক আছে?' একটা হাফ ক্রাউন শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে অদ্ভুত যত জিনিস আমি জোগাড় করি, সেগুলো রাখি হলুদ কাঠের তৈরি একটা শো-কেসে ঠং করে মেঝেতে পড়ল মুদ্রাটা, পাক খেতে লাগল, তারপর ঢুকে গেল ওই শো-কেসের তলায়। দু'জন মিলে অনেক কষ্টে শো-কেসটা সরালাম। দু'জনই আমরা তখন উত্তেজিত, মুদ্রাটার ওপরে নির্ভর করছে অনেক কিছু।

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ছায়ার মধ্যে তাকালাম আমি, ধুলোয় পড়ে আছে হাফ ক্রাউনের মুদ্রা, তবে কোন পিঠ ওপরে তা বোঝা যাচ্ছে না।

সমার্স ভাল দেখতে পাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী উঠল?'

'অর্কিড... মানে হেড,' বলল সমার্স। 'যাক, তা হলে ঠিক হয়ে গেল আমরা কী করব।'

পরবর্তী দু'সপ্তাহ খুব ব্যস্ততায় কাটল আমার। ডেলগ্যাডো নামের এক ভয়ঙ্কর চেহারার পর্তুগিজের কুখ্যাতি আছে ক্রীতদাস ব্যবসায়ী হিসেবে, তার জাহাজ কিলওয়া যাবে, সেটাতেই রওনা হবো ঠিক করলাম। কিলওয়া থেকেই আফ্রিকার ভেতরের দিকে পায়ে হেঁটে যাব আমরা। দুটো কারণে আমাদের নিতে ডেলগ্যাডোকে রাজি করাতে বেশ কষ্টই হলো। এক নম্বর কারণ, আমরা কিলওয়ার ভেতরের দিকে গিয়ে শিকার করব এটা তার পছন্দ ছিল না। বারবার করে বলছিল ওখানে শিকার নেই। দুই নম্বর কারণ, ডেলগ্যাডো বলছিল দেরি না করে জাহাজ ছাড়বে সে। তবে তার সমস্ত আপত্তি টাকার জোরের কাছে পরাস্থ হলো। চোদ্দো দিনের জন্যে যাত্রা পিছিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেল সে।

এরপর লোক জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি। ঠিক করে রেখেছি, সঙ্গে অন্তত বিশজনকে নিতে হবে। এরইমধ্যে জুলুল্যান্ড আর নাটালের শিকারীদের কাছে খবরও পাঠিয়ে দিলাম, যেন তারা ডারবানে চলে আসে। এসব শিকারীদের নিয়ে আগেও অনেক

www.BanglaBook.org

অভিযানে গিয়েছি আমি, কাজেই আস্থা রাখা যায় তাদের ওপর

নির্ধারিত সময় শেষ হবার আগেই চলে এলো শিকারীদের বারো-তেরোজন। এসব কাফ্রিদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অত্যন্ত ভাল। আমি যেখানেই যাব ঠিক করি না কেন, বিনা প্রশ্নে আমার সঙ্গে যেতে দ্বিধা করে না এরা। তাদের সর্দার হিসেবে ঠিক করলাম মাভোভো নামের এক জুলুকে। বেঁটে মানুষ সে, মাঝবয়সী, বুকটা সিংহের মতো চওড়া। তার শক্তির কথা রীতিমতো কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। বলা হয়, শিং ধরে আছাড় মেরে ষাঁড়কে ফেলে দিতে পারে সে। আমি নিজের চোখে ওকে দেখেছি আহত একটা বাফেলোর মাথা মাটিতে চেপে ধরে রাখতে। পরে কাছে গিয়ে ওটাকে গুলি করে মারি আমি।

মাভোভোকে যখন প্রথম চিনলাম, তখন জুলুল্যান্ডের ছোটখাটো এক সর্দার ও জাদুকর ছিল সে। টুগেলার ভয়ঙ্কর যুদ্ধে আমারই মতো রাজপুত্র উমবেলাজির পক্ষে লড়েছিল মাভোভো, যে-কারণে উমবেলাজির সৎ ভাই কেটেওয়্যায়োর আক্রোশ ছিল তার ওপর। এক বছর পর সে গোপন সূত্রে জানতে পারে, ওকে জাদুকর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, এবং মেরে ফেলা হবে। দুই বউ আর একমাত্র বাচ্চাটাকে নিয়ে পালাতে হয় তাকে। নাটালের সীমান্তে পৌছবার আগেই আততায়ীরা ধরে ফেলে ওদের। মাভোভোর বড় বউটাকে ছোরা দিয়ে খুন করে তারা, খুন করে ছোট বউয়ের বাচ্চাটাকেও।

সংখ্যায় আততায়ীরা চারজন ছিল, কিন্তু এই ঘটনা দেখে খেপে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাভোভো, চারজনকেই খুন করে ফেলে। এরপর ছোট বউকে নিয়ে আহত অবস্থায় গোপনে নদী পার হয়ে নাটালে এসে পৌছায় সে। ক'দিন পর তার ছোট বউও মারা যায়। শুনেছি বাচ্চার দুঃখে মৃত্যু হয় তার। আর বিয়ে করেনি মাভোভো, কারণটা সম্ভবত দারিদ্র্য। কেটেওয়্যায়ো ওর সমস্ত গরু নিয়ে নিয়েছিল। তা ছাড়া, বর্শার আঘাতে নাকের ডান ফুটো ছিঁড়ে যাওয়ায় দেখতেও খারাপ হয়ে গেছে ও।

স্ত্রী বিয়োগের পর আমার সঙ্গে দেখা করে মাভোভো, বলে, সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন একজন সর্দার, যার কোনও ক্রাল নেই। আমার শিকারী হতে চায় ও। ওকে কাজে নিই আমি, এবং আজ পর্যন্ত সেজন্যে কখনও অখুশি হতে হয়নি আমাকে। মাঝে মাঝে পণ্ডারের মতো গোঁ ধুঁমি করে মুভোভো, জাদুবিদ্যাও চর্চা করে, তবে ওর মতো বিশস্ত কাজের লোক ভার হয় না। তা ছাড়া, ওর সাহস সিংহের মতো। বরং বলা উচিত বাফেলোর মতো, কারণ সিংহ সবসময় সাহসী আচরণ করে না।

আরেকজনকে আমি ডাকিনি, তারপরও এলো সে। বুড়ো এক হটেনটট, নাম হ্যান্স। প্রায় সারাজীবন ধরেই তাকে চিনি আমি। যখন কিশোর ছিলাম, আমার বাবার কাজের লোক ছিল সে কেপ কলোনিতে।

জীবনের প্রথম কয়েকটা যুদ্ধে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে হ্যান্স, একসঙ্গে গেছে কয়েকটা ভয়ঙ্কর অভিযানে। ও আর আমিই শুধু রেটিফের যুদ্ধে রক্ষা পেয়েছিলাম জুলু রাজা ডিনগানের হাত থেকে। পরে রক্তনদীর যুদ্ধে আমার পক্ষে লড়ে হ্যান্স। সেবার দখল করা গরুর বড় একটা অংশ পেয়েছিল সে। এরপর অবসর নেয়, বসে পড়ে ডারবানের পনেরো মাইল দূরে পাইনটাউন নামের ছোট এক বসতিতে একটা দোকান দিয়ে। ওটা ছিল ওর ভুল সিদ্ধান্ত। মদ গিলতে শেখে ও ওখানে, সেই সঙ্গে জুয়ার নেশায় পড়ে যায়। জুয়া খেলে বেশিরভাগ সম্পত্তিই খুইয়ে বসে। তারপর থেকে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

এক বিকেলে হঠাৎ বেরিয়ে দেখি সাদা চুলের এক হলদেমুখো বুড়ো হটেনটট বারান্দায় বসে ভুট্টার আঁটির তৈরি পাইপে তামাক খাচ্ছে। 'ভাল দিন, বাস,' আমাকে দেখে বলে উঠল সে। 'এই আমি হাজির। হ্যান্স!'

'তা-ই তো দেখছি,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলাম। রাগ হচ্ছিল ওকে দেখে। 'তা কী করছ এখানে, হ্যান্স? পাইনটাউনে মদ গেলা আর জুয়া খেলা বাদ দিয়ে আমার এখানে এসে সময় নষ্ট করছ কেন? গত

www.BanglaBook.org

তিনবছরে তো তোমার দেখাও পাওয়া যায়নি।'

বুড়ো হটেনটট বলল, 'বাস, জুয়া খেলা শেষ, কারণ বাজি ধরার মতো আর কিছু নেই আমার। আর মদ গেলাও শেষ, কারণ এক বোতল কেপ স্মোক গিলে পরদিন সকালে শরীর খুব খারাপ করেছিল। এখন শুধু যতটা পারি কম পানি দিয়ে তৃষ্ণা মেটাই, আর পানির স্বাদ দূর করতে তামাক খাই।'

'শুনে খুশি হলাম, হ্যান্স,' বলতেই হলো আমাকে, 'আমার বাবা তোমাকে ব্যাপটাইয করেছিলেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে তুমি যা করছিলে সেজন্যে অনেক কথাই বলতেন। বলবেন, যখন তুমি গর্তে (কবরে) ঢুকবে। গর্তে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবেন বাবা।'

দ্রুত মাথা দোলাল হ্যান্স। 'জানি, বাস, জানি। আমিও ভেবেছি এসব। আর ভেবে ভেবে খুব খারাপ লেগেছে। আমি যখন আগুনের সামনে হাজির হবো, তখন আপনার ধর্মযাজক বাবা খুব রেগে থাকবেন আমার ওপর। তাই ঠিক করেছি মরার আগে ভাল হয়ে মরব। মরার আগে আপনার কাজ করে মরব, বাস। ...বাস, শুনলাম আপনি অভিযানে যাবেন? আমি বাস-এর সঙ্গে যেতে এসেছি।'

'আমার সঙ্গে যেতে!' অবাক হলাম। 'তুমি তো বুড়ো হয়ে গেছ, হ্যান্স! মাসে পাঁচ শিলিং আর খাবার পাবার মতো কাজও তো করতে পারবে না! তুমি তো এখন শুকিয়ে চিমসে হয়ে যাওয়া এমন একটা ব্র্যান্ডির পিপে, যেটাতে পানিও ধরে রাখা যাবে না।'

এ-কথা শুনে হ্যান্সের কুৎসিত, কোঁচকানো চেহারায় হাসি খেলে গেল। হ্যান্স বলল, 'বাস, এটা ঠিক যে আমি বুড়ো। তবে আমি চালাকও। এতগুলো বছর খুব জ্ঞান বেড়েছে আমার। গ্রীষ্মের শেষে মৌচাক যেমন মধুতে ভরে যায়, আমার জ্ঞানের আধারও এখন তেমনি পরিপূর্ণ। আর, বাস, পিপের ফুটোগুলো আমি বন্ধ করতে পারব।'

'না, হ্যান্স, তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই না আমি,' বললাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যান্সকে। 'বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমি। সঙ্গে এমন লোক নিতে হবে, যাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি।'

'তা হলেই বলুন, বস, হ্যান্সের চেয়ে বিশ্বস্ত লোক আর কোথায় পাবেন? ম্যারিফন্টেইন-এ কুয়াবিদের হামলার ব্যাপারে কে আপনাকে সতর্ক করেছিল? কে জীবন বাঁচিয়েছিল...'

'চুপ করো,' হ্যান্সকে থামিয়ে দিলাম। 'বুঝলাম। তার নাম মুখে আনতে চাই না। ওই নাম উচ্চারণ না করাটা পবিত্র একটা কাজ। ওটা এমন একজনের নাম, যে এখন দেবতাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওই নাম পাঁড় মাতাল হ্যান্স-এর মুখে মানায় না।'

দমল না হ্যান্স, বলল, 'তারপরও, বাস, কে ওই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে আপনার পাশে দাঁড়িয়েছিল? ভাবলেই তারুণ্য ফিরে আসতে চায় আমার, বাস। ছাদ পুড়ছে, দরজা ভেঙে পড়ল, কুয়াবিরা বর্শা নিয়ে এগিয়ে আসছে। পবিত্র যার নাম নেয়া যাবে না, তার মাথায় পিস্তল ধরলেন আপনি। সেই মানুষটার মাথায়, যে জানত কীভাবে মরতে হয়। ...বাস, আপনার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনটা মিশে আছে, লতাগাছ যেমন জড়িয়ে থাকে মহীরুহকে, ঠিক তেমনি। আপনি যেখানে যাবেন, সেখানে আমাকেও যেতে হবে। আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না, বাস। আমি বেতন চাই না, শুধু সামান্য খাবার দেবেন, সেই সঙ্গে তামাক। সঙ্গ চাই আমি আপনার, চাই আমাদের দু'জনের অতীতের সেই সব স্মৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে কথা বলতে। এখনও শরীরে অনেক শক্তি আছে আমার। গুলিও ভাল ছুঁড়তে পারি। ...বাস, জুলুল্যান্ডের জবাইয়ের টিলায় কে আপনাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল শকুনের লেজে গুলি করে "বুয়া"র জাতিকে রক্ষা করতে? যার নাম নেয়া যাবে না তাঁর জীবন রক্ষা করতে কে আপনাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল গুলি করতে? ...বাস, আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না তো?'

'না,' সিদ্ধান্ত পাল্টে জবাব দিলাম। 'আসতে পারো তুমি। তবে আমার বাবার আত্মার নামে শপথ করতে হবে তোমাকে, এই

www.BanglaBook.org

অভিযানে একফোঁটা মদ স্পর্শ করতে পারবে না।'

'শপথ করলাম আপনার বাবার আত্মা ও যার নাম নেয়া যাবে না সেই পবিত্র আত্মার নামে।' সামনে বেড়ে আমার হাতে চুমু খেল হ্যান্স। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'বাস, দুটো কম্বল দিলে খুশি হতাম। সেই সঙ্গে তামাক আর নতুন একটা ছোরা কেনার জন্যে পাঁচ শিলিং। ...বাসের অস্ত্রগুলো কোথায়? ওগুলোতে তেল দেব। আরেকটা অনুরোধ, বাস, আপনার ইনটোমবি (কুমারী) নামের সেই ছোট রাইফেলটা অবশ্যই নেবেন। ওটা দিয়েই তো আপনি জবাইয়ের টিলায় শকুনদের গুলি করেছিলেন, ওটাতেই তো আমি গুলি ভরে দিয়েছিলাম, আর আপনি হাঁসের টিলায় ডিনগান যাকে দু'মুখো বলত, সেই "বুয়া"কে ভয়ঙ্কর লড়াইতে হারিয়েছিলেন।'

'এই নাও পাঁচ শিলিং,' হ্যান্সের হাতে কয়েন দিলাম। 'কম্বল, নতুন একটা অস্ত্র আর দরকারী সবকিছু পেয়ে যাবে সময়মতো। পেছনের ঘরে আমার অস্ত্রগুলো পাবে। আরেক বাস যাবে আমার সঙ্গে, তার অস্ত্রগুলোও আছে ওখানে। যাও, ওগুলোতে তেল দিয়ে ঝকঝকে করে রাখো।'

একসময় শেষ হলো আমাদের যাত্রার প্রস্তুতি পর্ব। অস্ত্রের কেস, গুলির বাক্স, ওষুধ, উপহারের সামগ্রী ও খাবার-দাবার তোলা হলো ডেলগ্যাডোর জাহাজ মারিয়ায়। আমার কেনা চারটে গাধাও সঙ্গে নিলাম। দরকারে চড়াও যাবে, আবার মালপত্র বহনেও কাজে আসবে ওগুলো। পাঠক, বন্য প্রাণী ছাড়া শুধুমাত্র মানুষ ও গাধাই বিষাক্ত সেৎসি মাছির কামড়ে অসুস্থ হয় না।

ডারবানে আমাদের শেষদিন চলে এলো, দিনশেষে নামল চমৎকার রাত। মার্চের শেষ, আকাশে পূর্ণ যৌবনা চাঁদ ঝিকঝিক করছে। পর্তুগিজ ডেলগ্যাডো জানিয়ে দিয়েছে, আগামীকাল দুপুরের পর জাহাজ ছাড়বে সে।

বারান্দায় স্টিফেন সমার্স আর আমি ধূমপান করতে বসলাম। আলাপ শুরু হলো আমাদের অভিযান নিয়ে। আমি বললাম, 'ব্রাদার

www.BanglaBook.org

জন এলো না এটা সত্যি অবাক ব্যাপার অথচ যাবার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল মনুমটা শুধু অর্কিডের জন্যে নয়, আরও কিছু একটা তাকে টানছিল। যদিও সেটা কী, তা আমাকে বলেনি সে। বয়স্ক মানুষ, মনে হচ্ছে মারাই গেছে হয়তো।'

'সে-সম্ভাবনাই বেশি,' বলল স্টিফেন। (ঘনিষ্ঠতা বাড়ার কারণে ওকে আমি স্টিফেন বলেই ডাকতে শুরু করেছি।) 'বুনো কোনও এলাকায় মারা গেছে হয়তো। এমন কোথাও, যেখান থেকে তার মৃত্যুর খবরটাও এসে পৌঁছায়নি। ...আরেহ্! ওটা কী?' বাড়ির ছায়ায় কয়েকটা গার্ডেনিয়া ঝোপের দিকে আঙুল তুলল স্টিফেন।

কিছু একটা নড়াচড়া করার শব্দ ভেসে এলো ওখান থেকে।

'কুকুর হতে পারে,' আমি বললাম। 'হ্যান্স হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি যেখানে থাকি, তার কাছাকাছি যেখানে সেখানে শোয়ার অভ্যেস আছে ওর। ...হ্যান্স? ওখানে কি তুমি?'

একটা ছায়ামূর্তি গার্ডেনিয়া ঝোপের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াল। 'জা, এখানে আমি, বাস।'

'কী করছ ওখানে, হ্যান্স?'

'কুকুর যা করে, বাস। মনিবের ওপর নজর রাখছি।'

'ভাল,' আর কিছু খুঁজে পেলাম না বলবার মতো। পরক্ষণেই একটা চিন্তা দোলা দিল আমার মাথায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যান্স, আরেক সাদা বাস-এর কোনও খবর জানো? সেই বাসকে কাফ্রিরা ডগিটা বলে ডাকে।'

'শুনেছি সেই বাস-এর নাম, একবার দেখেওছি,' বলল হ্যান্স। 'কয়েক চাঁদ আগে পাইনটাউন হয়ে গেছেন উনি। তাঁর সঙ্গের এক কাফ্রি আমাকে বলেছিল, মাটিতে ঘষটে চলে বা বাতাসে ওড়ে এমন সব জিনিসের জন্যে ড্র্যাকেন্সবার্গে যাচ্ছেন পাগল ডগিটা, বাস।'

'এখন সে কোথায়, হ্যান্স? আমাদের সঙ্গে তারও তো অভিযানে যাবার কথা।'

'আমি কি প্রেত যে সাদামানুষ কোথায় কোন্‌খানে গেছেন বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারব?' ডাচ ভাষায় বলল হ্যান্স। 'তবুও দাঁড়ান, মাভোভো হয়তো বলতে পারবে ...বড় জাদুকর ও, অনেক দূরে দেখতে পায়। এমনকী আজ এই রাতেও বাড়ির পেছনে বসে ভবিষ্যৎ দেখছে মাভোভো। পবিত্র সাপ ঢুকেছে ওর ভেতরে। ঘেরের বাইরে থেকে ওকে দেখেছি আমি।'

হ্যান্সের বক্তব্য অনুবাদ করে স্টিফেনকে শোনালাম আমি, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, কাফ্রিদের জাদু দেখতে চায় কি না সে।

'নিশ্চয়ই!' খুশি হয়ে উঠল স্টিফেন। 'তবে সবই তো ভুয়া, তা-ই না?'

'তা-ই তো অনেকে বলে,' স্টিফেনের প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে গেলাম আমি। 'তারপরও কখনও কখনও এসব ইনয়ানগারা (জাদুকর) অদ্ভুত সব ঘটনা ঠিক ঠিক বয়ান করে।'

হ্যান্সের পিছু নিয়ে বাড়ি ঘুরে পেছনের আস্তাবলের কাছে চলে এলাম আমরা। ওখানে পাঁচ ফুট উঁচু একটা দেয়াল আছে, সেটার পরে রয়েছে কয়েকটা কুঁড়ে। আমার সঙ্গী কাফ্রিরা সেগুলোয় থাকে। কুঁড়েগুলোর মাঝখানে পিঁপড়ের বাসাভরা খানিকটা জায়গা ছিল, সেখানে রান্নার কাজ করে কাফ্রিরা। সেই ফাঁকা জায়গায় আমাদের দিকে মুখ করে বসে আছে মাভোভো। আমাদের সঙ্গে যারা অভিযানে যাবে, তারা তাকে ঘিরে আছে; খোঁড়া গ্রিকুয়া ও বাড়ির দুটো কাজের ছেলেকেও দেখলাম আর সবার সঙ্গে।

মাভোভোর সামনে শুকনো কাঠের ছোট ছোট কয়েকটা আগুন জ্বলছে। উপস্থিত শিকারীদের সংখ্যা গুনলাম, দেখলাম চোদ্দোজন। এ'কজনেরই আমাদের সঙ্গে যাবার কথা।

শিকারীদের একজন আগুনে ছোট ছোট ডাল ও মুঠো মুঠো শুকনো ঘাস ফেলছে, যাতে আগুনগুলো উজ্জ্বল ভাবে জ্বলে। অন্যরা চুপচাপ বসে আছে, গভীর মনোযোগে দেখছে কী ঘটে।

মাভোভোকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছে। পা মুড়ে বসে আছে ও, বিরাট মাথাটা ঝুঁকে এসেছে প্রায় হাঁটুর কাছে, কোমরে সাপের চামড়া

www.BanglaBook.org

পেঁচানো, গলায় মনুষ্যের দাঁতের তৈরি মালা। ওর ডানদিকে রাখা আছে শকুনের পালক, বামদিকে রুপোর পয়সার ছোট একটা স্তূপ। পয়সাগুলো বোধহয় শিকারীরা দিয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ গণনার সম্মানী হিসেবে।

দেয়ালের পেছন থেকে খানিকক্ষণ মাভোভোকে দেখবার পর মনে হলো ঘুম ভাঙল তার। প্রথমে বিড়বিড় করল মাভোভো, তারপর চাঁদের দিকে তাকিয়ে কী যেন প্রার্থনা করল, ঠিক শুনতে পেলাম না। এবার তিনবার শিউরে উঠে স্পষ্ট স্বরে ও বলল, 'আমার সাপ এসেছে। আমার ভেতরেই আছে সে। এখন আমি শুনতে পাচ্ছি... এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।'

মাভোভোর সরাসরি সামনের আগুন তিনটে অন্যগুলোর চেয়ে আকারে বড়। এক গুচ্ছ শকুনের পালক তুলে নিয়ে একটা পালক বেছে আকাশের দিকে তাক করল মাভোভো, সেটা মাঝখানের আগুনে ঠুসে দিল, বিড়বিড় করে আমার স্থানীয় নাম বলল।

'মাকুমাযানা।'

এবার পালকটা আগুন থেকে বের করে এনে খুব সাবধানে পালকের দু'পাশের পোড়া অংশ দেখতে শুরু করল।

শিরশির করে শীতল স্রোত নামল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। আমি জানি, মাভোভো তার আনীত আত্মাকে জিজ্ঞেস করছে আগামী অভিযানে আমার ভাগ্যে কী ঘটবে। জানি না জবাবে সে কী জানতে পারল, কারণ আরেকটা পালক তুলে নিয়ে আগের মতোই সামনের আরেকটা আগুনে ধরল সে। এবার অবশ্য ওয়াওয়য়েলার নাম নিল সে।

কাফ্রিরা স্টিফেন সমার্সকে সংক্ষেপে ওয়ায়েলা বলে ডাকতে শুরু করেছে। নামটার অর্থ হাসি। সন্দেহ নেই, স্টিফেনের মিষ্টি ব্যবহার আর নির্মল হাসির কারণেই এই নাম দিয়েছে কাফ্রিরা ওকে।

সামনের তিনটে আগুনের ডানদিকের আগুন থেকে পালকটা বের করে ভাল মতো দেখে নামিয়ে রাখল মাভোভো।

www.BanglaBook.org

এভাবে একটার পর একটা পালক আগুনে ধরে বের করে এনে দেখার মাধ্যমে চলল ওর জাদুর প্রক্রিয়া। একজন একজন করে শিকারীদের নাম ডাকল মাভোভো। সবার প্রথমে দলের নেতা হিসেবে নিজের নামই ডাকল। প্রতিটা পালক আলাদা আলাদা আগুনে ধরে বের করে এনে পরখ করে দেখল, তারপর পালক নামিয়ে রাখল। এরপর মনে হলো কয়েক মিনিটের জন্যে আবার ঘুমিয়ে পড়ল মাভোভো। একটু পরে জাগল, ঠিক যেন স্বাভাবিক ঘুম থেকে জেগে উঠেছে ও। আড়মোড়া ভাঙল হাই তুলে।

'বলো,' একযোগে তাগাদা দিল শিকারীরা, ''দেখেছ তুমি? ...শুনেছ? ...তোমার সাপ আমার কথা কী বলল? ...আমার কথা? ...আমার কথা?'

'আমি দেখেছি, আমি শুনেছি,' জবাবে বলল মাভোভো। 'আমার সাপ বলেছে, এই অভিযান হবে খুব বিপজ্জনক। যারা অভিযানে যাবে, তাদের ছয়জন বুলেট, বর্শার আঘাত বা অসুস্থতায় মরবে। অন্যরা আহত হবে।'

'ও?' শিকারীদের একজন বলল, 'কিন্তু কে মরবে আর কে বেঁচে ফিরবে? ও জাদুকর, তোমার সাপ কি তোমাকে বলেনি?'

'সাপ আমাকে বলেছে,' জানাল মাভোভো। 'কিন্তু সাপ আমাকে এ-ও বলেছে, যাতে এ-ব্যাপারে আমি মুখ না খুলি, নইলে আমাদের কেউ কেউ কাপুরুষের মতো আচরণ করতে পারে। সাপ আরও বলেছে, প্রথমে যে আমাকে আরও প্রশ্ন করবে এ-ব্যাপারে, মৃতদের মধ্যে অবশ্যই থাকবে সে। কী, করবে আমাকে আরও প্রশ্ন?' একে একে কয়েকজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মাভোভো, 'করবে প্রশ্ন? যদি ইচ্ছে হয় তো করতে পারো।'

মাভোভোর আহ্বানে সাড়া দিল না শিকারীদের কেউ। ভবিষ্যৎ জানবার ইচ্ছে চেপে রাখল সবাই। ভাব দেখে মনে হলো ভবিষ্যতে কী হবে সেটা ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেয়াই মনস্থ করেছে শিকারীরা।

www.BanglaBook.org

'আমার সাপ আরও কিছু কথা বলেছে,' আবার শুরু করল মাভোভো। 'আমাদের মধ্যে যদি শেয়ালের মতো চতুর কেউ থাকে, আর যদি সে ভবে এই অভিযানে না গিয়ে মৃত্যুকে সে ফাঁকি দিতে পারবে, তা হলে তাতে কাজ হবে না কোনও। কারণ তখন আমার সাপ আমাকে দেখিয়ে দেবে সেই লোক কে, আর আমি তখন ব্যবস্থা নেব তার '

এবার উপস্থিত শিকারীরা একযোগে বলল, তাদের প্রিয় মকুমাযনাকে ছেড়ে যাবার কথা তারা কল্পনাতেও আনতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করি, এই সব দুঃসাহসী মানুষগুলো অন্তর থেকে সত্যি কথাই বলেছে। সন্দেহ নেই, তারা সবাই তাদের জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাভোভোর জাদুতে বিশ্বাস এনেছে, তবে প্রত্যেকে এটাও আশা করেছে, যে-ছ'জন বেঁচে ফিরবে, তাদের মধ্যে সে-ও থাকবে।

সে-সময় জুলুদের কাছে মৃত্যু-ভীতিটা খুব নগণ্য ছিল।

তবে শিকারীদের একজন তর্ক জুড়ল, মাভোভো যে শিলিংগুলো নিয়েছে, সেগুলো মৃতদের উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে, কারণ, নিজেদের মৃত্যুসংবাদ শুনবার জন্যে তারা পয়সা খরচ করবে কেন!

জুলুদের দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই একটু অদ্ভুত।

'হ্যান্স,' ফিসফিস করে বললাম আমি, 'ওই আগুনগুলোর মধ্যে কোনওটা তোমার জন্যে জ্বালানো হয়েছে?'

'না, বাস,' আমার কানে কানে বলল হ্যান্স। 'বাস, আপনি কি বোকা মনে করেন আমাকে? যদি মরতে হয় আমাকে, তা হলে মরতে আমাকে হবেই । যদি বাঁচা কপালে থাকে, তো বাঁচবই। তা হলে সময় যেটা বলে দেবে সেটা জানার জন্যে খামোকা একটা শিলিং নষ্ট করব কেন? তার চেয়েও বড় কথা, ওখানে বসে মাভোভো শিলিং লুটছে, সবাইকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে, কিন্তু বলছে না আসলে কিছুই। আমি তো বলব, ব্যাটা বাটপারি করছে। বাস, আপনি বা ওয়াযেলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভয় পাবেন না, আপনারা তো শিলিং দেননি মাভোভোকে; কাজেই, যদিও সন্দেহ নেই মাভোভো আসলেই বড় ইনয়াংগা, তারপরও আপনাদের ভবিষ্যৎ সে সঠিক ভাবে বলতে পারবে না। ওর হাতে পয়সা ছাড়া ঠিক কথা বলবে না।'

কথাটায় কোনও যুক্তি আছে বলে মনে হলো না আমার। তবে ধারণাটা প্রচলিত। হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা, কোনও জিপসি আপনাকে সত্যিকার ভবিষ্যৎ বলবে না হাতে রূপার পয়সা না পেলে

'একটা কথা, কোয়াটারমেইন,' বলল স্টিফেন, 'আমাদের বন্ধু মাভোভো যখন এতোই সব জানে, তো তাকে ব্রাদার জনের কথা জিজ্ঞেস করা যাক। দেখা যাক হ্যান্সের কথামতো সে কিছু বলতে পারে কি না। যা বলবে সেটা আমাকে জানাবে, কারণ একটা ব্যাপার আমি দেখতে চাই।'

স্টিফেনের কথায় দেয়ালের দরজা দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে ঢুকলাম আমি, ভাবটা এমন যে কিছুই দেখিনি আমি, অবাক হয়েছি আগুনগুলো জ্বলতে দেখে। মাভোভোকে বললাম, 'মাভোভো, তুমি কি জাদু দেখাচ্ছ? আমি তো জানতাম এসব জাদুমন্ত্র অনেক বিপদে ফেলেছে তোমাকে জুলুল্যান্ডে।'

'তা ঠিক, আমার বাবা,' বলল মাভোভো। বয়সে আমার চেয়ে বড় হলেও আমাকে বাবা ডাকা ওর একটা অভ্যেস। 'এই জাদুর কারণে সর্দারী হারিয়েছি আমি, হারিয়েছি আমার গরু-ছাগল, দুটো বউ আর বাচ্চাটা। পরিণত হয়েছি এমন এক ভবঘুরেতে, যে খুশিমনে মাকুমাযানার সঙ্গে অচেনা জায়গায় যাবে, হয়তো অনেক কিছু পাবে সেখানে। এমনকী হয়তো সবশেষের প্রাপ্তি সেই মৃত্যুও পেতে পারে। ...তারপরও, উপহার সবসময় উপহারই- তা নিতে হয়। আমার বাবা, আপনি নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করার সৌভাগ্য উপহার পেয়েছেন, সেই গুলি করা কি আপনি বন্ধ করে দেবেন? আপনার সৌভাগ্য আপনাকে নানান জায়গায় নিয়ে যায়, সেই পথচলার উপহার কি আপনি বন্ধ করতে পারবেন, না করবেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাশের ছোট স্তূপ থেকে একটা পালক তুলে নিল মাভোভো, ওটার দিকে তাকাল মনোযোগ দিয়ে।

'আমার বাবা, আপনি হয়তো শুনেছেন, আমার কান খুব খাড়া, আর আমার মনে হয় বাতাসে এখন এমন কিছু কথা ভাসছে, যেগুলো বলছে, আমাদের মতো গরীব কাফ্রি ইনয়ানগারা পয়সা না পেলে সত্যি করে ভবিষ্যৎ বলতে পারি না। এ-কথা হয়তো বর্তমান পরিস্থিতিতে আপাতত সত্য, তবে জাদুকরের ভেতরের সাপ ছোট একটা পাথরের ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে বর্তমানে যা দেখা যায় না, সেই ভবিষ্যৎ দেখছে; দেখছে দূর, বহুদূরের উপত্যকা, নদীর ওপারে, পাহাড়ের ওপরে, তারপর হয়তো দেখছে যেখানে মানুষের জীবনের শেষসীমা– আকাশের স্বর্গে। কাজেই আমার হাতের এই পোড়া পালকে আমি আপনার ভবিষ্যতের কিছুটা দেখছি, আমার বাবা মাকুমাযানা। অনেক, অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে আপনার পথ।'

পালকটায় আঙুল বোলাল মাভোভো।

'এখানে লেখা আছে একটা পথপরিক্রমার কথা।' পালকের পোড়া অংশ ঝেড়ে ফেলে দিল মাভোভো। 'এখানে আছে আরেকটা অভিযান, তারপর আরেকটা। তারপর আরেকটা।' পালকটা ঝেড়ে ঝেড়ে বলতে শুরু করল মাভোভো: 'এখানে এই যে একটা অভিযান, এটা আপনাকে বড়লোক করে দেবে। এই যে আরেকটা, এই অভিযানে আপনি অদ্ভুত সব জিনিস দেখবেন, অচেনা জাতির মানুষের সঙ্গে দেখা হবে আপনার। তারপর...' ফুঁ দিয়ে পালকের পোড়া সমস্ত অংশ উড়িয়ে দিল মাভোভো, 'তারপর আর কিছুই নেই একটা স্তম্ভ ছাড়া। ওরকম স্তম্ভ আমার জাতির লোকরা কবরের ওপর দাঁড় করায়। ওগুলোকে বলে স্মৃতির সুড়ঙ্গ। ...আমার বাবা, আপনি দূরের, বহুদূরের এক দেশে মারা যাবেন, কিন্তু রেখে যাবেন এমন স্মৃতি, যে স্মৃতি বেঁচে থাকবে শত শত বছর। দেখুন, এই পালকগুলো এখনও কত নিখুঁত। আগুন এগুলোর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। তবে আর যারা এখানে আছে, তাদের বেলায় অন্যরকম ঘটেছে।' একটু

www.BanglaBook.org

থামল মাভোভো।

আমি বললাম, 'মাভোভো, আমাকে বলতেই হচ্ছে, তোমার যাদুর বাইরে রেখো আমাকে। ভবিষ্যতে আমার কী হবে সেটা আমি জানতে চাই না। আগামী মাস বা পরবর্তী বছরে কী ঘটল তা নিয়ে না ভেবে আজকের দিন নিয়ে চিন্তা করাই আমার জন্যে যথেষ্ট। আমাদের ধর্মীয় বইতে লেখা আছে, "একদিনের জন্যে সেই দিনের অশুভ থেকে রক্ষা পাওয়াই যথেষ্ট।"'

'আসলেই তা-ই, মাকুমাযানা,' সায় দিল মাভোভো। 'আপনার শিকারীদের কেউ কেউ যা ভাবছে তাতে তাদের জন্যে কথাটা খুব খাঁটি। তবে এক ঘণ্টা আগে ওরা আমাকে শিলিং দিয়ে জোর করছিল, যাতে ওদের ভবিষ্যৎ বলে দিই আমি। আর, বাবা, আপনিও কিছু জানতে চান। ওই দেয়ালের দরজা দিয়ে আপনি আপনার ধর্মের পবিত্র বই থেকে জ্ঞানের কথা বলতে আসেননি। ...কী জানতে চান, বাবা? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার সাপ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, পৃথিবীর নীচে নিজের গর্তে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে।'

'বেশ তা হলে,' মাভোভো আমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলায় লজ্জা পেয়ে বললাম আমি, 'যদি তুমি বলতে পারো, যেটা আসলে তুমি পারবে না, আমি জানতে চাই, লম্বা দাড়িওয়ালা যে সাদামানুষকে তোমরা ডগিটা বলো, তার কী হয়েছে। তার এখানে থাকার কথা ছিল অভিযানে যাবার জন্যে, পথ দেখাবার কথা ছিল তারই, কিন্তু তাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। সে কোথায়, এবং সে এখানে নেই কেন?'

'আপনার কাছে এমন কিছু কি আছে, যেটা আসলে ডগিটার, মাকুমাযানা?' জিজ্ঞেস করল মাভোভো।

'না,' জবাব দিলাম। পরক্ষণে মনে পড়ায় বললাম, 'হ্যাঁ, আছে।' পকেট থেকে ব্রাদার জনের দেয়া খাটো পেন্সিলটা বের করলাম আমি।

ওটা নিল মাভোভো। সাবধানে খানিকক্ষণ দেখল, তারপর সবচেয়ে বড় আগুনের ওপর থেকে ছাই সরাল চওড়া হাড় সর্বস্ব

www.BanglaBook.org

হাতের ঝাপ্টায়। এবার ছাইগুলো চাপ দিয়ে সমতল করল, তারপর পেন্সিলটা দিয়ে আঁকিবুকি কাটল ছাইয়ের মধ্যে। আমার মনে হলো কোনও মানুষের আকৃতি আঁকছে মাভোভো। সাদা দেয়ালে রং দিয়ে ওরকম আঁকে দুষ্টু বাচ্চারা।

কাজ শেষে সন্তুষ্ট হলো মাভোভো, সোজা হয়ে বসল, তারপর তৃপ্ত শিল্পীর মতো খুশি খুশি চেহারায় দেখল নিজের শিল্পকর্ম।

সাগর থেকে বাতাস ছেড়েছে, মাঝে মাঝে দমকা দু'এক ঝলক বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সেই বাতাসে মিহি ছাইগুলো নড়ছে, ছবিটার কিছু রেখা ভরে যাচ্ছে, কিছু রেখা বদলে যাচ্ছে বা বড় হচ্ছে।

খানিকক্ষণের জন্যে চোখ বুজে থাকল মাভোভো, তারপর চোখ খুলে ছাইগুলো গভীর মনোযোগে দেখল, খেয়াল করল ছবিটার অবশিষ্টাংশ। এবার পাশে পড়ে থাকা একটা কম্বল নিয়ে মাথা ঢাকল। ওটার তলায় চাপা পড়ল ছাইগুলোও। সামান্য বিরতির পর কম্বল সরিয়ে ছবিটা দেখাল। বদলে গেছে ওটা। চাঁদের আলোয় দেখে মনে হলো মানুষের ছবি আর নেই ওটা, যেন হয়ে গেছে কোনও অঞ্চলের মানচিত্র।

'সব ঠিক আছে, বাবা,' শান্ত স্বরে বলল মাভোভো। 'ডগিটা মারা যাননি; বেঁচে আছেন। তবে অসুস্থ। পায়ে কিছু হয়েছে, যে-কারণে হাঁটতে পারেন না উনি। হয়তো হাড় ভেঙেছে, বা কোনও জন্তু কামড়ে দিয়েছে। কাফ্রিরা যেরকম কুঁড়ে তৈরি করে, সেরকম একটা কুঁড়েতে শুয়ে আছেন তিনি। তবে ওই কুঁড়ের চারপাশে আপনার ক্রালের মতো বারান্দা আছে। দেয়ালে আঁকা আছে ছবি। ওই কুঁড়ে অনেক দূরে। কোথায় তা জানি না।'

'আর কিছু?' মাভোভো থেমে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করলাম।

'না। ডগিটা সেরে উঠছেন। আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেই অচেনা দেশে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে তাঁর। তখন ভীষণ বিপদে থাকব আমরা। আর কিছু বলার নেই আমার, বাবা। শুধু একটা কথা, সম্মানী দেবেন অর্ধেক ক্রাউন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি বলতে চাইছ এক শিলিং,' আমি ওকে শুধরে দেবার চেষ্টা করলাম।

'না, আমার বলা ঠিকই আছে। এক শিলিং হচ্ছে সাধারণ কালো মানুষদের ভাগ্য বলে দেবার জন্যে সাধারণ জাদু ব্যবহার করার সম্মানী,' বলল মাভোভো। 'সাদামানুষদের জন্যে যে কঠিন জাদুর দরকার হয়, সেজন্যে অর্ধেক ক্রাউন সম্মানী। এই জাদু শুধু এই মাভোভোর মতো বড় জাদুকররা ছাড়া আর কেউ পারে না।'

হাফ-ক্রাউন দিয়ে দিলাম ওকে, তারপর বললাম, 'দেখো বন্ধু মাভোভো, যোদ্ধা আর শিকারী হিসেবে তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার ধারণা, জাদুকর হিসেবে তুমি একটা সস্তা প্রতারক ছাড়া আর কিছু নও। তুমি যে প্রতারক সে-বিষয়ে আমি এতই নিশ্চিত যে, যদি সত্যি বিপদের সময় ডগিটা আমাদের সঙ্গে এই অভিযানে যোগ দেয়, তা হলে তুমি আমার দোনলা যে রাইফেলটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেটা তোমাকে আমি উপহার দিয়ে দেব।'

এ-কথায় মাভোভোর কুৎসিত চেহারায় দুর্লভ সেই হাসিটা দেখলাম। মাভোভো বলল, 'তা হলে ওটা এখনই দিয়ে দিন, বাবা; ওটা তো আমি এমনিতেই পাব। আমার সাপ মিথ্যে বলতে পারে না। বিশেষ করে সম্মানী যখন অর্ধেক ক্রাউন।'

মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম, তা হবার নয়। রাইফেল ওকে দিচ্ছি না।

'এহ্,' বলল মাভোভো, 'আপনারা সাদামানুষরা খুব চালাক, মনে করেন সব আপনারা জানেন। তবে তা সত্যি নয়, কারণ নতুন জিনিস জানতে গিয়ে পুরোনো জিনিসগুলো ভুলে গেছেন আপনারা। আপনার সাদা সাপ যদি হাজারো বছর আগে আমার মতো কালোমানুষের ব্যাপারে কথা বলত, তা হলে আজকে আমি যা বলতে পারলাম তা আপনিও বলতে পারতেন, করতে পারতেন আমি যা করতে পারি। কিন্তু এখন আপনি শুধু টিটকারিই মারতে পারবেন, বলতে পারবেন, 'মাভোভো, যুদ্ধে তুমি সাহসী, শিকারী তুমি দক্ষ, মানুষটা খুব বিশ্বস্ত;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু, পোড়া পালক যখন ফুঁ দিয়ে সরাও, তখন তুমি একটা নির্বোধ মাভোভো। আমি বলব আপনি আপনার কল্পনার কাছে প্রতারিত হচ্ছেন ভাবছেন? মানুষের কাছে অপ্রকাশ্য তা জানার সাধ্য মানুষের নেই।

'ও মাকুমাযানা, রাতের অতন্দ্র প্রহরী, তা-ই কি আসলে? এই আমি মাভোভো, পথের নির্দেশদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর যিকালির শিষ্য নিজের কল্পনার কাছে প্রতারিত হয়েছি? আপনার কি ধারণা মাথায় যে চোখ দুটো আছে, সেগুলো ছাড়া মানুষের আর কোনও চোখ নেই, যেগুলো দিয়ে মানুষের গোপন সবকিছু সে দেখতে পারে? তবে আমরা জানি আপনি চালাক। আপনি যদি তা-ই বলেন, তা হলে আমি সামান্য এক গরীব জুলু এমন কিছু কীভাবে দেখতে পাবো, যেটা আপনি দেখতে পান না? তারপরও আমরা যে-জাহাজে করে অভিযানে যাব, সেটা থেকে কালকে যদি কেউ একটা খবর পাঠায় যে, সেখানে গোলমাল হচ্ছে, আপনি যেন তাড়াতাড়ি যান, তা হলে আপনার-আমার এই কথাগুলো মনে করবেন। ভেবে দেখবেন মানুষ ভবিষ্যতের কালো অতিক্রম করেও দেখতে পায় কি না! বাবা, আপনার ওই রাইফেল তো এখনই আমার হয়ে গেছে, যদিও আপনি এখন ওটা আমাকে দেবেন না, কারণ আপনি তো মনে করেন আমি একটা ঠগ! ঠিক আছে, বাবা মাকুমাযানা, আপনি যেহেতু মনে করেন আমি ঠগ; এখন থেকে আপনার বা আপনার খাবার খায় এমন কারও ব্যাপারে পালক পুড়িয়ে ছাই ওড়াব না আমি।'

উঠে দাঁড়াল মাভোভো, এক হাত তুলে আমাকে সালাম করে জাদুর সরঞ্জাম ও পয়সাগুলো তুলে নিল, তারপর গটগট করে হাঁটা ধরল ঘুমাবার কুঁড়েগুলোর দিকে।

বাড়িতে ঢোকার আগে আমার বুড়ো খোঁড়া কেয়ারটেকার জ্যাক-এর সঙ্গে দেখা হলো। সে বলল, 'হিকুসি, সাদা চিফ ওয়ায়েলা আর বাবুর্চি স্যাম আজ রাতের মতো জাহাজে শুতে গেছেন, যাতে মালপত্র পাহারা দিতে পারেন। এই একটু আগে স্যাম এসে ওয়ায়েলাকে

www.BanglaBook.org

ডেকে নিয়ে গেল। বলেছে কালকে আপনাকে দেখাবে কেন সে ওয়ায়েলাকে নিয়ে গেছে।

ওকে পাশ কাটালাম আমি, বারান্দায় উঠতে উঠতে মাথায় চিন্তা এলো: এমন কী হলো যে, হঠাৎ করে মারিয়া জাহাজে রাত কাটাতে মনস্থির করল স্টিফেন?

পাঁচ

বে হাসান

পরদিন ভোর হবার আন্দাজ দু'ঘণ্টা পর দরজায় টোকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার। জ্যাকের গলা শুনতে পেলাম, বলছে, বাবুর্চি স্যাম আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। স্যাম কী করতে এসেছে বুঝে পেলাম না। তার তো জাহাজে থাকার কথা। ভেতরে আসতে বললাম স্যামকে।

কেপ-এর লোক স্যাম, মালয়ী ও ইন্ডিয়ান কুলি, দু'জাতির মিশ্র রক্তের মানুষ। তবে আমার ধারণা সাদাদের রক্তও আছে তার দেহে। সেই সঙ্গে হটেনটট রক্ত। ফলাফলটা হয়েছে চমৎকার। খুব কম দোষই আছে ওর, তবে আদর্শের ঝুড়ি।

আমাকে বলতেই হয়, স্যামি হচ্ছে আমার দেখা সবচেয়ে ভীতু লোক। তবে কাপুরুষতা কখনোই ওকে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে ঠেকাতে পারেনি। ও জানে, আমি যে অভিযানে যাচ্ছি তাতে বিপদের কমতি থাকবে না। ওকে এ-ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা দিয়েছি আমি। তারপরও আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছে সে। তার একটা কারণ,

www.BanglaBook.org

হ্যান্সের মতোই ওর সঙ্গেও হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে আমার। বেশ কয়েক বছর আগে স্যামিকে রক্ষা করেছিলাম আমি ভয়ানক বিপদ থেকে। আমি যদি ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতাম, তা হলে... বেশি কিছু বলব না, শুধু এটুকু জানাচ্ছি, ওর দায়িত্বে রাখা বেশ কিছু টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছিল।

সে-সময় শৌখিন এক মহিলার সঙ্গে মিশছিল ও, খরচ করতে হচ্ছিল ওকে হাত খুলে। তবে স্যামির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সেই মহিলার বিয়ে হয়নি।

এরপর আমার অসুস্থতার সময় অক্লান্ত সেবায় সুস্থ করে তোলে ও আমাকে। সেই থেকে দু'জনের মধ্যে চমৎকার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

আফ্রিকার এক খ্রিস্টান যাজকের ছেলে স্যাম, ওর শ্রেণীর মানুষের তুলনায় যথেষ্ট শিক্ষিত। নানান কাজ করেছে জীবনে, ফলে আফ্রিকার অনেকগুলো আঞ্চলিক ভাষা জানে। ইংরেজিও বলে নিখুঁত, তবে কোনও দীর্ঘ শব্দ ব্যবহারের সুযোগ পেলে সংক্ষেপে কিছু বলে না কখনও ভুলেও।

যতদূর জানি কেপটাউনে স্থানীয়দের একটা স্কুলে অনেকদিন শিক্ষক ছিল সে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, তার 'ডিপার্টমেন্টের' পড়ানোর বিষয় ছিল ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য।

কী কারণে সে ওখানে চাকরি করতে পারল না সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলে না কখনও স্যাম। এরপর জাম্বিবার নদীর উজানে একটা হোটেলের ম্যানেজার ও প্রধান বাবুর্চির কাজ নেয় সে। ওখানেই শেখে আরবী।

জানি না কেন, এর কয়েক বছর পর ওই চাকরিও হারায় স্যাম, চলে আসে ডারবানে। এখানেই পঙ্গোদের দেশে অভিযান শুরুর ঠিক আগে আবার তার সঙ্গে দেখা হয় আমাদের।

ব্যবহারে স্যাম অত্যন্ত ভদ্র, ধার্মিক চরিত্রের মানুষ। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ব্যাপটিস্ট। বাদামী রঙের ছোটখাটো লোক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যাম। বয়স কত বলা মুশকিল। চুলের মাঝখানে শিঁথি করে, যখন পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, পোশাক-আশাক সবসময় পরিপাটি রাখে।

ওকে আমি সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছি, কারণ ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে ছিল ও। তা ছাড়া, খুব ভাল রাঁধে স্যাম, অসুস্থদের সেবা শুশ্রূষাতেও জুড়ি নেই। এসব যদি বাদও দিই, ওর সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে, সেটাই ওকে সঙ্গে নিতে যথেষ্ট কারণ

সংক্ষেপে এই হচ্ছে আমাদের স্যামি।

স্যাম ঘরে ঢুকতেই দেখলাম ওর পোশাক চুপচুপে ভেজা। জিজ্ঞেস করলাম, বৃষ্টি হচ্ছে, না মাতাল হয়ে ভেজা ঘাসের ওপর শুয়েছিল সে।

'না, মিস্টার কোয়াটারমেইন,' জবাবে বলল স্যাম, 'সকালটা চমৎকার। আর ওই দুষ্ট হটেনটট হ্যান্সের মতোই আমিও মদ নামের বিষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অনেক বিষয়ে আমাদের মতের অমিল আছে, তবে মদের ক্ষতিকারক দিক সম্বন্ধে আমরা দু'জন একমত।'

'তা হলে ভেজা কেন তোমার কাপড়?' ওকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'জাহাজে গোলমাল হয়েছে, সার,' বলল স্যামি।

মাভোভোর বলা কথাগুলো মনে পড়ে যাওয়ায় চমকে উঠলাম।

স্যাম বলে চলল, 'আপনি তো জানেন, মিস্টার সমার্সের বিশেষ অনুরোধে তাঁর সঙ্গে জাহাজে রাত কাটিয়েছি আমি।'

ঘটনা আসলে উল্টো, কিন্তু কিছু বললাম না।

'আজ ভোরের আগে পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন মনে করেছিল সবাই ঘুমিয়ে আছে,' বলল স্যাম, 'কয়েকজন আরব সঙ্গী নিয়ে চুপচাপ নোঙর তুলতে শুরু করে সে; পালও তুলেছিল। কিন্তু আমি আর মিস্টার সমার্স জেগে ছিলাম। কেবিন থেকে বেরিয়ে আসি আমরা। ক্যাপস্ট্যান-এর ওপর রিভলভার হাতে বসেন মিস্টার সমার্স, বলেন... না, সার, উনি কী বলেছেন সেটা আমি বলতে পারব না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, বোলো না,' চাপ দিলাম না আমি। 'তারপর?'

'তারপর, স্যর, গোলমাল হৈ-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন আর তার অর্ধেক নাবিকেরা হুমকি দিল মিস্টার সমার্সকে কিন্তু নদীর বুকে জেগে থাকা পাথর যেমন অনড় অবিচলিত থাকে, মিস্টার সমার্সও ক্যাপস্টান-এ সেরকম অনড় বসে থাকলেন। বললেন, কেউ ক্যাপস্টান ছুঁলে দেখে নেবেন। এরপর কী ঘটল জানি না, স্যর, কারণ কে যেন আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জাহাজ থেকে। আপনি তো জানেন আমি অত্যন্ত ভাল সাঁতারু, অনেক কষ্টে তীরে এসে উঠলাম আমি আপনাকে মূল্যবান পরামর্শ দেয়ার জন্যে।'

'আর কাউকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছ, গাধা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'জী স্যর, এখানে ছুটে আসার পথে বন্দরের এক অফিসারকে জানিয়ে এসেছি মারিয়া জাহাজে গণ্ডগোল হচ্ছে, উনি যাতে তদন্ত করতে যান।'

ওর কথা শুনতে শুনতে পোশাক পরা হয়ে গেছে আমার, চিৎকার করে মাভোভো এবং অন্যান্যদের ডাক দিলাম। শীঘ্রি হাজির হয়ে গেল সবাই।

'মাভোভো, জাহাজে গণ্ডগোল হচ্ছে...' বলতে শুরু করলাম আমি।

হাসি-হাসি মুখে মাভোভো আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ও বাবা, কালকে রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমি যেন এরকমই কিছু আপনাকে বলেছি।'

'জাহান্নামে যাক তোমার স্বপ্ন,' ওকে কথা বাড়াতে দিলাম না। 'লোক জড়ো করে ওখানে যাও শীঘ্রি... না, থাক, তা ঠিক হবে না। খুনোখুনি হতে পারে। যা হবার হয় হয়ে গেছে এতক্ষণে, নয়তো পরিস্থিতি স্বাভাবিকই আছে। শিকারীদের তৈরি হতে বলো, আমার সঙ্গে যেতে হবে ওদের। পরে মালপত্র নেয়া যাবে।'

একঘণ্টার মধ্যে জাহাজের কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। মৃদু ঢেউয়ে দুলছে মারিয়া। পরে একসময় জায়গাটা ডারবানের চমৎকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্দর হবে তা দেখে বোঝার কোনও উপায় ছিল না তখন। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, সে-সময় বন্দরটা ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে।

আমাদের দেখে নিশ্চয়ই অদ্ভুত একটা দল মনে হচ্ছিল। আমি পুরোপুরি ইউরোপিয় পোশাক পরে আছি, এগিয়ে চলেছি দলের আগে। পেছনে নোংরা হ্যাট, কর্ডোরয়ের প্যান্ট পরা হ্যান্স। এরপর চলেছে ইউরোপিয়ান রিচ মি ডাউন পরা স্যামি। তার পেছনে হিংস্র চেহারার মাভোভো ও তার শিকারীরা। তাদের সবার মাথায় সেলাই করা কালো মেঘের মালা, ইসিকোকো। ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে আছে সবাই। তবে কারও কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। নতুন আইন অনুযায়ী শহরের মধ্যে অস্ত্র বহন করা চলবে না তাদের। সবার আগ্নেয়াস্ত্র ইতিমধ্যেই জাহাজে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। চাদরে মুড়ে নিজেদের চওড়া ফলার বর্শা নিয়ে এসেছে অবশ্য তারা : প্রত্যেকের হাতে মোটা লাঠি। পাশাপাশি চারজন করে হাঁটছে সবাই যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে।

তবে বড় নৌকোয় করে আমরা যখন জাহাজের দিকে রওনা দিলাম, ততক্ষণে তাদের লড়াকু ভাবটা অদৃশ্য হয়েছে। মাটিতে কিছু ভয় পায় না স্থানীয় এসব মানুষ, কিন্তু পানি তাদের কাছে অজানা এক রহস্যময় জায়গা, আতঙ্কের কারণ।

মরিয়া জাহাজটা যেন-তেন একটা জলযান। উঠে পড়লাম আমরা জাহাজটায়। প্রথমেই দেখতে পেলাম স্টিফেনকে, বসে আছে ক্যাপস্ট্যান-এর ওপর : হাতে পিস্তল, ঠিক যেমনটা স্যামি বলেছিল। কাছেই বুলওয়ার্কে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খলনায়ক চেহারার পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন ডেলগ্যাডো। চেহারা দেখে মনে হলো প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে। তাকে প্রায় ঘিরে আছে তারই মতো বদমায়েশি ভরা চেহারার বেশ কয়েকজন আরব নাবিক, নোংরা সাদা আলখেল্লা তাদের পরনে। সবার মুখোমুখি বসেছে বন্দরের ক্যাপ্টেন ক্যাটো। আমারই মতো ছোটখাটো মানুষ সে, বহু অভিযানে গেছে। আফটার স্কাইলাইট-এ বসে আছে সে নিজের অ্যাটেনড্যান্টদের নিয়ে, সিগারেট টানছে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালা করে স্টিফেন ও ডেলগ্যাডোকে দেখছে।

'খুশি হলাম আপনাকে দেখে, কোয়ার্টারমেইন,' বলল ক্যাটো, 'ঝগড়াঝাটি হচ্ছে এখানে, এইমাত্রই মাত্র এসে পৌঁছেছি, তারপরও পর্তুগিজ জানি না, ক্যাপস্ট্যান-এ বসে থাকা ভদ্রলোকও কিছু বলছেন না।'

'কী ব্যাপার, স্টিফেন?' মিস্টার ক্যাটোর সঙ্গে করমর্দন করে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কী ব্যাপার?' ডেলগ্যাডোকে আঙুল তুলে দেখাল স্টিফেন, 'এই লোক আমাদের সমস্ত মালামাল নিয়ে গোপনে পালাতে চেষ্টা করছিল। আমাদেরও নিয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে করে। সন্দেহ নেই, সাগরে বেরিয়ে গিয়ে আমাকে আর স্যামিকে জাহাজ থেকে ফেলে দিত। স্যামি পর্তুগিজ জানে, গোপনে শুনে ফেলেছিল ও এই লোকের পরিকল্পনা। স্বাভাবিক ভাবেই এই লোকের ইচ্ছেটা আমার পছন্দ হয়নি, কাজেই প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে।'

ডেলগ্যাডোকে জিজ্ঞেস করা হলো এ-ব্যাপারে। যা ভেবেছিলাম, লোকটা বলল বালুচরের আরেকটু কাছে গিয়ে আমরা আসবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করেছিল সে। লোকটা মিথ্যে বলছে, বুঝতে দেরি হলো না আমার। বুঝলাম আমাদের দামি জিনিসপত্র নিয়ে ভাগছিল সে, স্টিফেন ও স্যামিকে হয় মেরে ফেলত নয়তো জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দিত, তারপর মালামাল বিক্রি করে পকেটে পুরত টাকাগুলো। তবে ডেলগ্যাডো মিথ্যে বলছে তা প্রমাণ করবার উপায় নেই, তা ছাড়া দলেবলে যথেষ্ট ভারী আমরা, নিজেদের মালামাল রক্ষা করতে পারব, কাজেই এ নিয়ে কথা বাড়ালাম না।

একটু পরে স্টিফেন বলল, আমি যখন কালকে রাতে মাভোভোর সঙ্গে কথা বলছি, তখন স্যামি ওর কাছে খবর পাঠিয়েছিল যে, সঙ্গে কেউ থাকলে খুব উপকার হবে ওর। বাবুর্চির চরিত্র জানে বলে মনস্থির করতে দেরি হয়নি স্টিফেনের, জাহাজে চলে আসে ও। তারপর সকালে যা ঘটেছে সেটা আমি স্যামির কাছে শুনেছি। স্যামি

www.BanglaBook.org

শুধু এটা বলেনি যে, কেউ তাকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি, ডেলগাডোর সঙ্গে স্টিফেনের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে দেখে নিজেই সে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়েছিল

'বুঝলাম,' স্টিফেনকে বললাম আমি। 'সব ভাল যার শেষ ভাল। ভাগ্যিস তুমি জাহাজে এসে ঘুমাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে।'

এরপর আর কোনও গোলমাল হলো না, স্টিফেনের নেতৃত্বে কয়েকজনকে পাঠালাম আমাদের বাকি জিনিসপত্র নিয়ে আসতে। সব নিয়ে এলো তারা। দুপুরের পর পাল তুলে রওনা দিল আমাদের জাহাজ। কিলওয়া পর্যন্ত আমাদের যাত্রা হলো ঘটনাহীন। মৃদু বাতাস শান্ত সাগরের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমাদের। দুনিয়ার জঘন্যতম নাবিক হ্যান্স পর্যন্ত অসুস্থ হলো না। জুলু যোদ্ধারাও সবাই সুস্থই থাকল। তবে স্যামির বক্তব্য অনুযায়ী, খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানাল তারা।

যতদূর মনে পড়ে, যাত্রার পঞ্চম অথবা সপ্তম রাতে নোঙর ফেলল জাহাজ। কিলওয়া দ্বীপ থেকে তখন একদিনের দূরত্বে আছি আমরা, কাছেই পর্তুগিজদের পুরোনো দুর্গ।

রাতে ডেলগ্যাডো সঙ্কেত পাঠাল। তার সঙ্কেতের জবাবে পরদিন একটা নৌকা এসে ভিড়ল জাহাজে। ডেলগ্যাডো জানাল, তারা বন্দরের কর্মকর্তা। লোকগুলোকে গলাকাটা বেপরোয়া ধরনের তস্কর বলে মনে হলো আমার। সবার নেতৃত্বে আছে মুখে বসন্তের দাগওয়ালা এক বর্ণসংকর, নাম বে হাসান। লোকটা জাহাজে আমাদের উপস্থিতির ব্যাপারে আপত্তি জানাল। বিশেষ করে কিলওয়াতে আমাদের নামার ব্যাপারে তার আপত্তি প্রবল দেখলাম।

ডেলগ্যাডোর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে এগিয়ে এলো সে আমার দিকে, আরবী ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। এক বর্ণও বুঝলাম না। তবে কপাল ভাল যে বাবুর্চি স্যামি রীতিমতো ভাষাবিদ, ডেলেগ্যাডোকে বিশ্বাস করি না বলে ওকে ডেকে পাঠালাম ভাষান্তর করার জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী বলছে লোকটা, স্যামি?' জিজ্ঞেস করলাম।

হাসানের সঙ্গে কথা বলল স্যামি, তারপর বলল, 'সার, অনেক প্রশংসা করছে আপনার। বলছে ওর বন্ধু ভেলগাডোর কাছে শুনেছে কীরকম ভালমানুষ আপনি, মিস্টার স্টিফেন আর আপনি যে ইংরেজ, সেটাও বলল। বলছে ইংল্যান্ড ও ইংরেজ জাতিটাকে ভাল লাগে তার।'

'তা-ই?' বললাম, 'লোকটার চেহারা দেখে তো মনে হবার উপায় নেই সেটা। ওকে বলো আমরা এখানেই নেমে পড়ব, এখান থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হবো।'

আমার কথা অনুযায়ী আলাপ চালিয়ে গেল স্যামি। কথোপকথনটা হলো এরকম:

'আমি হাসান অনুরোধ করছি, দয়া করে নামবেন না আপনারা এখানে। এদেশ আপনাদের মতো সম্ভ্রান্ত লোকের জন্যে উপযুক্ত নয়! খাবার নেই এখানে, গত কয়েক বছরে শিকার করার মতো কোনও জন্তু-জানোয়ারও দেখা যায়নি। এদেশের লোকজন অসভ্য, খিদের জ্বালায় মানুষ খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা। আমি চাই না আপনাদের রক্তের বোঝা আমার মাথার ওপর থাকুক, কাজেই অনুরোধ করছি, এ জাহাজে করে ডেলেগোয়া উপসাগরে চলে যান, সেখানে ভাল হোটেল পাবেন, অথবা চলে যেতে পারবেন অন্য কোথাও।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জানতে পারি কিলওয়াতে আপনার পদমর্যাদা কী? কেন আপনি ভাবছেন আমাদের নিরাপত্তার জন্যে আপনি দায়ী হবেন?'

হাসান জবাব দিল, 'সম্মানিত ইংরেজ লর্ড, আমি এখানে পর্তুগিজ একজন ব্যবসায়ী। আমার মা সম্ভ্রান্ত বংশের আরব মহিলা। মূল ভূখণ্ডে পাম গাছ, কাসাভা, বাদাম আর অন্যান্য নানান ফলমূলের বাগান আছে আমার। চাকরদের আমি নিজের ছেলের মতো দেখি, আর এদিকের উপজাতিগুলো আমাকে দেখে নিজেদের বাবার মতো।'

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে তো আপনি তাদের এলাকার ভেতর দিয়ে নিরাপদে আমাদের চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? আমরা শান্তিপ্রিয় শিকারি, কারও সাতে-পাঁচে নেই।'

এরপর ডেলগাডোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল হাসান আমি মাভোভেকে নির্দেশ দিলাম, যাতে অস্ত্র নিয়ে জাহাজের ডেকে উপস্থিত হতে বলে জুলু শিকারীদের মাভোভের দেরি হলো না নির্দেশ পালন করতে

হাসান বলল, 'সম্মানিত ইংরেজ লর্ড, আপনাকে এখানে নামতে দিতে পারি না আমি।'

আমি বললাম, 'অনুসারী, গাধা আর মালমাল নিয়ে কালকে ভোরে নামছি আমি, বন্ধু। আপনি চলে গেলে খুশি হবো। যদি না যান...' আমার পেছনে দাঁড়ানো দুঃসাহসী শিকারীদের একবার দেখে নিলাম আমি।

হাসান বলল, 'সম্মানিত ইংরেজ লর্ড, শক্তি প্রয়োগ করতে খারাপ লাগবে আমার, কিন্তু বলতেই হচ্ছে, অন্তত একশোজন রাইফেলধারী লোক আছে আমার শান্তিপূর্ণ গ্রামে, আর এখানে আমি বিশজনেরও কম লোক দেখছি।'

স্টিফেনের সঙ্গে কথা সেরে নিয়ে আমি বললাম, 'সম্মানিত স্যার, আপনি কি বলতে পারবেন আপনার শান্তিপূর্ণ গ্রাম থেকে ইংলিশ-ম্যান-অভ-ওয়ার, মানে ক্রোকোডাইল নামের যে-জাহাজ ক্রীতদাস ব্যবসায় বাধা দেয়, সেটা দেখেছেন? জাহাজটার ক্যাপ্টেন আমাকে চিঠি দিয়েছেন, তাতে জেনেছি গতকাল এদিকে চলে এসেছে জাহাজটা। তবে এমনও হতে পারে, দুয়েকদিন দেরি হবে ওটার আসতে।'

হাসানের পায়ের কাছে বোমা ফাটলেও এরকম প্রতিক্রিয়া হতো কি না সন্দেহ, আমার প্রশ্ন শুনে ফ্যাকাসে হলো না সে, হয়ে গেল বিদঘুটে হলদে। চমকে গিয়ে বলল, 'ইংলিশ-ম্যান-অভ-ওয়ার? ক্রোকোডাইল? আমি তো জানতাম এইডেনে গেছে ওটা মেরামতির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যে, জাঞ্জিবারে ফিরবে না চার মাসের আগে।'

আমি বললাম, 'সম্মানিত হাসান, ভুল তথ্য পেয়েছেন আপনি। এক্টোবরের আগে মেরামত করা হবে না ক্রোকোডাইলকে। চিঠিটা পড়ে শোনাব?' পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করলাম। 'চিঠিটা পড়লে আপনার ভাল লাগবে, কারণ আমার বন্ধু, ক্রোকোডাইল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফ্লাওয়ার্স তাঁর চিঠিতে আপনার কথা উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন...'

বাতাসে হাত ঝাপ্টা মারল হাসান। 'পড়তে হবে না, আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। সম্মানিত ইংরেজ লর্ড, বুঝতে পারছি নিজের লক্ষ্য থেকে সরার মত মানুষ নন আপনি। দয়াময় স্রষ্টার নামে বলছি, যেখানে খুশি নামুন আপনারা, যেখানে খুশি যান।'

আমি বললাম, 'ভাবছি ক্রোকোডাইল আসবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

হাসান বলে উঠল, 'নামুন! যেখানে খুশি নামুন!' ডেলগ্যাডোর দিকে তাকাল সে। 'ক্যাপ্টেন ডেলগ্যাডো, মালামাল নামান, আপনার লোকদের নির্দেশ দিন নৌকা তৈরি করতে। আমার লোকদেরও এই সম্মানিত ভদ্রলোকদের খেদমতে নিয়োজিত করছি। ক্যাপ্টেন, আজ রাতের জোয়ারেই বোধহয় খোলা সাগরে চলে যেতে চান আপনি?' এবার আমার দিকে ফিরল হাসান। 'দিনের আলো এখনও আছে, লর্ড কোয়াটারমেইন, বলুন কী করতে পারি আমি আপনাদের জন্য?'

আমি বললাম, 'জানতাম, সম্মানিত হাসান, আপনি যখন আমাদের অন্য কোথাও চলে যেতে বলছিলেন, তখন ঠাট্টা করছিলেন আপনি। আতিথেয়তার ব্যাপারে আপনার যেরকম সুখ্যাতি, তাতে কৌতুকটা উপভোগ্য ছিল। আপনার কথা মতোই নামব আমরা এখানে। আর ক্যাপ্টেন ডেলগ্যাডোর সঙ্গে যদি রানির জাহাজ ক্রোকোডাইলের দেখা হয়ে যায়, তাহলে তিনি হয়তো একটা ফানুস ছুঁড়ে জানিয়ে দেবেন আমাদের।'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' বলে উঠল ডেলগ্যাডো। এ-পর্যন্ত লোকটা

www.BanglaBook.org

এমন ভাব দেখিয়েছে যে সে ইংরেজি জানে না, কিন্তু এবার গড়গড় করে ইংরেজি বলল। নিজের লোকদের নির্দেশ দিল সে জাহাজের হোল্ড থেকে আমাদের মালপত্র নিয়ে আসতে। তার নির্দেশে কয়েকজন নাবিক লেগে গেল মারিয়ার নৌকা নামাতে।

আগে কখনও এত দ্রুত মালামাল খালাস করতে দেখিনি আমি কাউকে। পরবর্তী আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের সমস্ত মালপত্র জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেলা হলো। স্টিফেন সমার্স গুনে নিশ্চিত হলো, আর কিছু বাকি নেই। আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাগেজ নামানো হলো মারিয়ার নৌকায়। আমাদের চারটে গাধা ও অন্যান্য মালপত্র তোলা হলো হাসানের বার্জের মতো নৌকায়। অর্ধেক লোক নিয়ে হাসানের নৌকায় উঠলাম আমি। অন্যরা স্টিফেনের নেতৃত্বে মারিয়ার অপেক্ষাকৃত ছোট নৌকাটায় উঠল। জাহাজ থেকে নেমে ডেলগ্যাডোকে বললাম, 'বিদায় ক্যাপ্টেন। যদি ক্রোকোডাইলের সঙ্গে আপনার দেখা হয়, তা হলে...'

ডেলগ্যাডো এ-কথায় আরবী-ইংরেজি-পর্তুগিজে জঘন্য গালি দিতে শুরু করল। ধারণা করলাম, আমার পরবর্তী কথাগুলো তার কানে যায়নি।

তীরের দিকে যেতে যেতে লক্ষ করলাম, একটা গাধার পেটের কাছে বসে বার্জের কিনারা শুঁকছে হ্যান্স, ঠিক যেন কুকুর। জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার। ডাচ ভাষায় ফিসফিস করে ও বলল, 'অদ্ভুত একটা গন্ধ নৌকায়। মারিয়া জাহাজের হোল্ডের মতোই এখানেও কাফ্রিদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। মনে হয় নৌকাটা ক্রীতদাসদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।'

'চুপ করে থাকো,' ফিসফিস করে ওকে বললাম, 'তক্কা শুঁকো না।' মনে মনে ভাবলাম, হ্যান্স ঠিকই বলছে, আমরা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়েছি। এবং ইস্তেন তাদের নেতা।

দ্বীপটাকে পাশ কাটাল নৌকা। পুরোনো একটা পর্তুগিজ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম দ্বীপে। লম্বা ঘাসের ছাউনি দেয়া কয়েকটা

www.BanglaBook.org

কুঁড়েও আছে। জাহাজে তুলে পাচার করবার আগে ওগুলোতেই বোধহয় বন্দি করে রাখা হয় ক্রীতদাসদের আমি কুঁড়েগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে হাসান তাড়াতাড়ি স্যামিকে বলল, ওগুলো গুদাম, ওখানে মাছ ও চামড়া শুকায় সে, মালসামাল রাখে।

'অবাক ব্যাপার,' ভরাট বললাম আমি, 'দক্ষিণে আমরা সূর্যের আলোয় চামড়া শুকাই।'

সরু একটা খাল পার হয়ে পড়ো একটা জেটিতে থামল নৌকা, আমরা নামলাম বামদিকে গ্রাম দেখতে পেলাম, তবে ওদিকে আমাদের নিয়ে গেল না হাসান, তীর থেকে একশো গজ দূরের পুরোনো, কিন্তু চমৎকার দেখতে একটা বাড়ির দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল

বাড়িটা দেখে আমার মনে হলো, ওটা ক্রীতদাসদের হাতে তৈরি নয়। বারান্দা ও বাগান বলে দিচ্ছে মালিকের রুচি আছে। শিক্ষিত লোকের তৈরি বাড়ি, ওখানে ভদ্রলোক বাস করত বলেই মনে হলো। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, অবহেলিত কমলা গাছের ঝাড় ঘিরে রেখেছে বয়স্ক পাম গাছের সারি। একটা চার্চের ধ্বংসাবশেষও চোখে পড়ল। পেন্ট-হাউসের মাথায় পাথরের ক্রুশ ও বিশ্বাসীদের প্রার্থনায় ডাকার ঝুলন্ত ঘণ্টি দেখে বুঝলাম আমার ধারণা সঠিক।

'ইংরেজ লর্ডকে বলো এসব বাড়ি খ্রিস্টানদের মিশন ছিল,' স্যামিকে বলল হাসান। 'বিশ বছর আগে এখান থেকে চলে যায় তারা। আমি যখন এলাম, খালি পড়ে ছিল সব।'

'যারা ছিল তাদের নাম কী?' জিজ্ঞেস করলাম।

'শুনিনি কখনও,' বলল হাসান। 'আমি আসার অনেক আগেই চলে গিয়েছিল সবাই।'

বাড়িটাতে ঢুকলাম। পরবর্তী এক ঘণ্টা ব্যস্ত থাকলাম আমাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ পরিত্যক্ত বাগান থেকে নিয়ে এসে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বের করতে। এরইমধ্যে আমার নির্দেশে আমরা যে-ঘরে থাকব তার সামনে শিকারীদের দুটো তাঁবু ফেলা হলো।

www.BanglaBook.org

ঘরদুটো দেখলাম বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমারটা একসময় বসবার ঘর ছিল। ভাঙাচোরা আমেরিকান আসবাবপত্র আছে ঘরটায়। স্টিফেনের ঘরটা ছিল শোবার ঘর, লোহার তৈরি খাটের কঙ্কালটা অবশিষ্ট আছে ওখানে। দেয়াল থেকে ঝুলন্ত একটা বুকশেল্ফও ছিল, খসে পড়ে গেছে মেঝেতে। কয়েকটা ছেঁড়াখোঁড়া বই দেখলাম। ওগুলোর মধ্যে একটার অবস্থা বেশ ভাল মনে হলো। সাদা পিঁপড়ে বা অন্যান্য পোকামাকড় ওটার মরোক্কো বাঁধাইয়ের স্বাদটা বোধহয় পছন্দ করে উঠতে পারেনি। 'কেরলস্ ক্রিশ্চিয়ান ইয়ার' নাম বইটির। উপহারের পাতায় লেখা রয়েছে: প্রিয় এলিজাবেথকে, তার জন্মদিনে স্বামীর তরফ থেকে।

বইটা তুলে পকেটে রেখে দিলাম। দেয়ালে ঝুলছে তরুণী এক সুন্দরী মেয়ের ছবি। সোনালী চুল তার, চোখ দুটো সাগরের মতো নীল। ছবির কোনায় বইটার মতো একই হাতের লেখা দেখলাম: এলিজাবেথ, বিশ বছর বয়সে।

ভাবলাম, এগুলো কখনও কাজে লাগতে পারে। কাজেই ছবিটাও স্থান পেল আমার পকেটে।

স্টিফেন বলল, 'মনে হচ্ছে বাড়ির মালিক তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, কোয়ার্টারমেইন।'

'হয়তো। অথবা চলে যায়নি, এখানেই চিরতরে রয়ে গেছে।'

'খুন?'

মাথা দোলালাম। 'আমার ধারণা আমাদের ইয়ারদোস্ত হাসান এ-ব্যাপারে ভাল বলতে পারবে। ...সাপার তৈরি হতে দেরি আছে, চলো দিনের আলো থাকতে থাকতে চার্চটা একবার দেখে আসি।'

পাম ও কমলা গাছের মাঝ দিয়ে টিবির ওপর বাড়িটার কাছে চলে গেলাম আমরা। এক ধরনের প্রবাল পাথর দিয়ে মজবুত করে তৈরি করা হয়েছিল চার্চটা। কাছ থেকে রং-জ্বলা দেয়াল দেখে স্পষ্ট বুঝলাম, আগুন ধরে গিয়েছিল চার্চে। ভেতরে ঝোপঝাড় জন্মেছে, পোকামাকড়ের আবাস হয়ে গেছে জায়গাটা। পাথরের বেদীর ওপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে কিলবিল করে সরে গেল হলুদ রঙের একটা সাপ। ভাঙা দেয়াল ঘেরা কবরস্থানটায় কোনও কবর চোখে পড়ল না। তবে ফটকের পাশে গোল একটা ঢিবি দেখলাম। বললাম, 'আমরা যদি জায়গাটা খুঁড়ি, তা হলে বাড়ির মালিকদের হাড়গোড় পাব বলে মনে হয়। ...কী বুঝছ, স্টিফেন?'

'খুন হয়েছিল মানুষগুলো,' বলল স্টিফেন।

'উপসংহারে পৌঁছানো শিখতে হবে তোমাকে, স্টিফেন,' আমি বললাম। 'বিদ্যাটা কাজে দেয়। বিশেষ করে আফ্রিকায়। যা বুঝছি তাতে তোমার কথা সত্যি হয়ে থাকলে খুনটা স্থানীয়রা করেনি, কারণ কবর দেয়ার ঝামেলায় যায় না তারা। কিন্তু হাসানের মতো আধা-পর্তুগিজ কবর দেবে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যদি ডেলগ্যাডোর মতো পর্তুগিজ কোনও তথাকথিত খ্রিস্টান থাকে। তবে যা-ই ঘটে থাকুক, ঘটেছে বহু আগে।' আঙুল তুলে গোল ঢিবির ওপরে জন্মানো একটা গাছ দেখালাম। ওটার বয়স অন্তত বছর বিশেক হবে।

বাড়ি ফিরে দেখলাম আমাদের খাবার তৈরি। হাসান তার সঙ্গে রাতের খাবার খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমাদের, কিন্তু সঙ্গত কারণেই রাজি হইনি আমি। স্যামি রেঁধেছে। হাসানকে আমরা আমাদের এখানে খাবার আমন্ত্রণ দিয়েছি।

অজস্র প্রশংসা করল সে উপস্থিত হয়ে, তবে তার চোখে ঘৃণা ও সন্দেহ ঠিকই চিনতে পারলাম আমি।

পানি মেশানো স্কয়্যার-ফেস জিন নিলাম আমরা। পানিটা বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা ঝর্না থেকে এনে দিয়েছে স্যাম। নইলে হয়তো পানিতে বিষ বা কোনও ক্ষতিকারক ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হতো। প্রথমে ভাল একজন মুসলমানের মতো মদ গিলতে রাজি হলো না হাসান, কিন্তু খেতে বসে খানিক পরে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার মনোভাব পাল্টে গেল। বেশ অনেকখানি জিন দিলাম তাকে আমি।

ফ্রেঞ্চরা বলে খেতে খেতে খিদে চাগিয়ে ওঠে, ঠিক একই কথা খাটে মদের বেলাতেও, কথাটা যে ঠিকও হতে পারে তা অন্তত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসানের বেলায় বোঝা গেল। হয়তো ককটেল ধরে নিল পাপ যা সে করেছে, তাতে বাড়তি মদ খেলে নতুন কোনও শাস্তি তার হবার সম্ভাবনা নেই। তিন নম্বর ড্রিঙ্কটা নেবার পর একইসঙ্গে অমায়িক ও বাচাল হয়ে উঠল সে। বুঝলাম, সময়টা উপযুক্ত, কাজেই স্যামিকে ডেকে পাঠালাম। ওর মাধ্যমে জানলাম, আমাদের মালামাল বয়ে নিতে বিশজন কুলি ভাড়া করা দরকার।

হাসান জানাল, একশো মাইলের মধ্যে কুলি নেই একজনও। কাজেই তাকে আরও খানিকটা জিন ঢেলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত এ-ব্যাপারে দরাদরি করে একটা রফা হলো আমাদের মাঝে। কত টাকায় রফা হয়েছিল সেটা আর আমার মনে নেই, তবে হাসান কথা দিল, বিশজন ভাল লোক জোগাড় করে দেবে সে। যতদিন আমরা তাদের রাখতে চাই, ততদিন থাকবে তারা আমাদের সঙ্গে।

এরপর আমি হাসানের কাছে মিশনটা ধ্বংস হবার কারণ জানতে চাইলাম। আধমাতাল হয়ে গেলেও এ বিষয়ে মুখ বুজে থাকল হাসান। শুধু বলল, সে শুনেছে হিংস্র মাথিটুরা বিশ বছর আগে তীরের দিক থেকে এসে আক্রমণ করে এখানে, যারা এখানে বাস করত তাদের খুন করে ফেলে। তবে একজন সাদামানুষ ও তার স্ত্রী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু আর কখনও দেখা যায়নি তাদের।

'চার্চের পাশের ওই ঢিবির তলায় কয়জনের কবর আছে?' দেরি না করে জিজ্ঞেস করলাম।

চমকে গেল হাসান। জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনাকে বলল ওখানে মিশনারিদের কবর আছে?' ধরা পড়ে গেছে বুঝতে দেরি হলো না তার, বলতে শুরু করল, 'আপনি কী বলছেন আমি জানি না। কখনও শুনিনি ওখানে কারও কবর আছে।' উঠে দাঁড়াল হাসান, সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে বলল, 'নিশ্চিন্তে ঘুমান, সম্মানিত লর্ডরা, আমাকে যেতে হচ্ছে এবার। মারিয়া জাহাজে মাল তোলা তদারক করতে হবে আমাকে।'

'তার মানে মারিয়া এখনও রওনা দেয়নি,' হাসান চলে যাবার পর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশেষ সুরে শিস বাজালাম আমি।

সঙ্কেত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল হ্যান্স। ওকে বললাম, 'হ্যান্স, দ্বীপের দিকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। লুকিয়ে তীরে চলে যাও, গোপনে দেখবে ওখানে কী ঘটছে। সাবধানে থেকো, কেউ যেন দেখতে না পায় তোমাকে।'

'কেউ দেখবে না, বাস,' হাসল হ্যান্স। 'আমি সাবধান থাকলে রাতে অন্তত কেউ আমাকে দেখতে পারে না।' যেরকম নিঃশব্দে এসেছিল, সেরকম নিঃশব্দেই চলে গেল হ্যান্স।

বাইরে বেরিয়ে মাভোভোর সঙ্গে কথা বললাম আমি। ওকে বলে দিলাম, সতর্ক পাহারায় থাকতে হবে। প্রত্যেকে যেন তার আগ্নেয়াস্ত্র হাতের কাছে তৈরি রাখে। আন্দাজ করছি, হাসান ও তার লোকজন ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। রাতে তারা আমাদের আক্রমণ করে বসবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সত্যি যদি আক্রমণ আসে, তা হলে সবাই যেন বারান্দা পর্যন্ত পিছায় সে-নির্দেশ দিলাম। আমি বলার আগে গুলি ছুঁড়বে না কেউ।

'ঠিক আছে, আমার বাবা,' বলল মাভোভো। 'এবারের অভিযানটা ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি লড়াইয়ের সুযোগ পাওয়া যাবে ভাবিনি। সে-রাতে আমার সাপ কথাটা নিশ্চয়ই বলতে ভুলে গিয়েছিল আমাকে। নিশ্চিন্তে ঘুমান, মাকুমাযানা, আমরা বেঁচে থাকতে মাটিতে হাঁটে এমন কিছু আপনার কাছ পর্যন্ত আসতে পারবে না।'

'অত নিশ্চিত হয়ো না,' ওকে সাবধান করে দিলাম।

ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম আমরা। পোশাক পরে থাকলাম, বিছানার পাশে শুইয়ে রাখলাম গুলিভরা রাইফেল। ঘুমিয়ে পড়লাম একটু পরেই।

ঘুমটা ভাঙল হঠাৎ করে। কে যেন আমার কাঁধ ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাচ্ছে। ভাবলাম স্টিফেন ডাকছে। রাতের প্রথম প্রহরটা ওরই পাহারা দেবার কথা। রাত একটার সময় আমাকে জাগিয়ে দেবে ও। জেগেই আছে স্টিফেন, ওর পাইপের আগুনের আভা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে পেলাম।

'বাস,' ফিসফিস করল হ্যান্সের গলা। 'সব জেনে ফেলেছি আমি বড় নৌকটায় করে দ্বীপ থেকে ক্রীতদাসদের মারিয়া জাহাজে ওঠাচ্ছে ওরা।

'এখানে এলে কী করে?' জিজ্ঞেস করলাম। শিকারীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে?'

হাসল হ্যান্স। 'না, ঘুমায়নি, চোখ-কান খোলা রেখেছে সবাই। কিন্তু বুড়ো হ্যান্স ওদের ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছে এখানে। এমনকী বস সমার্সও কিছু শুনতে পাননি।'

'আসলেই তেমন কিছু শুনিনি,' বলল স্টিফেন। 'ভেবেছিলাম কোনও ইঁদুর হাঁটছে।'

বারান্দায় বেরিয়ে যাবার দরজাটা যেখানে ছিল, সেখানে চলে এলাম আমি, শিকারীদের তৈরি আগুনের আভায় মাভোভোকে দেখতে পেলাম, জেগে আছে, হাঁটুর ওপর রাইফেলটা রাখা। ওর পেছনে আরও দু'জন প্রহরীকে দেখলাম। মাভোভোকে ডেকে হ্যান্সকে দেখিয়ে বললাম, 'বুঝে দেখো কেমন ভাল পাহারাদার তোমরা। তোমাদের নাকের ডগা দিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে ও, তোমরা কিছু টেরও পাওনি।'

হটেনটট হ্যান্সের দিকে তাকিয়ে থাকল দুর্ধর্ষ জুলু যোদ্ধা মাভোভো, তারপর তার কাপড় ও বুটজুতো স্পর্শ করে দেখল। তিক্ত গলায় বলল, 'ও, মাকুমাযানা, আমি বলেছিলাম মাটিতে হাঁটে এরকম কিছু আপনার কাছ পর্যন্ত আসতে পারবে না, কিন্তু এই হলদে সাপটা আমাদের মাঝ দিয়ে মাটিতে ছেঁচড়ে পার হয়েছে। বিশ্বাস না হয় তো ওর ওয়েইস্ট কোটের ভেজা কাদা দেখুন।'

'তারপরও সাপ কামড়ে দিতে পারে, মেরে ফেলতে পারে,' চাপা হাসল হ্যান্স। 'তোমরা জুলুরা মনে করো তোমরা খুব সাহসী, কথায় কথায় চোখা বর্শা বা ধারাল কুড়াল বের করো, কিন্তু একটা হটেনটট নেড়ি কুত্তার দামও তোমাদের যে-কারও চেয়ে বেশি।' মাভোভো

www.BanglaBook.org

মারতে ওঠায় হ্যান্স তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, যোদ্ধা মাভোভো, আমাকে মারতে এসো না, ভিন্ন কাজ করলেও আমরা একই মালিকের চাকরি করি যখন যুদ্ধের প্রয়োজন হবে, তোমার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেব আমি, কিন্তু যখন নজর রাখা বা গুপ্তচরের কাজ করা দরকার, এই হ্যান্সের ওপর নির্ভর করতে হবে তোমাদের দেখো, মাভোভো...' হাতের মুঠো খুলে দেখাল হ্যান্স। ওর হাতে শিঙের তৈরি নস্যির ছোট একটা বাক্স। ওরকম বাক্স জুলুরা তাদের কানের ওপর রাখে। 'কার এটা, বলো তো?'

'আমার,' রাগী গলায় বলল মাভোভো। 'তুমি চুরি করেছ।'

'হ্যাঁ,' টিটকারির সুরে বলল হ্যান্স। 'এটা তোমার। রাতের আঁধারে তোমাকে পার হয়ে আসার সময় এটা তোমার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। একবার তোমার মনে হয়নি মশার মতো কিছু একটা তোমার মুখে বাড়ি খেয়ে সুড়সুড়ি দিয়েছে?'

'হুঁম,' গুড়গুড় করে উঠল মাভোভোর কণ্ঠ। 'হটেনটট জাতির বিশ্রী সাপ, নোংরা-নীচ কৌশলে তুমি দক্ষ। তবে এর পরেরবার কিছু যদি আমাকে সুড়সুড়ি দেয়, তা হলে হাতের বদলে বর্শা দিয়ে আঘাত করব আমি।'

দু'জনকে বিদায় করে স্টিফেনের কাছে ফিরে এলাম আমি, বললাম, আজকে সে যা ঘটতে দেখল সেটা সাহস আর চতুরতার চিরন্তন লড়াই।

বুঝে ফেলেছি হাসান ও তার লোকজন নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকবে, কাজেই এবার নিশ্চিন্তে ঘুম দিলাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখলাম উঠে পড়েছে স্টিফেন সমার্স, বেরিয়ে গেছে বাইরে। নাস্তার মাঝামাঝি চলে এসেছি, এসময় ফিরল সে। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গিয়েছিল। খেয়াল করেছি ওর কাপড়চোপড় ছিঁড়ে গেছে, সেগুলোতে ভেজা শেওলা আটকে আছে।

'সবচেয়ে উঁচু পাম গাছে উঠেছিলাম, কোয়াটারমেইন,' বলল

www.BanglaBook.org

স্টিফেন : 'এক হাসানের এক লোককে দেখলাম দড়ি ব্যবহার করে উঠছে গাছে। আরেকজনের কাছে শিখে নিলাম কৌশলটা কঠিন কিছু না, তবে প্রথমে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়।'

'কিন্তু কেন...' শুরু করেও থেমে যেতে হলো আমাকে।

'ভালবাসার তাগিদে,' বলল স্টিফেন। 'বিনোকিউলার দিয়ে দেখে মনে হলো গাছটার মাথায় একটা অর্কিড জন্মেছে, কাজেই উঠে পড়লাম। তবে ওটা অর্কিড ছিল না, আসলে জিনিসটা হলদে শেওলা। তবে আরেকটা কাজ হয়েছে গাছে ওঠায়, ওপরে উঠে মারিয়াকে দেখলাম, দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছে দূরে ধোঁয়াও দেখলাম, বিনোকিউলার চোখে লাগিয়ে বুঝলাম একটা ইংরেজ ম্যান-অভ-ওয়ার আসছে তীর ঘেঁষে। তারপর কুয়াশা এসে দৃশ্যটা ঢেকে দিল।'

'ওটাই বোধহয় যুদ্ধজাহাজ ক্রোকোডাইল,' বললাম আমি 'হাসানকে যা বলেছিলাম তার পুরোটাই মিথ্যে ছিল না, মিস্টার ক্যাটোর কাছে শুনেছিলাম এদিকেই আসছে ক্রোকোডাইল। এখন যদি ওটার ক্যাপ্টেন মারিয়ার হোল্ড দেখতে চান, তা হলে কী হবে বুঝতে পারছ?'

'পথ না বদলালে দুটো জাহাজের দেখা হবে না,' বলল স্টিফেন। 'তবে হলে আমি খুব খুশি হবো। ওই শয়তান ডেলগ্যাডোকে ক্ষমা করতে পারিনি আমি। বেচারা ক্রীতদাসদের কথা যদি বাদও দিই, কী সুন্দর আমাদের মালপত্র নিয়ে গোপনে সরে পড়তে চেষ্টা করছিল বদমাশটা!' হাত বাড়িয়ে দিল স্টিফেন। 'কফিটা দেবে?'

পরবর্তী দশমিনিট নীরবে খেলাম আমরা। খাওয়া শেষ হতেই হাসান এলো। আগের চেয়েও নীচ মনে হলো তাকে দেখে। মেজাজ খারাপ করে রেখেছে। বোধহয় কালকে রাতের জিন মাথা ধরিয়ে দিয়েছে তার; অথবা এমনও হতে পারে, মারিয়া নিরাপদে চলে যেতে পারায় সে ধরে নিয়েছে আমরা ক্রীতদাসদের ব্যাপারে কিছু জানি না, ফলে আমাদের সঙ্গে আর নরম আচরণ করবার কোনও দরকার নেই তার আরেকটা কারণে তার মেজাজ চড়ে থাকতে পারে, হয়তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাতে আমাদের খুন করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু সুযোগ বের করতে পারেনি।

ওভ সকালে জানালাম আমরা হাসানকে। আমাকে সম্মান জানাল না সে, স্যামির মাধ্যমে আচম্বিতে জিজ্ঞেস করল, আমরা কখন চলে যাব।

জানালাম, তার কথা অনুযায়ী বিশজন কুলি দিক সে, তার আগে যাচ্ছি না আমরা।

'মিথ্যে বলছেন, আমি আপনাদের কুলি দেবার কথা বলিনি,' গতকালকের দেয়া কথা পুরোপুরি অস্বীকার করল হাসান। 'আমার এখানে কোনও কুলি নেই।'

'বলতে চাইছেন কালকে রাতে ক্রীতদাসদের সঙ্গে তাদের সবাইকেও মারিয়া জাহাজে তুলে দিয়েছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পাঠক, বয়স্ক-অভিজ্ঞ বুনোবিড়াল যখন শিকার করতে যায়, তখন ছোটকোনও কুকুরকে সামনে দেখলে কীরকম আচরণ করে, দেখেছেন কখনও? প্রচণ্ড রাগে ফুলে দ্বিগুণ আকারের হয়ে যায় তখন বিড়ালটা, রোম দাঁড়িয়ে যায়, জ্বলে ওঠে চোখ, কী যে কুৎসিত গালাগাল করে সেটা ওই বিড়ালই জানে। আমার কথা শুনে ঠিক সেরকম অবস্থা হলো হাসানের। দেখে মনে হলো রাগে ফেটে পড়বে লোকটা, লাল চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, গাল দিতে শুরু করল সে একনাগাড়ে। কোমরে গোঁজা বিরাট ছোরাটার বাঁটে চলে গেল তার হাত, তারপর বুনোবিড়াল যা করে, সে-ও তা-ই করল, থুতু ছিটাল মাটিতে।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্টিফেন, শান্ত ভাবে দেখছে সব। খানিকটা বিস্ময়ও ফুটে উঠল ওর চেহারায়। আমার চেয়ে হাসানের খানিকটা কাছে আছে ও, কাজেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা আমার চেয়ে বেশি উপলব্ধি করল বোধহয়। সে-কারণেই কি না জানি না, হঠাৎ খেপে উঠল স্টিফেন, তারপর কড়া একটা গাল বকে ক্ষিপ্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল হাসানের ওপর। ওর চমৎকার একটা ঘুসিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেঁতলে গেল হাসানের নাক। হোঁচট খেয়ে পিছাল হাসান, সেই সঙ্গে বের করে ফেলল ছোরা। কিন্তু স্টিফেনের বামহাতি ঘুসি তার চোখে লাগতেই হাত থেকে পড়ে গেল ছোরাটা। নিজেও বসে পড়ল সে

ছোরাটা চট করে সরিয়ে ফেললাম আমি। বুঝতে পারছি, যা হবার হয়ে গেছে, আপাতত লড়াই বন্ধ করবার আর কোনও উপায় নেই। জুলু শিকারীরা ছুটে এসেছে আওয়াজ শুনে, তারা হাসানকে মারতে উঠতেই ঠেকালাম তাদের।

উঠে দাঁড়াল হাসান, তারপর, বলতেই হয়, সত্যিকারের পুরুষমানুষের মতো মাথা নিচু করে তেড়ে গেল স্টিফেনের দিকে। তার বিরাট মাথাটা গুঁতো দিল স্টিফেনের বুকে দু'জনের মধ্যে স্টিফেনের ওজনই কম, ধাক্কা খেয়ে ছিটকে চিত হয়ে পড়ল ও। তবে শত্রুর বেকায়দা অবস্থার সুযোগটা নিতে পারল না হাসান, তার আগেই আবার উঠে দাঁড়াল স্টিফেন।

শুরু হলো দু'জন পুরুষের মধ্যে মর্যাদার মরণপণ লড়াই।

হাত-পা ও মাথা ব্যবহার করছে হাসান, স্টিফেন শুধু দু'হাত। কিন্তু বারবার হাসানের আক্রমণ এড়িয়ে যাচ্ছে স্টিফেন, সুযোগমতো আঘাত করছে দু'হাতে। মাথা ঠাণ্ডা রাখায় শীঘ্রি সুবিধাজনক অবস্থায় চলে গেল ও। একবার চোয়ালের নীচে জোরাল একটা হুক খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল, কিন্তু আবার উঠে পড়তে পারল। পরের দফায় প্রচণ্ড ঘুসিতে হাসানকে উড়িয়ে দূরে নিয়ে ফেলল স্টিফেন। জুলু শিকারীরা তাদের প্রিয় ওয়ায়েলার সাহসী লড়াই দেখে উৎসাহ দিয়ে হৈ-হৈ করতে শুরু করেছে। আমি খুশিতে রীতিমতো নাচছি।

উঠে দাঁড়াল হাসান, থুঃথুঃ করে কয়েকটা ভাঙা দাঁত ফেলল মাটিতে, তারপর কৌশল পাল্টে জড়িয়ে ধরল স্টিফেনের কোমর। আগুপিছু শুরু করল দু'জন, মোচড়ামুচড়ি আরম্ভ হয়ে গেল। হাঁটু তুলে স্টিফেনকে গুঁতো দিতে চেষ্টা করল হাসান, সেই সঙ্গে কামড়াতে চাইল বিরাট হাঁ করে, তারপর ব্যথার কারণে টের পেল তার সামনের দাঁত আর নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একবার স্টিফেনকে প্রায় ফেলে দিল হাসান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্রচেষ্টা সফল হলো না। কলার চেপে ধরে শ্বাস আটকে দিতে চেয়েছিল সে স্টিফেনের, শার্টের কলারটা ছিঁড়ে গেল। ঝটকা-ঝাঁকিতে হাসানের পাগড়িটা পড়ে গেল তারই মুখের ওপর। ক্ষণিকের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল সে। সুযোগটা নিল স্টিফেন, বামহাতে হাসানকে ঘুরিয়ে ডানহাতে একের পর এক ঘুসি মেরে চলল।

কয়েকটা ঘুসির পর আর সহ্য করতে পারল না হাসান, বসে পড়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সম্মানিত ইংরেজ লর্ড আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন।'

'ক্ষমা চাও,' এক মুঠো কাদা তুলে নিয়ে হুমকি দিল উত্তেজিত স্টিফেন, 'নইলে এই কাদা তোমার গলা দিয়ে ঠুঁসে নামাব আমি।'

ভাষাটা ইংরেজি হলেও বক্তব্য বুঝল হাসান, কপালটা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে ফেলে একনাগাড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে শুরু করল। তার কথা শেষ হবার পর আমি বললাম, 'লড়াই তো শেষ, এবার আমাদের কুলির কী হবে?'

'আমার কোনও কুলি নেই,' নির্বিকার গলায় জানাল হাসান।

'মিথ্যুক কোথাকার,' ধমক দিলাম আমি, 'আমার এক লোক তোমার গ্রামে গিয়ে দেখে এসেছে, ওখানে অনেক লোক আছে।'

'তা হলে নিজে গিয়ে ওদের নিয়ে আসুন,' হিসহিস করে বলল হাসান। ওর মনে পড়ে গেছে, অনুগত প্রচুর লোক আছে ওর।

বিপদে পড়ে গেলাম। ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীকে তার প্রাপ্য 'পিটি' দেয়া ন্যায্য কাজই হয়েছে, কিন্তু এবার যদি সে তার অনুচরদের নিয়ে আক্রমণ করে বসে, তা হলে আমাদের জেতার আশা প্রায় নেই বললেই চলে।

যে-চোখটা খোলা আছে, সেটা দিয়ে আমার বিচলিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল হাসান, নিজের সুবিধাজনক অবস্থান বুঝতে পেরে আবার রেগে উঠল। 'আমাকে কুকুরের মতো মারা হয়েছে,' নিচু গলায় বলল। 'তবে স্রষ্টা দয়াময়, তিনি যথাসময় অবিচারের প্রতিফল দেবেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর কথা শেষ হতে না হতেই সাগরের দিক থেকে ভারী একটা গর্জন ভেসে এলো চিনতে দেরি হয় না, ওটা কামান দাগার আওয়াজ তিক তখনই তীরের দিক থেকে ছুটে এলো এক লোক, চিৎকার করে জানতে চাইল, 'রে হাসান কোথায়?'

'এখানে,' আঙুল তাক করে হাসানকে দেখালাম

একদৃষ্টিতে দলনেতার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা, চোখ বড় বড় হয়ে উঠল হাসানের অবস্থা দেখে। মনে হলো কোটর ছেড়ে বের হয়ে আসবে তার চোখ দুটো।

দেখার মতোই হয়েছে মার খাওয়া হাসানের বিধ্বস্ত চেহারা

আতঙ্কিত গলায় বলল তার অনুচর, 'ক্যাপ্টেন, একটা ইংলিশ ম্যান-অভ-ওয়ার মারিয়াকে ধাওয়া করছে!'

বিরাট কামানটা গর্জন ছাড়ল দ্বিতীয়বারের মতো।

কিছু বলল না হাসান, তবে চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। মুখটা হাঁ হয়ে যেতেই দেখলাম, তিনটে দাঁত হারিয়েছে সে।

'ওটা ক্রোকোডাইল,' ধীরে ধীরে বললাম আমি, যাতে স্যামি ভাষান্তর করতে পারে। শার্টের ভেতরের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা ইউনিয়ন জ্যাক বের করে খুললাম। পতাকাটা স্টিফেনকে দিয়ে বললাম, 'দম ফিরে পেয়ে থাকলে আরেকবার পাম গাছে উঠবে? পতাকা উড়িয়ে সঙ্কেত দেয়া দরকার ক্রোকোডাইলকে। আসুক ওটা এখানে।'

'নিশ্চয়ই!' বলল স্টিফেন। 'খুব ভাল হয় তা হলে।' ওর কাটাকুটি ভরা ফোলা চেহারায় আবার হাসি ফুটে উঠল। 'হ্যান্স,' ডাকল ও, 'আমাকে একটা লাঠি আর দড়ি এনে দাও তো।'

কিন্তু হাসানের ধারণা পতাকা উড়িয়ে সঙ্কেত দেয়াটা মোটেই ভাল কোনও চিন্তা নয়। তড়িঘড়ি করে সে বলল, 'ইংরেজ লর্ড, আপনারা কুলি পাবেন ...আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসছি ওদের।'

'না,' সাফ মানা করে দিলাম তাকে। 'তুমি এখানে থাকবে জিম্মি হিসেবে। তোমার অনুচরকে পাঠাও ওদের নিয়ে আসতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্রুত কী যেন নির্দেশ দিল হাসান তার অনুসারীকে। ছুটে চলে গেল বার্তাবাহক. এবার সে ছুটল ভানদিকে, গ্রাম লক্ষ্য করে।

সে যেতে না যেতেই আরেকজন বার্তাবাহক এসে হাজির হলো। দলনেতার অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সে-ও। 'বে... তুমিই যদি বে হও...' দ্বিধান্বিত স্বরে বলল সে হাসানের ফোলা, রংচঙে চেহারা দেখে, 'টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা দেখলাম ইংলিশ ম্যান-অভ-ওয়্যার থেকে নৌকা নামানো হয়েছে. ওই নৌকা মারিয়ায় ভিড়েছে।'

'স্রষ্টা মহান!' বিড়বিড় করল মুহাম্মদ হাসান, 'যখন মায়ের দুধ খেত, সেই তখন থেকে ওই ভেলগ্যাডো একটা বিশ্বাসঘাতক। সত্যি কথা বলে দেবে শয়তানটা। আর ইংরেজরা নির্ঘাত এখানে আসবে: ...সব তা হলে শেষ, পালানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সবাইকে বলো জঙ্গলে পালিয়ে যেতে। সঙ্গে ক্রীতদাসদের... মানে সবার চাকরদেরও যেন নিয়ে যায় ওরা। আমি এক্ষুনি আসছি।'

'কোথাও যাচ্ছ না তুমি,' জোর দিয়ে বললাম আমি। 'অন্তত এখন নয়। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।'

হাসানের বিধ্বস্ত চেহারায় করুণ একটা ভাব দেখা গেল এবার। নরম গলায় সে বলল, 'লর্ড কোয়াটারমেইন, আমি যদি আপনাকে বিশজন কুলি দিই, সেই সঙ্গে নিজেও কয়েকদিনের জন্যে যাই আপনাদের সঙ্গে, তা হলে কি আপনি আপনার দেশের লোকদের এখানে আসবার সঙ্কেত দেয়া থেকে বিরত থাকবেন?'

'তোমার কী মনে হয়, স্টিফেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

স্টিফেন একটু ভেবে বলল, 'আমি রাজি। এই শয়তানটাকে যথেষ্ট মারধর করা হয়েছে, তা ছাড়া, ক্রোকোডাইলের নাবিকরা যদি এখানে নামে, তা হলে আমাদের অভিযান ভণ্ডুল হয়ে যাবে, জাঞ্জিবার বা অন্য কোথাও কোনও ক্রীতদাস কোর্টে সাক্ষ্য দেবার জন্যে আমাদের নিয়ে যাবে তারা। আর ক্রোকোডাইল এখানে এলে লাভও হবে না কোনও, জাহাজটা আসবার আগেই হাসান ছাড়া বাকি শয়তানগুলো পালাবে। আমরা তো আর নিশ্চিত হতে পারছি না যে

www.BanglaBook.org

এই হাসান বদমাশটির ফাঁসি হবেই। হয়তো শেষ পর্যন্ত আইনের ফাঁক গলে ছাড়া পেয়ে যাবে শয়তানটা।'

'ভাবতে কয়েক মিনিট সময় দাও আমাকে,' বললাম। গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলাম। এরইমধ্যে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম বিশজন স্থানীয়কে। ওরাই নিঃসন্দেহে কুলির কাজ করবে।

আরও অনেককে দেখলাম, গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলের দিকে পালাচ্ছে।

একটু পর তৃতীয় এক বার্তাবাহক এসে হাজির হয়ে জানাল, দখলকারী ইংরেজ নাবিকেরা মারিয়া জাহাজটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওটার সঙ্গে চলেছে ক্রোকোডাইল। বুঝলাম, পর্তুগিজ এলাকায় বাধ্য না হলে জাহাজ ভিড়াতে চান না ক্রোকোডাইলের ইংরেজ ক্যাপ্টেন। এটাও বুঝতে দেরি হলো না, পরিস্থিতি যেদিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। এবং বোকার মতো স্টিফেনের মতামত মেনে নিয়ে ভুলটা তখনই করলাম।

দশমিনিট পর সিদ্ধান্ত পাল্টালাম আমি, কিন্তু তখন আর কিছু করবার নেই, ক্রোকোডাইল ততক্ষণে চলে গেছে সঙ্কেত দেবার আওতার বাইরে।

চালাক-চতুর হ্যান্স বাঁকা হেসে বলল, 'বাস, আমার মনে হয় ভুল করে ফেলেছেন আপনি। আপনি ভুলে গেছেন ওই সাদা আলখেল্লা পরা হলদে শয়তানগুলো আবার এখানে ফিরে আসবে। আপনি যখন আবার এদিকে ফিরবেন, তখন আমাদের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে পারে তারা। ক্রোকোডাইল যদি তাদের গ্রাম ধ্বংস করে দিত, তা হলে অন্য কোথাও চলে যেত হয়তো।' তারপর পিটুনি খাওয়া হাসানকে একবার দেখে নিল হ্যান্স, 'আমাদের হাতে তাদের ক্যাপ্টেন বন্দি, ওকে আপনি হয়তো ফাঁসি দেবেন। যদি না দিতে চান, তো ওকে আমার হাতে তুলে দিন। আমি ভাল ফাঁসি দিতে জানি। তরুণ বয়সে কিছুদিন কেপটাউনের জল্লাদকে সাহায্য করেছিলাম আমি।'

'এখান থেকে যাও তো,' ধমক দিলাম হ্যান্সকে। তবে মনে মনে আমাকে স্বীকার করতে হলো, ঠিকই বলেছে হ্যান্স।

www.BanglaBook.org

ছয়

ক্রীতদাসদের পথ

এসে হাজির হলো বিশজন কুলি। তাদেরকে পাহারা দিয়ে আনল পাঁচ-ছয়জন সশস্ত্র লোক হাসানকে সঙ্গে নিয়ে ভালমতো দেখলাম কুলিদের. সঙ্গে আমাদের শিকারীরাও থাকল। রুগ্ন, ভীত মনে হলো কুলিদের সবাইকে দেখে। শরীরের গড়ন ও চুল বাঁধবার বিভিন্ন ধরন দেখে বুঝলাম বেশ কয়েকটা উপজাতির লোক আছে তাদের মধ্যে।

কুলিদের দাবড়ে নিয়ে পৌঁছেই হাসানের সঙ্গে উত্তেজিত আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল প্রহরীদের একজন। স্যামি না থাকায় বুঝতে পারলাম না কী বলছে তারা দু'জন। তবে আন্দাজ করলাম, হাসানকে উদ্ধারের পথ বের করার জন্যেই এই আলোচনা। তবে আলোচনাটা যদি ওই বিষয়ে হয়েও থাকে, ফলপ্রসূ হলো না, কারণ তাদের ক্রীতদাস-ব্যবসার অন্যান্য সহযোগীদের মতোই পালিয়ে চলে গেল এই প্রহরী ক'জনও।

তবে তাদের একজন, একটু ভারী গড়নের লোক সে, দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ল আমাকে লক্ষ্য করে। গুঞ্জন শুনে বুঝলাম, আমার কাছ থেকে বেশ কয়েকগজ দূর দিয়ে গেল তার গুলি। তবে আমাকে খুন করতে চেষ্টা তো সে করেছে, কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, ছাড়া যায় না একে। আমার হাতে তখন ইনটেম্বরি নামের ছোট সেই রাইফেলটা, যেটা দিয়ে ডিনগানের ক্রালে শকুনদের গুলি করেছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি করলাম. লোকটাকে মেরে ফেলতে পারলেও তা আমি করব না পায়ে গুলি করতে পারি, কিন্তু তা হলে হয় তাকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সেবা করতে হবে, নয়তো মরার জন্যে ফেলে যেতে হবে কাজেই তার ডানহাতে লক্ষ্যস্থির করলাম হাত ঝেড়ে দৌড়াচ্ছে লোকটা পঞ্চাশ ফুট দূরে চলে গেছে। কনুইয়ের একটু ওপরে. বাহুতে গুলি করলাম। বুলেটের আঘাতে ভেঙে গেল হাতটা . জুলুদের বললাম, 'নীচ শয়তানটা আর কখনও কাউকে গুলি করবে না .'

'দারুণ মাকুমাযানা! দারুণ!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মাভোভো। পরক্ষণেই বলল, 'কিন্তু আপনি যখন এতো ভাল লক্ষ্যভেদ করতে পারেন, তা হলে ওর মাথায় গুলি করলেন না কেন? গুলিটা তো অপচয় হলো :'

এবার কুলিদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

বেচারারা ভেবেছে নতুন একজন মনিবের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে তাদের।

পাঠক, এই ক্রীতদাসদের বিক্রির উদ্দেশ্যে আনা হয়নি, এদের রাখা হয়েছিল হাসানের বাগান দেখাশোনার জন্যে। আমাদের কপাল ভাল, এদের দু'জন মাযিটু উপজাতির লোক। আপনাদের আগেই বলেছি, মাযিটুরা আসলে জুলু বংশেরই মানুষ, বহুকাল আগে যারা জুলুদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাদের ভাষা বুঝতে পারলাম, যদিও কষ্ট হলো বেশ। ভাষাটা জুলুর ওপর ভিত্তি করেই, তবে অন্যান্য যেসব উপজাতির মেয়েদের বিয়ে করেছে মাযিটুরা, তাদের ভাষাও মিশে গেছে জুলুর সঙ্গে, তৈরি হয়েছে মিশ্র একটা ভাষা।

কুলিদের মাঝে আরেকজনকে পেলাম যে খানিকটা অশুদ্ধ আরবী বলতে পারে। স্যামি তার সঙ্গে কথা বলল।

মাযিটুদের আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাদের দেশে যাওয়ার পথ চেনে কি না তারা। লোক দুটো জানাল, তারা চেনে, কিন্তু জায়গাটা এখান থেকে অনেক দূরে, পুরো একমাসের পথ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের বললাম, আমাদের যদি ওরা ওখানে পৌঁছে দিতে পারে, তা হলে মুক্তি তো তাদের মিলবেই, ভাল পুরস্কারও দেব। আরও বললাম, অন্য লোকগুলো যদি ঠিকমতো তাদের কাজ করে, তা হলে আমাদের প্রয়োজন ফুরালে তাদেরও মুক্ত করে দেব। এ-কথা শুনে করুণ হাসল বেচারা বন্দি মানুষগুলো, বে হাসানের দিকে চকিতে তাকাল

চোখ গরম করে পাল্টা তাদের দেখল হাসান। মাতোভোর পাহারায় একটা বাক্সের ওপর বসে আছে সে।

কুলিদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, তারা ভাবছে, ওই লোক বেঁচে থাকতে আমরা মুক্তি পাব কী করে! তাদের সন্দেহ সত্যি করতেই যেন হাসান জিজ্ঞেস করল, কোন অধিকারে আমরা তার লোকদের মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

জবাবে স্টিফেনের হাতে ধরা ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাটা দেখালাম আমি। 'ওটার অধিকারে,' বললাম। 'আর ফেরার সময় ওরা যে যেরকম কাজ করবে, সেই অনুযায়ী তাদের জন্যে তোমাকে পারিশ্রমিক দেব আমরা।'

'হ্যাঁ ইংরেজ, ফেরার সময় তোমরা আমাকে পারিশ্রমিক দেবে, অথবা দেবে হয়তো তার আগেই,' বিড়বিড় করল হাসান।

বিকেল তিনটের দিকে যাত্রার জন্যে তৈরি হতে পারলাম আমরা। এতকিছু গোছগাছ করতে হলো যে, হয়তো কালকে সকালে রওনা হওয়াই ভাল হতো, কিন্তু রাতটা আর এখানে থাকতে মন চাইল না আমাদের।

অর্ধ উলঙ্গ কুলিদের মাঝে বিতরণ করা হলো কম্বল। কৃতজ্ঞ হয়ে গেল লোকগুলো এই উপহার পেয়ে। সবার বহনের জন্যে মালামাল ভাগাভাগি করে দেয়া হলো; ডারবান থেকেই আমরা এমন ভাবে মালগুলো বেঁধে এনেছি যে, একজন লোক একেকটা বাক্স বইতে পারবে।

গাধা চারটের পিঠে জিন চাপানো শেষে পানি নিরোধক চামড়ার

www.BanglaBook.org

ব্যাগে ভরে মালামাল তোলা হলো। হ্যান্স কোথেকে যেন শোবার পাটি ও রান্নার সরঞ্জাম এনে গাধার পিঠে তুলল। বোধহয় পরিত্যক্ত গ্রাম থেকে ওগুলো নিয়ে এসেছে ও।

আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, ওগুলো সত্যি প্রয়োজনীয় জিনিস দেখে কোথেকে ওসব ও এনেছে সেটা আর জিজ্ঞেস করলাম না।

শেষে চরে বেড়ানো ছয়-সাতটা ছাগল ধরে আনা হলো আমাদের সঙ্গে নেবার জন্যে। শিকার না পাওয়া পর্যন্ত ওগুলো আমাদের মাংসের চাহিদা মেটাবে। ওগুলোর জন্যে হাসানকে টাকা দিতে চাইলাম আমি

হাতে টাকা দিতেই টাকাগুলো সে রাগের সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওগুলো তুলে পকেটে পুরলাম আবার। টাকা সেধেছি, নেয়া না নেয়া হাসানের ব্যাপার, কাজেই ছাগলগুলো সঙ্গে নেয়ায় বিবেকের দংশন আর থাকল না আমার।

শেষ পর্যন্ত যাত্রার জন্যে তৈরি হলাম আমরা। এবার কথা উঠল, হাসানের কী ব্যবস্থা করা হবে।

হ্যান্সের মতোই জুলু শিকারীরাও একমত, মেরে ফেলা হোক লোকটাকে। কথাটা হাসানকে ভাষান্তর করে জানাল স্যামি। এবার দেখলাম এই নীচ খুনে বদমাশটা আসলে কতবড় কাপুরুষ। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে, ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বারবার স্রষ্টার নাম নিচ্ছে, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে শুরু করল, আমরা যে ঈশ্বরের আরাধনা করি, তার স্রষ্টাও তো আসলে সেই একই সৃষ্টিকর্তা।

তার একটানা বকবক শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে লাঠি তুলে বাড়ি মারার ভয় দেখাল মাভোভো। এবার চুপ করল লোকটা।

সরল সাদাসিধে স্টিফেন ছেড়ে দিতে চাইল হাসানকে। তাতে অন্তত একটা উপকার হবে, লোকটার অসহ্য সঙ্গ সহ্য করতে হবে না আমাদের।

ভাবনা-চিন্তা করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, লোকটাকে সঙ্গে নেব, অন্তত দুয়েকদিন আমাদের হাতে বন্দি থাকুক, তার অনুগত সঙ্গীরা

www.BanglaBook.org

যদি আমাদের অনুসরণ করে আক্রমণ করে বসে, তা হলে তখন জিম্মি হিসেবে কাজে আসবে হাসান।

যাত্রার সময় হলে নড়তে চাইল না লোকটা, তারপর এক জুলু শিকারীর বর্শা যখন তার অবশিষ্ট আলখেল্লায় আস্তে করে খোঁচা দিল, তখন সমস্ত বিরোধিতা ভুলে গিয়ে সহযোগিতা করতে রাজি হয়ে গেল সে বিনা তর্কে।

রওনা হলাম আমরা। দু'জন পথপ্রদর্শক নিয়ে সামনে চললাম আমি। আমাদের পর আসছে কুলিরা। তাদের পেছনে অর্ধেক জুলু শিকারী, তারপর হ্যান্স ও স্যামির দায়িত্বে চারটে গাধা। এরপর বাকি শিকারীদের পাহারায় হাসান। সবার শেষে মাভোভো আর স্টিফেন। বলাবাহুল্য, আমাদের সবার রাইফেলে গুলি ভরা আছে। জরুরি যে-কোনও অবস্থার জন্যে তৈরি হয়ে আছি আমরা।

পথপ্রদর্শকরা যে-পথে আমাদের নিয়ে চলল, সেটা সাগরের তীর ঘেঁষে কয়েকশো গজ গেছে, তারপর বাঁক নিয়ে সরে হাসানের গ্রামে ঢুকে চলে গেছে অজানার দেশে।

দশফুট উঁচু পাথুরে একটা টিলার ওপর দিয়ে চলেছি আমরা, একটু দূরেই পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা গভীর খাল মূল ভূখণ্ড থেকে ক্রীতদাসদের আটকে রাখার দ্বীপটাকে বিভক্ত করেছে। ওই দ্বীপ থেকেই কালকে রাতে ডেলগ্যাডোর জাহাজ মারিয়াতে তোলা হয়েছে ক্রীতদাসদের।

খালটা পার হতে গিয়ে গাধাগুলোকে নিয়ে সমস্যা হলো। পিছলে গিয়ে একটা গাধা মালামাল ফেলে দিল পানিতে, আরেকটা মালপত্রসহ সাগরে নেমে পড়তে চাইল উত্তেজিত হয়ে। পেছনের শিকারীরা ওটাকে ধরতে ছুটে এলো। ঠিক তখনই পানিতে পড়ার ছলাৎ শব্দ হলো।

আমি মনে মনে বললাম, গাধাটা পানিতে পড়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা চিৎকার শুনে বুঝতে পারলাম, গাধা নয়, টিলার ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে হাসান। ভাল সাঁতারু সে, বিশৃঙ্খলার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুযোগ একটু পিছিয়ে গিয়েছিল, তারপর লাফ দিয়েছে টিলা থেকে। গভীর পানিতে পড়েই ডুব দিল বদমাশটা। তীর থেকে অন্তত বিশগজ দূরে গিয়ে দম নিতে মাথা তুলল। দম নিয়েই ডুব দিল আবার, দ্বীপের দিকে চলেছে।

ইচ্ছে করলেই ওর মাথায় গুলি করতে পারতাম আমি, কিন্তু প্রাণের ভয়ে পলায়মান কোনও মানুষকে, সে যত খারাপ লোকই হোক, হিংস্র কুমির কিংবা জলহস্তির মতো গুলি করে মারতে বাধল আমার। তা ছাড়া, লোকটার বেপরোয়া সাহসটাও ভাল লাগল। গুলি করলাম না। অন্যদেরও গুলি করতে নিষেধ করলাম

হাসান দ্বীপে গিয়ে উঠতেই পাথরের আড়াল থেকে তার কয়েকজন অনুচরকে বের হতে দেখলাম। হাসানকে পানি থেকে উঠতে সাহায্য করল তারা। হয় তারা পালায়নি, নয়তো এইচএমএস ক্রোকোডাইল তার শিকার ধরে নিয়ে চোখের আড়ালে চলে যাবার পরপরই ফিরে এসেছে আবার।

যেহেতু হাসানকে আবার ধরে আনতে হলে দ্বীপের দুর্গে হানা দিতে হবে, যেটা আমাদের পক্ষে আপাতত সম্ভব নয়, সেহেতু এগিয়ে চলার নির্দেশ দিলাম আমি সবাইকে।

গাধাগুলোকে সামলে নিয়ে আবার রওনা হলাম সবাই। কপাল ভাল যে দেরি করিনি, কারণ আমরা রওনা হতে না হতেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল দ্বীপের লোকগুলো। গুলি অবশ্য লাগল না কাউকে। একটু পরে বাঁক নিয়ে লোকগুলোর চোখের আড়ালে সরে আসতে পারলাম আমরা। তবে তার আগেই একটা গুলি গাধার পিঠে চাপানো মালপত্রে আঘাত হেনে দামি ব্র্যান্ডির একটা বোতল ও এক টিন পনির চুরমার করে দিল।

এতে রেগে গেলাম আমি, কাজেই অন্যদের এগিয়ে যেতে বলে একটা গাছের আড়ালে অপেক্ষায় থাকলাম। একটু পর ছেঁড়া, নোংরা একটা পাগড়ী দেখতে পেলাম, পাথরের ওপর দিয়ে বের হলো।

চিনতে দেরি হলো না, ওটা হাসানের। একটা বুলেট পাঠিয়ে

www.BanglaBook.org

দিলাম আমি পাগড়ীর ভেতর দিয়ে . উড়ে গেল পাগড়ী, তবে দুঃখের বিষয়, ওটার নীচে যে-মগজটা ছিল, সেটায় ঢোকেনি বুলেট। ঢুকলে হয়তো পরবর্তীতে অপূরণীয় অনেক ক্ষতি থেকে বেঁচে যেতাম আমরা। যা-ই হোক, আমার শুভেচ্ছাটুকু জানানো শেষে দ্রুত আবার যোগ দিলাম দলের সঙ্গে।

গ্রামটা শীঘ্রি পাশ কাটিয়ে এলাম সবাই। ওটার ভেতর দিয়ে যাইনি আমি গুপ্ত হামলার ভয়ে। বেশ বড় গ্রাম, চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘেরা, সাগর থেকে দেখা যায় না বাঁধের মতো উঁচু জমির কারণে। গ্রামের ঠিক মাঝখানে পুবমুখী বড় একটা বাড়ি, সন্দেহ নেই ওটাতেই হাসানের হারেম।

একটু পর অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, বাড়িটার পাম গাছের পাতা দিয়ে তৈরি ছাদে লকলক করছে কমলা আগুনের শিখা। সেই সঙ্গে কালো ধোঁয়াও উঠছে।

সেসময় বুঝতে পারিনি কীভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটল, কিন্তু দুয়েকদিন পর যখন হ্যান্সের কানে সোনার দুল ও কব্জিতে সোনার বালা দেখলাম, আরও একজন শিকারীর পোশাক আশাক বদলে যেতে দেখলাম, তখন আমার সন্দেহ হলো, ওই আগুন ওদেরই কীর্তি।

সত্যটা গোপন থাকল না। জানা গেল হ্যান্স এবং সেই সাহসী শিকারী, কারও চোখে ধরা না পড়ে বেড়া পার হয়ে পরিত্যক্ত গ্রামে ঢুকে পড়েছিল দু'জন। এরপর তারা হাসানের বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের ঘরগুলোতে ঢুকে গহনাপত্র চুরি করে চলে আসবার সময় আগুন ধরিয়ে দেয়। হ্যান্সের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'আমাদের দামি ব্র্যান্ডি নষ্ট করায় ওটুকু করতেই হয়েছিল।'

আমি হয়তো রেগে যেতাম, কিন্তু যেহেতু আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, সেহেতু হ্যান্সের লুটপাটকে চুরি বা ডাকাতি না ভেবে যুদ্ধের কলাকৌশল হিসেবে মেনে নিতে হলো। সব ক'জন শিকারী চোখ বন্ধ করে রেখেছিল ওদের আচমকা অভিযানের ব্যাপারে, কাজেই হ্যান্স ও তার সঙ্গীর লুটের মাল অন্য শিকারীদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে ভাগ করে নিতে বাধ্য করলাম। বাদ গেল না স্যামিও। এরপর এ বিষয়ে ওদের কিছু বললাম না আর। প্রত্যেকে দ্বিগুণ ভাগে আট পাউন্ড করে পেল। খুব খুশি হলো সবাই। আমি নিজে এই লুটে কুলিদের অংশ হিসেবে প্রত্যেককে এক পাউন্ডের মালপত্র দিলাম।

আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, হাসান লোকটা খুব ভাল বাগানমালিক, কারণ ওর ক্রীতদাসদের দিয়ে চমৎকার বাগান করিয়েছিল সে। নিশ্চয়ই ভাল টাকা আয় হয় তার ওসব বাগান থেকে। বাগানগুলোর মাঝ দিয়ে পার হয়ে ঢালু জমিতে পৌঁছে গেলাম আমরা। এরপর পথটা খারাপ হয়ে গেল। অজস্র লতাগুল্মের কারণে অগ্রযাত্রা ধীর হয়ে পড়ল আমাদের। শেষে সূর্য ডোবার আগে একটা টিলার মাথায় উঠতে পেরে স্বস্তি বোধ করলাম।

জায়গাটা বেশ সমতল, গাছ প্রায় জন্মেনি বললেই চলে। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে জমিন। পেছনের ঝোপে ভরা জায়গাটায় সহজেই আমাদের ওপর আক্রমণ আসতে পারত, কিন্তু এই খোলা জায়গায় সে-ভয় আর তেমন একটা রইল না আমার। এখানে আক্রমণ করলে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে হাসানের লোকদের, আমাদের পরাজিত করার আগেই বহু লোক হারাতে হবে।

পরবর্তী কয়েকদিন পেছন থেকে আমাদের ওপর নজর রাখা হলো, তবে আক্রমণ এলো না কোনও।

একটা ঝর্নার ধারে চমৎকার জায়গা পেয়ে সে-রাতের মতো থামলাম আমরা। তবে তাঁবু দাঁড় করালাম না। কেন আমরা ঝর্নার কাছ থেকে দূরে থামিনি ভেবে পরে আফসোস হলো। ওই ঝর্নার আশপাশের জলাভূমিতে লক্ষ লক্ষ মশা জন্মায়। মশার একনাগাড় অত্যাচারে খুব কষ্টকর সময় কাটাতে হলো আমাদের।

বিশেষ করে ইংল্যান্ড থেকে সদ্য আসা স্টিফেনকে কামড়ানোয় মশাদের উৎসাহ অত্যন্ত বেশি দেখলাম। পরদিন সকালে চেনা গেল না ওকে দেখে। হাসানের সঙ্গে মারামারিতে ওর অবস্থা যা হয়েছিল, তার সঙ্গে মশার কামড় যোগ দিয়ে আরও অনেক খারাপ হয়ে গেল

www.BanglaBook.org

বেচারার অবস্থা। আরেকটা ব্যাপারে বিঘ্নিত হলো আমাদের শান্তি ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা রাতের আঁধারে আক্রমণ করে বসতে পারে ভেবে পাহারা বসাতে হলো।

পাহারা দেবার আরেকটা কারণ, মালপত্র নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে কুলিরা। বলতে দ্বিধা করব না, কুলিদের সবাইকে সতর্ক করে দিলাম, যে পালাতে চেষ্টা করবে, সে প্রহরীদের কারও না কারও চোখে ধরা পড়বেই, আর সেক্ষেত্রে গুলি করা হবে তাদের। আরও জানালাম, ওরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, তা হলে খুব ভাল ব্যবহার করা হবে সবার সঙ্গে।

মাযিটু দু'জনের মাধ্যমে কুলিরা আমাকে জানাল, তাদের যাবার জায়গা নেই কোনও। আবারও হাসানের খপ্পরে পড়ার কোনও ইচ্ছে নেই তাদের। দেখলাম হাসান লোকটাকে অত্যন্ত ভয় পায় কুলিরা। তার কথা বলতে গিয়ে শিউরে ওঠে তারা, পিঠের চাবুকের দাগ ও ঘাড়ে জোয়ালের চিহ্ন দেখায়।

কুলিরা না যাবার ব্যাপারে সত্যি কথাই বলল। তবে সে-সময় ওরা সত্যি বলছে তা নিশ্চিত হবার কোনও উপায় ছিল না আমাদের।

কোথাও কোনও গোলমাল হয়ে যায়নি, বা গাধাগুলো চরতে চরতে দূরে চলে গেল কি না দেখার জন্যে ভোরে সূর্য ওঠার পরে বের হলাম আমি। হালকা কুয়াশার ভেতরে সাদা কী একটা যেন চোখে পড়ল, মনে হলো ক্যাম্প থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে মাটিতে পোঁতা একটা লাঠির ওপর ছোট কোনও পাখি বসে আছে। দেখতে গেলাম ওটা কী। কাছে গিয়ে দেখলাম গোল পাকানো একটা কাগজ রেখে যাওয়া হয়েছে একটা দণ্ডে বেঁধে। এধরনের দণ্ড চিঠি বহনে ব্যবহার করে স্থানীয়রা।

কাগজটা খুলে ফেললাম। পড়তে কষ্ট হলো, কারণ কাঁচাহাতে বিশ্রী, অশুদ্ধ পর্তুগিজে লেখা হয়েছে ওটা। লিখেছে: ইংরেজ ইবলিশের দল, ভেবো না আমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছ তোমরা। আমি জানি তোমরা কোথায় যাচ্ছ; যদি ওখান থেকে ফিরে

www.BanglaBook.org

আসতেও পারে, ফিরবে আমার হাতে মরার জন্যে। আমি তোমাদের বলেছি তিনশো সশস্ত্র লোক আছে আমার। তোমাদের রক্তের জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে ওরা সবাই। ওদের নিয়ে তোমাদের পিছু আসছি আমি। যদি ধরা পড়ো, তা হলে বুঝবে আগুনে পুড়ে মরতে কেমন লাগে, বা কেমন লাগে রোদের মধ্যে আগুনে পিঁপড়ের ঢিবিতে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলে। দেখব তখন তোমাদের ইংলিশ ম্যান-অভ-ওয়ার কী কচু সাহায্য করতে পারে। দুর্ভাগ্য তোমাদের সঙ্গী হোক, সৎ মানুষকে ডাকাতি করা সাদা চামড়ার লুটেরার দল।'

এই চমৎকার চিঠিখানা যে লিখেছে তার নাম নেই, তবে বুঝতে দেরি হলো না চিঠির প্রেরক কে। চিঠিটা স্টিফেনকে দেখালাম। অসম্ভব রেগে গেল ও। এতোই যে, অ্যামোনিয়া দিয়ে মশার কামড়ে তৈরি ক্ষতগুলোর চিকিৎসা করছিল ও, সেই অ্যামোনিয়া খানিকটা ছলকে পড়ে গেল ওর চোখে। গোসলের পর ওর চোখের ব্যথা যখন কমল, ওকে সঙ্গে নিয়ে এই জবাবটা তৈরি করলাম:

'মানুষ যাকে খুনি বলে সেই বে হাসান, যখন তুমি আমাদের হাতে বন্দি ছিলে, তখনই ফাঁসি দেয়া উচিত ছিল তোমাকে। ফাঁসি দিইনি তোমাকে, সেটা আমাদের পাপ। তুমি এমন এক নেকড়ে, যে নিরীহ মানুষদের রক্ত চুষে মোটা হচ্ছ। দ্বিতীয়বার তোমাকে ফাঁসি না দেবার ভুলটা করব না আমরা। মৃত্যু কাছিয়ে এসেছে তোমার। মনে হচ্ছে আমাদেরই হাতে মৃত্যু হবে তোমার। তোমার সব লোক নিয়ে এসো, যদি আসতে চাও। যত বেশি লোক নিয়ে আসবে, তত খুশি হবো আমরা। দুনিয়া থেকে খারাপ লোক কমাতে পারলে কম না কমিয়ে বেশিই কমাতে চাই।

-আবার দেখা হবার আগে পর্যন্ত,
স্টিফেন সমার্স, অ্যালান কোয়ার্টারমেইন।

'চলবে,' পুরোটা চিঠি পড়ে মন্তব্য করলাম আমি।

'একটু কড়া হলো, তবে ঠিকই আছে,' বলল স্টিফেন। 'কিন্তু ওই হাসান যদি সত্যি ওর তিনশো লোক নিয়ে হাজির হয়, তখন?'

www.BanglaBook.org

'তা হলে স্টিফেন, একভাবে না একভাবে ওকে খতম করে দেব আমরা। এরকম সাধারণত আমার মনে হয় না, তবে এই লোকের ব্যাপারে মনে হচ্ছে বেশিদিন আর আয়ু নেই এর। আরেকটা ব্যাপার, মনে হচ্ছে এর মৃত্যুর সঙ্গে কোনও না কোনভাবে জড়িত থাকব আমরা। ক্রীতদাসদের নিয়ে যে কাফেলা যায়, সেরকম একটা কাফেলা যদি দেখো, তা হলে বুঝতে পারবে হাসানের ব্যাপারে এরকম কঠোর মনোভাব কেন হয়েছে আমার। আর যে ভবিষ্যদ্বাণী আমি করেছি, সেটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হাসানের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেবে জানি।' হ্যান্সকে ডাক দিয়ে বললাম, 'হ্যান্স, এই চিঠিটা ওই লাঠিতে বেঁধে রেখে এসো।'

এরপর কয়েকদিনের মধ্যে সত্যিই ক্রীতদাসদের একটা কাফেলা দেখলাম আমরা। ওই দুস্থ, অসহায় মানুষগুলো হাসানের ব্যবসার সামগ্রী!

চমৎকার ও স্বাস্থ্যকর একটা এলাকার মধ্য দিয়ে দ্রুত পশ্চিমে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমরা। বরং বলা উচিত খানিকটা উত্তর-পশ্চিমে যাচ্ছিলাম। জমিটা সাগরের মতো ঢেউ-খেলানো, উর্বর। পানির কোনও অভাব নেই আশপাশে। ঝোপঝাপ জন্মেছে শুধু ঝর্নাগুলোর তীর ঘেঁষে, এ ছাড়া বিস্তীর্ণ জমি সাজানো বাগানের মতো সবুজ ঘাসে ছাওয়া, মাঝে মাঝে আকাশ-ছোঁয়া গাছ— যেন স্বপ্নের কোনও বাগিচা।

এলাকাটা দেখে বুঝলাম এই কিছুদিন আগেও ওখানে ঘন জনবসতি ছিল। অনেকগুলো পরিত্যক্ত গ্রাম পার হলাম আমরা। ওগুলোকে শহর বললেও চলে, বাজারগুলোর আকৃতি বলে দিল। সব পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লোকজনকে। অবশিষ্ট রয়েছে শুধু সামান্য কয়েকজন বুড়োবুড়ি। অযত্নে লালিত বাগানগুলো তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এখনও। বয়স্ক মানুষগুলোকে দেখেছি কখনও রোদ পোহাতে, কখনও বা দুর্বল শরীরে উর্বরা জমিতে চাষাবাদের চেষ্টা করতে। আমাদের দেখামাত্রই ভয়ে চিৎকার করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে ছুটে পালাল তারা। বুঝতে দেরি হলো না, অস্ত্রসহ কাউকে দেখলেই তারা ধরে নেয়, এরা ক্রীতদাস ব্যবসায়ী।

তবে মাঝে মধ্যে এদের দু'একজনের সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল আমাদের। কোনও না কোনও কুলির মাধ্যমে জেনেছি তাদের করুণ কাহিনি। আসলে তাদের সবার কাহিনিই এক।

ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা তাদের উপজাতিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিল, তারপর পক্ষ নিয়েছিল শক্তিশালী উপজাতির। অস্ত্রের জোরে হারিয়ে দিয়েছিল দুর্বল উপজাতিটাকে, খুন করেছিল বয়স্কদের, ক্রীতদাস বানিয়েছিল কমবয়সী পুরুষ, মহিলা ও কিশোর-কিশোরীদের।

তবে যারা একেবারেই শিশু, তাদের জবাই করেছিল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা। জানতে পারলাম, আজ থেকে বছর বিশেক আগে ক্রীতদাস-ব্যবসা শুরু হয়। সে-সময় নিজের লোকজন নিয়ে কিলওয়াতে আসে বে হাসান, কিলওয়াতে যে মিশনটা ছিল, সেখান থেকে বিতাড়িত করে খ্রিস্টানদের।

শুরুতে ক্রীতদাস-ব্যবসা ছিল খুব সহজ, সেই সঙ্গে অত্যন্ত লাভজনক। মানুষ ধরতে তখন অসুবিধা ছিল না কোনও। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আশপাশের সবাই পাচার হয়ে গেল। খুন হলো বহু, যুবক যুবতীরা হয়ে গেল ক্রীতদাস। যারা ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করবার পরও বেঁচে থাকল, জাহাজে তুলে অজানা দেশে পাঠানো হলো তাদের। এরপর জুলুদের বংশধর যোদ্ধা জাতি মাযিটুদের এলাকায় গিয়ে ক্রীতদাস ধরে আনা শুরু হলো। যুদ্ধের হুমকি দেয়া হলো মাযিটুদের, বিনা দ্বিধায় মাযিটুদের ওপর অস্ত্র ব্যবহার করল ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা। এরই ফাঁকে জঙ্গলে বা পাহাড়ে বসবাসরত ছোট যেসব উপজাতি তাদের হাত ফস্কে তখনও মুক্ত-স্বাধীন রয়ে গিয়েছিল, এগিয়ে চলল তাদের ধরে ক্রীতদাস বানানোর প্রক্রিয়া।

আমরা যে-পথে এগোলাম সেটা ক্রীতদাসদের নিয়ে যাবার পরিচিত পথ। পথের ধারে লম্বা ঘাসের ওপর পড়ে থাকা প্রচুর কঙ্কাল

www.BanglaBook.org

যেন ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য দিল নীরবে। কোনও কোনও কঙ্কালের হাত দুটো বাঁধা। আন্দাজ করলাম, এরা মারা গেছে ক্লান্তিতে। অন্যান্যদের ফাটা করোটি দেখে বুঝলাম, মাথায় আঘাত হেনে খুন করা হয়েছে তাদের।

এগিয়ে চলার আটদিনের মাথায় ক্রীতদাসদের কাফেলার সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। সাগরের দিকে যাচ্ছিল দলটা, কিন্তু কী কারণে জানি না, অন্যদিকে রওনা দিয়েছে। হতে পারে আমাদের এদিকে আসবার কথা পৌঁছে গেছে তাদের দলনেতার কাছে; অথবা হয়তো অন্য কোথাও থেকে আরেকটা কাফেলা আসছে বলে এদিকে থেমেছে তারা, যাতে দুটো দল লোকবলে ভারী হয়ে একসঙ্গে রওনা দিতে পারে।

পথে স্পষ্ট ফুটে থাকতে দেখলাম দলটার পায়ের চিহ্ন। ওপথে এগিয়ে যেতে গিয়ে প্রথমেই বছর দশেকের একটা ছেলের লাশ পেলাম আমরা। তারপর আরও সামনে যেতেই দুই তরুণের লাশের ওপর থেকে উড়ে গেল শকুনের দল। গুলি করে খুন করা হয়েছে তরুণদের একজনকে, অন্যজনকে হত্যা করা হয়েছে কুড়ালের আঘাতে। লাশ দুটো দায়সারা ভাবে ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। কারণটা কী তা জানি না।

আরও মাইলখানেক যাবার পর একটা বাচ্চার কান্না শুনতে পেলাম আমরা। আওয়াজ শুনে খুঁজে বের করলাম বাচ্চাটাকে। অদ্ভুত সুন্দর একটা বছর চারেকের মেয়ে ও, তবে জীবন্ত কঙ্কাল হয়ে গেছে বললেও মিথ্যে বলা হবে না। ও যখন আমাদের দেখল, চার হাত-পায়ে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল বাঁদরের মতো।

বাচ্চাটার পিছু নিল স্টিফেন। আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে গেলাম আমাদের গুদাম থেকে প্রক্রিয়াজাত দুধের একটা টিন আনতে। হঠাৎ শুনতে পেলাম স্টিফেনের আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর। বুঝতে পারলাম, বীভৎস কিছু দেখেছে ও, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝোপ ঠেলে ও যেখানে আছে, সেখানে গেলাম। দেখলাম, ওখানে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে বসিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখা হয়েছে এক তরুণীকে। অনুমান করলাম, এ নিশ্চয়ই বাচ্চা মেয়েটার মা, কারণ তরুণীর পা আঁকড়ে ধরেছে বাচ্চাটা।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তরুণী তখনও জীবিত। তবে আরেকটা দিন হয়তো অভুক্ত, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বাঁচত না। দড়ি ছিঁড়ে তরুণীকে মুক্ত করলাম আমরা। জুলু শিকারীরা তাকে বয়ে ক্যাম্পে নিয়ে এলো। যুদ্ধের সময় ছাড়া কখনোই কোনও নিষ্ঠুরতাকে প্রশ্রয় দেয় না জুলুরা।

অনেক সেবা-যত্নের পর মা-মেয়েকে বাঁচাতে পারলাম আমরা।

ভাষাটা জুলুর মতো হওয়ায় মাবিতু কুলি দু'জনের সঙ্গে মোটামুটি ভালভাবেই কথা বলতে পারছি আমি, ওদের দু'জনকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা গাছের সঙ্গে মানুষ বেঁধে রাখে কেন।

মাবিতু কুলিরা কাঁধ ঝাঁকাল। একজন বলল, 'কারণ, সর্দার, যারা আর হাঁটতে পারে না, তাদের ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা হয় মেরে ফেলে, না হলে বেঁধে রেখে যায় মরবার জন্যে। যদি এমনি ফেলে যেত, আর কেউ বেঁচে যেত, তা হলে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা এটা ভেবে খুব দুঃখ পেত যে, তাদের ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে গেছে, স্বাধীন ভাবে সুখে জীবন কাটাচ্ছে।'

'আচ্ছা? তা-ই?' রাগের চোটে নাক দিয়ে আওয়াজ করল স্টিফেন। আওয়াজটা শুনে ওর বদমেজাজী বাবার কথা মনে পড়ে গেল আমার। দাঁতে দাঁত চেপে স্টিফেন বলল, 'আমি যদি সুযোগ পাই, তা হলে এমন কিছু করব যে, ওরা বুঝবে দুঃখ কাকে বলে।'

নরম মনের মানুষ আমাদের স্টিফেন, কিন্তু রেগে গেলে নিজের বিপদ হতে পারে সে-হুঁশ থাকে না ওর।

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওর সুযোগটা পেয়ে গেল ও!

সেদিন দুটো কারণে তাড়াতাড়ি ক্যাম্প করলাম আমরা। এক, আমাদের উদ্ধার করা মা-মেয়ে এত দুর্বল যে বিশ্রাম না নিয়ে বেশিদূর হাঁটতে পারবে না। তাদের বয়ে নিয়ে যাবার মতো বাড়তি লোকও নেই আমাদের। দুই, পেয়ে গেলাম রাত কাটাবার মতো আদর্শ একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গা। জায়গাটা পরিত্যক্ত একটা গ্রামের ভেতর, গ্রামের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে সুন্দর একটা ঝর্না।

বেড়া দিয়ে ঘেরা কয়েকটা কুঁড়েতে আশ্রয় নিলাম আমরা। গুলি করে মোটাতাজা একটা ইল্যান্ড আর সেটার বছরখানেক বয়সী বাচ্চাটাকে শিকার করেছে মাভোভো, কাজেই শুরু হলো ভোজের আয়োজন।

উদ্ধার করা মেয়েটির জন্যে সুপ তৈরি করছে স্যামি, আমি ও স্টিফেন পাইপ টানছি আর ওকে দেখছি, এমন সময় বেড়ার ভাঙা অংশ দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে হান্স জানাল, অনেক মানুষ ধরে নিয়ে আসছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা।

ঘটনা দেখার জন্যে দৌড়ে বেড়ার এপারে চলে এলাম আমরা, দেখলাম, হান্স যা বলেছিল তা-ই ঠিক, দুটো কাফেলা আসছে, গ্রামে ঢুকে পড়েছে। পরিত্যক্ত বাজারে ক্যাম্প করবার কাজে ব্যস্ত তারা। দুটো দলের একটার ছাপ আমরা অনুসরণ করছিলাম, তবে গত কয়েকঘণ্টা তাদের পথ থেকে সরে গিয়েছিলাম অসহ্য করুণ সব দৃশ্য সইতে না পেরে।

দলটাতে দেখলাম আড়াইশো ক্রীতদাস আছে। তাদের পাহারা দিচ্ছে চল্লিশজন প্রহরী। সবাই তারা কালোমানুষ, সশস্ত্র। সাদা আলখেল্লা পরে আছে সবাই।

দ্বিতীয় কাফেলাটা এসেছে আরেকদিক থেকে, ওটাতে আছে প্রায় শ'খানেক ক্রীতদাস। তাদের প্রহরী হিসেবে আছে বিশ-তিরিশজন সশস্ত্র লোক।

'চলো রাতের খাবার সেরে নিই,' স্টিফেনকে বললাম আমি, 'তারপর যদি চাও তো ওই ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে যাব। তাতে ওরা বুঝবে ওদের ভয়ে ভীত নই আমরা।...হান্স, পতাকাটা নিয়ে ওই গাছের ওপর উড়িয়ে দাও, ওরা বুঝতে পারবে আমরা কোন্ দেশের মানুষ।'

একটু পরেই পতপত করে উড়তে শুরু করল ইউনিয়ন জ্যাক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিনোকিউলার দিয়ে আমরা দেখলাম উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি করছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা। আরও দেখলাম, অসহায় ক্রীতদাসরা উড়ন্ত পতাকাটা দেখছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। মনে হচ্ছে ওদের কেউ হয়তো কোনও অভিযাত্রীর হাতে ইউনিয়ন জ্যাক দেখেছে আগেও। হয়তো শুনেছে তীরের কোনও পোস্টে, বা কোনও জাহাজে এ জিনিস ওড়ে। এই পতাকা যারা ব্যবহার করে, তারা যে ক্রীতদাস ব্যবসার বিরুদ্ধে, তা-ও বোধহয় জানা আছে তাদের কারও কারও। অথবা হয়তো ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের কারও কথা কানে গেছে তাদের। তাকিয়ে থাকল তারা পতাকাটার দিকে, উত্তেজিত হয়ে আলাপ করল, যতক্ষণ না ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা জলহস্তির চামড়ার তৈরি ভয়ানক কর্কশ চাবুক দিয়ে বারবার বাড়ি মেরে চুপ করতে বলল তাদের।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম বদমাশগুলো ক্যাম্প ভেঙে সরে যাবে, ক্যাম্প ভাঙবার প্রস্তুতি নিতে দেখলামও তাদের, তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টাল তারা, সম্ভবত বন্দি মানুষগুলো অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে গেছে বলেই বাধ্য হলো রয়ে যেতে ...আরেকটা কারণ হতে পারে, রাতের আগে পানির কোনও উৎসের কাছে যেতে পারবে না বুঝেই রয়ে গেল। থাকবে, সে-সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেতেই রান্নার আগুন জ্বালল লোকগুলো। আমাদের তরফ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করছে বুঝলাম, কারণ প্রহরী রাখল তারা, ক্যাম্পের চারপাশে কাঁটাঝোপের বেড়া তৈরি করতে বাধ্য করল ক্রীতদাসদের।

'বেশ,' রাতের খাবারের পর বলল স্টিফেন, 'এবার ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তৈরি তুমি?'

'না, তৈরি নই,' ওকে বললাম। 'ভেবে দেখেছি ওদের ঘাঁটানো উচিত হবে না আমাদের। এতক্ষণে ওই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা জেনে গিয়েছে ওদের নেতা হাসানের সঙ্গে কীরকম আচরণ করেছি আমরা। হাসান নিশ্চয়ই এরইমধ্যে দূত পাঠিয়েছে ওদের কাছে। এখন আমরা যদি ওদের ক্যাম্পে যাই, তা হলে হয়তো দেখামাত্রই গুলি করে বসবে লোকগুলো আমাদের। অথবা এমনও হতে পারে, খাতির করল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের, তারপর খেতে দিল বিষ মেশানো খাবার। অথবা গলাটা কেটে ফেলতে পারে হঠাৎ করে। এখন হয়তো আমাদের অবস্থান ওদের চেয়ে ভাল, কিন্তু এরপরও ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না কোনও। তার চেয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করব আমরা, দেখি কী ঘটে।

স্টিফেন অসন্তোষ নিয়ে নিচু গলায় বলল, আমি অতিরিক্ত সতর্কতা দেখাচ্ছি, আরও কী কী সব বলল– ওর কথায় গুরুত্ব দিলাম না আমি। তবে একটা কাজ করলাম, হ্যান্সকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, সে যেন রাতের আঁধার ঘনালে মাহিটুদের একজন ও হাসানের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া শক্ত গড়নের এক লোককে নিয়ে শত্রুপক্ষের ক্যাম্পে যায়। মাহিটু দু'জন আমাদের পথপ্রদর্শক, কাজেই দু'জনকেই পাঠাতে চাইলাম না। আর অন্য লোকটা এদিকের সব ভাষাই বলতে পারে, তাই ওকেও হ্যান্সের সঙ্গে পাঠাব ঠিক করেছি। হ্যান্সকে বলে দিলাম, ওখানে গিয়ে অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করবে ও, পারলে বন্দি মানুষগুলোকে জানাবে, আমরা তাদের বন্ধু।

আমার কথা শেষ হবার পর মাথা দোলাল হ্যান্স, এধরনের কাজ করতে পছন্দ করে বলে মনে মনে খুশি হলো ও। অভিযানের প্রস্তুতি নিতে চলে গেল দেরি না করে।

স্টিফেন আর আমিও আমাদের নিজস্ব কিছু প্রস্তুতি সেরে রাখলাম। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা আরও মজবুত করলাম আমরা, বড় করে কয়েকটা আগুন জ্বাললাম, যাতে আমাদের অগোচরে কেউ আসতে না পারে কাছে, সেই সঙ্গে প্রহরী রাখবার ব্যবস্থাও নিলাম।

রাত নামল। শত্রুপক্ষের ক্যাম্পের উদ্দেশে সাপের মতো গোপনে তার দল নিয়ে রওনা হয়ে গেল হ্যান্স। নীরবতাটা এত প্রকট যে কানে রীতিমতো বাজল। মাঝে মাঝে অবশ্য নৈঃশব্দ্য ভেঙে গেল বন্দি মানুষগুলোর করুণ বিলাপের 'লা-লু-লা-লু' আওয়াজে। হঠাৎ করেই থামছে বিলাপ, আর্তচিৎকার করে উঠছে মানুষগুলো ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের চাবুকের আঘাতে। একবার একটা গুলির আওয়াজও শুনলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওরা হ্যান্সকে দেখে ফেলেছে,' বলল স্টিফেন।

'আমার তা মনে হয় না,' বললাম আমি। 'যদি দেখত, তা হলে একটার বেশি গুলি হতো। হয় দুর্ঘটনাবশত গুলি করা হয়েছে, নয়তো কোনও বন্দিকে খুন করেছে ওরা।'

গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর দীর্ঘ সময় আর কিছু ঘটল না। অনেকক্ষণ পর মনে হলো মাটি ফুঁড়ে আমার সামনে উদয় হলো হ্যান্স, পেছনে তার দুই সঙ্গীও আছে।

'কী জানলে বলো,' তাগাদা দিলাম হ্যান্সকে।

'বাস, ঘটনা হচ্ছে এই,' বলল হ্যান্স, 'আমরা এখন সবই জানি। শয়তান ব্যবসায়ীরা আপনার ব্যাপারে, আপনার লোকদের ব্যাপারে সবই জানে। হাসান তাদের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে আমাদের খুন করা হয়। খুব ভাল হয়েছে আপনি শয়তানগুলোর সঙ্গে দেখা করতে যাননি, নইলে খুন হয়ে যেতেন ঠিক। বুকে হেঁটে ওদের কাছে গিয়ে কথাবার্তা শুনেছি আমরা। বলছিল আমরা যদি ভোরের আগে এখান থেকে সরে না যাই, তা হলে ভোরের দিকে আমাদের ওপর হামলা করবে তারা। সরে গেলেও তারা জানতে পারবে, আমাদের ওপর চোখ রেখেছে তাদের লোক।'

'যদি সরে যাই, তা হলে কী ঘটবে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তা হলে, বাস, আমরা যখন রওনা দেবার জন্যে তৈরি হতে শুরু করব, তখন, বা যেই রওনা হবো, ঠিক সে-সময় আমাদের ওপর হামলা করবে তারা।'

'আচ্ছা।...আর কিছু, হ্যান্স?'

'হ্যাঁ, বাস। আমার সঙ্গের দু'জন বুকে হেঁটে বন্দিদের কাছে গিয়েছিল। কথা বলেছে ওরা বন্দিদের সঙ্গে। খুব দুঃখে আছে মানুষগুলো– ওই বন্দিরা। বাড়ি ছেড়ে অজানার পথে আসতে বাধ্য হওয়ায় তাদের অনেকে মারা গেছে বুকের ব্যথায়। এই একটু আগে আমি নিজে মরতে দেখলাম একজনকে। কমবয়সী এক মেয়ে পাশের এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল, দেখে মনে হচ্ছিল পুরোপুরি সুস্থ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবে ক্লান্ত। তারপর হঠাৎ করে জোরে বলে উঠল, "আমি মরে যাচ্ছি। প্রার্থনা করি যেন অশুভ আত্মা হয়ে ফিরতে পারি এই শয়তানগুলোর কাছে, যাতে জোর করে এদের জীবন কেড়ে নিতে পারি।" কথা শেষে নিজের পূর্বপুরুষদের আত্মার নাম নিল সে, দু'হাত রাখল বুকের ওপর, তারপর পড়েই মরে গেল।' একটু থামল হ্যান্স, তারপর বলল, 'তবে মাটিতে পুরোপুরি পড়ল না, ক্রীতদাসের জোয়াল মাটি থেকে মাথাটা উঁচু করে রাখল তার। একে তো অভিশাপ দিয়েছে, তারওপর মরে গেছে, তাই ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা খুব রেগে গেল। তাদের একজন এসে মেয়েটার লাশে লাথি দিল, পরে মেয়েটার অসুস্থ বাচ্চা ছেলেটাকে গুলি করে মারল। কপাল ভাল, লোকটা দেখেনি আমাদের, কারণ আমরা ছিলাম আগুন থেকে অনেক দূরে, অন্ধকারে।'

'আর কিছু, হ্যান্স?'

'আরেকটা ব্যাপার, বাস, আপনি আমার সঙ্গে যে দু'জনকে দিয়েছিলেন, ওরা নিজেদের ছোরাগুলো বন্দিদের মধ্যে দু'জন শক্ত-সমর্থ লোককে দিয়ে এসেছে বন্দিদের সবার হাত বাঁধার দড়ি কেটে দেবে তারা, হাতে হাতে ছোরা দেয়া হবে, যাতে সবার বাঁধন কেটে দেয়া যায়। এখন মানুষ-ব্যবসায়ীরা যদি টের পেয়ে যায় কী হচ্ছে, তা হলে মাযিটু আর সঙ্গের কুলি তাদের ছোরা হারাবে। ...আর কিছু বলার নেই আমার, বাস। ...বাস, একটু তামাক হবে?'

হ্যান্সকে বিদায় দিয়ে ও যা বলেছে স্টিফেনকে জানালাম আমি, তারপর বললাম, 'স্টিফেন, এখন দুটো কাজ করতে পারি আমরা। হয় বদমাশগুলোর অজান্তে সরে যাবার চেষ্টা করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গের মা-মেয়েকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে যেতে হবে, নয়তো, যেখানে আছি সেখানেই থেকে আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করতে পারি।'

'আমি পালাব না,' মৃহ্যমান সুরে বলল স্টিফেন। 'যাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি, তাদের ছেড়ে যাওয়া কাপুরুষতা হবে। তা ছাড়া, রওনা হলে লড়তেও সমস্যা হবে আমাদের। মনে নেই, হ্যান্স বলেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের ওপর চোখ রাখছে পিশাচগুলো?'

'তা হলে তুমি হামলা হবে সেজন্যে অপেক্ষায় থাকবে?'

'তৃতীয় কিছু করবার নেই আমাদের, কোয়াটারমেইন? ...যদি আমরাই আক্রমণ করি?'

'আমিও সেটাই করবার কথা ভাবছি,' ওকে জানালাম 'মাভোভোকে ডাকতে হবে।'

ডাক শুনে মাভোভো এসে বসল আমাদের সামনে। ওকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা দিলাম।

ও বলল, 'আমার জাতির নিয়ম হচ্ছে হামলা হবে সে-জন্যে অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেরাই আক্রমণ করা, যদিও এক্ষেত্রে আমার মন সেটা না করারই কথা বলছে। ইনব্লাটু হ্যান্স (দাগওয়ালা সাপ হ্যান্স) বলেছে ইবলিশগুলো সংখ্যায় ষাটজনের বেশি। অস্ত্র আছে সবার কাছে; এদিকে আমরা পনেরোজন। ইনব্লাটু আরও বলেছে, শক্ত বেড়ার ভেতরে জেগে আছে কুকুরগুলো। বাইরে তাদের গুপ্তচরও আছে। চমকে দেয়া সহজ হবে না শয়তানগুলোকে। কিন্তু আমার বাবা, এখানে, আমরাও আছি শক্ত বেড়ার ভেতরে, আর আচমকা অপ্রস্তুত অবস্থাতেও পাবে না ওরা আমাদের। ...আরেকটা ব্যাপার, যুদ্ধের সময় ছাড়া যারা মেয়েমানুষ বা বাচ্চাদের ওপর বিনা কারণে অত্যাচার করে, তারা কাপুরুষ না হয়ে যায় না। যদি সত্যি তারা হামলা করতে আসে, তা হলে আমাদের গুলির মুখে এগোতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না। আমার বাবা, আমি তো বলব, বাফেলো তেড়ে আসবে বা পালাবে, সে-পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তবে সিদ্ধান্ত আপনার, মাকুমাযানা, রাতের অতন্দ্র প্রহরী, আমি তো আপনার শিকারী– সিদ্ধান্ত আমি নিচ্ছি না। যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আপনি অনেক বুড়ো, আপনি যা করতে বলবেন, আমি তা-ই করব।'

'তর্ক তুমি ভাল করো,' মাভোভোকে বললাম, 'আরেকটা ব্যাপার ভাবছি– ওই কাপুরুষ ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা হয়তো বন্দিদের পেছনে অবস্থান নেবে। অথচ বন্দিদের ক্ষতি-না করে তাদের খতম করতে

www.BanglaBook.org

হবে আমাদের।' স্টিফেনের দিকে তাকালাম 'স্টিফেন, আমার মনে হয় এখানে থেকে কী ঘটে সেটা দেখাই ভাল।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল স্টিফেন। 'ঠিক আছে, কোয়ার্টারমেইন। আমি শুধু এটুকু বলব, মাভোভোর কথা মতো যাতে ওই কালো হৃদয়ের শয়তানগুলো গুলির মুখে না পালায়।'

স্টিফেনকে বললাম, 'অর্কিড প্রেমিক হলেও এখন দেখছি তাজা রক্তের তৃষ্ণা পেয়ে বসেছে তোমাকে। ...এবার আমার কথা বলি। আমি আশা করছি মাভোভোর কথা ঠিক হবে, যদি তা না হয়, তা হলে বিশ্রী ধরনের বিপদে পড়ে যাব আমরা।'

'আজ পর্যন্ত যথেষ্ট শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলাম আমি,' বলল স্টিফেন। 'কিন্তু ওই মাথা ফাটা বন্দি মানুষগুলোর লাশ দেখার পর, অসহায় তরুণীকে গাছে বেঁধে মরতে ফেলে রাখা দেখার পর...'

'ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাও, স্টিফেন,' মৃদু গলায় বললাম আমি। 'যা ঘটতে চলেছে, তাতে তিনি অখুশি হবেন না আশা করি। কী করব সেটা যখন স্থির হয়ে গেল, এবার আমাদের তৈরি হতে হবে। ওই লোকগুলো যখন নাস্তার জন্যে আসবে, তখন যেন তাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাতে পারি আমরা।'

BanglaBook.org

সাত

হামলা

সব রকমের প্রস্তুতি যা নেয়া সম্ভব ছিল আমাদের পক্ষে, তা আমরা নিলাম। কুটিরগুলোর চারপাশের বেড়া মজবুত করবার পর বেড়ার

www.BanglaBook.org

বাইরে বেশ কয়েকটা বড় আগুন জ্বাললাম, যাতে আলো পাওয়া যায়। সব ক'জন শিকারীকে আমি নিজে বিভিন্ন অবস্থানে পাহারায় রাখলাম, পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলাম তাদের রাইফেল তৈরি আছে, গুলির কোনও ঘাটতি নেই।

এরপর স্টিফেনকে ঘুমতে বললাম, জানালাম পরে ওকে পাহারার জন্যে ডেকে দেব। তবে আসলে ওকে ডাকবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই, আমি চাইলাম ঘুম দিয়ে উঠে তরতাজা বোধ করুক ও, ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারুক।

স্টিফেন ঘুমিয়ে পড়তেই একটা বাক্সের ওপর বসে চিন্তাভাবনা শুরু করলাম। সত্যি কথা বলতে, অবস্থা বিশেষ সুবিধের মনে হলো না আমার। প্রথম কথা, আমি জানি না গোলাগুলি শুরু হলে কীরকম আচরণ করবে আমাদের বিশজন কুলি। ভয়ে উন্মত্ত হয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করতে পারে লোকগুলো। সেক্ষেত্রে তাদের পালাবার সুযোগ দেব, ঠিক করলাম আমি। ভয় জিনিসটা সংক্রামক, অন্যদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়ুক তা চাই না।

আরেকটা ব্যাপার চিন্তিত করে তুলল আমাকে। যুদ্ধ বাধলে কী কী ঘটতে পারে ভাবতে শুরু করলাম।

যেখানে আমরা আছি, তার চারপাশে অনেক গাছ আছে। আমাদের জন্যে অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ওগুলো। ওগুলোর আড়াল নিতে পারবে আক্রমণকারী দলটা। তবে এর চেয়েও ভয়ের ব্যাপার, যে ঝর্নাটা আমাদের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে, সেটার খাদ ধরে এগিয়ে আসতে পারবে শত্রুপক্ষ, আমাদের বুলেট নাগাল পাবে না তাদের। আমাদের পেছনে আছে ঘন ঝোপ ও ঘাসে ছাওয়া খানিকটা ঢালু জমি, দুশো গজ দূরে গিয়ে একটা চূড়ায় মিশেছে জমিটা। ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যদি ওখানে গিয়ে উঠতে পারে, তা হলে সরাসরি গুলি করতে পারবে আমাদের কুটিরে। সেক্ষেত্রে একেবারেই অরক্ষিত হয়ে পড়ব আমরা। আর বাতাস যদি তাদের দিক থেকে আসে, তা হলে ঝোপঝাড়-ঘাসে আগুনও ধরিয়ে দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারবে তারা। আর তা হলে আগুনের কারণে লড়াই বাদ দিয়ে পালাতে হবে আমাদের। অথবা ধোঁয়ার আড়াল নিয়ে এগিয়েও আসতে পারবে লোকগুলো।

তবে আমাদের কপাল ভাল, এসবের কোনওটাই ঘটল না। কেন ঘটল না তা একটু পরেই ব্যাখ্যা করছি আমি। বারবার দেখেছি, রাতে কিংবা ভোরের দিকে হামলার সময় দিনের আলো ফোটার আগের মুহূর্তটা হয় সবসময় খুব বিপজ্জনক সতর্কতা যা নেবার তা নেয়া হয়ে যাওয়ায় অলস বসে থাকে তখন প্রহরীরা। ভোরের সময়টা এমনই যে, সে-সময় শারীরিক ও মানসিক অবস্থা থাকে অন্যান্য সময়ের চেয়ে দুর্বল। শেষ হয়ে যাচ্ছে রাত, দিন তখনও আসেনি, পুরো বিশ্বপ্রকৃতি ওই সময়ের প্রভাবে থাকে আচ্ছন্ন। তারপর মানুষ স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন দেখে, বাচ্চা জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করে, যারা আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে তাদের স্মৃতি মনে পড়ে, দ্বিধান্বিত অন্তরটা অজানার অনিশ্চয়তায় ডুবে থাকে।

ভোরের আগের সময়টা খুব খারাপ কাটল আমার। বিভিন্ন লক্ষণ দেখে বুঝতে পারলাম ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। ঘুমন্ত কুলিরা তখন এপাশ-ওপাশ করছে আর ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করছে, দূরের একটা সিংহ গর্জন বন্ধ করে ফিরে চলেছে নিজের আস্তানায়, সতর্ক কোনও মোরগ কোথায় যেন ডেকে উঠল, আমাদের গাধাগুলো জেগে উঠে দড়িতে টান দিতে শুরু করল। তবে অন্ধকার হয়ে আছে তখনও আকাশ, আলোর কোনও দেখা নেই তখনও।

নিঃশব্দে আমার কাছে চলে এলো হ্যান্স। আগুনের আভায় ওর হলদেটে, কোঁচকানো মুখটা দেখতে পেলাম।

'আমি ভোরের গন্ধ পাচ্ছি,' বলে আবার চলে গেল ও।

এসে হাজির হলো মাভোভো। অন্ধকারের পটভূমিতে ওর বিরাট আকৃতি আরও প্রকাণ্ড দেখাল।

'রাতের অতন্দ্র প্রহরী, রাত শেষ,' বলল ও। 'যদি ওরা আসে তো শীঘ্রি আসবে।' সালাম জানিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাভোভোও।

শুনতে পেলাম বর্শার ফলায় ঠোকাঠুকি এবং রাইফেল কক করবার আওয়াজ।

স্টিফেনের কাছে গিয়ে ওর ঘুম ভাঙলাম। হাই তুলে উঠে বসল ও. বিড়বিড় করে ওর গ্রিনহাউসের ব্যাপারে কী যেন সব আওড়াল. তারপর কোথায় আছে মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, 'ওরা কি আসছে? ...শেষপর্যন্ত তা হলে লড়াই হবে। খুশির ব্যাপার, বুড়োখোকা, তা-ই না?'

'তুমি একটা খুশিমনের বুড়ো বোকা,' রেগে গিয়ে ওকে বললাম, তারপর বেরিয়ে চলে এলাম কুঁড়ে থেকে। অনভিজ্ঞ স্টিফেনের কথা ভেবে মনের ভেতরে অস্বস্তি হলো আমার। ওর যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে ওর বাবাকে কী জবাব দেব আমি? অবশ্য ওর কিছু হলে আমারও হবে, সে-সম্ভাবনাই বেশি। খুব সম্ভব আমাদের দু'জনের কেউ আর বেঁচে থাকব না আগামী একঘণ্টা পর। ওই শয়তানগুলোর কাছে জীবিত ধরা দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। আগুনে পোড়ানো বা রাক্ষুসে পিঁপড়ের ঢিবিতে রোদে ফেলে রাখবার যে হুমকি হাসান দিয়েছে, সেটা স্পষ্ট মনে আছে আমার।

পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেগে গেল সবাই। অবশ্য মৃদু লাথি মেরে তবেই জাগানো সম্ভব হলো কুলিদের বেশিরভাগকে। বেচারা মানুষগুলো মৃত্যুর এত কাছাকাছি বাস করে যে, মৃত্যুর নিকট উপস্থিতিতেও ঘুমাতে পারে নিশ্চিন্তে। তবে আমি লক্ষ করলাম, নিজেদের ভেতর ফিসফিস করে কথা বলছে তারা, চোখে-মুখে সতর্ক ভাব।

'যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তা হলে ওদের খুন করতে হবে তোমাকে,' মাভোভোকে বললাম আমি।

গম্ভীর চেহারায় নীরবে মাথা দোলাল মাভোভো।

দেখলাম ক্যাম্পের কোনায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে আমাদের উদ্ধার করা তরুণী ও তার বাচ্চা মেয়েটা। কিছু বললাম না। ...কী লাভ

www.BanglaBook.org

রুগ্না তরুণীকে বিরক্ত করে?

দু'মগ কফি এনে স্টিফেন ও আমাকে দিল বিচলিত স্যামি। 'স্মরণীয় একটা মুহূর্ত, মিস্টার কোয়াটারমেইন, সমার্স,' কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে পশ ইংরেজিতে বলল ও। দেখলাম ওর হাত কাঁপছে থরথর করে, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে খটাখট। ওর শারীরিক এসব পরিবর্তন আমি লক্ষ করেছি দেখে অজুহাত হিসেবে ও বলল, 'প্রচণ্ড শীত পড়েছে। মিস্টার কোয়াটারমেইন, আপনার জন্যে লড়াই জিনিসটা আনন্দের হতে পারে, তবে আমি এসবে অভ্যস্ত হয়ে বেড়ে উঠিনি, ফলে আমার কাছে লড়াই কখনোই সুখকর নয়। ভাল হতো যদি আমি কেপ-এ থাকতাম, এমনকী সাদা রং করা জেলখানায় বন্দি হয়ে থাকলেও এতটা খারাপ লাগত না আমার।'

'আমারও না,' বিড়বিড় করে বললাম। ডান পা-টা অনেক কষ্টে মাটিতে রেখেছি।

হেসে উঠে স্টিফেন বলল, 'স্যামি, লড়াই শুরু হলে কী করবে তুমি?'

জবাবে স্যামি বলল, 'মিস্টার সমার্স, রাত জেগে ওই গাছের পেছনে মাটিতে গর্ত করেছি আমি, আশা করি ওখানে আঘাত হানতে পারবে না বুলেট। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাই ওখানে বসে আমাদের সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করব।'

'আর ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা যদি ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন, স্যামি?'

'সেক্ষেত্রে, সার, আমার পা দুটোর ওপর ভরসা রাখব আমি।'

আর সহ্য করতে পারলাম না, ঝট করে ছুটে গেল আমার ডান পা, লাগল ঠিক স্যামির পেছনে, যেখানে লক্ষ করেছি আমি লাথিটা।

দ্রুত উধাও হয়ে গেল স্যামি, যাবার আগে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দুঃখিত চেহারায় দেখল আমাদের।

ঠিক তখনই ক্রীতদাসদের ক্যাম্পে শুরু হলো বিকট চিৎকার। এতক্ষণ জায়গাটা ছিল একদম নীরব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়ল আমাদের রাইফেলের নলে।

কফিটা এক চুমুকে শেষ করে চিৎকার করলাম, 'সাবধান. ওখানে কী যেন ঘটছে!'

হৈ-চৈ বেড়ে গেল আরও। গালাগাল. চিৎকার-চেঁচামেচি যেন আকাশ ফাটিয়ে দেবে। এসবের মধ্যেও শুনতে পেলাম রাগী কণ্ঠস্বর। তারপর শুরু হলো আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন, আহতদের গোঙানি আর অনেক পায়ের ছুটে চলার ধুপধাপ আওয়াজ।

দ্রুত উজ্জ্বল হচ্ছে দিনের আলো। পেরিয়ে গেল আরও তিনটে মিনিট. তারপর ভোরের ধূসর কুয়াশার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকজন কালোমানুষকে ছুটে আসতে দেখলাম আমাদের দিকে। কারও কারও পিঠে তখনও গাছের কাণ্ড বাঁধা। বাচ্চাদের হাত ধরে টেনে আনছে অনেকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে সবাই।

'বন্দিরা হামলা করছে আমাদের ওপর.' বলেই রাইফেল তুলল স্টিফেন।

'গুলি কোরো না.' তাড়াতাড়ি ওকে নিষেধ করলাম। 'আমার মনে হয় পালিয়ে আমাদের কাছেই আসছে ওরা।'

আমার ধারণাই ঠিক. কুলি দু'জনের রেখে আসা ছোরা দিয়ে বাঁধনমুক্ত হয়ে আশ্রয় পাবার আশায় ছুটে আসছে অসহায় মানুষগুলো। খুব খারাপ লাগল ওদের অবস্থা দেখে। অনেকের গলাতে দেখলাম ক্রীতদাসদের বেড়ি. সময়ের অভাবে খুলতে পারেনি তখনও। গুলি করতে করতে তাদের পেছনে ধেয়ে আসছে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা। পরিস্থিতিটা নিঃসন্দেহে ভয়ানক। বুঝতে দেরি হলো না. পলাতক বন্দিরা যদি আমাদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়ে. তা হলে তাদের হুড়োহুড়িতে অপ্রস্তুত হয়ে যাব আমরা, সহজেই আমাদের গুলি করে মারবে তখন তাদের পেছনে ধেয়ে আসা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা। চিৎকার করে বললাম, 'হ্যান্স, কালকে রাতে যাদের নিয়ে গিয়েছিলে তাদের নিয়ে চেষ্টা করে দেখো মানুষগুলোকে আমাদের ক্যাম্পের পেছনে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারো কি না। তাড়াতাড়ি! জলদি করো!'

www.BanglaBook.org

অগ্রসরমান দলটার দিকে ছুটে গেল হ্যান্স। ওর সঙ্গে সেই দু'জনকেও দেখলাম মানুষগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করতে শার্ট বা সাদা কিছু নাড়ছে হ্যান্স। ওর সামনে থামল পলায়নপর মানুষগুলোর নেতা, আমাদের তৈরি রাইফেলগুলো দেখে চিৎকার করে বলল, 'দয়া, ইংলিশ! আমাদের বাঁচান, ইংলিশ!'

রাইফেল দেখে থেমেছে মানুষগুলো, এটা আমাদের সৌভাগ্য, নইলে ভীত বন্দিদের থামাতে পারত না হ্যান্স বা ওর সঙ্গী দু'জন।

এরপর হ্যান্সের হাতের সাদা শার্টটাকে আমাদের ক্যাম্পের বেড়ার পাশ দিয়ে দুলতে দুলতে পেছনের ঝোপঝাড় ও উঁচু ঘাসে ভরা জমিটার দিকে যেতে দেখলাম। ওটার পেছনে ছুটছে সদ্যমুক্ত ক্রীতদাসরা। প্রাথমিক বিপদটা কাটল আপাতত।

ক্রীতদাসদের কেউ কেউ গুলি খেল, কেউ বা হুড়োহুড়িতে পড়ে গিয়ে পায়ের তলায় পিষ্ট হলো, আবার কেউ পড়ে গেল শারীরিক ক্লান্তিতে। যারা বেঁচে থাকল, ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা গুলি করল তাদের। এক মহিলা গলায় বাঁধা ভারী দণ্ডের কারণে পড়ে গেল, হামাগুড়ি দিতে শুরু করল। ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের একজনের গুলি তার পেটের কাছে মাটিতে আঘাত হানল। একটুর জন্যে আহত হলো না মহিলা। আগের চেয়ে এগোনোর গতি বাড়ল বেচারির।

আমি নিশ্চিত যে ওই লোক আবারও গুলি করবে, কাজেই সতর্ক নজর রাখলাম। আলো আগের চেয়ে বেড়ে যাওয়ায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম লোকটাকে। লম্বা এক লোক, সাদা আলখেল্লা পরে আছে। একশো পঞ্চাশ গজ দূরের একটা কলা গাছের আড়াল ছেড়ে বের হলো সে, সাবধানে মহিলার ওপর লক্ষ্যস্থির করল।

লক্ষ্যস্থির আমিও করলাম। বেশিকিছু বলতে চাই না, তবে চেষ্টা করলে প্রয়োজনের মুহূর্তে দ্রুত লক্ষ্যভেদে খুব খারাপ নই আমি। ওই লোকের অস্ত্র থেকে গুলি বের হলো না আর। ঝাঁকি খেয়ে শূন্যে দু'ফুট উঠে গেল লোকটার পা, তারপর ছিটকে চিত হয়ে পড়ল। মাথায় লক্ষ্যস্থির করেছিলাম, ওখানেই লেগেছে গুলি। নিচু গলায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রশংসার সুরে বলল শিকারীরা, 'য়োও!'

স্টিফেন বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওহ, কী ঐশ্বরিক একটা গুলি!'

'টার্গেট মিস করিনি, তবে গুলিটা কর উচিত হয়নি,' ওকে বললাম, 'এখনও ওরা আক্রমণ করেনি আমাদের। আমার গুলিটাকে তুমি যুদ্ধের ঘোষণাও বলতে...' স্টিফেনের সান-হেলমেটটা মাথা থেকে উড়ে যেতে দেখে বললাম, 'আর আমাদের ঘোষণার জবাব দিতে শুরু করেছে ওরা। ...শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো সবাই! গুলি করো বেড়ার ফাঁক দিয়ে!'

এবার শুরু হলো যুদ্ধ। তবে এই অভিযানে পরবর্তীতে যেরকম যুদ্ধের মুখোমুখি আমাদের হতে হয়েছে, তাতে এটাকে তেমন কোনও লড়াই বলা চলে না।

শুরুতে একযোগে তেড়ে আসতে চেষ্টা করল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা। তবে দ্বিতীয়বার একই ভুল করল না আর।

ভাগ্যের জোরেই হোক আর লক্ষ্যভেদে দক্ষতার কারণে, দোনলা রাইফেল দিয়ে দু'জন হামলাকারীকে ফেলে দিল স্টিফেন। আমার জীবনের প্রথম ব্রিচ লোডারটা খালি করলাম আমি পিশাচগুলোর ওপর, কিন্তু লাগাতে পারলাম না কাউকে। শিকারীরা অবশ্য আহত বা নিহত করল দু'তিনজনকে।

এরপর আড়াল নিল ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা। গাছের পেছনে সরে গেল তারা। যা ভয় করেছিলাম, ঝর্নার ধারে ঝোপগুলোর ভেতরেও ঢুকে পড়ল শয়তানগুলো। তাদের মধ্যে কয়েকজনের হাতের তাক বেশ ভাল, ফলে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হলো আমাদের। আমরা যদি বুদ্ধি করে বেড়ার গায়ে পুরু করে কাদা-মাটি না লেপতাম, তা হলে শেষ হয়ে যেতাম আমরা সবাই। তারপরও গলায় বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা গেল আমাদের এক শিকারী। বেড়ার ফাঁক দিয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় গুলিটা জীবন কেড়ে নিল ওর। কুলিদের ভাগ্য আমাদের চেয়ে খারাপ। খানিকটা উঁচু জমিতে থাকায় গোলাগুলিতে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল দু'জন, আহত হলো চারজন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুলিদের নির্দেশ দিলাম আমি চুপ করে বেড়ার পাশে শুয়ে থাকতে। এমন ভাবে ওদের শোয়ালাম, যেন ওদের ওপর দিয়ে গুলি করতে পারি আমরা।

খানিক পরে বুঝতে পারলাম, আমরা যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা সংখ্যায় বেশি। বিভিন্ন অবস্থান থেকে আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল অন্তত পঞ্চাশজন। তার চেয়েও বড় কথা, ধীরে হলেও এগিয়ে এলো তারা আমাদের ঘিরে ফেলতে। তাদের লক্ষ্য আমাদের পেছনের উঁচু জমি। আড়াল ছেড়ে আরেকটা আড়ালে যাবার সময় এদের বেশ কয়েকজনকে খতম করে দিতে পারলাম আমরা। তবে ছুটন্ত টার্গেটে গুলি লাগানোর কাজটা শক্ত। আমি এতে অভ্যস্ত বলে খারাপ করলাম না খুব একটা।

একঘণ্টা পার হবার আগেই গুরুতর হয়ে উঠল পরিস্থিতি। এতটাই গুরুতর যে, কী করব সেটা নিয়ে নতুন করে বসতে হলো আলোচনায়। আমি বললাম, সংখ্যায় যেহেতু আমরা কম, সেহেতু ছড়িয়ে থাকা রাইফেলধারীদের দিকে ধেয়ে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে অনেক। আবার এটাও ঠিক যে, রাত নামার আগে পর্যন্ত এখানে থেকে প্রতিরক্ষার চেষ্টা করটাও অর্থহীন। শত্রুপক্ষ যদি একবার আমাদের পেছনে চলে যায়, তা হলে উঁচু জমি থেকে সহজেই গুলি করে মারতে পারবে আমাদের। গত আধঘণ্টা আমরা চেষ্টা করেছি যাতে লোকগুলো আমাদের অবস্থান ছাড়িয়ে পেছনে যেতে না পারে। দুটো কারণে সম্ভব হয়েছে তা। এক, আমাদের একদিকে স্রোতস্বিনী ঝর্না, দুই, আরেক পাশে খোলা জমি—দুপাশ থেকে ছুটে এসে আমাদের অবস্থান পার হতে চাইলে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হবে শত্রুপক্ষকে, যেটা চাইছে না তারা।

'বলতেই হচ্ছে, একটাই পথ খোলা আছে এখন আমাদের সামনে,' শত্রুপক্ষ কিছুক্ষণের জন্যে গোলাগুলিতে বিরতি দেয়ায় শেষ পর্যন্ত বললাম সবাইকে। 'ক্যাম্প ছেড়ে পেছনের টিলায় উঠতে হবে আমাদের। ওই বদমাশগুলো ক্লান্ত, আর আমরা দ্রুত দৌড়াতে

www.BanglaBook.org

অত্যন্ত, কাজেই আশা করা যায় সরে যেতে পারব আমরা।'

'আহতদের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল স্টিফেন।

'জানি না,' মাথা নাড়িয়ে দিলাম। আসলে তো আদি সেই প্রাচীনকাল থেকেই এরকম পরিস্থিতিতে এই একই প্রশ্ন চিরন্তন কষ্ট দেয় বিবেককে সঙ্গে থেকে যাদের বাঁচাতে পারব না, তাদের মায়ায় আটকে থেকে নিজেরা কি মৃত্যুকে বরণ করে নেব? আমরা যেখানে আছি, সেখানে থাকলে আমাদের পরিণতি একেবারে স্থির নিশ্চিত— মরতেই হবে সবাইকে।...কিন্তু যদি পিছিয়ে যাই আমরা, সরে যেতে পারার ভাল সুযোগ আছে হয়তো। কিন্তু তা করলে অসুস্থ তরুণী, তার বাচ্চা মেয়েটা এবং আহত কুলিদের ফেলে যেতে হবে

নির্বিচারে হত্যা করা হবে তাদের। এসব চিন্তা মাথায় ঘুরছে, এমন সময় ছোটবেলায় চেনা লেবল্যাঙ্ক নামের এক মাতাল ফ্রেঞ্চ লোকের কথা মনে পড়ল আমার। লোকটা নেপোলিয়নের বন্ধু ছিল। সে বলেছিল, একবার নেপোলিয়নকে যুদ্ধে পিছু হটতে হয়। সে-সময় আহতদের সঙ্গে নেয়া সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে, কাজেই মাউন্ট কারমেল-এর একটা মনেস্টারিতে আহতদের রেখে যান সম্রাট। প্রয়োজনে খাবার জন্যে সবাইকে বিষ দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু লেবল্যাঙ্কের বক্তব্য অনুযায়ী (আহত না হলেও সে তখন সেখানে ছিল) আহতরা সেই বিষ খায়নি। তুর্কিরা এসে জবাই করে তাদের।

নেপোলিয়ন নিজের ও নিজের সেনাবাহিনীর প্রাণ বাঁচাতে আহতদের উৎসর্গ করেছিলেন। তবে আমাকে স্বীকার করতে হলো, সম্রাট নেপোলিয়ন মানুষ হিসেবে এমন কিছু আদর্শ মানব ছিলেন না। আর, তা ছাড়া, বিষ নেই আমাদের কাছে। দু'এক কথায় মাভোভোকে পরিস্থিতিটা খুলে বললাম আমি। পরামর্শ চাইলাম ওর কাছে।

'দৌড়াতে হবে আমাদের,' বলল মাভোভো, 'যদিও পালাতে পছন্দ করি না আমি, তবে বেঁচে থাকলে পরেই প্রতিশোধ নেয়া যায়।'

'কিন্তু মাভোভো, আহতদের বয়ে নিয়ে যেতে পারব না আমরা।'

'তা হলে আমি ব্যবস্থা করব ওদের,' বলল গম্ভীর মাভোভো।

www.BanglaBook.org

'...তবে ওরা যদি চায়, তো ওদের ছেড়েও যেতে পারি। সেক্ষেত্রে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা সেবা করবে ওদের।'

অনুচরদের কিল খেতে দিয়ে জল খাওয়া সেই নিষ্ঠুর সম্রাট নেপোলিয়নের কথাই ঘুরেফিরে আবার এলো আমার মনে। স্বীকারোক্তি না দিয়ে পারছি না, কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই মনস্থ করলাম আমি।

ঠিক তখনই একটা ব্যাপার ঘটল...

পাঠক, নিশ্চয়ই মনে আছে সাদা শার্ট দুলিয়ে বন্দিদের নিয়ে আমাদের অবস্থানের পেছনের টিলায় চলে গিয়েছিল হ্যান্স? তারপর ওদের কী হয়েছে আমরা জানতাম না। ওদের আর দেখিনি পরে, ওদের তরফ থেকে কোনও বার্তাও আসেনি আমাদের কাছে। এবার হঠাৎ আবার সেই সাদা শার্ট দুলিয়ে টিলার মাথায় দেখা দিল হ্যান্স ওর পেছনে দেখলাম শত শত উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ মানুষের মিছিল। তাদের সবার হাতে ক্রীতদাসদের বাঁধবার লাঠি, কারও কারও হাতে পাথর, গাছের ডাল।

বিস্মিত হয়ে দৃশ্যটা দেখলাম আমরা। শ'দুয়েক মানুষের মিছিলটা যখন আমাদের অবস্থানের প্রায় কাছে চলে এলো, দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল তারা। আমাদের বামদিক দিয়ে পার হলো হ্যান্সের সঙ্গে যাওয়া মাযিটুর অধীনে একটা দল, বুড়ো হটেনটটের পেছনে থাকল আরেকটা দল। হতভম্বের মতো আমি মাভোভোর দিকে চেয়ে থাকলাম, মুখে কথা জোগাল না।

মাভোভো বলল, 'আহ্, আপনার ওই দাগিওয়ালা সাপটার (হ্যান্সের) নিজের একটা পদ্ধতি আছে, নইলে বন্দি ক্রীতদাসদের বুকেও এরকম সাহস জাগিয়ে তুলতে পারত না ও। বাবা, আপনি কি বুঝতে পারছেন না ওরা ওই সশস্ত্র ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা করতে যাচ্ছে? এভাবেই বাঘগুলোর বাচ্চাগুলোকে শিকার করে বুনো কুকুরের দল।'

মাভোভো মিথ্যে বলেনি, হটেনটট হ্যান্স আসলেই অসম্ভবকে

www.BanglaBook.org

সম্ভব করে তুলল। এবং সফলও হলো ও। টিলার ওপর থেকে আমাদের লড়াই দেখেছে হ্যান্স, বুঝেছে লড়াইটা কীভাবে শেষ হতে চলেছে, তারপর ওর সুন্দর ভবঘুরেকারীর মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করেছে অসহায় মানুষগুলোকে। বুঝিয়েছে, ওদের সাদা বন্ধুরা হেরে যাবে যুদ্ধে। ক্রীতদাসদের হয় দেরি না করে যুদ্ধে যোগ দিতে হবে, নইলে আবার ঘাড়ে তুলে নিতে হবে ক্রীতদাসের জোয়াল!

বন্দিদের মাঝে বেশ কয়েকজন আছে, যারা তাদের নিজেদের গোত্রে যোদ্ধা ছিল। তাদের মাধ্যমেই অন্যদের উজ্জীবিত করে তুলেছে হ্যান্স। সবাই তাদের বন্দিত্বের জোয়াল হাতে তুলে নিয়েছে বিনা দ্বিধায়। যারা কিছু পায়নি, তারা পাথর বা গাছের ডাল নিয়ে চলে এসেছে লড়তে। তারপর হামলা করবার নির্দেশ যখন পেয়েছে, প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে। পেছনে রেখে এসেছে শুধু মহিলা আর শিশুদের।

দু'ভাগে বিভক্ত মিছিলটাকে ছুটে আসতে দেখে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা। খুন করতে পারল কয়েকজনকে, কিন্তু এর ফলে প্রকাশ পেয়ে গেল কোথায় লুকিয়ে আছে তারা।

উন্মত্ত জনতা ছুটে গেল তাদের দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল সদলবলে। জীবন্ত ছিঁড়ে ফেলা হলো বেশ কয়েকজনকে, লাঠির বাড়িতে মাথা ফাটিয়ে খুন করা হলো অনেককে। পাঁচ মিনিট পুরো হতে না হতে মারা গেল ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের দুই তৃতীয়াংশ। যারা তখনও বেঁচে থাকল, তাদের কয়েকজনকে রাইফেলের গুলিতে খতম করলাম আমরা। আড়াল ছেড়ে পালাতে শুরু করল অত্যাচারী, নিষ্ঠুর লোকগুলো।

কিন্তু রেহাই পাবে কী করে?

অত্যাচারিতের প্রতিহিংসা বড় ভয়ানক। আগে কখনও এরকম ভয়ানক দৃশ্য দেখিনি আমি। উত্তেজিত মানুষগুলো যেন পাগল হয়ে উঠল রক্তের নেশায়। তাদের হাত থেকে মাত্র কয়েকজন ক্রীতদাস-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যবসায়ী পালাতে পারল ।

হঠাৎ এক ব্যবসায়ীকে খুঁজে পেয়ে গেল জনতা। লোকটা বোধহয় ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের দলনেতা ছিল— লুকিয়ে পড়েছিল ঝর্নার পানিতে ভেসে যাওয়া কিছু শুকনো ঝোপের আড়ালে— কীভাবে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো ঝোপগুলোয়। ...কাজটা বোধহয় হ্যান্সের। লড়াই শুরু হবার পর থেকে পেছনে পেছনে ছিল ও, পরে শত্রুপক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় এগিয়ে এসে আগুন দিয়েছে।

আগুনের তাপ সইতে না পেরে বেরিয়ে এলো ঝোপের ভেতরের লোকটা অসহায় শতপদীর ওপর যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে হিংস্র, ক্ষুধার্ত পিঁপড়ের দল, তেমনি করে একদল লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। দয়া চেয়ে করুণ চিৎকার শুরু করল লোকটা। কিন্তু শোনা হলো না তার দয়াপ্রার্থনা, ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো তাকে।

ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা যে-ধরনের মানুষ, তাতে তাদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলে কাউকে দোষ দেয়া যায় কি না জানি না। আমরা যদি আমাদের বাবা-মাকে গুলি খেয়ে মরতে দেখতাম, দেখতাম আমাদের বাচ্চাদের জবাই করতে, আমাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে, আমাদের মহিলা ও বাচ্চাদের বিক্রির জন্যে কেড়ে নিয়ে যেতে, তা হলে আমরা কি ঠিক এরকমই আচরণ করতাম না? যদিও আমরা অশিক্ষিত-অসভ্য মানুষ নই, তবুও আমার ধারণা এই একই আচরণ করতাম আমরাও।

যাদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম, এভাবেই তাদেরই কারণে প্রাণে বাঁচলাম আমরা নিজেরাই। অন্তত একবারের জন্যে হলেও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকায়।

বলতেই হয়, হ্যান্স যদি না থাকত, ও যদি অসহায় নিরস্ত্র মানুষগুলোর বুকে সাহসের আগুন জ্বেলে দিতে না পারত, তা হলে রাত নামার আগেই মারা যেতাম আমরা সবাই। কারণ, মনে মনে আমি তো জানি, পেছানোর চেষ্টা সফল হতো সে-সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। ...আর আমরা যদি পিছিয়ে বাঁচতেও পারতাম— তারপর কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতো? চারপাশে থাকত শত্রুর দল, যারা দেখমাত্র খুন করবে আমাদের। সামান্য গুলিই অবশিষ্ট ছিল আমাদের কাছে। এতো কম গুলি দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতাম কী করে আমরা?

একটু পরে আমার সামনে এসে দাঁড়াল হটেনটট হ্যান্স. ছোট ছোট বোতামের মতো চোখ দুটো কুঁচকে বলল, 'এহ্, বাস, ভাল করেছিলেন কথা শুনে আমাকে সঙ্গে এনে। বুড়ো হ্যান্স মাতাল, হ্যাঁ, অন্তত তা-ই সে ছিল। বুড়ো হ্যান্স জুয়াড়ী। হ্যাঁ, হয়তো বুড়ো হ্যান্স দোজখে যাবে, কিন্তু চিন্তা করতে জানে বুড়ো হ্যান্স। বুড়ো হ্যান্স জানে সবকিছুর শেষটা কীভাবে করতে হয়। বুড়ো হ্যান্স দেখেছিল ওই ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা ঝর্না পার হবার জন্যে একটা গাছ কাটছিল। আপনাদের পাশ কাটিয়ে পেছনে চলে যেত ওরা, তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে খতম করে দিত সবাইকে। আর এখন, বাস, আমার পেট কেমন যেন করছে। টিলা'র ওপর নাস্তা ছিল না। সূর্যের তাপও বেশি। মনে হচ্ছে এক চুমুক ব্র্যান্ডি... জানি আমি কথা দিয়েছি মদ গিলব না, কিন্তু আপনি যদি আমাকে খানিকটা দেন, তা হলে তো পাপটা আপনার হবে, আমার না।'

নীতিগত ভাবে বিরোধিতা করলেও দিলাম ওকে খানিকটা ব্র্যান্ডি। ঢক করে নির্জলা তরল আগুন গিলে নিল হ্যান্স। এরপর বোতলটা সরিয়ে রেখে দিলাম, হাত ধরে ধন্যবাদ জানালাম হ্যান্সকে।

খুব খুশি হলো হ্যান্স, বলল, তেমন কিছু করেনি ও, আমি মারা গেলে ও-ও মারা যেত, কাজেই নিজের কথাই চিন্তা করেছিল কেবল ও, আমার কথা নয়। বোঁচা নাকের পাশ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রুও নামল ওর। তবে ওটা ব্র্যান্ডির ঝাঁঝেও নেমে থাকতে পারে।

যা-ই হোক, জিতে গেছি আমরা। যে-ক'জন ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী পালাতে পেরেছে, সংখ্যায় তারা এতো কম যে, আবার আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। বিপদ কেটে যেতেই প্রথমে আমাদের চিন্তায় এলো খাবারের কথা। দুপুর হয়ে গেছে, খিদেয় জ্বলছে পেট। কিন্তু বাবুর্চি ছাড়া খাবার পাওয়া যাবে কীভাবে? কাজেই স্যামির কথা মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ল আমাদের।

লড়াই জেতার খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টিফেন, [illegible] ফুটোওয়ালা হ্যাট ওর মাথার পেছন থেকে ফিতেয় ঝুলছে ও-ই গেল স্যামিকে খুঁজে আনতে একটু পরে জরুরি সুরে ডাকল আমাকে

ক্যাম্পের পেছনে গেলাম, ছোট একটা কবরের মতো গর্ত দেখলাম একটা কাঁটাগাছের পেছনে। ওটায় চোখ ফেলে দেখি কুঁকড়ে পড়ে আছে স্যামি। দু'জন মিলে টেনে তুললাম ওকে গর্ত থেকে। জ্ঞান নেই ওর, অসাড় দেহ, কিন্তু হাতে একটা বোর্ড বাঁধাই মোটা বাইবেল ধরে আছে। ওটার পুরু মলাট ফুটো করে কাগজের মধ্যে ঢুকে আটকে গেছে একটা বুলেট। বুলেটের ডগাটা স্যামুয়েলের প্রথম বই স্পর্শ করেছে।

পরীক্ষা করে দেখে বুঝলাম স্যামি অক্ষতই আছে। মুখে খানিকটা পানি ঢালবার পর– পানি ও একেবারেই পছন্দ করে না– জ্ঞান ফিরে এলো ওর। তারপর আমরা জানতে পারলাম কী ঘটেছিল।

'আপনাদের তো বলেছি শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি,' বলল স্যামি, 'আশ্রয়ে নিরাপদে শুয়ে ছিলাম, পড়ছিলাম বাইবেল।'

এখানে বলে রাখা ভাল, বিপদের সময় খুব ধার্মিক হয়ে পড়ে আমাদের স্যামি।

'একসময় গোলাগুলি কমল, আমি উঠে বসে উঁকি দিলাম। ভাবছিলাম শত্রুপক্ষ চম্পট দিয়েছে। বাইবেলটা মুখের সামনে ধরে রেখেছিলাম বিপদের আশঙ্কায়। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।'

'থাকার কথা নয়,' বলল স্টিফেন, 'কারণ বুলেট লেগেছে বাইবেলে, বাইবেল বাড়ি দিয়েছে তোমার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়েছ তুমি।'

'বলা আছে ভাল মানুষের জন্যে বাইবেল সবসময় প্রতিরক্ষা বুহ্য হিসেবে কাজে দেবে,' বলল স্যামি। 'এখন আমি বুঝতে পারছি কেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রবিবারের স্কুলের শিক্ষক আমাকে যে চিকন বাইবেলটা দিয়েছিলেন, সেটা না এনে আমার স্বর্গত জননীর মোটা পুরনো বাইবেলটা সঙ্গে করে এনেছিলাম। চিকনটা আনলে কিছুতেই ওটা বুলেট আটকাতে পারত না।'

রান্না করতে চলে গেল স্যামি। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে ও কপালগুণে। তবে ও যেরকম ভাবছে ব্যাপারটায় সেরকম ঐশ্বরিক হাত আছে কি না সেটা প্রশ্ন-সাপেক্ষ।

খাওয়া শেষে এবার অবস্থা পর্যালোচনা করতে বসলাম আমরা। সদ্যমুক্ত ক্রীতদাসদের নিয়ে কী করা হবে সেটা আলোচনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বেড়ার বাইরে বসে আছে তারা, অনেকেই আহত, বোকার মতো তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। তারপর হঠাৎ করেই একযোগে খাবার চাইতে শুরু করল সবাই।

'এতজনকে খাওয়াব কী করে আমরা?' জিজ্ঞেস করল স্টিফেন।

'ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই কোনও না কোনওভাবে খাওয়াত এদের,' ওকে বললাম। 'চলো তাদের ক্যাম্প খুঁজে দেখি।'

পরিত্যক্ত ক্যাম্পে হাজির হলাম আমরা, অন্যান্য বহু জিনিসের সঙ্গে পেলাম প্রচুর চাল ও অন্যান্য শস্যদানা। গম ও ভুট্টার গুঁড়োও পেলাম অনেক। সেগুলো লবণ দিয়ে মাখিয়ে চড়িয়ে দেয়া হলো বড় বড় ডেকচিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল পরিজ।

ঈশ্বর! কীভাবেই না খেল মানুষগুলো। যদিও রেশন করা প্রয়োজন, তবুও তাদেরকে পেট পুরে খেতে নিষেধ করতে সায় দিল না মন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকতে হয়েছে মানুষগুলোকে, সুযোগ পেয়ে গলা পর্যন্ত খেল বেচারারা।

খাওয়া শেষে সবাই তৃপ্ত হবার পর ছোট্ট একটা ভাষণ দিলাম আমরা, মুক্ত মানুষগুলোকে তাদের সাহসের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম এবার তারা কী করতে চায়।

ওরা বলল, আমাদের সঙ্গে আসবে, কারণ আমরাই ওদের রক্ষাকর্তা। আলোচনা শুরু হলো। শেষে সিদ্ধান্ত হলো, পরিচিত

www.BanglaBook.org

এলাকায় পৌঁছবার আগে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবে তারা, তারপর চলে যাবে নিজেদের বাড়ি।

ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ফেলে যাওয়া কম্বল বিতরণ করা হলো সবার মাঝে, ভাগ করে দিলাম পিশাচগুলোর ব্যবসার রসদ আর পুঁতির মালা। এরপর খাবারগুলোর পাহারায় একজনকে রাখলাম। মনে মনে আশা করছি কালকে সকালে উঠে দেখব মুক্ত মানুষগুলো আর নেই।

কুঁড়েগুলোতে ফিরে এলাম এরপর, এবার দুঃখজনক একটা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হলো। আমার যে-শিকারী মাথায় গুলি খেয়ে মারা গেছে, তার শেষকৃত্য করতে হলো। যেখানে ও মারা গেছে, তার কাছেই বেড়ার বাইরে গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে বসবার ভঙ্গিতে দেহটা রেখে কবর দেয়া হলো. ওর মুখটা থাকল জুলুল্যান্ডের দিকে। ওর দেহের দু'পাশে রেখে দেয়া হলো দুটো বাটি। একটাতে পানি, অন্যটাতে শস্য। শিকারীরা মৃত সঙ্গীর কম্বল ও বর্শা দুটো কবরে দিয়ে দিল। নীরবে মাটি ফেলে ভরা হলো কবর, কবরের ওপর বড় বড় পাথর রাখা হলো, যাতে হায়েনার দল এসে লাশটা খুঁড়ে তুলতে না পারে।

কাজটা সেরে জুলু শিকারীরা একজন একজন করে কবরটা পাশ কাটাল, বিদায় জানাতে সামান্য সময়ের জন্যে পাশে থামল তারা, মৃতের নাম ধরে সম্বোধন করল।

সবার শেষে এলো মাভোভো, একটা ভাষণ দিল। বলল, মৃত শিকারী যেন আরাম করে ভূতদের রাজ্যে চলে যেতে পারে। জোর দিয়ে বলল, যেহেতু জুলু শিকারী সত্যিকার পুরুষের মতো মারা গেছে, কাজেই পরপারের যাত্রায় কোনও অসুবিধে হবার কথা নয় তার। মাভোভো আরও অনুরোধ করল, যদি আত্মা হিসেবে ফিরে আসে মৃত শিকারী, তা হলে যেন অমঙ্গল না এনে মঙ্গল নিয়ে আসে, নইলে মাভোভো যখন মারা যাবার পর আত্মা হবে, তখন এ-ব্যাপারে কঠোর সব কথা বলবে। শেষে নিজের সাপের কথা উল্লেখ করে ইতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টানল মাভোভো। ডারবানেই তার সাপ এই ঘটনার কথা তাকে বলেছিল, এবং এরকম পরিণতির কথা মৃত শিকারীকে সে আগেই জানিয়েছিল, কাজেই যে শিলিংটা মৃত শিকারি মাভোভোকে দিয়েছিল, সেটার বিনিময়ে যা প্রাপ্য তা মৃত শিকারী পেয়েছে।

'হ্যাঁ,' মাভোভের কথা শেষ হবার পর উদ্বিগ্ন সুরে বলল এক শিকারী, 'কিন্তু জাদুকর, তোমার সাপ তো আমাদের ছয়জনের কথা বলেছিল!'

'বলেছিল,' সায় দিল মাভোভো, নাকের ভল ফুটোয় নস্যি টানল। 'আর আমাদের মরা ভাইটা ছয়জনের প্রথমজন। ভয় পেয়ো না, অন্য পাঁচজন সময় হলে ঠিকই তার সঙ্গে যোগ দেবে। আমার সাপ মিথ্যে বলে না।' চোখ গরম করে শিকারীদের দেখল মাভোভো। 'তবে কারও যদি যাবার তাড়া থাকে, তা হলে একা আমার সঙ্গে দেখা কোরো আমি তা হলে...' থেমে গেল মাভোভো, শিকারীরা তড়িঘড়ি কেটে পড়েছে।

'ভাগ্যিস আমার ভবিষ্যৎ বলতে মাভোভোকে এক শিলিং দিইনি,' কুঁড়েতে ঢুকবার পর বলল স্টিফেন। জিজ্ঞেস করল, 'লাশের সঙ্গে তার বর্শা আর খাবারের থালা-বাসন দিল কেন ওরা?'

'ভিন্ন জগতে যাত্রার সময় যাতে ওগুলো ব্যবহার করতে পারে মৃতের আত্মা, সেজন্যে,' ওকে বললাম। 'দুনিয়ার অন্য সব জাতির মতোই জুলুরাও বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর অন্য কোনও জগতে গিয়ে বাস করে মানুষ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

জাদুর আয়না

সে-রাতে ভাল ঘুম হলো না আমার। বিপদ কেটে গেলেও লড়াইয়ের উত্তেজনা প্রশমিত হলো না, অস্থির হয়ে থাকল আমার স্নায়ু। নানান আওয়াজও হলো, নিহত কুলিদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হলো তাদের সঙ্গীদের কাছে। মৃত লোকগুলোকে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে শেষকৃত্য সারল তারা। লাশগুলো পরে হায়েনারা খাবে। আহত চারজন আমার কাছে শুয়ে ব্যথায় গোঙাল সারারাত। যখন গোঙাল না, তখন নিজেদের ঈশ্বরের কাছে জোর গলায় প্রার্থনা করল। সাধ্যমতো করলাম আমরা দুর্ভাগা লোকগুলোর জন্যে। বিশেষ করে কাপুরুষ অথচ দয়ালু স্যামি রাতে বারবার উঠে চিকিৎসা করল তাদের ক্ষতগুলোর। চারজনের কেউ গুরুতর আহত হয়নি যে মারা যাবে। মরল না কেউ।

তবে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হতে হলো আমাকে প্রাক্তন ক্রীতদাসদের ক্যাম্প থেকে ভেসে আসা ভয় ধরানো চিৎকার চেঁচামেচিতে। আফ্রিকার এদিকের অনেক উপজাতিই নিশাচর, কারণটা সম্ভবত দিনের চেয়ে রাতের তাপ কম থাকা, বিশেষ কোনও উপলক্ষ্য পেলে রাতে না ঘুমিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা, হৈ-চৈ করে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না, দামামা না থাকায় পাথরে পাথর ঠুকে, লাঠিতে লাঠি বাড়ি দিয়ে বা হাঁড়িপাতিলে লাঠি ঠুকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করল মুক্তি পাওয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষগুলো। শুধু তা-ই নয়, বড় বড় আগুনও জ্বালল ওরা, সেই আগুন ঘিরে নাচল। দশটা পুরোনো একটা বইয়ে লেখা লোভজ্বর ছবির কথা মনে করিয়ে দিল আমাকে। শেষে আর সহ্য করতে পারলাম না, আমার পায়ের কাছে কুকুরের মতো গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে থাকা হ্যান্সকে লাথি দিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলাম কী ঘটছে।

ওর জবাবটা শুনে মনে হলো প্রশ্নটা না করলেই ভাল করতাম

হাই তুলে হ্যান্স বলল, 'বাস, ওই ক্রীতদাসদের অনেকেই নরখাদক। ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের মাংস খাচ্ছে ওরা, খেতে খুব পছন্দ করে।' কথাটা বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল হ্যান্স।

আর কথা বাড়ালাম না আমি।

পরদিন আবার যখন রওনা দিলাম, ততক্ষণে সূর্য অনেক ওপরে উঠে গেছে। বহু কাজ সারতে হলো রওনা হবার আগে। মৃত ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের বন্দুক-রাইফেল, গোলাগুলি সংগ্রহ করলাম, সংগ্রহ করলাম তাদের জোগাড় করা হাতির প্রচুর দাঁত। হাতির দাঁতগুলো সঙ্গে নেয়া সম্ভব নয় বলে মাটিচাপা দিলাম। নতুন করে মালপত্র ভাগাভাগি করতে হলো বহনের জন্যে। আহতদের জন্যে তৈরি করতে হলো স্ট্রেচার। ঘুম থেকে তুলতে হলো প্রাক্তন ক্রীতদাসদের। কষ্ট হলো তাতে। রাতের উৎসবের পর টেনে ঘুম দিয়েছিল সবাই। ওই উৎসবের ব্যাপারে একটা কথাও বললাম না কাউকে। খেয়াল করলাম, রাতের আঁধারে তাদের বড় একটা অংশ অদৃশ্য হয়ে গেছে। জানি না কোথায় গেল তারা। তারপরও যারা রয়ে গেল, তাদের সংখ্যাও দুশোর কম হবে না। বেশিরভাগই মহিলা ও বাচ্চা। এরা ঠিক করেছে আমরা যেখানেই যাই না কেন, সঙ্গে আসবে।

এদের পেছনে নিয়ে শেষপর্যন্ত রওনা হলাম আমরা। দুঃখের কথা হচ্ছে, মাটিচাপা দেয়া হাতির দাঁতগুলো আর কখনও উদ্ধার করতে পারিনি। পরের একমাসে আমাদের অভিযানে যা যা ঘটল তার বর্ণনা দেয়া অসম্ভব না হলেও কাহিনি দীর্ঘায়িত করতে চাই না বলে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উল্লেখ করছি না। তা ছাড়া, এতবছর পর সেই দিনগুলোর স্মৃতিও তেমন স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে আমাদের মূল সমস্যা ছিল অত মানুষকে খাওয়ানো। খাবারদাবারের পাহারা আমরা ঠিক মতো দিতে পারিনি, ফলে শীঘ্রি শেষ হয়ে গেল সব। আমাদের কপাল ভাল, মরশুমটা বর্ষার শেষ বলে প্রচুর শিকার মিলে গেল। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি বলে শিকার করতে কোনও সমস্যা হলো না। কিন্তু ক'দিন পর শিকারের আনন্দ বলতে আর কিছু থাকল না, খরচ হয়ে যাচ্ছে আমাদের গুলি, সেটা যদি বাদও দিই, শিকার করা হয়ে দাঁড়াল আমাদের জন্যে নিত্যদিনের বাধ্যতামূলক কাজ।

আমি বা স্টিফেন ক্যাম্প ছেড়ে তেমন একটা নড়তে পারলাম না, শিকারের দায়িত্ব চাপল জুলু শিকারীদের ঘাড়ে। এর ফলে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল জুলু শিকারীরা। পরে আমি এর একটা বিহিত করলাম, ক্রীতদাসদের মাঝ থেকে তিরিশ-চল্লিশজন লোক বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে বিলি করলাম ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের রাইফেল ও গুলি, সাধ্যমতো তাদের শেখালাম কী করে অস্ত্রগুলো ব্যবহার করতে হয়, তারপর বলে দিলাম নিজেদের ও সঙ্গের সবার মাংসের চাহিদা তাদেরই মেটাতে হবে।

তবে এতে দুর্ঘটনা ঘটল। এক লোক ভুলবশত গুলি খেল। তিনজন মারা গেল একটা মাদি হাতি ও আহত একটা বাফেলোর আক্রমণে। তবে শেষ পর্যন্ত লোকগুলো রাইফেল চালানো শিখে যাওয়ায় ক্যাম্পের মাংসের চাহিদা মেটানো আগের চেয়ে সহজ হলো।

প্রতিদিনই বুনো মানুষগুলোর ছোট ছোট দল আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আন্দাজ করলাম, বাড়ি ফিরে যাচ্ছে তারা। শেষে আমরা যখন মাযিটু এলাকার সীমান্তে পৌঁছলাম, তখন বড়জোর পঞ্চাশজন থাকল আমাদের সঙ্গে। যাদের আমরা রাইফেল চালানো শিখিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে সতেরোজন রয়ে গেল। এরপর শুরু হলো আমাদের মূল অভিযান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনদিন দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলবার পর এক বিকেলে আমরা পৌঁছে গেলাম বিস্তৃত একটা ঘাসজমিতে, অ্যানেরয়েড দেখে বুঝলাম, জায়গাটা সাগর-সমতল থেকে সোয়া শ' চল্লিশ ফুট ওপরে।

এখানে বলে রাখি, ওই ঝোপঝাড় পার হবার সময় এক মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল সিংহ, সিংহের আক্রমণে মারা গেল একটা গাধা, আরেকটা এতো গুরুতর আহত হলো যে গুলি করে মেরে ফেলতে হলো ওটাকে।

ঘাসজমির প্রান্তে পৌঁছে হাসানের কাছ থেকে পাওয়া দুই মাযিটু পথপ্রদর্শকের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই জায়গাটা কোথায়?'

'আমাদের দেশ এটা, সর্দার,' জবাবে বলল তারা। 'এর একদিকে আছে ঝোপের রাজ্য, আরেকদিকে বিরাট এক জলাভূমি, ওই জলাভূমির ওদিকে বাস করে পঙ্গো জাদুকররা।'

বাদামী হয়ে আসা ঘাসজমির দিকে তাকালাম। দক্ষিণের আর সব এলাকার মতোই হরিণের বিশাল পাল চরে বেড়াচ্ছে ওখানে, এ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। পরিবেশটা যেন কেমন, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, সেই সঙ্গে আছে হালকা কুয়াশা ও ঠাণ্ডা হাওয়া।

'আমি তোমাদের কোনও লোকজন বা ক্রাল দেখতে পাচ্ছি না,' মাযিটুদের বললাম। 'শুধু দেখছি ঘাস আর বুনো জানোয়ার।'

'আমাদের লোকজন আসবে,' বলল ওরা। খানিকটা বিচলিত মনে হলো ওদের। 'কোনও গর্ত বা উঁচু ঘাসের আড়াল থেকে এখনও আমাদের দেখা হচ্ছে, কোনও সন্দেহ নেই তাতে।'

এ-ব্যাপারে আর কোনও কথা বললাম না। যে-মানুষের সারাজীবন কাটে অনিশ্চয়তার মাঝে, যখন তখন যার যা খুশি ঘটে যেতে পারে, কী ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে কখনও সে মাথা ঘামায় না, কাজেই যা ঘটবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করলাম না আমিও। একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ভাগ্যে বিশ্বাস করি আমি। বিশ্বাস করি, যে যেমন মানুষ, বা যে যে-ধরনের আচরণ করবে, সেটা ঠিক হয়ে আছে লাখ লাখ

www.BanglaBook.org

বছর ধরে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তার মধ্যে যে বীজ রয়ে গেছে, সেটাই চারাগাছ থেকে মহীরুহ হবে। সচেতন ভাবে পথ পাল্টাতে চেষ্টা করলেও আসলে যা ঘটবার তা-ই ঘটবে। ভবিতব্য বদলাতে পারে না কেউ। এ-কারণেই কালকে কী হবে সেটা আমি কখনোই ভাবি না, সব ছেড়ে দিই স্রষ্টার হাতে। তবে পরদিন সকালে ভাবের মতো অনেক কিছুই ঘটল।

ভোরে আগে শত শত লোকের হেঁটে আসবার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো সদাসতর্ক হ্যান্সের।

'কোথায়?' খানিকক্ষণ শুনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম। দেখার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই জানি, শেষরাত কুচকুচে কালো হয়ে আছে আলকাতরার মতো।

মাটিতে কান পেতে হ্যান্স বলল, 'ওখানে!'

মাটিতে কান পাতলাম আমিও। যথেষ্ট তীক্ষ্ণ আমার শ্রবণেন্দ্রিয়, তারপরও কিছুই শুনতে পেলাম না এবারও। প্রহরীদের ডেকে পাঠালাম। তারাও শুনতে পেল না কিছু। শেষে বিরক্ত হয়ে ওদের পাহারায় ফেরত পাঠিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আবার।

তবে, পরে বুঝলাম, হ্যান্স ঠিকই বলেছিল। ভোরে আবার ঘুম ভাঙল আমার, এবার ডেকে তুলল মাভোভো। জানাল, আমাদের ঘিরে ফেলেছে কয়েক রেজিমেন্ট সৈনিক। উঠে কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাকালাম বাইরে, দেখতে পেলাম দূরে নিথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে অনেক মানুষ। টুঁ-শব্দ করছে না কেউ। সবাই তারা সশস্ত্র। তাদের বর্শায় ঝিলিক দিচ্ছে ভোরের আলো।

'কী করতে বলেন, মাকুমাযানা?' জিজ্ঞেস করল মাভোভো।

'নাস্তা করতে হবে আমাদের,' জবাবে ওকে বললাম। 'যদি মরতেই হয় তো আগে খেয়েদেয়ে তারপর মরাই ভাল।' ডাক দিলাম থরথর কম্পমান স্যামিকে, বলে দিলাম কফি বানাতে। ঘুম থেকে তুলে পরিস্থিতি জানালাম স্টিফেনকে।

'সাবাশ!' বলল স্টিফেন। 'ওরা নিশ্চয়ই মাযিটু। যা ভেবেছিলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার চেয়ে অনেক সহজে ওদের খোঁজ পেয়ে গিয়েছি আমরা।'

'ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছ, সেটাই ভাল,' ওকে বললাম। 'এবার একটু বেরিয়ে সবাইকে বলো, কেউ যেন নির্দেশ ছাড়া ভুলেও গুলি না করে মাবিতুদের দিকে। দাঁড়াও, বন্দিদের কাছ থেকে রাইফেল নিয়ে নাও, নইলে কে জানে ভয় পেয়ে ওরা কী করে বসবে!'

মাথা দুলিয়ে বেরিয়ে গেল স্টিফেন। ওর সঙ্গে গেল তিন-চারজন শিকারী। ওরা চলে যাবার পর মাভোভোর সঙ্গে আলোচনা করে কিছু ব্যবস্থা নিলাম আমি। সেসব এখানে ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। শুধু এটুকু বলব, বিপদ এলে সহজেই যাতে আমরা মারা না পড়ি, সে-ব্যবস্থা করলাম। কিছুক্ষণ পর মুক্ত ক্রীতদাসদের অস্ত্রগুলো নিয়ে ফিরে এলো স্টিফেন ও শিকারীরা। স্টিফেন জানাল প্রাক্তন ক্রীতদাসরা খুব ভয়ে আছে, যখন তখন ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে পারে।

'পালালে পালাতে দেব,' আমি বললাম। 'লড়াই বেধে গেলে আমাদের কোনও কাজেই আসবে না ওরা, বরং পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে। ...জুলু গার্ডদের ডেকে পাঠাও এক্ষুনি।'

আবার চলে গেল স্টিফেন। কুয়াশার কারণে আমাদের ক্যাম্পের পুবদিকের ঝোপঝাড় পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে না আমার, তবে একটু পরেই ওদিক থেকে সম্মিলিত গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, সেই সঙ্গে অগ্রসরমান পায়ের আওয়াজও ভেসে এলো কানে। জানতে পারলাম, আমাদের সঙ্গের ক্রীতদাস ও কুলিরা সবাই উধাও হয়ে গেছে। একজনও নেই আর। এমনকী আহতদেরও বয়ে নিয়ে গেছে তারা। ব্যস্ত যোদ্ধারা যখন আমাদের ঘিরে ধরতে বৃত্ত তৈরি করছে, তখন বুজে আসা দু'প্রান্তের ফাঁক দিয়ে ছুটে পালিয়েছে সবাই। আমরা গতকাল যেসব ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এসেছি, সেগুলোয় গিয়ে ঢুকেছে ওরা আবার।

পরে অনেকবার ভেবেছি, কী হলো তাদের। সন্দেহ নেই অনেকেই মারা গেছে, অন্যরা হয়তো ফিরে যেতে পেরেছে নিজেদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ি-ঘরে, বা আশ্রয় পেয়েছে অন্য কোনও উপজাতির কাছে। তাদের কেউ যদি বেঁচে থাকে, তা হলে যে-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা গেছে, সেটা নিশ্চয়ই খুব চমকপ্রদ মনে হবে তাদের কাছে। আন্দাজ করতে পারি, আরও দু'তিন পুরুষ পর কীরকম গল্পগাথা তৈরি হবে সেই অভিযান নিয়ে।

হাসানের কছ থেকে কেড়ে আনা কুলি আর অন্যান্যরা পালিয়ে যাওয়ায় আমাদের সংখ্যা দাঁড়াল সতেরোজনে। মাভোভো সহ মোট এগারোজন জুলু শিকারী আছে দলে, আছে দুই মাযিটু, হ্যান্স, স্যামি, স্টিফেন ও আমি।

দেখলাম আমাদের ঘিরে ফেলে আস্তে আস্তে বৃত্ত ছোট করে আনছে মাযিটু যোদ্ধার দল।

দিনটা কেমন মেঘলা, ফলে আলো বাড়ছে খুব ধীরে ধীরে, সেই আলোয় তাদের দেখলাম আমি; তবে এমন একটা ভাব করলাম, যেন দেখেও দেখছি না। মানুষগুলো লম্বা। সাধারণ জুলুদের চেয়ে দীর্ঘ, একটু হালকা গড়নের, রংও জুলুদের চেয়ে খানিকটা কম গাঢ়। জুলুদের মতোই চওড়া ফলার বর্শা আর ভারী চামড়ার প্রকাণ্ড ঢাল নিয়ে এসেছে যোদ্ধারা। বর্শা ছুঁড়তে পারে তারা, কিন্তু পরে দেখলাম তাদের কাছে ছোট তীরধনুক আছে। কাঁধের পেছনে ঝুলিয়ে রেখেছে তারা তীর ভরা তূণ। যোদ্ধাদের মধ্যে যারা অফিসার, তাদের নিম্নাঙ্গে খাটো স্কার্টের মতো পোশাক, গায়ে জামা। পরে জেনেছিলাম, গায়ের জামাগুলো তৈরি হয়েছে গাছের ছালের ভেতরে অংশ দিয়ে। নীরবে, খুব ধীরে, সুশৃঙ্খল ভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে এল তারা। কারও মুখে একটা কথা নেই। কেউ যদি তাদের কোনও নির্দেশ দিয়েও থাকে, তা হলে দিয়েছে সঙ্কেতের মাধ্যমে। কারও কাছে আগ্নেয়াস্ত্র দেখলাম না।

স্টিফেনকে বললাম, 'এখন যদি গুলি করে ওদের কয়েকজনকে ফেলে দিই, তা হলে হয়তো ভয় পেয়ে পালাবে ওরা। কিন্তু না-ও পালাতে পারে; আর যদি পালায়ও, আবার ফিরে আসবে।'

www.BanglaBook.org

'ওরকম কিছু করলে আমরা ওদের দেশে শত্রু বলে বিবেচিত হবো,' বলল স্টিফেন। 'আমার মনে হয় বাধ্য না হলে কিছু না করাই ভাল।'

আস্তে করে মাথা দোলালাম। শত শত সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে কিছু করবার নেইও আমাদের। আতঙ্কিত সাম্বিকে বললাম নাস্তা তৈরি করে আনতে। ভয় পাওয়ায় ওকে দোষ দিতে পারলাম না, আসলেই বিরাট বিপদের মুখে আছি আমরা সবাই।

লড়াকু জাতি বলে মাযিটুদের বদনাম আছে। ওরা যদি আক্রমণ করতে মনস্থ করে, তা হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে খুন হয়ে যাব আমরা সবাই।

কফি আর হরিণের মাংস দেয়া হলো নাস্তা হিসেবে। বৃষ্টির কারণে আমাদের তাঁবুর সামনে টেবিল পাতা হয়েছে, সেখানে বসে নাস্তা শুরু করলাম আমরা। গতরাতে রান্না করা পরিজ দিয়ে নাস্তা সারল জুলু শিকারীরা. প্রত্যেকে তার হাঁটুর ওপর গুলিভরা রাইফেল রেখেছে।

আমাদের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন হাবভাব মাযিটুদের অত্যন্ত বিস্মিত করে তুলল। খুব কাছে এসে দাঁড়াল তারা। দূরত্ব আর চল্লিশ গজ মতো থাকতে পাথরের মূর্তির মতো থমকে দাঁড়াল। খেয়াল করলাম, পলক পড়ছে না তাদের বড় বড় গোল চোখগুলোয়। মনে হলো যেন স্বপ্নের কোনও দৃশ্য দেখছি। এই দৃশ্য কখনও ভুলব না আমি। আমাদের সবকিছুই যেন মাযিটুদের বিস্মিত করছিল। আমাদের অবিচলিত শান্ত ভঙ্গি, স্টিফেন আর আমার গায়ের রং, আমাদের তাঁবু, অবশিষ্ট গাধা দুটো ওদের বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এখানে বলে রাখা ভাল, ব্রাদার জন ছাড়া আর কোনও সাদা চামড়ার মানুষ দেখেনি মাযিটুরা তখনও। দুটো গাধার একটা যখন গলা ছেড়ে ডেকে উঠল, মাযিটু যোদ্ধাদের আতঙ্কিত হয়ে উঠতে দেখলাম। পরস্পরের দিকে তাকাল তারা, অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

একটু পরেই আমার স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়তে লাগল। খেয়াল

www.BanglaBook.org

করলাম, যোদ্ধাদের কেউ কেউ তাদের তীরধনুক নাড়াচাড়া করছে তাদের সেনাপতি লম্বা এক বয়স্ক লোক. একে দেখেই তার— মনে হলো একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে সে আমাদের সঙ্গের দুই মাযিটুকে ডাকলাম আমি— বলতে ভুলে গেছি, ওদের একজনের নাম দিয়েছি টম, অন্যজনের নাম দিয়েছি জেরি— ওদের এক মগ কফি দিয়ে বললাম. 'এটা নিয়ে ওই লোকটার কাছে গিয়ে আমার শুভকামনা জানাও, জেরি। জিজ্ঞেস করবে সে আমাদের সঙ্গে পবিত্র পানি পান করবে কি না।'

জেরি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সাহসী. ফলে চলে গেল সে নির্দেশ পালন করতে কালো সেনাপতির সামনে থেমে পড়ে তার নাকের সামনে ধোঁয়া ওঠা কফি ধরল সে। বুঝলাম সেনাপতির নাম জানে জেরি, কারণ ওকে বলতে শুনলাম, 'ও বাবেমবা, দুই সাদা সর্দার, মনে মাকুমায়ান আর ওয়েলো জানতে চান তুমি তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পবিত্র পানি পান করবে কি না '

মাযিটুদের ভাষা জুলু ভাষার এত কাছাকাছি যে এ কদিনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমি তাদের ভাষায়, বুঝতে কোনও কষ্টই হয় না আর।

'তাদের পবিত্র পানি!' এক পা পিছিয়ে বলে উঠল বিস্মিত সেনাপতি, 'আরে, এটা তো দেখছি গরম লাল পানি। ওই সাদা জাদুকররা কি আমাকে মওয়াভির বিষ খাওয়াতে চায় নাকি?'

মওয়াভির বিষ হচ্ছে এক ধরনের মিমোসা গাছের ছালের ভেতরের অংশ থেকে সংগৃহীত বিষ। কখনও কখনও স্ট্রাইকনস্ জাতের গাছের শেকড় থেকেও তৈরি করা হয় ওরকম বিষ। দোষ করেছে এরকম লোককে ওই বিষ খাওয়ায় জাদুকররা। অভিযুক্ত লোকটি যদি ধড়ফড় করতে শুরু করে, বা মড়ার মতো ঝিম মেরে যায়, তা হলে ধরে নেয়া হয় সে দোষী. কাজেই তখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আসলে দোষ করুক বা না করুক, হয় ওই বিষের প্রতিক্রিয়ায় মারা যায় বেচারা, নইলে পরে অন্য কোনওভাবে মেরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেলা হয় তাকে।

'এটা মশকরা না, ও বাবেমবা,' বলল জেরি। 'এটা সেই পবিত্র পানি, যেটা খেলে সব সর্দাররা এদের চমৎকার অস্ত্র দিয়ে সোজা গুলি করতে পারে, শিকার করতে পারে হাজারো ফুট দূর থেকে। ...এই দেখো, আমি খানিকটা গিলে দেখাচ্ছি।' তপ্ত কফি খানিকটা গিলল জেরি। আমি বুঝলাম, নির্ঘাত পুড়ে গেছে ওর জিভ।

এবার সাহস পেয়ে কফি শুঁকল বুড়ো বাবেমবা। টের পেল, একটা সুবাস আছে জিনিসটার। একজনকে ডেকে পাঠাল সে এবার। লোকটার বিদঘুটে পোশাক দেখে বুঝলাম পেশায় সে জাদুকর। তাকে খানিকটা কফি খাওয়াল বাবেমবা, কী ঘটে দেখল কিছুক্ষণ। মজা পেয়ে পুরো মগ কফি শেষ করে ফেলার তালে ছিল জাদুকর, কিন্তু কী ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে তার কাছ থেকে মগটা জোর করে কেড়ে নিয়ে চুমুক দিল বাবেমবা। মগের অর্ধেকটা ভরে কফিতে চিনি গুলিয়েছি আমি, কাজেই স্বাদটা তার ভাল লাগবে তাতে আর সন্দেহ কী! কফি শেষ করে সে বলল, 'সত্যি এটা পবিত্র পানি। ...আরও আছে নাকি?'

'সাদা সর্দারদের কাছে আছে,' জানাল জেরি। 'ওরা তাঁদের সঙ্গে তোমাকে পবিত্র পানি পান করতে অনুরোধ করেছেন।'

টিনের মগে আঙুল ঢুকিয়ে চিনির খানিকটা গুঁড়ো বের করে চাটল বাবেমবা।

'সব ঠিক আছে,' স্টিফেনকে নিচু গলায় বললাম। 'মনে হচ্ছে না কফি খাবার পর আমাদের খুন করবে ও। ...মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে নাস্তা করতে আসছে।'

'এটা ফাঁদ হতে পারে,' মগের চিনি চাটতে চাটতে বলল বাবেমবা।

'তা নয়,' জোর দিয়ে বলল জেরি। 'ইচ্ছে করলেই তোমাদের সবাইকে খুন করে ফেলতে পারেন ওঁরা। কিন্তু যারা সাদা সর্দারদের পবিত্র পানি পান করে, তাদের ক্ষতি করেন না তাঁরা, যদি না তারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেরাই তাঁদের ক্ষতি করতে চায়।'

শেষবারের মতো লম্বা জিভ বের করে মগের চিনি চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে কারেমন বলল, 'তুমি আরও খানিকটা পবিত্র পানি নিয়ে আসতে পারো না এখানে?'

'না,' বলল জেরি। 'যদি আরও চাও তো ওখানে ওঁদের কাছে যেতে হবে তোমাকে। ভয় পেয়ো না, আমি তো তোমার নিজের জাতির মানুষ, আমি কি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব?'

'কথা সত্যি!' বলল বাবেমবা। 'তোমার চেহারা-সুরত, কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় তুমি মাযিটু। কিন্তু তুমি কীভাবে... থাক, পরে এ নিয়ে কথা বলব আমরা। খুব তৃষ্ণা লেগেছে আমার। ...চলো, যাব আমি।' সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল সে, 'যোদ্ধারা, তোমরা বসে নজর রাখো। যদি আমার খারাপ কিছু ঘটে, তা হলে প্রতিশোধ নেবে, তারপর রাজাকে জানাবে।'

এসব কথাবার্তা যখন চলছে, হ্যান্স ও স্যামিকে দিয়ে বাক্স খুলিয়ে বড়সড় একটা আয়না বের করালাম আমি। কাঠের ফ্রেম আছে আয়নাটায়, পেছনে আছে একটা দণ্ড, ইচ্ছে করলে যে-কোনওখানে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। কপাল ভাল, ভাঙেনি জিনিসটা। আসলে সবকিছু আমরা এত ভাল ভাবে বেঁধেছেঁধে নিয়েছিলাম যে কিছুই নষ্ট হয়নি। তো এই আয়নাটা তড়িঘড়ি পালিশ করে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলাম।

মনভরা সন্দেহ নিয়ে ইতস্তত পায়ে এলো বুড়ো বাবেমবা, তার একমাত্র চোখটা সর্বক্ষণ আমাদের এবং আমাদের জিনিসপত্রের ওপর ঘুরছে। যখন বেশ কাছে চলে এলো, তার চোখ পড়ল আয়নাটার ওপর। থমকে দাঁড়াল সে, একদৃষ্টিতে তাকাল ওটার দিকে, পিছিয়ে গেল, তারপর কৌতূহলের জয় হলো, সামনে বাড়ল সে আবার। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তাকাল সে আয়নাটার দিকে।

'কী হয়েছে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল তার অধীনস্থ অফিসার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হয়েছে বিরাট জাদু,' বলল বাবেমবা 'আমি নিজের দিকে নিজেকে হেঁটে আসতে দেখছি। এতে কোনও ভুল নেই, কারণ আমার একটা চোখ ওই অন্য দেহটার সঙ্গে চলে গেছে!'

'সামনে বাড়ো, ও বাবেমবা, দেখো কী হয়,' প্রায় চিৎকার করে বলল পুরো কফি গিলে নিতে চাওয়া সেই লোভী জাদুকর। 'তোমার বর্শা তৈরি রাখো, যদি তোমার জাদুর সত্তা কোনও ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, তা হলে মেরে ফেলো ওটাকে।'

এ-কথায় সাহস পেয়ে বর্শা তুলল বাবেমবা, তারপর তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলল আবার। চিৎকার করে বলল, 'বর্শা দিয়ে কোনও কাজ হবে না, জাদুকর নামের হাঁদা! আমার অন্য সত্তাটাও বর্শা তুলছে। তার চেয়েও বড় কথা, তোমাদের যাদের আমার পেছনে থাকার কথা, তারা আছো এখন আমার সামনে! পবিত্র পানি নিশ্চয়ই আমাকে মাতাল করে দিয়েছে। জাদুর প্রভাবে পড়ে গিয়েছি আমি। ...আমাকে বাঁচাও!'

বুঝতে পারলাম, কৌতুকটা বড় বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। দেখলাম সৈনিকরা তাদের ধনুকে ছিলা পরাচ্ছে। কপাল ভাল, ঠিক তখনই আমাদের উল্টোদিক থেকে দেখা দিল সূর্যটা। আমি শান্ত গলায় বললাম, 'ও বাবেমবা, আমরা জাদুর যে উপহারটা তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি, সেটা তোমাকে আরেকটা শরীর দেবে। এতে করে তোমার পরিশ্রম অর্ধেক হয়ে যাবে, তোমার আনন্দ হয়ে যাবে দ্বিগুণ, কারণ যখনই তুমি এই জিনিসটার দিকে তাকাবে, অমনি একজনের বদলে দু'জন হয়ে যাবে তুমি। এ ছাড়া এটার অন্য আরও কাজও আছে। দেখো...' আয়নাটা তুলে আমাদের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ানো যোদ্ধাদের দেহে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করলাম। ভয় পেয়ে কী দৌড়টাই না দিল তারা!

'দারুণ তো!' খুশি হয়ে বলে উঠল বাবেমবা। 'সাদা সর্দার, আমিও কি এরকম জাদু শিখতে পারব?'

'নিশ্চয়ই!' জবাবে বললাম। 'এসে চেষ্টা করেই দেখো। দাঁড়াও,

www.BanglaBook.org

এটা ধরো, আমি জাদু পড়ছি ' হোকাসপোকাস বললাম বিড়বিড় করে, তারপর আয়না তাক করলাম আবার জড় হতে শুরু করা ভীত মার্দিটু যোদ্ধাদের দিকে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললাম, 'দেখো! দেখো! তুমি ওদের চোখে আঘাত হেনেছ! জাদুর প্রভু হয়ে গেছ তুমি! দৌড়ে পালাচ্ছে ওরা! দৌড়ে পালাচ্ছে!'

সত্যি, ঝেড়ে দৌড় দেয় কাকে বলে তা দেখলাম প্রথড়মবারের মতো। বাবেমবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এমন কেউ আছে, যাকে তুমি পছন্দ করো না?'

'অনেকেই আছে,' জোর দিয়ে বলল বাবেমবা। 'বিশেষ করে ওই জাদুকরটাকে আমি এখন আর দেখতে পারি না। ও পুরোটা পবিত্র পানি শেষ করে ফেলছিল!'

'ঠিক আছে, পরে আমি তোমাকে দেখাব কী করে জাদু দিয়ে ওর শরীরে ফুটো করতে পারবে তুমি। ...না, এখন নয়। এখন নয়। সূর্যকে টিটকারি দেয়া জাদুটা এখন মারা গেছে। দেখো...' টেবিলের তলায় আয়নাটা নিয়ে গিয়ে উল্টো করে বের করে আনলাম আবার। পেছনের দিকটা দেখালাম। 'কিছুই দেখতে পাচ্ছ না তুমি, পাচ্ছ, বলো?'

'কাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না,' ফ্রেমটার দিকে তাকিয়ে বলল বাবেমবা।

এবার আমি কাপড় দিয়ে আয়নাটা ঢেকে দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে আরেক মগ "পবিত্র পানি" সাধলাম বাবেমবাকে। তাকে বসালাম একটা টুলে।

বেতো রুগীর মতো ধীরে ধীরে ফোল্ডিং টুলে বসল বাবেমবা, মাটিতে ফলা রেখে দু' হাঁটুর মাঝখানে ধরে থাকল তার বর্শা। তাকে দেখতে এত হাস্যকর লাগল যে, আমোদপ্রিয় হাসিখুশি স্টিফেন পরিস্থিতির ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখতে বাধ্য হয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। তাঁবুর ভেতর থেকে ওর আন্তরিক বাঁধভাঙা হাসির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ঠিক এসময়ে বুড়ো বাবেমবাকে কফি এনে দিল স্যামি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু পরে ফিরল স্টিফেন, কফিটা ওর জন্যে মনে করে মগটা তুলে নিয়ে বেশিরভাগ কফি গিলে ফেলল

ওর ভুলটা বুঝতে পেরে আমি বলে উঠলাম: 'মিস্টার সমার্স, আমাকে বলতেই হচ্ছে যে একটা ভুল হয়ে গেছে। বুড়ো যে মগ থেকে লাল ঝরানো জিভ দিয়ে চেটে চেটে কফি আর চিনি খেয়েছে, সেটা থেকে কফি খাচ্ছেন আপনি।'

এর পরের ঘটনা আতঙ্কজনক এবং তাৎক্ষণিক হলো। ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ল স্টিফেন।

'সাদা সর্দার ওরকম করছে কেন?' জিজ্ঞেস করল বাবেমবা। সন্দেহ নিয়ে দেখল আমাদের। 'এখন আমি বুঝতে পারছি তোমরা আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করছিলে। আমাকে মওয়াভি খাওয়াচ্ছিলে। মওয়াভি খেলে নির্দোষ মানুষ বমি করে, কিন্তু দোষী মানুষ মারা যায়।'

'বোকা, স্বাভাবিক থাকো,' হাঁটুর নীচের হাড়ে লাথি দিয়ে চাপা গলায় স্টিফেনকে সাবধান করলাম আমি, নইলে গলা কাটা পড়বে আমাদের।' কষ্টেসৃষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'না, সর্দার, এই সাদা সর্দার আসলে পবিত্র পানির পুরোহিত... তুমি যা দেখছ তা আসলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান।'

'তা-ই নাকি,' সন্দেহের সুরে বলল বাবেমবা, 'তা হলে আমি আশা করব ওরকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যেন ছোঁয়াচে না হয়।'

'কক্ষনো হবে না,' একটা বিস্কুট সাধলাম বাবেমবাকে। 'এবার বলো সর্দার, আমাদের বিরুদ্ধে পাঁচশো সশস্ত্র লোক নিয়ে এসেছ কেন তুমি?'

'তোমাদের খুন করতে, সাদা সর্দার।...ওহ, পবিত্র পানিটা কী গরম! তবে খেতে ভাল। তুমি বলেছ ছোঁয়াচে কিছু হবে না, বলেছ না? ...কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে...'

'বিস্কুটটা খাও,' তাকে বললাম। '...তো কেন আমাদের খুন করতে চাও? সত্যি করে বলবে, না হলে আমি জাদুর বর্শা দিয়ে দেখে

www.BanglaBook.org

নের তোমার অন্তরের গহীন গভীরে। ওটা দিয়ে বাইরের মতো ভেতরটাও দেখা যায়।' কাপড়টা তুলে আয়নার দিকে তাকালাম।

মুখভর্তি বিস্কুট নিয়ে বিস্ময়ের মতো প্রশ্ন করল বাবেমবা, 'সদা সর্দার, তুমি যদি আমার চিন্তা-ভাবনা পড়েই ফেলতে পারো, তা হলে কষ্ট করে আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? ...ঠিক আছে, ওই উজ্জ্বল জিনিসটা মিথ্যে বলবে হয়তো, কাজেই সত্যিটা আমিই বলছি: আমাদের রাজা বাউসি তোমাদের খুন করতে পাঠিয়েছেন, কারণ তিনি খবর পেয়েছেন তোমরা মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দাও। তোমরা অস্ত্র নিয়ে এসে আমাদের মাযিটুদের ধরে নিয়ে যাও কালো পানির কাছে, তারপর নিজে নিজে চলে এরকম বড় বড় ক্যানুতে করে অজানা দেশে পাঠিয়ে দাও আমাদের মানুষদের। ভিনদেশী বার্তাবাহকের মাধ্যমে রাজা এ-খবর জানতে পেরেছেন। আমরা আরও জানি, তাঁকে সত্যি কথাই বলা হয়েছে, নইলে কী সাধে মাত্র একঘণ্টা আগে আমাদের বর্শা দেখে তোমাদের সঙ্গের অনেক ক্রীতদাস পালিয়ে গেছে? ...ঠিক বলিনি?'

আয়নার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললাম, 'এই জাদুর বর্ম কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে। বলছে, তোমাদের রাজা বাউসি তাঁর কাছে আমাদের সসম্মানে নিয়ে যেতে বলছেন, যাতে তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি। তাঁর জন্যে অনেক উপহার নিয়ে এসেছি আমরা।'

কৌশলটা কাজে দিচ্ছে বলেই মনে হলো, কারণ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল বাবেমবা। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'কথা সত্যি, মানে, তোমাদের মারা হবে কি না সেটা ঠিক করার দায়িত্ব রাজা আমার ওপরই দিয়েছেন। ...আমি আমাদের জাদুকরের সর্দারের সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

'কী করা হবে সেই দায়িত্ব যদি রাজা তোমার ওপর দিয়ে থাকেন, তা হলে তো আর কোনও কথার কিছু নেই,' বললাম। 'আমি তো জানি তুমি সম্মানিত মহৎ লোক, একটু আগে তুমি যাদের পবিত্র পানি গিলেছ, তাদের কোনও ক্ষতি তো তুমি করতে পারো না। যদি

www.BanglaBook.org

করো...' এখানে খুব শীতল হয়ে গেল আমার কণ্ঠ: 'নিজেও তুমি বেশিক্ষণ টিকবে না। গোপন একটা কথা বললেই তোমার ভেতরের ওই পবিত্র পানি ভয়ানক এক মওয়াভি হয়ে যাবে।'

'তা হলে তো আসলেই কথার কিছু নেই, সমা সর্দার,' তাড়াতাড়ি করে বলল বাবেমবা। 'যা করব তা ঠিক করা হয়ে গেছে। কষ্ট করে গোপন কথা বলবেন না, আমি আপনাদের নিয়ে যাব রাজার কাছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন আপনারা। আমার বাবার আত্মার কসম, আমার মাথার কসম, আমার তরফ থেকে কোনও বিপদ হবে না আপনাদের। তবুও অনুমতি দিন, আমাদের মহাজাদুকর ইমবোযভইকে ডাকি, সে দেখুক জাদুর বর্ম!'

কাজেই ইমবোযউইকে ডেকে পাঠানো হলো। বার্তা নিয়ে গেল জেরি। হাজির হলো লোকটা। তার বয়সের গাছপাথর আছে বলে মনে হলো না, ভয়ানক কুঁজো লোকটা দেখতে খলনায়কদের মতো। চোখের কোণ চিরতরে কুঁচকে গেছে চালাক বুড়োর। সাধারণ জাদুকরদের মতোই পোশাক পরে আছে সে, সাপের চামড়া, মাছের ব্লাডার, বেবুনের দাঁত ও জাদুর ছোট ছোট পুটুলি ঝুলছে শরীর থেকে। এসব ছাড়াও কপাল থেকে নাক হয়ে ঝুলছে ধাতুর তৈরি চওড়া একটা পাত। যেখানে গলার সঙ্গে তার বুক মিলেছে, সেখানে ওই পাতে কয়েনের মতো গোল একটা লাল দাগ আছে। বুড়োর উলের মতো চুলে কালো আঠার গোলকও দেখলাম, গোলকটা গ্রিয ও নীলের পাউডার মাখানো। চুলগুলো এমন ভাবে বাঁধা হয়েছে যে, করোটি থেকে গজানো পাঁচ ইঞ্চি উঁচু চোখা হয়ে থাকা একটা শিঙের মতো লাগে দেখতে। সবটা মিলিয়ে বলতেই হয়, দেখে লোকটাকে সাক্ষাৎ শয়তান বলে মনে হলো আমার; তার চেয়েও বড় কথা, বুড়ো আসলে বদমেজাজী একটা ইবলিশ। বাবেমবার সঙ্গে তাকেও পবিত্র পানি সাধিনি বলে প্রথমেই আমাদের অভিযুক্ত করল সে। আমরা আরও পবিত্র পানি তৈরি করতে চাইলে তা নিতে অস্বীকার করল, বলল, আমরা তাকে বিষ খাওয়াব।

www.BanglaBook.org

এবার বিচলিত ভঙ্গিতে আমাদের মধ্যে কী কথা হয়েছে সেটা তাকে ব্যাখ্যা করে বলতে শুরু করল বাবেমবা। বুঝলাম বুড়ো জাদুকরকে ভীষণ ভয় পায় বাবেমবা। চুপচাপ তার কথা শুনল বুড়ো জাদুকর। তারপর বাবেমবা যখন বলল রাজার সরাসরি নির্দেশ ছাড়া আমাদের মতো এরকম বড় জাদুকরদের মেরে ফেলা বোকামি হবে, তখন প্রথমবারের মতো মুখ খুলল ইমবোযউই, জিজ্ঞেস করল কেন বাবেমবা আমাদেরকে জাদুকর বলছে। বাবেমবা চকচকে বর্মের (আয়না) কথা বলতেই ফুঁ দিয়ে তার কথা উড়িয়ে দিল ইমবোযউই, বলল, 'শান্ত পানি বা পালিশ করা লোহাতে ছবি দেখা যায় না?'

'কিন্তু এই বর্ম আগুন তৈরি করতে পারে,' বলল বাবেমবা। 'সাদা সর্দার বলেছেন ওটা মানুষকে ফুটো করে ফেলতে পারে।'

'তা হলে আমাকে ফুটো করুক দেখি,' আমরা তার চেয়ে বড় জাদুকর হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করছি ভেবে প্রচণ্ড রাগ হলো ইমবোযউইয়ের, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'যদি ফুটো করতে পারে, তা হলে আমি বিশ্বাস করব এই সাদামানুষরা সত্যি ভাল জাদুকর, সাধারণ কোনও মানুষ-ব্যবসায়ী না। সেক্ষেত্রে তাদের বাঁচিয়ে রাখার দরকার আছে সেটা মেনে নেব।'

'ওকে ফুটো করে দিন, পুড়িয়ে দিন, সাদা সর্দার, দেখিয়ে দিন আমার কথা সত্যি,' হাল ছেড়ে বলল বাবেমবা। এবার ইমবোযউই এবং তার মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। বুঝলাম, দু'জন এরা আসলে দু'জনের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। তর্ক করতে গিয়ে মেজাজ চড়ে গেল দু'জনেরই।

এদিকে সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে, প্রচণ্ড তাপ বিলাচ্ছে : বুঝলাম, এবার মিস্টার ইমবোযউইকে আমাদের জাদুর স্বাদটা টের পাওয়াতে পারব। টের পাওয়ানোর একটা অদম্য ইচ্ছে জেগে উঠল আমার মনে। তবে আমি নিশ্চিতভাবে জানি না সাধারণ কোনও আয়না গায়ে ফোস্কা পড়ানোর মতো তাপ প্রতিফলিত করতে পারবে কি না, কাজেই পকেট থেকে বের করলাম অত্যন্ত শক্তিশালী একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বার্নিং গ্লাস। ম্যাচের কাঠি বাঁচাতে প্রায়ই ওটা দিয়ে আগুন জ্বালি আমি. এবার একহাতে আয়না আর অন্যহাতে বার্নিং গ্লাস নিয়ে পরীক্ষা চালাবার মতো উপযুক্ত একটা জায়গায় নড়লাম।

বাবেমবা আর প্রাচীন জাদুকর তর্কে এতই মশগুল হয়ে আছে যে আমি কী করছি সেদিকে তাদের কোনও খেয়াল নেই। বার্নিং গ্লাসের প্রতিফলিত আলো তাক করলাম ইমবেযউইয়ের শিং-এর মতো জটা পাকানো চুলে। চাই না ব্যাটা চট করে কিছু টের পাক। আমার উদ্দেশ্য ছিল চুলের শিঙে ফুটো করা. কিন্তু অত্যন্ত দাহ্য কোনও কিছু ঘিরে পাকিয়ে তোলা হয়েছে ওই শিং, হয় শুকনো লতা, নয়তো ক্যামফোরউড. ফলে ত্রিরিশ সেকেন্ড যেতে না যেতেই চুল দিয়ে তৈরি শিংটা জ্বলে উঠল চমৎকার একটা মশালের মতো।

'ও-ও!' বলে উঠল কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকা কাফ্রিরা।

'সেরেছে!' আঁৎকে গেল স্টিফেন।

'দেখো. দেখো!' খুশিতে চেঁচাল বাবেমবা। 'চিমসে হয়ে যাওয়া নষ্ট ফুটো থলে. এবার বিশ্বাস করবে যে দুনিয়ায় তোমার চেয়ে বড় জাদুকরও আছে?'

ইমবেযউই খেঁকিয়ে উঠল, 'ওহে কুকুরের ছাও. কী এমন হয়েছে যে আমার সঙ্গে এরকম সুরে কথা বলছ, শুনি?' একমাত্র সে-ই জানে না অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে। কথা বলতে বলতে তার মনে বোধহয় ঘোর কোনও সন্দেহ দেখা দিল. কারণ চুলের তৈরি শিঙের ডগায় হাত নিয়ে গেল সে. পরক্ষণে হাউমাউ করে সরিয়ে নিল হাত। এবার মনে হলো উদ্দাম নাচ নাচতে লেগেছে সে : এতে বাতাস পেয়ে চুলের গ্রিয় ও আঠায় জ্বলা আগুনটা বেড়ে গেল আরও : জুলু শিকারীরা প্রশংসা করতে শুরু করল. বাবেমবা হাততালি দিচ্ছে. স্টিফেন ওর বোকার মতো হাসিতে হেসে লুটোপুটি। শুধু আমি আতঙ্কিত : কাছেই জুলুদের ব্যবহৃত একটা কাঠের গামলা ছিল, কফির পানি রাখা হয় ওটাতে. দেখলাম গামলার অর্ধেকটা পানিতে ভরা আছে. কাজেই ওটা তুলে নিয়ে ছুটে গেলাম বিপর্যস্ত জাদুকরের কাছে।

www.BanglaBook.org

'বাঁচান, সাদা সর্দার,' চিৎকার করে সাহায্য চাইল আতঙ্কিত ইমবোযউই. 'আপনি জাদুকরদের সেরা, আর আমি আপনার অনুগত দাস।'

আরও কিছু হয়তো বলত সে, কিন্তু গামলাটা তার জ্বলন্ত চুলের ওপর উপুড় করে দিলাম বলে বলতে পারল না। পানির কারণে নিভে গেল আগুনটা গামলার তলা থেকে ধোঁয়া আর বিশ্রী গন্ধ বের হলো। গামলার পানিতে গোসল হয়ে গেল ইমবোযউই, দাঁড়িয়ে থাকল পুরোনো কাঠের মূর্তির মতো।

যখন নিশ্চিত হলাম আগুন নিভে গেছে, গামলাটা ইমবোযউইয়ের মাথার ওপর থেকে সরালাম। লোকটাকে বিদঘুটে দেখাল মাথার কেতাদুরস্ত সাজ ছাড়া। ঠিক সময়ে পদক্ষেপ নেয়ায় সামান্য পুড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয়নি দেখলাম তার। তবে একেবারে ন্যাড়া হয়ে গেছে। হাত দিয়ে ধরতেই গোড়া থেকে খসে পড়ল গোছা গোছা পোড়া চুল।

'ওটা নেই,' টাকমাথা হাতিয়ে বিস্মিত গলায় বলল ইমবোযউই।

'হ্যাঁ, নেই,' তাকে বললাম। 'জাদুর বর্ম ভাল ভাবেই কাজ করেছে, কি বলো?'

ইমবোযউই জিজ্ঞেস করল, 'আবার ওটা ফিরিয়ে দিতে পারেন, সাদা সর্দার?'

গম্ভীর চালে বললাম, 'নির্ভর করে তুমি কীরকম আচরণ করবে তার ওপর।'

একটা কথাও না বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে সৈনিকদের কাছে চলে গেল বুড়ো জাদুকর। আন্তরিক খুশির হাসি দিয়ে সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানাল মাযিটু যোদ্ধারা। বুঝলাম, ইমবোযউই মোটেই জনপ্রিয় নয় তাদের মাঝে। তাকে পর্যুদস্ত হতে দেখে সবাই খুব খুশি। খুশি বাবেমবাও। এতটাই যে, আমাদের জাদুর প্রশংসা করে শেষ করতে পারছে না। ঝটপট আমাদের পথ দেখিয়ে রাজার কাছে রাজধানীতে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। জানলাম,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজধানীর নাম বেয়া। বারবার করে বাবেমবা বলল, তার বা তার সৈন্যদের দ্বারা কখনোই আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না। দেখা গেল আর সবাই খুব খুশি হলেও আমাদের কালো জাদুর কারণে খুশি হতে পারেনি একমাত্র ইমরেফউই। প্রবল ঘৃণা দেখলাম ওর দৃষ্টিতে। আসলে তো আমি চাইনি ওর মাথার চুল জুড়ে আগুন জ্বলুক, ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃত। একবার মনে হলো, বার্নিং গ্লাসটা ব্যবহার করে বোধহয় ভুলই করে ফেললাম।

মাভেভো পরে বলল, 'আমার বাবা, ভাল হতো ওই সাপটাকে পুড়িয়ে মারলে, কারণ তা হলে ওর বিষ থাকত না। আমি নিজে তো খানিকটা জাদু জানি, আমার জানা আছে, কেউ তাদের নিয়ে হাসাহাসি করলে সেটা আমাদের মতো জাদুকররা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে। ওর নিজের লোকদের সামনে ওকে বোকা বানিয়েছেন আপনি। ব্যাপারটা ও ভুলবে না, মাকুমাযানা।'

নয়

রাজা বাউসি

দুপুরের পর রাজা বাউসির রাজধানী বেয়ার দিকে রওনা হলাম আমরা। জানলাম, পৌঁছুব পরদিন বিকেলের দিকে। কয়েক ঘণ্টা আমাদের ঘিরে এগোল সৈনিকরা, তারপর তাদের ওড়ানো ধুলো এবং হৈ-হুল্লোড়ের কারণে বাবেমবাকে আপত্তি জানালে সৈনিকদের পাঠিয়ে দেয়া হলো রেশ সামনে। তবে তার আগে মায়ের নামে আমাদের শপথ নিতে হলো, পালাবার চেষ্টা করব না আমরা। আফ্রিকায় অনেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপজাতির কাছেই মায়ের নামে শপথ করাটা সবচেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা।

এখানে মাভোভোকে বলতেই হচ্ছে, কথা দেবার আগে খানিক দ্বিধায় ভুগলাম। আমি মাজিতুদের সঙ্গে স্বস্তি পাচ্ছি না, ও ছাড়া ওদের মাধ্যমে জেনে ফেললাম, নিজের কী যেন কাজে সৈন্যদের ছেড়ে চলে গেছে ইমবোজভিই। যদি সুযোগ থাকত, তা হলে গোপনে সীমান্তের ওপারে ঝোপঝাড়ের ভেতরে সরে যাবার চেষ্টা করতাম, শিকার করতে করতে দক্ষিণে এগোতাম। সবক'জন জুলু শিকারী আর হ্যান্সেরও একই মত। সামির কথা বলার প্রয়োজন দেখি না।

কিন্তু স্টিফেনের সঙ্গে যখন এ নিয়ে আলোচনা করলাম, ও বিরোধিতা করল। বলল, 'দেখো, কোয়াটারমেইন, আমি এই দোজখের মতো দেশে এসেছি চমৎকার ওই সাইপ্রিপেডিয়ামের জন্যে, ওটা হাতে পাবার জন্যে সবরকম চেষ্টা আমি করব। দরকার হলে মরব চেষ্টা করতে গিয়ে।' আমাদের ভাবলেশহীন চেহারা দেখে ও যোগ করল, 'তবে তোমাদের জীবন নিয়ে খেলা করবার কোনও অধিকার নেই আমার। যদি মনে করো এদের সঙ্গে গেলে বিপদের ঝুঁকি খুব বেশি, আমি একাই যাব ওই বুড়ো খোকা বাবেমবার সঙ্গে। অন্য সবকিছু যদি বাদও দিই, আমাদের অন্তত একজনের যাওয়া উচিত রাজা বাউসির ক্রালে। ওখানে হয়তো ব্রাদার জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। সোজা কথায়, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, কাজেই এ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না।'

পাইপ জ্বেলে চিন্তা করে দেখলাম আমি জেদী তরুণের কথাগুলো, অন্য সব বিষয়েও মাথা ঘামালাম। শেষে সিদ্ধান্তে এলাম, ওর কথাই ঠিক, আমিই ভুল বলছিলাম। এটা ঠিক যে বাবেমবাকে ঘুষ দিয়ে, বা অন্য কোনও উপায়ে নিরাপদে সরে পড়বার ভাল একটা সুযোগ আছে এখনও, সুযোগ আছে অনেক বিপদ এড়ানোর, কিন্তু পিছিয়ে যেতে এই অভিযানে আসিনি আমরা। তা ছাড়া, কার খরচে এসেছি আমরা? স্টিফেন সমার্সের খরচে এসেছি। সে চাইছে এগিয়ে যেতে। ব্রাদার জনের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনার কথা বাদই দিলাম।

www.BanglaBook.org

উরবাকে সে আমাদের সঙ্গে দেখা না করায় তার প্রতি কোনও দায়দায়িত্ব আছে বলে মনে হলো না আমার। হেরে যেতে ঘৃণা করি আমি। এই অভিযানে এসেছি আমরা রহস্যময় এমন একটা জাতির খোঁজে, যারা বানর আর একটা ফুলের পূজা করে, কাজেই এগিয়ে যাব, যতক্ষণ না এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। যত যা-ই বলি, বিপদ তো সবখানেই আছে। যারা বিপদের ভয়ে পিছিয়ে যায়, জীবনে কিছু হয় না তাদের দিয়ে।

ভাবনা-চিন্তা শেষে পাইপ দিয়ে স্টিফেনাকে দেখিয়ে মাভোভোকে বললাম, 'মাভোভো, ইনকুসি ওয়ায়েলা পালাতে চান না, উনি পঙ্গোদের দেশে যেতে চান। মনে রেখো, এই অভিযানের সব খরচ উনিই দিয়েছেন, কাজেই আমরা ওঁর ভাড়া করা লোক। উনি বলছেন, আমরা যদি পিছিয়ে যাই, তা হলে উনি একাই এই মাযিটুদের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। তারপরও বলছি, তুমি বা তোমার শিকারীদের কেউ যদি চলে যেতে চাও, তা হলে উনি কিছু মনে করবেন না। আমিও মনে করব না কিছু। তুমি কী বলো?'

'মাকুমাযানা, আমি বলব, বয়স কম হলেও আমাদের সর্দার ওয়ায়েলার বড় একটা মন আছে। আপনি বা ওয়ায়েলা যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব। আমার মনে হয় অন্যরাও একই কথা বলবে। এই মাযিটুদের আমি পছন্দ করি না, ওদের বাবারা জুলু হলেও মায়েরা ছিল নিচু জাতের, কাজেই ওদের আমি বজ্জাত মনে করি। আর পঙ্গোদের ব্যাপারে খারাপ ছাড়া ভাল কিছু শুনিনি আমি। তবে, মাকুমাযানা, কোনও ভাল ষাঁড় কাদাভরা গর্ত দেখলে কাঁধ থেকে জোয়াল নামায় না। চলুন এগিয়ে যাই, যদি ডুবে মরতে হয়, তো কী এমন ক্ষতি? তার চেয়ে বড় কথা, আমার সাপ আমাকে বলেছে আমরা ডুবব না। অন্তত সবাই না।'

কাজেই ঠিক হলো, পিছিয়ে গিয়ে সরে পড়বার কোনও চেষ্টা আমরা করব না। এটা ঠিক যে, স্যামি পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু যখন তাকে জানালাম অবশিষ্ট দুটোর একটা গাধা, খাবার-দাবার, গুলি আর

www.BanglaBook.org

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চলে যেতে পারে সে, তখন মত বদলে ফেলল স্যামি, বলল, 'যদি মরতেই হয়, তা হলে একাকী যাওয়ার চেয়ে অচেনা পরিবেশে অনিশ্চিতের পথে উঁচু বংশের মহৎপ্রাণ মানুষদের সঙ্গ লাভ করে মরাই ভাল।'

'খুব ভাল বলেছ, স্যামি,' ওকে বললাম। 'অচেনা পরিবেশে অনিশ্চিতের পথে যাবার জন্যে যখন অপেক্ষা করছ, তো তার আগে রাতের খাবারটা রেঁধে ফেলো এবার।'

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যাওয়ায় এবার আমরা মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে এগোলাম। কুলিরা পালানোয় আমাদের মালপত্র বহনের জন্যে লোক দিয়েছে বাবেমবা, ফলে কোনও ঝামেলা হলো না। একজন আর্দালিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকল বাবেমবা। তার কাছ থেকে অনেক তথ্য পেলাম আমরা। জানলাম, মাযিটুরা বেশ বড় একটা জাতি, প্রয়োজনে পাঁচ থেকে সাত হাজার যোদ্ধা জড় করতে পারে তাদের রাজা। তাদের মধ্যে এ-কথা প্রচলিত আছে যে দক্ষিণ থেকে এসেছে তারা, তাদের পূর্বপুরুষ এবং জুলুদের পূর্বপুরুষ একই। জুলুদের কথা অল্পস্বল্প শুনেছে মাযিটুরা। ভাষার মিলের কথা যদি বাদও দিই, তাদের অনেক আচার-আচরণ জুলুদের মতো। মাযিটুদের সেনাবাহিনীর সংগঠন অবশ্য জুলুদের মতো সুশৃঙ্খল নয়। তবে পথে পেছনে ফেলে আসা অনেকগুলো ক্রাল দেখে বুঝলাম, তাদের বাড়ি-ঘর জুলুদের চেয়ে ভাল ভাবে তৈরি, ওগুলোর দরজা দিয়ে সোজা হয়ে ঢুকতে পারবে যে-কেউ।

যাত্রার এক পর্যায়ে ওরকম একটা ক্রালে ঘুমালাম আমরা। ঘরটা আরামদায়ক হতো, যদি না হাজার হাজার মাছি শেষ পর্যন্ত আমাদের বাধ্য করত উঠানে আশ্রয় নিতে।

সবমিলিয়ে বলতে হয়, এই মাযিটুরা প্রায় জুলুদেরই মতো। ক্রাল আছে তাদের, গরু পালন করে, রাজার অধীনে সর্দারদের শাসনে পরিচালিত হয় তাদের সমাজ। জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করে মাযিটুরা, বলি দেয় পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে, বিশ্বাস করে এমন এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহাশক্তিশালী ঈশ্বরে, যে পৃথিবী শাসন করে, জাদুকরদের মাধ্যমে জানায় নিজের ইচ্ছে। শেষ কথা হিসেবে বলব, মাযিটুরা যোদ্ধা জাতি, যুদ্ধ ভালবাসে তারা, সুযোগ পেলেই আশপাশের অন্যান্য জাতির ওপর হামলা করে তাদের পুরুষদের হত্যা করে, চুরি করে নেয় সেই জাতির মেয়েমানুষ ও গবাদী পশু।

অবশ্য আদর্শও আছে মাযিটুদের, জাতিগত ভাবে তারা দয়ালু এবং অতিথিপরায়ণ, তবে শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর। ক্রীতদাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে তারা, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের চরম অপছন্দ করে। বলে, কোনও পুরুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার চেয়ে তাকে মেরে ফেলাও ভাল। নরখাদকদের ভয় পায় মাযিটুরা, যে-কারণে পঙ্গোদের ব্যাপারে ভীষণ আতঙ্ক আছে তাদের।

পদযাত্রার দ্বিতীয় দিনে অপূর্ব সুন্দর সুজলা-সুফলা-উর্বরা উঁচু জমির মাঝ দিয়ে এগোলাম আমরা, একসময় উপত্যকা পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম মাযিটুদের রাজধানী বেযায়। শহরটা সমতল জমিতে গড়ে উঠেছে, ওটাকে ঘিরে আছে নিচু টিলার প্রাচীর। শহরের বাইরে শস্য খেত। শস্য তোলার সময় বলে পেকে সোনালী হয়ে গেছে শস্যের ছড়াগুলো, চমৎকার লাগল দেখতে।

বেযাকে দুর্গশহর বললে ভুল বলা হবে না। গোটা শহর ঘিরে রেখেছে অনতিক্রম্য উঁচু দেয়াল। দেয়ালের দু'পাশে প্রিকলি পেয়ার ও ক্যাকটাস চাষ করে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে প্রাচীর। শহরটা বেশ কয়েকটা অংশে ভাগ করা, একেকটা অংশে একেক ধরনের ব্যবসা হয়। কাজেই একটা অংশের নাম কামারের বাড়ি, আরেকটার নাম সৈনিকদের বাড়ি। এ ছাড়াও আছে চাষীদের অংশ, চর্মকারের অংশ— এরকম বিভিন্ন ভাগ। রাজার ওপর যারা নির্ভরশীল তাদের এবং রাজার মেয়েমানুষদের বাসস্থান শহরের উত্তর ফটকের কাছে। ক্রালগুলোকে ঘিরে রেখেছে অর্ধবৃত্তাকার অনেকগুলোর কুটির, ওগুলোর সামনে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে প্রয়োজনে গবাদি পশু চরানোর জন্যে। তবে আমরা যখন ঢুকলাম, তখন জায়গাটা ব্যবহৃত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতে দেখলাম সৈনিকদের মহড়া আর কুচকাওয়াজের জন্যে।

শহরের দক্ষিণ ফটক দিয়ে ঢুকলাম আমরা, মজবুত কাঠের তৈরি ফটক পেরিয়ে সামনে দেখতে পেলাম পাহাড়তলিতে ডাওয়া একটা চওড়া ঢাল। ঢালের মাঝ দিয়ে চলে গেছে পথ।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে, এমন সময় শহরের মাঝখানে অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট করা কুটিরে পৌঁছে গেলাম। অনেক লোক জড় হলো আমাদের দেখতে। আমরা যে কুটিরগুলোতে থাকব, সেগুলো দেখলাম সৈনিকদের ব্যারাকের কাছে। রাজার ক্রালও বেশি দূরে নয়। অতিথিদের কুটিরগুলো ঘিরে আছে দেয়াল, যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে। আমরা যখন উপস্থিত জনতাকে পার হলাম, তখন শহরবাসী মাযিটুদের কেউ কোনও কথা বলল না, শুধু তাকিয়ে থাকল কৌতূহল নিয়ে। তাদের মধ্যে যেসব সৈনিক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তাদের বর্শা উঁচু করে সম্মান জানাল আমাদের।

কুটিরে আমাদের পৌঁছে দিল বাবেমবা নিজে। ইতিমধ্যেই তার সঙ্গে ভাল খাতির হয়ে গেছে আমাদের। ঘরগুলো দেখলাম অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা ঘরে আমাদের সমস্ত মালপত্র ও মুক্ত ক্রীতদাসরা পালিয়ে যাবার আগে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্রগুলো রাখলাম। ওই কুটিরের সামনে পাহারায় থাকল একজন মাযিটু যোদ্ধা। সামান্য দূরে বেড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো গাধা দুটো। বেড়ার বাইরে পাহারায় থাকল আরেক মাযিটু যোদ্ধা।

'আমরা কি এখানে বন্দি?' বাবেমবাকে জিজ্ঞেস করলাম।

আমার কথার স্পষ্ট জবাব না দিয়ে বাবেমবা বলল, 'রাজা তাঁর অতিথিদের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখেন। সাদা সর্দারদের কিছু বলার আছে রাজাকে? আজ রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা আমার।'

'আছে,' তাকে বললাম। 'রাজাকে বোলো বছরখানেক আগে যে-সাদামানুষ তাঁর শরীর থেকে ফোলা অংশ কেটে ফেলে তাঁকে বাঁচিয়েছিল, আমরা সেই সাদামানুষের ভাই। তার সঙ্গে এখানে দেখা

www.BanglaBook.org

করার কথা আছে আমাদের। বুঝতে পারছ কার কথা বলছি? লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা সাদামানুষ, যাকে তোমরা ডগিটা বলো।'

চমকে গেল বাবেমবা। 'আমাদের ডগিটার ভাই! তা হলে আগে তাঁর কথা বলেননি কেন! কবে উনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন এখানে? উনি তো বিরাট মানুষ। এত লোক থাকতেও শুধু তাঁর সঙ্গেই আমাদের রাজা রক্তের ভাই হয়েছেন। মাযিটুদের কাছে রাজার যা সম্মান, ডগিটারও সেই একই সম্মান।'

'ডগিটার কথা বলিনি, কারণ আমরা একসঙ্গে সবসময় সব কথা বলি না, বাবেমবা। আর ডগিটা কবে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন সেটা আমি সঠিক ভাবে জানি না। শুধু এটুকু জানি, উনি আসছেন।'

'তা তো বুঝলাম মাকুমাযানা, কিন্তু কখন? কখন আসবেন উনি? রাজা জানতে চাইবেন। তাঁকে বলতে হবে আপনাদের। সর্দার...' গলার আওয়াজ নামাল বাবেমবা। 'এখানে আপনাদের অনেক শত্রু আছে। বিরাট বিপদে আছেন আপনারা। এদেশে সাদামানুষদের আসা বেআইনী। আমার পরামর্শ যদি শোনেন তা হলে বলব, জীবন বাঁচাতে হলে আগামীকাল রাজাকে আপনি বলবেন ডগিটা কবে আসবেন। রাজা ডগিটাকে ভালবাসেন। ডগিটা যদি আপনাদেরকে তাঁর ভাই বলে স্বীকার করেন, তা হলে বিপদ কাটবে আপনাদের। তিনি যেন তাড়াতাড়ি আসেন সেটা আপনাদেরই দেখতে হবে। ঠিক যেদিন তিনি আসবেন বলে রাজাকে জানাবেন, সেদিনই আসতে হবে তাঁকে, নইলে যদি উনি আসেন, যখন আসবেন, তখন হয়তো উনি দেখবেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাধ্য আর নেই আপনাদের। ...এখন শুনুন, আমি আপনাদের বন্ধু বলেই এই কথাগুলো বললাম। বাকিটা আপনাদের হাতে।' আর একটা কথাও না বলে উঠে দাঁড়াল বাবেমবা, কুটির থেকে বেরিয়ে বেড়ার দরজা পেরিয়ে চলে গেল। তাকে পথ ছেড়ে দিল মাযিটু যোদ্ধা।

টুল ছেড়ে উঠলাম আমিও, রাগে মাথাগরম করে পায়চারি শুরু করলাম। স্টিফেনকে বললাম, 'তুমি বুঝতে পেরেছ ওই দোজখের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ো গাধাটা এইমাত্র কী বলল আমাকে? বলল আরেক দোজখের বুড়ো গাধা ব্রাদার জন বেয়া শহরে ঠিক কখন আসবে সেটা সঠিকভাবে বলতে হবে [illegible], নইলে সবাই হবে বধ। অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নিশ্চয়ই নেয়া হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

'বিদঘুটে সমস্যা,' বলল স্টিফেন। 'বেয়ায় আসবার জন্যে তো কোনও এক্সপ্রেস ট্রেইন নেই। আর থাকলেও ব্রাদার জন ওটাতে চড়তই সেটা আমরা নিশ্চিত হতে পারতাম না।' একটু থেমে সন্দেহের সুরে বলল, 'ব্রাদার জন বলে সত্যিই কেউ আছে তো?'

'আছে,' ওকে বললাম, 'অন্তত ছিল।'

'কিন্তু আমার মাথায় ঢোকে না অভিশপ্ত গাধাটা ডারবানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা না করে বোকার মতো জুলুল্যান্ডের উত্তরে গেল কেন প্রজাপতি ধরতে, আর গিয়ে পা বা ঘাড় ভেঙে পড়েই বা থাকল কেন! ...যদি সত্যিই ওরকম কিছু ঘটে থাকে।'

'জানি না। নিজের মনোভাব বোঝাই কষ্টকর, ব্রাদার জনের চিন্তা বোঝার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

আবার চুপ করে বসলাম আমরা, দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। নিঃশব্দে বুকে হেঁটে কুটিরে ঢুকল হ্যান্স, আমাদের সামনে মেঝেতে বসে পড়ল। কুটিরের দরজা আছে, কাজেই দরজা দিয়ে হেঁটে ঢুকতে পারত ও, কেন তা করল না তার কারণ বুঝতে পারলাম না।

'কী ব্যাপার, কুৎসিত ব্যাঙ?' রাগের মাথায় জিজ্ঞেস করলাম। অবশ্য ওকে দেখে মনে হলো ঠিক যেন ব্যাঙ। এমনকী ওর চোয়ালের নীচের চামড়াও ব্যাঙের মতো ফোলা ফোলা দেখলাম।

'বাস কি সমস্যায় পড়ে গেছেন?' জিজ্ঞেস করল হ্যান্স।

'তা-ই তো বাস ভাবছে,' ওকে বললাম। 'তুমিও ভাববে, যখন মাযিটুদের বর্শার ফলায় গেঁথে মরার আগে ছটফট করবে।'

'বর্শাগুলো চওড়া, বড় ফুটো তৈরি করবে,' বলল হ্যান্স।

ওর অপ্রীতিকর চিন্তা-ভাবনা অসহ্য ঠেকল। এবার আরও রেগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম ওকে লাথি মেরে খেদাতে।

'বাস, আমি কথা শুনছিলাম,' বিন্দুমাত্র না বিচলিত হয়ে বলল হ্যান্স। 'এই কুটিরের দেয়ালে বড় একটা ফুটো আছে, কেউ যদি দেয়ালের পাশে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে, তা হলে ভেতরের কথা সবই শুনতে পাবে। সব শুনেছি আমি, ওই কালা অসভ্যের প্রায় সব কথা বুঝতেও পেরেছি। ...আপনার আর বাস স্টিফেনের কথাও।'

'তো কী, আড়িপাতা শয়তান?'

'এখান থেকে পালানোর কোনও উপায় নেই, বাস। এখন আপনি যদি মরতে না চান, তা হলে ঠিক কোনদিন কখন ডগিটা আসবেন সেটা আপনার জানতে হবে।'

'দেখো হলদে গাধা, তুমিও ওই একই কথা বললে আমি...' থেমে যেতে হলো আমাকে। বুঝতে পারছি মাত্রাতিরিক্ত রেগে গিয়ে মাথাগরম করছি, আসলে হ্যান্সের কী বলার আছে সেটা শোনা দরকার। ওর ওপর রাগ ঝাড়াটা ঠিক হচ্ছে না।

হ্যান্স শান্ত গলায় বলল, 'বাস, মাভোভো খুব ভাল জাদুকর। সবাই বলে ওর ওস্তাদ যিকালির কথা বাদ দিলে মাভোভোর সাপটাই জুলুল্যান্ডে সবচেয়ে সোজা, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। মাভোভো বলেছে ভাঙা পা নিয়ে কোনও এক ক্রালে পড়ে আছেন ডগিটা, কিন্তু এখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে তাঁর। কাজেই এটাও কি ধরে নিতে পারি না, কখন তিনি আসবেন সেটা মাভোভো বলে দিতে পারবে? আমি ওকে জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু ও আমার জন্যে ওর সাপকে কাজে লাগাবে না। কাজেই, বাস, আপনাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। আপনি জিজ্ঞেস করলে মাভোভো হয়তো ভুলে যাবে যে ওর জাদু নিয়ে আপনি হাসিঠাট্টা করেছিলেন, আর ও রাগ করে বলেছিল যে আপনার সামনে আর কখনও কোনওদিন জাদু দেখাবে না ও।'

'কিন্তু বোকা, জানব কী করে যে ডগিটার ব্যাপারে মাভোভোর বলা কথাগুলো সব মিথ্যে নয়?'

অবাক বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকাল হ্যান্স, তারপর বলল,

www.BanglaBook.org

মাভোভোর কথা মিথ্যে! মাভোভোর সাপ মিথ্যেবাদী? ও বস, খুব বেশি খ্রিস্টান হলেই কেবল এরকম কথা বলা যায়। ধন্যবাদ আপনার বাবাকে যে আমিও খ্রিস্টান, কিন্তু এতটা নই যে ভাল জাদু আর খারাপ জাদুর তফাৎ বুঝতে পারব না। মাভোভোর সাপ যদি মিথ্যেই বলত, তা হলে যে-শিকারীকে আমরা পথে কবর দিয়ে এলাম, তার নামই সে পালক পুড়িয়ে মৃতদের মধ্যে আগে বলেছিল কেন ডারবানে?' বিস্ময়ে অল্প অল্প হাসতে শুরু করল হ্যান্স, তারপর বলল, 'বাস, আর কিছু করার নেই। হয় আপনি খুব নরম ভাবে মাভোভোকে বলবেন, নইলে খুন হয়ে যাব আমরা সবাই। মরতে আমার আপত্তি নেই, নতুন কোথাও আরেকটু কম বয়স থেকে জীবন শুরু করতে ভালই লাগবে আমার, কিন্তু চিন্তা করে দেখুন স্যামি কীরকম চেঁচামেচি করবে!' ঘুরে বসে যেভাবে এসেছিল সেভাবে আবার বুকে হেঁটে কুটির থেকে বেরিয়ে চলে গেল হ্যান্স।

ও চলে যাবার পর কাতর হয়ে স্টিফেনকে বললাম, 'আমি জানি যে কাফ্রিদের বেশিরভাগ জাদুটোনাই চাপাবাজি, এখন কী করে অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাভোভোকে অনুরোধ করে বলি, যা ও জানে না সেটা বলতে? খ্রিস্টান হয়েও এসব বিশ্বাস করলে তো শেষ-বিচারের দিন ফাঁসি হবে আমার!'

'বিশ্বাস করো বা না করো, মৃত্যু তো হবেই,' মিষ্টি হেসে বলল স্টিফেন। 'তা ছাড়া, ধরে নিচ্ছ কী করে যে সবই মিথ্যে? অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা আমরা শুনেছি, যেগুলো মিথ্যে ছিল না। তা হলে এখনই বা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারবে না কেন? বুঝতে পারছি তুমি মাভোভোর কাছে কিছুতেই ছোট হবে না। তুমি গর্বিত মানুষ হতে পারো, আমি তা নই। আমি চেষ্টা করে দেখব মাভোভোর পাথরের মতো শক্ত মনটা নরম করতে পারি কি না। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুর মতো। দেখি, ওর জাদুবিদ্যা কী বলে।' কুটির ছেড়ে বেরিয়ে গেল স্টিফেন।

একটু পর আমাকে বাইরে ডাকা হলো রাজা বাউসির তরফ থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠানো ভেড়া, দুধ, স্থানীয় বিয়ার, ভুট্টা ও অন্যান্য খাবার বয়ে নেবার জন্যে। বুঝলাম, পর্ব অফ্রিকার অন্য সব এলাকার মতো খবরের এত বেগ নেই মাযিটুদের দেশে।

রাজার দূতকে বললাম আমাদের তরফ থেকে রাজাকে যেন সে ধন্যবাদ দেয়। আরও জানালাম: কালকে আমরা রাজার সঙ্গে দেখা করব, তাকে সামান্য কিছু উপহার দেব।

কাজটা শেষ করে স্যামিকে খুঁজতে শুরু করলাম ভেড়াটা জবাই করে রাঁধার জন্যে। খানিকক্ষণ খুঁজবার পর দুই কুটিরের মাঝখানের বেড়ার পেছন থেকে স্যামির গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। স্টিফেন সমার্স ও মাভোভের মধ্যে দোভাষীর কাজ করছে সে.

'মিস্টার সমার্স, এই জুলু লোকটা বলছে সবই সে বুঝতে পেরেছে ডুগিটা করে কখন আসবেন সেটা বলতে না পারলে অসভ্য বাভসি আমাদের সবাইকে জবাই করবে সেটা এখন সে জানে। বলছে জাদু দিয়ে কখন কী ঘটবে জানতে পারবে সে। (মিস্টার সমার্স, বিরাট মিথ্যে বলছে এই অশিক্ষিত নাস্তিক।) লোকটা বলছে, আমরা জবাই হবো কি হবো না তা নিয়ে তার এক কানাকড়িরও চিন্তা নেই। ওর সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে ওর এই কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করছি। ওর বিশ্রী ভাষায় ও বলছে, মাযিটুদের দেশের হায়েনা আর অন্য কোনওখানের হায়েনার পেটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, পার্থক্য নেই মাযিটু দেশের মাটি বা অন্য কোনও দেশের মাটির। সে মরার পর তার হাড় যে মাটিতেই মিশে থাকুক, তাতে তার কিছু আসে যায় না, কারণ মাটিই সবচেয়ে বড় হায়েনা, যেহেতু মাটিতে জন্মায় বা বিচরণ করে এরকম সবকিছুই মাটি গ্রাস করে নেয়।

'ওর ছেলেমানুষি কথাগুলো আপনাকে শোনাচ্ছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন, মিস্টার সমার্স, কিন্তু আপনিই বলেছেন ও যা বলে তার সবটা আপনাকে শোনাতে।

'এই বেপরোয়া লোকটার আসলে যে-ক্ষমতা নেই সেই ক্ষমতার কথা বলছে, বলছে যে-শক্তি সূর্যকে ঝলমলে উজ্জ্বল করে, যে-শক্তি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাতের চাদরে নক্ষত্রের কারুকাজ করে, সেই শক্তির ইশারায় সে এই দুনিয়ায় জন্মেছে, এবং সেই একই শক্তির ইচ্ছের পূর্ব নির্ধারিত সময়ে তাকে পৃথিবীর আঁধার কালো বুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অজানা সেই শক্তির ইচ্ছেয় হয়তো সেখানে তাকে বাচ্চাদের মতো দোলানো হবে, অথবা নতুন করে জীবন ফিরিয়ে দেয়া হবে। (মিস্টার সমার্স, আমি শুধু ভাষান্তর করছি, এসব উদ্ভট কথার মানে কী আমি জানি না।)

'বলছে, তার বয়স হয়েছে, জীবনের শেষে যা ঘটে ঘটুক, তোয়াক্কা করে না সে। কিন্তু আপনার বয়স কম, আপনার জন্যে আশাপূর্ণ, আনন্দের জীবন কামনা করছে সে। কাজেই যদিও আপনি সাদা আর সে কালো, তারপরও আপনার প্রতি তার ভালবাসা জন্মেছে, আপনাকে নিজের ছেলের মতো দেখে সে, ফলে আপনাকে বাঁচাতে তার পক্ষে করা সম্ভব এমন যে-কোনও কাজ নির্দ্বিধায় করবে। (বলতে লজ্জা হয় মিস্টার সমার্স, তারপরও বলতেই হচ্ছে, এই বুনো অসভ্য জংলীটা বলছে নিজের ছেলের মতো দেখে সে আপনাকে।)

'মাভোভো আরও বলছে, কখনও যদি আপনার জীবন বাঁচাতে গিয়ে তাকে জীবন দিতে হয়, তা হলে খুশিমনে জীবন দেবে ও। আপনাকে কোনও কাজে ফিরিয়ে দিলে ওর হৃদয় নাকি দু'টুকরো হয়ে যাবে। তারপরও আপনার অনুরোধ তাকে ফিরিয়ে দিতেই হচ্ছে। ওর সাপ না কী যেন, সেটাকে নাকি ও জিজ্ঞেস করতে পারবে না ডগিটা কবে কখন আসবেন। কেন পারবে না তার কারণ হিসেবে বলছে, মিস্টার কোয়াটারমেইন তার জাদু নিয়ে হাসিঠাট্টা করায় সে নাকি মিস্টার কোয়াটারমেইনকে কথা দিয়েছে, আপনাদের কারও জন্যে জাদুবিদ্যা কাজে লাগাবে না সে। নিজের কথা রাখতে গিয়ে যদি তাকে মরতে হয়, তা-ও নাকি ভাল।...আর কিছু বলার নেই ওর, মিস্টার সমার্স। আমার ধারণা আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে অনেক বলেছে ও?'

'বুঝলাম,' বলল স্টিফেন। এবার সর্দার কথাটার ওপর জোর

www.BanglaBook.org

দিয়ে যোগ করল: 'সর্দার মাভোভোকে বলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে বলে তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি, তাকে বড় মানে করছি। তারপর বলবে পরিস্থিতি যখন এতটা গুরুতর, তখন এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনও পথই কি নেই?'

নির্ভুল জুলু ভাষায় স্টিফেনের বক্তব্য মাভোভোকে জানাল স্যামি দেখলাম, ভাষান্তর করতে গিয়ে একটা কথাও এদিক ওদিক করল না ও।

'মাত্র একটা উপায় আছে,' নস্যি নেবার ফাঁকে জানাল মাভোভো, 'একমাত্র মাকুমাযানা বললে আমি আমার সাপকে কাজে লাগাতে পারি। মাকুমাযানা আমার পুরোনো সর্দার, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে আমার; শুধু তাঁর বেলায় আমি অনেক কিছু ভুলে যাব, যেটা আর কারও বেলায় ভুলব না। যদি উনি আমার কাছে আসেন, টিটকারি না দিয়ে অনুরোধ করেন আমাদের সবার জন্যে আমার জাদুর ক্ষমতা কাজে লাগাতে, তা হলেই কেবল চেষ্টা করে দেখব আমি। যদিও আমি খুব ভাল করেই জানি মাকুমাযানা আমার জাদুতে বিশ্বাস করেন না।'

এতক্ষণ চুপচাপ দু'পক্ষের কথা শুনছিলাম আমি, এবার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। ভাবলাম, আমি কে যে ওর ক্ষমতা বিচার করে তা সত্যি কি মিথ্যে সে-রায় দিয়ে ফেলব? কোন অধিকারে ওকে ভণ্ড বলব আমি? বেড়ার দরজা পার হয়ে চলে এলাম স্টিফেনের পাশে, মাভোভোর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মাভোভো, তোমাদের কথা আমি শুনতে পেয়েছি। ডারবানে তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছি বলে আমি দুঃখিত। জানি না তোমার ওই জাদুবিদ্যাকে কী মনে করো তুমি, জিনিসটা আমার ধারণার বাইরে—হয়তো সত্যি, হয়তো মিথ্যে। তারপরও বলব, যদি তোমার সাধ্য থাকে, আর তুমি জানতে পারো জুগিটা করে কখন আসবে, তা হলে কৃতজ্ঞ হবো আমি। আমার যা বলার বলে দিয়েছি, এবার তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো তুমি।'

www.BanglaBook.org

মধ্যে গেলাম মাভোভের। 'শুনলাম, মাকুমায়ালা, আমার বাবা [illegible] রাতে আমার সাপকে ডাকব আমি। আমার সাপ জবাব দেবে [illegible] কী হবে, সেটা বলতে পারি না।'

রাতে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সেরে তার সাপকে ডাকল মাভোভো। আমি উপস্থিত না থাকলেও এই অনুষ্ঠানে স্টিফেন উপস্থিত থাকল। পরে ওর কাছে শুনলাম, মাভোভোর সাপ জানিয়েছে সে-রাত থেকে তিনদিন পর সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার সময় ডগিটা, মানে ব্রাদার জন বেয়া শহরে এসে পৌঁছুবে।

সেদিন শুক্রবার। তার মানে মাভোভের কথা অনুযায়ী সোমবার সন্ধ্যায় আসছে ব্রাদার জন। আমি অবশ্য এসব বিশ্বাস করি না, তবে অস্বীকার করব না, মনে খানিকটা হলেও আশা জাগল।

'বেশ,' স্টিফেনকে বললাম। 'এবার এই ফালতু জাদুটোনার প্রসঙ্গ বাদ দাও, ঘুমাতে হবে আমাকে।'

পরদিন সকালে আমাদের বাক্সপেটরা খুলে রাজা বাভিসির জন্যে আকর্ষণীয় সব উপহার বের করলাম। মনে মনে আশা করলাম, এসব পেয়ে তার রাজকীয় হৃদয়টা একটু নরম হবে। উপহারের মধ্যে থাকল এক বেল ক্যালিকো কাপড়, বেশ কয়েকটা ছুরি, একটা মিউযিক বক্স, সস্তা একটা আমেরিকান রিভলভার, এক বান্ডিল দাঁতের খিলাল; রাজার বউদের জন্যে আলাদা করে রাখলাম কয়েক পাউন্ড সুন্দর পুঁতির মালা।

এসমস্ত দুর্দান্ত উপহার আমাদের দুই মাযিটু পথপ্রদর্শক টম ও জেরির মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলাম রাজার কাছে। বেশ কয়েকজন সৈনিক পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল তাদের। সবার সঙ্গে গল্পগুজব করতে বলে দিয়েছি টম আর জেরিকে, আশা করছি সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ করবে ওরা, ওদের মাধ্যমে অন্য মাযিটুরা জানতে পারবে আসলে খারাপ লোক নই আমরা।

একঘণ্টা পর নাস্তা সেরে যখন দেখলাম টম আর জেরির বদলে একসারিতে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক আমাদের দেয়া [illegible]

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপহারগুলো ফিরিয়ে দেবার জন্যে উঠানে ঢুকছে, রীতিমতো আতঙ্ক বোধ করলাম। শেহুর সৈন্য মাথায় করে বয়ে নিয়ে এলো দাঁতের খিলাত। ওদের ভাব দেখে মনে হলো পাহাড়ের ভার বোঝা বয়ে আনছে। সবচেয়ে বড় কুটিরের লাইমের তৈরি বারান্দায় একটা একটা করে সবগুলো উপহার নামিয়ে রাখল ওরা। তাদের সর্দার শান্ত গলায় বলল, 'সাদামানুষদের দেয়া উপহারের কোনও প্রয়োজন নেই কালোদের রাজা মহান বার্ভিসির।'

'আচ্ছা!' প্রচণ্ড রেগে গেলাম এই অপমানে; বললাম, 'তা হলে আর কখনও এগুলো পাবার সুযোগ থাকল না তোমাদের রাজার।'

জবাবে কিছু না বলে চলে গেল সৈনিকদল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পঞ্চাশজনের এক কম্পানি সৈনিক নিয়ে হাজির হলো বাবেমবা, জোর করে খুশি খুশি গলায় বলল, 'সাদা সর্দার, আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করেছেন আমাদের রাজা; তাঁর কাছে আপনাদের নিয়ে যেতেই এসেছি আমি।'

ফেরত দিয়ে যাওয়া উপহারগুলো দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের উপহার তিনি গ্রহণ করলেন না কেন?'

'ইমবেযউই আপনাদের জাদুর বর্মের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিকৃত করে বলেছে, তাই। রাজা জানিয়েছেন, তিনি চান না তাঁর চুলও পুড়ে যাক। ...ওসব কথা থাক, আসুন। রাজা নিজেই বলবেন যা বলার। হাতিকে অপেক্ষায় রাখলে হাতি রেগে গিয়ে চিৎকার করে।'

'রাজাও চিৎকার করেন?' প্রসঙ্গ পাল্টালাম। 'আমাদের কয়জনকে যেতে হবে তাঁর ওখানে?'

'সবাইকে, সাদা সর্দার; রাজা আপনাদের সবাইকে দেখতে চান।'

'নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে চান না?' জিজ্ঞেস করল কাছে দাঁড়ানো উদ্বিগ্ন স্যামি। 'খাবার তৈরি করতে এখানে থাকতে হবে আমাকে।'

'না, তোমাকেও যেতে হবে,' জোর দিয়ে বলল বাবেমবা। 'পবিত্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পানি যে মেশায় তাকে রাজা দেখতে চাইবেন

এড়ানোর আর কোনও উপায় নেই দেখে রওনা হলাম সবাই। সশস্ত্র হয়ে আছি আমরা। আমাদের ঘিরে নিয়ে চলল সৈনিকরা। এই পদযাত্রায় ব্যতিক্রম আনতে হ্যান্সকে আমাদের আগে রাখলাম। ওর মাথায় চাপানো আছে প্রত্যাখ্যাত সেই মিউযিক বক্স। ওটা থেকে 'হোম সুইট হোম'-এর মিষ্টি সুর বের হচ্ছে। হ্যান্সের পর লাঠিতে ইউনিয়ন জ্যাক নিয়ে চলেছে স্টিফেন। তারপর জুলু শিকারীদের মাঝে আছি আমি ও বাবেমবা। আমাদের পেছনে অনিচ্ছুক ভীত স্যামি। সবার শেষে গাধা দুটো নিয়ে মাযিটুরা। গাধা দুটো নিয়ে যেতে বিশেষ ভাবে বলেছে রাজা বাউসি।

শোভাযাত্রাটা দেখবার মতো হলো। পরিস্থিতি এরকম না হলে প্রাণ খুলে হাসতাম, কিন্তু হাসতে পারলাম না। নীরব মাযিটু দর্শকদের মধ্য দিয়ে চলেছি, আমাদের দেখে তারাও কীসের উৎসাহে যেন খানিকটা উজ্জীবিত, আনন্দিত হয়ে উঠল। 'হোম সুইট হোম'-এর সুরটা তাদের কাছে বোধহয় স্বর্গীয় মনে হলো। তবে গাধা দুটোই সম্ভবত সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে যখন ওগুলো ব্র্যাঁ-ব্র্যাঁ করে ডাকল।

'টম আর জেরি কই?' বাবেমবাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না,' জবাবে বলল বাবেমবা। 'মনে হয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্যে ছুটি দেয়া হয়েছে ওদের।'

মনে মনে বললাম, আমাদের ভাল দিকগুলোর সপক্ষে প্রমাণ লুকাচ্ছে ইমবোযউই। এ-ব্যাপারে আর কোনও কথা বললাম না।

একটু পর পৌঁছে গেলাম রাজকীয় ক্রালের ঘেরদেয়া আঙিনায়। অসহায় বোধ করলাম, কারণ আমাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে নিল সৈনিকরা। রাইফেল, রিভলভার তো নিলই, খাপে ভরা ছোরাগুলোও বাদ গেল না। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম ওসব অস্ত্র ছাড়া থাকতে আমরা অভ্যস্ত নই, কিন্তু জবাবে বলা হলো, আইন অনুযায়ী নাচের লাঠি নিয়েও রাজার সামনে যাবার নিয়ম নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাভেভে ও জুলু শিকারিরা বাধা দেবে কি না, ভাবছিল ক্ষণিকের জন্যে আমার মনে হলো গোলমাল বেধে যাবে। কোনও সন্দেহ নেই, লড়াই শুরু হলে পরাজিত হয়ে যাব আমরা সবাই মাযিটুরা আগ্নেয়াস্ত্র খুব ভয় পায়, কিন্তু শত শত মাযিটুর বিরুদ্ধে সামান্য ক'টা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে কী করতে পারব আমরা? মাভেভোকে নির্দেশ দিলাম নিরস্ত্র করাতে যাতে সে বাধা না দেয়। জীবনে এই প্রথমবারের মতো মনে হলো আমার নির্দেশ ও অমান্য করতে যাচ্ছে। একটা কথা চট করে মনে পড়ে যাওয়ায় ওকে বললাম, ওর সাপের বক্তব্য অনুযায়ী ভগিটা আসছে, কাজেই বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে অস্ত্র জমা দিল রাগান্বিত মাভেভো। আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রগুলো নিয়ে গেল মাযিটুরা; কোথায় তা-ও জানি না। এরপর নিজেদের বর্শা আর তীরধনুক জড় করে একপাশে রাখল মাযিটু যোদ্ধারা। শুধু ইউনিয়ন জ্যাক আর মিউযিক বক্স নিয়ে আবার এগোলাম আমরা। মিউযিক বক্সে তখন বাজছে, 'ব্রিটানিয়া রুলস দ্য ওয়েভস্'।

খোলা জায়গাটা পেরিয়ে চওড়া পাতার একরকম গাছের পেছনে বড় একটা ক্রালের সামনে থামলাম আমরা, দেখলাম বাড়ির দরজা থেকে সামান্য দূরে মাঝবয়সী এক রাগী চেহারার ইয়া মোটা লোক বসে আছে টুলে, গলার নীল রঙের চওড়া পাথরের মালাটার কথা বাদ দিলে পরনে বিড়ালের চামড়ার তৈরি নেংটি ছাড়া আর কিছু নেই তার।

'রাজা বাউসি,' ফিসফিস করে বলল বাবেম্বা।

রাজার পাশে কুঁজো, ছোটখাটো লোকটাকে মাটিতে বসে থাকতে দেখলাম। যতই আনুষ্ঠানিকতা দেখাতে গিয়ে মাথায় সাদা রং করুক আর নাকে লালচে রং মাখাক, চিনতে অসুবিধে হলো না পরাজিত জাদুকর ইমবোযউইকে।

রাজার পেছনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পরামর্শদাতারা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নির্দিষ্ট কোনও সংকেত দেয়া হলে, না নির্দিষ্ট কোনও জায়গা পার হবার পর, জানি না, তবে বুড়ো বারেমের সহ সৈনিকরা সবাই একযোগে তারা হাত-পায়ে নেমে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল। বারেমের চাইছিল আমরাও তা-ই করি, কিন্তু এবার তার মতামতকে গুরুত্ব দিলাম না আমি। ভুল করেই জানি, একবার হামাগুড়ি দিতে হলে সবসময়ই হামাগুড়ি দিতে হবে। কাজেই আমার নির্দেশে সবাই ধীরে এগোলাম আমরা, তবে মাথা নত করলাম না। চারপাশে হামাগুড়ি দেয়া মানুষগুলোর মধ্য দিয়ে পৌঁছে গেলাম আমরা বাউসির রাজকীয় সান্নিধ্যে। 'অপূর্ব সুন্দর কালো মানুষ' বলে তাকে মাম্বিটুরা।

দশ

শাস্তি

রাজা বাউসি আর আমরা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের নীরবতায় ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রাজা বাউসি, 'আমি কালো হাতি বাউসি। আমি হাতির মতো বৃংহিত করি! বৃংহিত করি! বৃংহিত করি!'

আন্দাজ করলাম, অপরিচিতদের সঙ্গে এভাবে কথা শুরু করাই মাম্বিটু রাজাদের প্রাচীন রীতি : নির্দিষ্ট একটা সময় নীরব থেকে শান্ত, শীতল গলায় আমি বললাম, 'আমরা সাদা সিংহ, মাকুমাযানা আর ওয়ারেল। আমরা সিংহের মতো নিনাদ করি! নিনাদ করি! নিনাদ করি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি মাড়িয়ে থেঁতলে দিতে পারি,' বলল বাউসি।

'আমরা কামড়ে দিতে পারি,' তাকে জানালাম। যদিও আমার সামরিক ধরণ: নেই শুধুমাত্র একটা ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা দিয়ে কীভাবে কী করা সম্ভব।

'ওটা কী?' পতাকা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল বাউসি।

'ওটা এমন একটা জিনিস, যেটা দিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছায়া ফেলা যায়,' গর্বের সুরে বললাম। মনে হলো কথাটা শুনে বেশ প্রভাবিত হয়েছে বাউসি। তবে কিন্তু বুঝেছে বলে মনে হলো না, কারণ পতাকা যাতে তার ওপর ছায়া ফেলতে না পারে, সেজন্যে তার মাথার ওপর পাম গাছের পাতা দিয়ে তৈরি ছাতা ধরে রাখতে নির্দেশ দিল সে একজন সৈনিককে।

'আর ওটা,' মিউযিক বক্সের দিকে আঙুল তাক করল বাউসি, 'ওটার জীবন নেই, কিন্তু আওয়াজ করছে কেন?'

'ওটা আমাদের যুদ্ধের গান গায়। আমরা ওটা আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, আপনি ফেরত দিয়েছেন। কেন আপনি আমাদের উপহার ফেরত দিয়েছেন, রাজা বাউসি?'

এবার পরিস্থিতি হঠাৎ করেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

'এখানে কেন এসেছেন, সাদামানুষ?' জিজ্ঞেস করল বাউসি। 'আপনাদের দাওয়াত করেনি কেউ। আমার দেশের আইনে এখানে আপনাদের আসার কোনও অনুমতি নেই। এখানে শুধু একজন সাদামানুষেরই আসার অধিকার আছে, সে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে সুস্থ করে তোলে আমার সেই ভাই, ভগিটা। আমি জানি আপনারা কী। আপনারা মানুষ নিয়ে ব্যবসা করেন। এখানে এসেছেন আমার প্রজাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিতে। আমার দেশের সীমান্তে অনেক ক্রীতদাস নিয়ে এসেছিলেন আপনারা, তবে অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়েছেন তাদের। মরতে হবে আপনাদের। মরতে হবে। নিজেদের আপনারা সিংহ বলছেন, বলছেন আপনাদের ওই ন্যাকড়া ছায়া দিয়ে দুনিয়া ঢেকে দিতে পারে, কিন্তু হাড়গোড় মাটিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়বে আপনাদের। ...আর ওই বাক্স, যেটা যুদ্ধের গান গায়, ওটা ভেঙে ফেলব আমি। ওটার প্রভাব আমার ওপর পড়বে না। আপনারা জাদুর বর্ম দিয়ে আমার সেরা জাদুকর ইমবোযতুইকে প্রভাবিত করেছেন, তার চুল পুড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমার ওপর ওসব চলবে না।'

অত মোটা লোক হয়েও অবিশ্বাস্য দ্রুততায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এবার বাউসি, হাতের ঝাপ্টায় হ্যান্সের মাথার ওপর থেকে মিউযিক বক্সটা ফেলে দিল। মাটিতে পড়ে সামান্য একটু গুঞ্জন তুলে থেমে গেল মিউযিক বক্স।

'ওদের জাদুকে পিষে ফেলুন, কালো হাতি,' ককিয়ে উঠল ইমবোযতুই। 'মেরে ফেলুন ওদের, কালো রাজা! পুড়িয়ে দিন ওদের, যেভাবে ওরা আমার চুল পুড়িয়ে দিয়েছে!'

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে দেরি হলো না আমার। বাউসিকে দেখে মনে হলো তক্ষুনি সে তার সৈনিকদের নির্দেশ দেবে আমাদের মেরে ফেলতে। তড়িঘড়ি করে বললাম, 'রাজা, আপনি একজন সাদামানুষের কথা বলেছেন। ডগিটা তার নাম। সে জাদুকরদের সেরা জাদুকর। সে আপনাকে ছুরির খোঁচায় সারিয়ে তুলেছে, আর আপনি তাকে নিজের ভাই করেছেন। সে কিন্তু আমাদেরও ভাই। তারই দাওয়াত পেয়ে এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা। সে এখানে আসছে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।'

'ডগিটা যদি আপনাদের বন্ধু হয়, তা হলে আপনারা আমারও বন্ধু,' বলল বাউসি। 'কারণ এই দেশে সে আমারই মতো করে শাসন করে, আমার শিরায় বইছে তার রক্ত, তার শিরায় আমার। কিন্তু মিথ্যা বলছেন আপনি। ডগিটা কোনও ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীর ভাই নয়। তার হৃদয় সাদা, কিন্তু আপনাদের হৃদয় নোংরা। আপনি বলেছেন সে আপনাদের সঙ্গে এখানে দেখা করবে। কখন দেখা করবে? বলুন! সময়টা যদি বেশি দূরে না হয়, তা হলে আমি আমার হাত সামলে রাখব। আপনাদের মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে সে কী বলে শোনার জন্য

www.BanglaBook.org

অপেক্ষা করব। আর যদি সে আপনাদের সম্বন্ধে ভুল কথা বলে, তা হলে মরবেন না আপনারা।'

দ্বিধায় পড়ে গেলাম আমি। ভেবে বের করতে চাইলাম এমন একটা উত্তর, যেটা বাউসির কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, আবার আমরাও ফেঁসে যাব না। বাকচাতুরি দিয়ে রক্ষা পাব এমন একটা কিছু খুঁজছি, আমাকে বিস্মিত করে মাভোভো এগিয়ে এসে রাজা বাউসির সামনে দাঁড়াল।

'কে তুমি?' চিৎকার করে উঠল রাগান্বিত বাউসি।

'গায়ের কাটা দাগ নিশ্চয়ই বলছে আমি একজন যোদ্ধা, রাজা বাউসি,' বলল মাভোভো। বুক ও নাকের ফুটোয় বর্শার ক্ষতচিহ্ন দেখাল ও। 'আমি এমন এক জাতির সর্দার, যে জাতি থেকে আপনার জাতির জন্ম হয়েছে। আমার নাম মাভোভো। আমি লড়তে প্রস্তুত। আপনার যে-কোনও যোদ্ধার নাম বলুন, আমি তার সঙ্গে লড়াই করে তাকে খুন করব। যদি আপনি নিজে লড়তে চান, তা হলে তাতেও আমার কোনও আপত্তি নেই। এখানে এমন কেউ কি আছে যে মরতে চায়?' কেউ জবাব দিল না। দেবার কথাও না। বিরাট প্রশস্ত বুক নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে জুলু যোদ্ধা দুঃসাহসী মাভোভো, দেখে মনে হচ্ছে দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে সম্মুখ সমরে তাকে হারাতে পারে। 'আমিও একজন জাদুকর,' বলল মাভোভো। 'যেসব মহাজাদুকর সমস্ত দূরত্ব পার হয়ে ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে সবকিছু পড়ে ফেলতে পারে, আমি তাদের সেরাদের একজন। কাজেই সিংহ-হৃদয় বিচক্ষণ সাদামানুষ মাকুমাযানকে যে প্রশ্ন আপনি করেছেন, তার জবাব আমিই দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমিই হবো তাঁর মুখ, আমিই জবাব দেব। যে সাদামানুষ ডগিটার রক্ত আর আপনার রক্ত এক, যে ডগিটার নির্দেশ মাযিটুদের এদেশে আপনার নির্দেশের মতোই পালন করা হয়, সেই ডগিটা আজ থেকে দু'দিন পর সূর্যাস্তের সময় এখানে পা রাখবেন। ...যা বলার বলে দিলাম আমি।'

রাজা বাউসি চোখে প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু বলতেই হবে, কাজেই বললাম, 'হ্যাঁ, আজ থেকে দু'দিন পরে সূর্যাস্তের আধঘণ্টা পর ডগিটা এখানে পা রাখবেন।' কেন জানি ওই আধঘণ্টা সময় বাড়তি নিতে মনে মনে জোর তাগিদ অনুভব করলাম। পরে ওই আধঘণ্টা সময় আমাদের সবার প্রাণ বাঁচিয়েছিল

ইমরোযউই ও কনা সেনাপতি বারেমবার সঙ্গে এবার পরামর্শ করল রাজা বাউসি। আমরা চুপচাপ তাদের আলাপ শুনলাম। বুঝতে পারছি আলাপের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে আমাদের সবার জীবন।

কিছুক্ষণ পর রাজা বাউসি বলল, 'সাদামানুষ, এদেশের জাদুকরদের সেরা ইমরোযউই বলছে, যেহেতু আপনাদের অন্তর খারাপ, আমার প্রজাদের ক্ষতি করতে চান আপনারা, তাই এখনই মেরে ফেলা উচিত আপনাদের। আমিও তার সঙ্গে একমত। কিন্তু আমার সেনাপতি বারেমবা অন্য কথা বলছে। ও আমার নির্দেশ মতো আপনাদের খুন করেনি বলে ওর ওপর রেগে আছি আমি, ওর উচিত ছিল ক্রীতদাসদের নিয়ে আমার দেশের সীমান্তে আসামাত্রই আপনাদের শেষ করে দেয়া সে যা-ই হোক, ও অনুরোধ করছে, আমি যেন আমার হাতটা একটু সামলে রাখি। এর প্রধান কারণ আপনারা ওকে জাদু করে এমন করেছেন যে, আপনাদের ও পছন্দ করে ফেলেছে। দ্বিতীয় যে-কারণে এখনই আপনাদের আমি খুন করব না, সেটা হচ্ছে, ডগিটার দাওয়াত পেয়েই যদি আপনারা এসে থাকেন– যদিও আমি জানি আপনারা মিথ্যে বলছেন– তা হলে ডগিটা এখানে এসে আপনাদের লাশ দেখলে কষ্ট পাবে তখন তো ও আর আপনাদের জীবিত করতে পারবে না। এখন কথা হচ্ছে, আপনারা একটু আগেই লাশ হন বা একটু পরে, তাতে এমন কিছুই এসে যাবে না, কাজেই আগামী পরশু সূর্যাস্ত পর্যন্ত আপনাদের আমি বন্দি করে রাখার নির্দেশ দিচ্ছি, পরশু বাজারে নিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হবে আপনাদের, অন্ধকার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। আপনারা

www.BanglaBook.org

বলছেন ভাগিটা সে-সময় আসবে। যদি সে আসে, আর আপনাদেরকে নিজের ভাই বলে স্বীকার করে, তা হলে ভাল। যদি সে না আসে, বা আপনাদেরকে নিজের ভাই বলে স্বীকার না করে, তা হলে তারের আঘাতে মরতে হবে আপনাদের সবাইকে। এই বিচারের ফলে অন্যান্য ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা মন্টিতু এলাকায় আসার আগে দশবার চিন্তা করবে।'

ভয়াবহ এই ঘোষণা চুপ করে শুনলাম আমি, তারপর বললাম, 'রাজা, আমরা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী নই। আমরা মানুষকে মুক্ত করি। আপনার নিজের লোক টম বা জেরি এ-কথা বলবে আপনাকে।'

গা ছাড়া ভাবে বাউসি জিজ্ঞেস করল, 'টম আর জেরি কে? এরা যে-ই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সন্দেহ কী যে এরাও আপনাদের মতোই মিথ্যুক? আমার রায় দেয়া হয়ে গেছে।' এবার সৈনিকদের নির্দেশ দিল বাউসি। 'নিয়ে যাও এদের। ঠিকমতো খেতে দিয়ো। আজকে থেকে দু'দিন পর সূর্য ডোবার একঘণ্টা আগে পর্যন্ত অতিথিদের ক্রালে বন্দি করে রাখবে সবাইকে।'

আমাদের আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কুঁজো জাদুকর ইমবোযতিই ও পরামর্শদাতাদের নিয়ে বিরাট ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল এবার রাজা বাউসি।

দ্বিগুণ সৈনিকের প্রহরায় ফিরে চললাম আমরা। সৈনিকদের দায়িত্বে যে আছে তাকে আগে কখনও দেখিনি। ক্রালের দরজার কাছে এসে আমাদের অস্ত্রগুলো ফেরত চাইলাম। জবাবে কিছু বলা হলো না, তবে কাঁধে হাত রেখে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের।

'চমৎকার পরিস্থিতি,' ফিসফিস করে বললাম স্টিফেনকে।

'কিছু যায় আসে না,' বলল স্টিফেন। 'কুটিরে আরও অনেক অস্ত্র আছে। শুনেছি গুলিকে ভীষণ ভয় পায় মাযিটুরা। দরকার হলে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা। ভয়ে পালাবার পথ পাবে না মাযিটুরা।'

তর্কে যাবার মতো মানসিকতা নেই বলে কথা আর বাড়ালাম না।

www.BanglaBook.org

একটু পরে পৌঁছে গেলাম আমাদের কুটিরগুলোয়। এখানে আমাদের ছেড়ে দিয়ে বেড়ার বাইরে ক্যাম্প করল সৈনিকরা।

দেরি না করে যে-কুটিরে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা হয়েছে, সেটাতে গিয়ে ঢুকল যুদ্ধংদেহী স্টিফেন। একটু পর যখন বের হলো, দেখলাম ওর মুখটা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার।

'কী ব্যাপার?' বিষণ্ন সুরে বলল স্টিফেন। 'মাযিটুরা আমাদের সব অস্ত্র-গোলাগুলি চুরি করে নিয়ে গেছে।'

কী করবার আছে? পাঠক, কল্পনা করুন আমাদের মানসিক অবস্থা! আর দু'দিনের খানিকটা বেশি সময় অবশিষ্ট রয়েছে আমাদের আয়ু। পাগলাটে বুড়ো ব্রাদার জন যদি আফ্রিকার এই দুর্গম অঞ্চলে ঠিক সময়মতো না আসে, তা হলে তীরবিদ্ধ হয়ে মরতে হবে আমাদের। ব্রাদার জন বেঁচে আছে কি না তা-ই বা কে জানে! বেঁচে থাকলেই সে যে এখানে আসবে তারই বা নিশ্চয়তা কী! আমরা শুধু আশা করতে পারি সে আসবে। কিন্তু আশাটাই বা করব কীভাবে! এক কাফ্রি জাদুকর বলছে ব্রাদার জন আসবে। তার কথা ঠিক হবে সে-নিশ্চয়তা আছে? নেই। কাজেই আমি ব্রাদার জনের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পালাবার উপায় খুঁজতে শুরু করলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তা করেও এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার মতো কোনও বুদ্ধি মাথায় এলো না। এমনকী চতুরের শিরোমণি বুড়ো হ্যান্সও কোনও পথ বাতলাতে পারল না।

হাজার হাজার মাযিটুর ঘেরাওয়ের মাঝে নিরস্ত্র অবস্থায় বন্দি হয়ে গিয়েছি আমরা। একমাত্র বাবেমবা ছাড়া সবাই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী ভাবছে আমাদের। বদরাগী রাজা বাউসির মনোভাবও আমাদের প্রতি বিরূপ। হাড়ে হাড়ে বুঝছি, ব্রাদার জনকে ছাড়া এই অভিযানে আসা বোকামি হয়েছে। মাযিটুদের দেশে ঢুকে পড়া ছিল তার চেয়েও বড় গাধামি। ওসব যদি বাদও দিই, মাতবরি করতে গিয়ে মাযিটুদের প্রধান জাদুকর প্রতাপশালী ইমবোযউইকে মহাশত্রু বানিয়ে ফেলেছি

www.BanglaBook.org

আমি। অলৌকিক কিছু না ঘটলে বাঁচার আশা নেই আমাদের কারও।

প্রার্থনার ফাঁকে মৃত্যুর জন্যে মনটাকে তৈরি করে নেয়া ছাড়া কিছু করবার আছে বলে মনে হলো না।

মাভোভোকে অবশ্য বেশ হাসিখুশি দেখলাম। জাদুর সাপের ওপর ওর অগাধ বিশ্বাস দেখে ঈর্ষাই হলো। মাভোভো বলল, আমরা চাইলে আবার জাদুবিদ্যা কাজে লাগাতে পারে সে, প্রমাণ করে দিতে পারে তার বক্তব্যে ভুল নেই কোনও। বিশ্বাস করি না ওসব বুজরুগি, কাজেই নিষেধ করে দিলাম। অন্য কারণে নিষেধ করল স্টিফেন। জাদুবিদ্যা কাজে লাগিয়ে যদি এবার ভিন্ন ফল পাওয়া যায়, সেই ভয়টা কাজ করল ওর মধ্যে। জুলু শিকারীরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে। কিন্তু স্যামির মধ্যে কোনও দ্বিধা নেই, নেকড়ের মতো প্রলম্বিত কান্না শুরু করল ও। তারই ফাঁকে খাবার রাঁধল। ওর রান্না এত খারাপ হলো যে মুখে তোলা গেল না। শেষে হ্যান্সকে রান্নার দায়িত্ব দিতে বাধ্য হলাম। মনটা এত খারাপ যে খিদে নেই বললেই চলে, তারপরও শরীরে শক্তি বজায় রাখতে কিছু তো খেতে হবে।

'খেয়ে কী হবে, মিস্টার কোয়াটারমেইন,' কাঁদতে কাঁদতে বলল স্যামি। 'খাবার হজম করার সময়টুকুও তো পাব না আমরা।'

প্রথম রাতটা কোনওমতে কেটে গেল। কেটে গেল দ্বিতীয় দিন ও পরের রাতটাও। এলো আমাদের জীবনের শেষ সকাল। ভোরে উঠে সূর্যোদয় দেখলাম। আগে কখনও এভাবে খেয়াল করে দেখিনি সূর্যোদয় কী অদ্ভুত সুন্দর। জীবনের শেষ সূর্যোদয়কে বিষাদের সঙ্গে বিদায় জানালাম। জানি না মরণের কালো আঁধার আসবার পর এরচেয়েও সুন্দর সূর্যমণ্ডিত কোনও ভোর দেখতে পাবো কি না।

আবার কুটিরে ঢুকলাম, দেখলাম শীতকালের কাছিমের মতো গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে স্টিফেন। ওর স্নায়ু বোধহয় জলহস্তির মতোই শক্ত। অন্তর দিয়ে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলাম আমি, সমস্ত পাপের জন্যে ক্ষমা চাইতে শুরু করলাম তাঁর কাছে। তারপর এত

www.BanglaBook.org

পাপ করেছি যে শেষে সবগুলোর জন্যে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব নয় বুঝে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। মনটাকে শান্ত করতে ওল্ড টেস্টামেন্ট খুলে পড়তে শুরু করলাম, কিন্তু পড়তে গিয়ে, সান্ত্বনা পেলাম না ওতে কোনও। ভাবতে শুরু করলাম ঘুমাচ্ছে কী করে স্টিফেন। শেষে ওর এই নিরুদ্বিগ্ন আচরণের কারণ খুঁজে না পেয়ে আমাদের অভিযানের খরচের হিসাব হালনাগাদ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

হিসেব করে দেখলাম, অভিযান শুরু করবার পর এপর্যন্ত এক হাজার চারশো তেইশ পাউন্ড খরচ হয়ে গেছে। এত টাকা খরচের ফলাফল: খুঁটিতে বেঁধে তীরবিদ্ধ করে মারা হবে আমাদের। কেন? কারণ একটা দুর্লভ অর্কিড সংগ্রহ করতে এসেছিলাম আমরা! বুঝলাম, যদি কোনওভাবে বেঁচে যাই, বা এমন কোথাও আমার জন্ম হয়, যেখানে ওই ফুল জন্মায়, তা হলে ভুলেও ওই ফুলের দিকে তাকাব না আমি।

একসময় ঘুম ভাঙল স্টিফেনের। খবরের কাগজে যেরকম পড়ি, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দাগী আসামীর মতো গোগ্রাসে নাস্তা খেল ও। 'দুশ্চিন্তা করে কী লাভ?' খাওয়া শেষে অলস ভাবে জিজ্ঞেস করল। 'আমার বুড়ো বাপটা না থাকলে কোনও চিন্তাই করতাম না। মরতে তো একদিন হবেই। সেই দিনটা যত তাড়াতাড়ি আসে, যত তাড়াতাড়ি আমি চিরতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারি, ততই ভাল। ভাবলে বোঝা যায় ঘুম কতটা সুবিধেজনক। একমাত্র ওই সময়টাতেই মানুষ সত্যিকারের আনন্দে থাকে। তারপরও বলব, মরার আগে ওই সাইপ্রিপেডিয়ামটা দেখতে পেলে খুশি হতাম।'

'মরুক তোমার সাইপ্রিপেডিয়াম!' বলে রেগেমেগে কুটির থেকে বেরিয়ে এলাম। রাগ আরও বাড়ল স্যামির একটানা গোঙানি শুনে। শেষে ধমক দিয়ে বললাম, ও যদি গোঙানি না থামায়, তা হলে ওর মাথায় ঘুসি মারব।

'এরকমটা হবে তা কে জানত, কোয়ার্টারমেইন,' স্টিফেনকে বলতে শুনলাম। নিষ্কম্প হাতে পাইপ ধরাচ্ছে ও।

www.BanglaBook.org

সকালটা খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল। তিনটার খানিক পর এলো বারেমবা। তাকে দেখে এত হাসিখুশি মনে হলো যে, আমি ভেবে বসলাম বুঝি তার কোনও খবর নিয়ে এসেছে সে আমাদের জন্যে। হয়তো আমাদের শাস্তি রদ করে দিয়েছে রাজা, বা ব্রুনার জন সত্যি সত্যি চলে এসেছে। চলে এসেছে সময়ের আগেই।

কী ভুলই না ধারণা করলাম! বারেমবা জানাল, গুপ্তচর পাঠিয়েছিল সে, তারা ফিরে এসে জানিয়েছে, একশো মাইলের মধ্যে তার টিকিটিও নেই! শুধু তা-ই নয়, শয়তান ইমবেযাইয়ের প্ররোচনায় আমাদের ওপর ক্রমেই আরও খেপে উঠছে কালো হাতি বাওসি। সন্ধ্যায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। আর এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবার জন্যে খুঁটি পোঁতা ও কবর খুঁড়বার দায়িত্ব বারেমবাকেই দেয়া হয়েছে। আর বারেমবা এসেছে আমরা কতজন সেটা আরেকবার দেখে নিশ্চিত হতে যে, হিসেবে কোনও ভুল হয়নি তার!

বারেমবা জানাল, যদি সঙ্গে করে কবরে কিছু নিতে চাই আমরা, তা হলে যেন সেটা তাকে দয়া করে দেখিয়ে দিই; সে ব্যক্তিগতভাবে খেয়াল রাখবে জিনিসটা যেন কবরে দেয়া হয়। বারেমবা আরও বলল, আমাদের মৃত্যুটা দ্রুতই ঘটবে, তাতে ব্যথাও বেশি পেতে হবে না, কারণ, বেযা শহরের সেরা তীরন্দাজদের নিজে বাছাই করেছে সে! তারা নাকি প্রায় কখনোই লক্ষ্যচ্যুত হয় না, এত দ্রুত তাদের তীর ছুটে যায় যে বাফেলোর পুরু চামড়া ভেদ করে মাংসে গেঁথে যায় তীরের গোড়া!

এসব সুখবর দেয়ার পর অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ বকবক করল বারেমবা, জানতে চাইল আমরা মারা যাবার পর তাকে দিতে চাওয়া জাদুর বর্ম কোথায় পাবে সে। ওটা নাকি পারিবারিক সম্পদ হিসেবে সবসময় যত্ন করে রাখবে– ইত্যাদি। কথা শেষ হলে মাভোভোর সঙ্গে সামান্য নস্যি নিয়ে তারপর বিদায় হলো কালা সেনাপতি। অবশ্য যাবার আগে বলে গেল, ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে আসতে ভুল হবে না তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিকেল চারটে বাজল। অবশ্য সাক্ষিকে দেখে মনে হলো আরও অনেক বেশি বাজে। নিজে খানিকটা চা বানাল স্টিফেন। দুধ দেয়ায় চায়ের স্বাদটা চমৎকার লাগল। তবে একটু পরে চায়ের স্বাদের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। মন থেকে বিদায় নিল সমস্ত আশা।

একটা কুটিরে ঢুকলাম শেষসময়ে ভদ্রলোকের মতো বিদায় নেবার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। প্রায়ান্ধকারে একা বসে কিছুক্ষণ পর মনটা খানিক শান্ত হলো আমার।

চিন্তা করে দেখলাম, আসলে বেঁচে থেকে লাভ কী। বাবা-মাকে দেখতে চাই আমি আবার। তার চেয়েও বেশি দেখতে চাই সেই দুই মহিলাকে, যাদের কথা আমার অভিযানের কাহিনিগুলো যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন। আমার ছেলেটাকেও দেখতে ইচ্ছে হলো। তবে এটাও জানি, বন্ধু খুঁজে নিতে পারবে ও, তা ছাড়া, ওর জন্যে যথেষ্ট সহায়-সম্পত্তি রেখে যাচ্ছি আমি। জীবনের পথে চলতে কোনও কষ্ট হবে না ওর।

হয়তো আমার জন্যে চিরতরে চলে যাওয়াটাই ভাল। বেঁচে থাকলে তো আরও অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে, আরও অনেক মানুষের সঙ্গে বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ ঘটবে। মরণের পর কী ঘটবে আমার জানি না আমি, তবে একটা কথা জানি, নিঃশেষিত হয়ে যাব না, কিংবা স্টিফেন যেমন বলেছে তেমন করে চিরঘুমে তলিয়ে যাব না।

চিঠি লিখলাম কয়েকজনকে; মনে মনে আশা করলাম, কখনও কোনওভাবে অনেক হাত ঘুরে হয়তো পৌঁছে যাবে ওগুলো গন্তব্যে—যদিও জানি, তা হবার নয়।

এরপর ব্রাদার জনের কথা ভাবতে শুরু করলাম। গত কয়েকদিনের মতো আবারও মনে প্রশ্নটা এলো: বেঁচে আছে ব্রাদার জন?

ভাবনা-চিন্তা শেষ হবার আগেই হাজির হয়ে গেল বারেমবা। আমাদেরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে সৈনিকসহ এসেছে সে। হ্যান্স

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসে বারেমবার শুভ আগমনীবার্তা জানাল বুড়ো হটেন্টট আমার হাত ধরে নাড়ল, ছেঁড়া কোটের হাতায় চোখের জল মুছে বলল, 'ও বাস, এটাই আমাদের শেষযাত্রা। আপনি মরে যাচ্ছেন, বাস। দোষটা পুরোপুরি আমার। বিপদ এড়ানোর বুদ্ধি বের করতেই আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন আপনি, কিন্তু কোনও বুদ্ধিই এলো না আমার মাথায়। মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে আমার, বাস। বাস, শুধু যদি ইমবোযউইয়ের ঋণটা শোধ করতে পারতাম কোনওভাবে! মরবার পর যদি ভূত হয়ে ফিরে আসতে হয়, তা হলেও ওকে দেখে নেব আমি। শোধ নেবই নেব বাস, আপনি তো জানেন আপনার যাজক বাবা বলেছেন, মরার পর আগুনের মতো নিভে যাই না আমরা, অন্য কোথাও ঠিকই জ্বলতে থাকি। প্রার্থনা করি, যাতে আপনি আমি একসঙ্গে জ্বলতে পারি, বাস। ...আপনার জন্যে সামান্য একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, বাস।' বিশ্রী একটা গোলমতো কী যেন বের করল হ্যান্স এবার, দেখে মনে হলো ঘোড়ার লোম দিয়ে তৈরি গোলক। নরম গলায় বলল, 'এটা যদি গিলে নেন, তা হলে কিছুই আর টের পাবেন না। আমার দাদার দাদা এটা পেয়েছিল তার পূর্বপুরুষের আত্মার কাছ থেকে। এটা গিলে নিলে আপনার মনে হবে প্রচুর মদ গিলে ঘুমিয়ে পড়ছেন। একটুও কষ্ট হবে না মরতে।'

'না, হ্যান্স,' নিলাম না জিনিসটা। 'আমি চোখ খোলা রেখে মরতে চাই।'

'আমিও তা-ই চাইতাম, বাস, যদি মনে করতাম চোখ খুলে রেখে কোনও লাভ আছে। কিন্তু নেই কোনও লাভ। এখন আর আমি ওই কালো বুদ্ধু মাভোভোর সাপের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। ওটা যদি অত কাজের সাপই হতো, তা হলে ওকে আগেই বলে দিত বেযা শহর থেকে দূরে থাকতে। কাজেই এই বড়িগুলোর একটা আমি খাব, আরেকটা দেব বাস স্টিফেনকে।' কথা শেষ করে বড়িটা মুখে পুরল হ্যান্স, কষ্টেসৃষ্টে গিলে ফেলল। দেখে মনে হলো বাচ্চা কোনও টার্কি তার কণ্ঠনালীর ফুটোর তুলনায় অনেক বড় কোনও দানা গিলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনতে পেলাম স্টিফেন ডাকছে আমাকে। ইমরোয়উইয়ের বাপ-মা তুলে গাল দিচ্ছে হ্যান্স, ওকে কুটিরে রেখে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

'আমাদের বন্ধু বলছে যাবার সময় হয়েছে,' কাঁপা গলায় বলল স্টিফেন, মাথা কাত করে বাবেমবাকে দেখাল

হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বাবেমবা, ভাব দেখে মনে হলো আমাদেরকে বিয়েবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে।

'হ্যাঁ, সাদা সর্দার, সময় হয়ে গেছে,' বলল সে। 'তাড়াতাড়ি এলাম, যাতে অপেক্ষায় থাকতে না হয় আপনাদের। দুর্দান্ত একটা অনুষ্ঠান হবে ওখানে, কারণ বেযার সবাই তো উপস্থিত থাকবেই, দূরদূরান্ত থেকেও লোক আসবে, তারওপর আপনাদের সম্মান জানাতে কালো হাতি বাউসি স্বয়ং ওখানে উপস্থিত থাকবেন।'

'চুপ করো বুড়ো নির্বোধ,' ধমক দিলাম আমি। 'হেসো না। তুমি যদি ভণ্ড বন্ধু না হতে, তা হলে এই বিপদ থেকে কোনও না কোনওভাবে ঠিকই উদ্ধার করতে আমাদের। তা তুমি করোনি। অথচ তুমি ভাল করেই জানো আমরা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী নই, বরং যারা ওরকম জঘন্য ব্যবসা করে, তাদের শত্রু।'

'সাদা সর্দার,' আহত গলায় বলল বাবেমবা, 'বিশ্বাস করুন, আমি হাসছি শুধু আপনাদের শেষযাত্রায় খানিকটা আনন্দ দিতে। আমার ঠোঁট হাসছে, কিন্তু আমার অন্তর কাঁদছে। আমি জানি আপনারা ভাল মানুষ, রাজা বাউসিকে তা বলেওছি, কিন্তু আমার কথা উনি বিশ্বাস করেননি, উনি মনে করেন আপনারা আমাকে ঘুষ দিয়ে কিনে নিয়েছেন। জাদুকরদের সর্দার অশুভ অন্তরের ইমরোয়উইয়ের বিরুদ্ধে কিইবা করতে পারি আমি? ওই শয়তানটার চেয়ে আপনাদের জাদু শক্তিশালী হওয়ায় দিনরাত রাজার কানে ফুসমন্তর দিয়েছে সে, বলেছে রাজা যদি আপনাদের খুন না করেন, তা হলে হয় আমাদের মাযিটুদের সবাইকে মরতে হবে, নইলে দাসত্ব বরণ করে নিতে হবে। আপনারা নাকি বিরাট এক সৈন্যবাহিনীর আগে আগে এসেছেন তাদের পথ দেখাতে। গতরাতে জাদু করতে বসেছিল ইমরোয়উই,

www.BanglaBook.org

মন্ত্রপড়া পানিতে আরও অনেক কিছুই নাকি সে জেনেছে রাজার ধারণা হয়েছে ওই মন্ত্রপড়া পানিতে নিজের চোখে অনেক কিছু দেখেছেন তিনিও আমি তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়েছিলাম, অথচ ওই জাদুর পানিতে ইমবোযউইয়ের শয়তানী ভরা কুৎসিত চেহারাটাই শুধু দেখেছি। ইমবোযউই আরও বলেছে, তার আত্মা তাকে বলেছে যে রাজার রক্তের ভাই ডগিটা মারা গেছেন, কখনোই আর বেয়ায় আসবেন না উনি। ...আমি আমার সাধ্যমতো করেছি, সাদা সর্দার। মাকুমাযানা, আপনার হৃদয়ে আমার প্রতি কোনও খারাপ অনুভূতি রাখবেন না, মরার পর তাড়া করে ফিরবেন না আমাকে। আপনাকে আমি কথা দিতে পারি, যদি কখনও ওই ইমবোযউইয়ের বিরুদ্ধে কোনও সুযোগ পাই– যদিও জানি পাবো না, তার আগেই বিষ খাওয়াবে ও আমাকে– ঠিকই শোধ নেব আমি। আপনাদের মতো তাড়াতাড়ি মরবে না ও।'

বিড়বিড় করে বললাম, 'আমি নিজে ওকে খুন করতে পারলে তবে শান্তি পেতাম।' বুঝতে পারছি বুড়ো বাবেমবা সত্যি কথাই বলেছে, কাজেই ওর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিলাম। এবার আমার লেখা চিঠিগুলো ওর হাতে দিয়ে বললাম, যদি পারে তা হলে যেন ওগুলো সাগরতীরে পৌঁছে দেয় সে।

এরপর শুরু হলো আমাদের শেষ পদযাত্রা। জুলু শিকারীরা ইতিমধ্যেই বেড়ার বাইরে চলে গেছে, মাটিতে বসে নস্যি নেয়ার ফাঁকে গল্পগুজব করছে। বুঝলাম না ওদের এই নিশ্চিন্ত মনোভাবের কারণ কী মাভোভোর জাদুর সাপ, না ওদের জাতির সত্যিকারের দুর্দমনীয় পৌরুষ।

ওরা যখন আমাকে দেখল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সবাই ডানহাত তুলে বলল, 'ইনকৃসি! বাবা! ইনকৃসি! মাকুমাযানা!' তারপর মাভোভোর সঙ্কেত পেয়ে জুলু যুদ্ধসঙ্গীত গাইতে শুরু করল ওরা, মৃত্যুখুঁটি পর্যন্ত গানটা গাইল জুলু শিকারীরা। গাইল স্যামিও, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের গান।

www.BanglaBook.org

'চুপ করো!' শেষে ওকে ধমক দিলাম। 'পুরুষের মতো মরতে পারবে না?'

'না, অবশ্যই না, মিস্টার কোয়াটারমেইন,' জবাব দিল ও। এবার অন্তত বিশটা ভাষায় ক্ষমাপ্রার্থনা করে হাউমাউ শুরু করল সে।

আমি আর স্টিফেন পাশাপাশি হেঁটে এসেছি। স্টিফেনের হাতে ইউনিয়ন জ্যাক। কেউ ওটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেনি। মাযিটুরা বোধহয় মনে করেছে পতাকাটা স্টিফেনের কোনও ধরনের সাজ। বেশি কথা হলো না আমাদের মাঝে। স্টিফেন শুধু একবার বলল, 'আর কী বলব, অর্কিডের প্রতি ভালবাসা অনেক মানুষকেই শেষে বিপদে ফেলেছে। ভাবছি বাবা আমার অর্কিডের সংগ্রহ যত্ন করে রাখবে, না বিক্রি করে দেবে।' এ-কথার পর চুপ হয়ে গেল স্টিফেন। যেহেতু জানি না ওর সংগ্রহের কী হবে, আর যা খুশি হোক তাতে আমার কিছু যায় আসে না, কাজেই কোনও কথা বললাম না।

বেশিদূর হাঁটতে হলো না আমাদের, মনে হলো আরও অনেকদূর হাঁটতে হলে খুশি হতাম। সৈনিকদের দেখানো পথে একটা গলি ধরে কিছুদূর যাবার পরেই হঠাৎ পৌঁছে গেলাম বাজারে। হাজারো মানুষ দেখলাম। সবাই জড় হয়েছে আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেখতে। সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড় করানো হয়েছে তাদের। মাঝখানে চওড়া একটা পথ, চলে গেছে বাজারের দক্ষিণ ফটক পর্যন্ত। বোধহয় এত লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্যেই পথটা খোলা রাখা হয়েছে।

হাজার হাজার মানুষ সম্মানসূচক পিনপতন নীরবতায় দেখল আমাদের। তবে স্যামির নেকড়ের ডাক শুনে তাদের কেউ কেউ হাসল না তা নয়। জুলুদের যুদ্ধ-সঙ্গীত অনেকেরই শ্রদ্ধা কেড়ে নিল।

বাজারের একমাথায়, জায়গাটা রাজার প্রাসাদের কাছেই, পনেরোটা মাটির ঢিবির ওপর পুঁতে রাখা হয়েছে সমান সংখ্যক শক্ত খুঁটি। ঢিবিগুলো তৈরি করা হয়েছে, যাতে মৃত্যুদণ্ড ঠিক মতো দেখতে পায় দর্শকরা। ঢিবির মাটিগুলো এসেছে নতুন খনন করা পনেরোটা কবর থেকে। পরে গুনে দেখলাম ওখানে সতেরোটা খুঁটি আছে। দু'পাশের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুটো আকারে অনেক বড়। ওগুলো গাধা দুটোর জন্যে। ওগুলোকেও তীরবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে।

কুঁড়েগুলোর সামনের একচিলতে ফাঁকা জায়গায় বহু সৈনিক মিলে এখানেই জড় হয়েছে রাজা বাউসি, তার পরামর্শদাতারা, তার প্রধান কয়েকজন স্ত্রী ও বিদঘুটে রং মাখা সং ইমবোযউই। এখানে আরও দেখলাম পঞ্চাশ-ষাটজন তীরন্দাজকে। ধনুকে ছিলা পরানো হয়ে গেছে তাদের, তীরেরও অভাব নেই। এদের কাজটা কী সেটা বুঝতে দেরি হলো না।

পাশ কাটানোর সময় বললাম, 'রাজা বাউসি, আপনি একটা খুনি। স্রষ্টা এই অপরাধের জন্যে আপনাকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন। আমাদের রক্ত যদি ঝরে, শীঘ্রি মারা যাবেন আপনিও। মরার পর আমাদের সঙ্গে যখন দেখা হবে, তখন আমাদের ক্ষমতা থাকবে অনেক। আর আপনার প্রজারা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

আমার কথাগুলো শুনে বোধহয় ভয় পেল লোকটা, কারণ সে বলল, 'আমি কোনও খুনি নই। আপনাদের শাস্তি দিচ্ছি কারণ মানুষ নিয়ে ব্যবসা করেন আপনারা। তার চেয়ে বড় কথা, আমি এই রায় দিইনি, রায়টা দিয়েছে এখানে বসা জাদুকরদের সেরা ওই ইমবোযউই। ও আপনাদের সম্বন্ধে সবই বলেছে আমাকে, জানিয়েছে, ডগিটা যদি আপনাদের বাঁচাতে না আসে, তা হলে মরতেই হবে আপনাদের। ডগিটা যদি আসে, আর আপনাদের পক্ষে কথা বলে—যদিও আসতে পারবে না, কারণ মারা গেছে ও—তা হলে আমি ধরে নেব ইমবোযউই একটা শয়তান মিথ্যুক। সেরকম হলে আপনাদের বদলে ইমবোযউই মরবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' ইঁদুরের মতো কিচকিচ করে উঠল বজ্জাত ইমবোযউই, 'নকল জাদুকরের কথা মতো ডগিটা যদি আসেন,' মাভোভোকে দেখাল সে আঙুল তাক করে, 'তা হলে সাদা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের বদলে মরতে আমি খুশিমনে রাজি। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই তখন তীর মেরে খুন করবেন আমাকে।'

www.BanglaBook.org

'রাজা, ওর কথাগুলো মনে রাখবেন,' গম্ভীর, ভারী স্বরে বলল মাভোভো, 'আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, সবাই ওর কথাগুলো মনে রাখবেন। ডগিটা এলে ওর কথামতো কাজ হবে কে।'

'মনে থাকবে আমার,' বলল রাজা বাউসি। 'আর প্রজাদের পক্ষ থেকে আমার মায়ের নামে শপথ করে বলছি, ডগিটা যদি আসে, তা হলে ইমবোযউইয়ের কথাগুলো বাস্তবে রূপ নেবে।'

'ভাল,' শান্ত গলায় বলল মাভোভো, তারপর ওকে যে খুঁটিটা দেখানো হলো, সেটা ঘেঁষে দাঁড়াল। তবে তার আগে ইমবোযউইকে পাশ কাটানোর সময় ফিসফিস করে কী যেন বলল ও।

দেখলাম শয়তানের চ্যালাটা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। চমকে শিউরে উঠল ইমবোযউই। তবে সামলেও নিল চটজলদি, কারণ মিনিটখানেক পরে খুঁটির সঙ্গে আমাদের বাঁধবার দায়িত্ব যাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আদেশ-নির্দেশ দিতে শুরু করল সে।

ঘাসের তৈরি শক্ত দড়ি দিয়ে খুঁটির পেছনে নিয়ে বাঁধা হলো আমাদের দু'হাত। নড়বার আর উপায় রইল না। স্টিফেন আর আমাকে সম্মান দেখিয়ে মাঝখানের খুঁটি দুটোতে বাঁধা হলো। স্টিফেনের অনুরোধে ওর খুঁটির ডগায় বেঁধে দেয়া হলো ইউনিয়ন জ্যাক। মাভোভো আছে আমার ডানপাশে। অন্যান্য জুলু শিকারীরা আমাদের দু'পাশের খুঁটিতে। গাধা দুটোকে বাঁধবার খুঁটির দু'পাশের খুঁটিগুলোতে বাঁধা হলো হ্যান্স ও স্যামিকে। খেয়াল করলাম খুব ঝিমাচ্ছে হ্যান্স। বাঁধবার একটু পরেই মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে পড়ল ওর। মনে হলো ওর ওষুধ কাজ করছে। সুযোগ থাকতে ওষুধটা আমিও খাইনি বলে আফসোসই হলো।

আমাদের সবাইকে যখন বাঁধা হয়ে গেল, বাঁধন পরীক্ষা করে দেখতে এলো ইমবোযউই। সাদা একটা চক দিয়ে আমাদের বুকে চিহ্ন আঁকল সে। তীরন্দাজদের সুবিধে হবে হৃৎপিণ্ডে তীর বেঁধাতে।

আমার শুটিং কোটের বুকে চক দিয়ে গোল দাগ আঁকতে আঁকতে ইমবোযউই বলল, 'সাদামানুষ, আর কখনও জাদুর বর্ম দিয়ে কারও

www.BanglaBook.org

চুল পোড়াতে পারবে না তুমি। কখনও না। কক্ষনো না। একটু পরে ওই গর্তে ফেলে তোমার ওপর মাটি ছড়াব আমি। তোমার যা কিছু আছে সব তখন আমার হয়ে যাবে।'

কোনও জবাব দিলাম না; আর খুব কম সময় আছি আমি পৃথিবীতে। এই জঘন্য চরিত্রের লোকটার সঙ্গে কথা বলে নিজেকে ছোট করতে সায় দিল না মন।

আমার পরে স্টিফেনের বুকে চক দিয়ে দাগ আঁকতে শুরু করল সে। শান্ত স্টিফেন এতক্ষণে এবার রেগে গেল, চিৎকার করে বলল, 'তোমার নোংরা হাত সরাও আমার ওপর থেকে!' কথাটা বলেই বাঁধনহীন পা তুলে জাদুকরের পেটে এমন জোর এক লাথি দিল যে, পেছনের একটা কবরে পিছলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ইমবোযউই।

'ও-ও! দারুণ ওয়ায়েল!' চিৎকার করে প্রশংসা করল জুলু শিকারীরা। 'ভাল হতো যদি শয়তানটাকে শেষ করে দিতে পারতেন।'

'পারলে আমি খুবই খুশি হতাম,' জবাবে বলল স্টিফেন।

দর্শকরা এই ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। জাদুকরদের সর্দার ইমবোযউইকে যমের মতো ভয় পায় তারা, ক্ষমতাশালী পবিত্র মানুষ বলে মনে করে, সেই ইমবোযউইয়ের প্রতি এধরনের আচরণ হতবাক করে দিল সবাইকে। শুধু বাবেমবা আন্তরিক হাসল। অবশ্য রাজা বাউসিকে দেখেও অখুশি মনে হলো না।

তবে দৃশ্যপট থেকে ইমবোযউইকে সরানো এত সহজ নয়, অধীনস্ত জাদুকরদের সহায়তায় হাঁচড়েপাঁচড়ে কবরের গর্ত থেকে উঠে এলো সে। কাদামাখা ভূত মনে হলো তাকে দেখে। অভিশাপের পর অভিশাপ দিতে লাগল সে আমাদের।

ওর দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিলাম। সত্যি বলতে, আর কোনওদিকেই খেয়াল দেবার মানসিকতা রইল না। আর মাত্র আধঘণ্টা বাঁচব জানি। মন দিলাম প্রার্থনায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগারো

ডগিটা

সূর্যাস্তটা হলো দেখবার মতো। আকাশে মেঘ থাকলে আফ্রিকায় সূর্যাস্ত সবসময়ই অবিশ্বাস্য সুন্দর হয়। আকাশে হাজারো রঙের মেলা বসেছে যেন। বিরাট একটা লাল চোখের মতো দেখাল সূর্যটাকে। সেই লাল চোখের সামনে মেঘের কালো পাতা, তাতে লালচে পাপড়ি। মনে মনে বললাম, হয়তো এই শেষবারের মতো তোমাদের আমি দেখছি, পুরোনো বন্ধুরা, যদি না পরজগতে আবার দেখা হয় আমাদের।

অন্ধকার ঘনাতে শুরু করল। চারপাশে তাকাল রাজা বাউসি, আকাশ দেখল। মনে হলো বৃষ্টি হতে পারে সে-ভয় করছে। ফিসফিস করে কী যেন বলল বাবেমবাকে। মাথা ঝাঁকিয়ে আমার খুঁটির পাশে হেঁটে এলো বাবেমবা। বলল, 'সাদা সর্দার, হাতি জানতে চান আপনারা তৈরি কি না। একটু পরে আঁধার নেমে গেলে তীর ছুঁড়তে অসুবিধে হবে।'

'হোক,' তাকে জানিয়ে দিলাম। 'কথা মতো সূর্য ডোবার আধঘণ্টা পর যা করবার করতে বোলো।'

রাজা বাউসির কাছে গিয়ে কথা সেরে আবার আমার কাছে ফিরে এলো বাবেমবা, জানাল, 'রাজা বলেছেন কথা দেয়া হয়ে গেলে সেটা রাখতেই হয়, কাজেই নিজের কথা রাখবেন তিনি। তবে তীরন্দাজদের ভুলের জন্যে তখন কিন্তু তাঁকে দোষ দেবেন না। তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানতেন না রাতটা এরকম মেঘলা হবে। বছরের এসময়ে আবহাওয়া সাধারণত এরকম হয় না।'

অন্ধকার আরও গাঢ় হচ্ছে। একটু পরে মনে হলো লন্ডনের কুয়াশায় হারিয়ে গিয়েছি। অপেক্ষমাণ জনতাকে স্পষ্ট দেখা গেল না আর, তীরন্দাজদের ছায়া-ছায়া দেখাল। দু'একবার বিজলি ঝিকিয়ে উঠল, অনেক দূর থেকে ভেসে এলো বজ্রপাতের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। ভারী হয়ে গেল ভেজা বাতাস। থমথমে নীরবতা নামল চারপাশে। কেউ টুঁ শব্দ করছে না, নড়ছে না একচুল। এমনকী স্যামিও তার করুণ বিলাপ বন্ধ করে দিল। কারণটা সম্ভবত ক্লান্তি, কিংবা অনেকের মতোই মৃত্যুদণ্ডের আগে ভয়ে চেতনা হারিয়েছে সে।

ভাবগম্ভীর একটা পরিবেশ। প্রকৃতিও যেন উৎসর্গের সাজে নিজেকে সাজাচ্ছে, বরণ করে নেবে আমাদের ক'জনকে বৃষ্টির চাদরে। একটু পরে তূণ থেকে তীর বের করবার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ইমবোযউই কিঁচকিঁচ করে উঠল: 'একটু অপেক্ষা করো। মেঘ সরে যাবে। মেঘের ওপাশে আলো আছে। ওরা যদি তীরগুলো নিজেদের দিকে ছুটে যেতে দেখে, তা হলে ভাল হয়।'

সত্যিই খুব ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল মেঘরাশি, দেখা গেল সবজেটে একটা অপার্থিব আলো। মনে হলো যেন বিড়ালের চোখে প্রতিফলিত অশুভ রশ্মি ওটা।

'আমরা কি তীর ছুঁড়ব, ইমবোযউই?' জিজ্ঞেস করল তীরন্দাজদের নেতা।

'না, এখনই না,' জবাব দিল ইমবোযউই। 'আলো আরেকটু বাড়ুক, তখন সবাই ওদের মরতে দেখতে পাবে।'

আরেকটু ওপরে উঠল মেঘ-চাদরের কিনারা। সবুজ আলোটা রক্তের মতো লাল হয়ে গেল ওপারের কুচকুচে কালো মেঘে অস্তমিত সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু পড়ে। মনে হলো চারপাশের সবকিছুতে লাল টুকটুকে আগুন ধরে গেছে। শুধু ঠিক আমাদের মাথার ওপরের আকাশটা থাকল কালির মতো কালো। আবার ঝিলিক দিল বিজলি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই আলোয় দেখা গেল হাজার হাজার অপেক্ষমাণ দর্শকের নিষ্পলক চোখ, উড়ে যাওয়া একটা বিরাট বাদুড়ের সাদা দাঁত। মনে হলো বিদ্যুৎশখাটা ছিঁড়ে দিল মাথার মেঘগুলোর কিনারা। আলো বাড়তে শুরু করল ক্রমেই, সেই সঙ্গে আরও রক্তিম হয়ে উঠল।

সাপের মতো হিসহিস শব্দ করল ইমবোযউই। ধনুকের ছিলার টঙ্কার শুনতে পেলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠক করে এসে আমার মাথার খানিকটা ওপরে খুঁটিতে বিঁধল তীরটা। সিধে হয়ে দাঁড়াতেই তালুতে ঠেকল ওই তীর। চোখ বন্ধ করে ফেললাম, অথচ দেখলাম এমন সব দৃশ্য, যেগুলো সেই কবেই কত বছর আগে ভুলে গিয়েছিলাম নিজেকে কেমন যেন পাগলাটে লাগল।

অসহ্য নীরবতার পর মনে হলো বড় কোনও জন্তুর ছুটে চলার ভারী আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরকম আওয়াজ হয় পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ইল্যান্ড বিরক্ত কিংবা ভীত হয়ে দৌড় দিলে। কে যেন চমকে গিয়ে বিস্মিত আওয়াজ করল।

আবার চোখ মেললাম। প্রথমেই দেখতে পেলাম তীরন্দাজদের। ওরা তীরধনুক তুলছে। সম্ভবত পরীক্ষামূলক ভাবে ছোঁড়া হয়েছিল প্রথম তীরটা।

এবার ভুতুড়ে আলোয় দেখতে পেলাম আজব এক দৃশ্য। বাজারের দক্ষিণ ফটকের ফাঁকা রাস্তা ধরে সাদা একটা ষাঁড়ের পিঠে চেপে দ্রুত আমাদের দিকে আসছে লম্বা এক আগন্তুক। বুঝে ফেললাম, ঘোরের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি, নইলে ওই লোকটা দেখতে একদম ব্রাদার জনের মতো হয় কী করে? ওই তো তার দীর্ঘ সাদা দাড়ি। হাতে সেই প্রজাপতি ধরবার জাল, ওটার হাতল দিয়ে ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে আনছে। তবে যে-লোকটা আসছে, অনেকগুলো ফুলের মালা তার গলায়। ষাঁড়টার শিঙেও মালা পরানো আছে দেখলাম। লোকটার দু'পাশে ও সামনে-পেছনে দৌড়ে আসছে মেয়েরা। তাদের গলাতেও ফুলের মালার সাজ।

মনের ভুলে দৃশ্যটা দেখছি ভেবে মৃত্যু-তীরের অপেক্ষায় চোখ

www.BanglaBook.org

বন্ধ করলাম আবার।

'তীর ছোঁড়ো!' তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল ইমবোযউই।

'না, ছুঁড়বে না!' প্রচণ্ড জোরে নির্দেশ দিল বাবেমবা। 'ডগিটা এসেছেন!'

এক মুহূর্তের নীরবতার পর অনেকগুলো তীর মাটিতে পড়বার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর হাজারো কণ্ঠস্বর একযোগে চিৎকার করে উঠল: 'ডগিটা! ডগিটা এসেছেন সাদা সর্দারদের বাঁচাতে!'

আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, এমনিতে আমার স্নায়ু যথেষ্ট শক্ত হলেও এবার চমক সামলাতে না পেরে বোধহয় ক্ষণিকের জন্যে জ্ঞান হারালাম। মনে হলো সেই অচেতন অবস্থায় মাভোভোর সঙ্গে কথা বললাম। সত্যি বলেছিলাম কি না আমি নিশ্চিত ভাবে জানি না। পরে আর ওকে জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি। ও বলল, অন্তত আমার মনে হলো ও বলল, 'এখন, মাকুমাযানা, আমার বাবা, কী বলার আছে আপনার? আমার সাপ কি তার লেজের ওপর দাঁড়ায়, নাকি দাঁড়ায় না? জবাব দিন, আমি শুনছি।'

জবাবে আমি বললাম, বা মনে হলো বললাম, 'মাভোভো, আমার ছেলে, এখন তো মনে হচ্ছে তোমার সাপ সত্যিই তার লেজের ওপর দাঁড়ায়। তারপরও বলব, এটা আসলে একটা কল্পনা। আসলে আমরা এমন এক দুনিয়ায় বাস করি, যেখানে আমরা যা দেখি না, ছুঁতে পারি না, বা শুনতে পারি না, তার সবই কল্পনা। আসলে সেখানে আমিও নেই, তুমিও নেই, তোমার সাপও নেই। শুধু আছে একটা শক্তি। সেই শক্তি আমাদের ছবি দেখায়, সে-ছবি আমরা সত্যি ভেবে বিশ্বাস করলে মজা পেয়ে হাসে।'

তখন মাভোভো যেন বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত তা হলে সত্যের কাছাকাছি যেতে পেরেছেন আপনি, মাকুমাযানা, আমার বাবা। সবই আসলে ছায়া, আর আমরা ছায়ার মধ্যে ছায়া। কিন্তু সেই ছায়া কীসের ছায়া, মাকুমাযানা, আমার বাবা? তা হলে কেন মনে হচ্ছে সাদা ষাঁড়ের পিঠে চেপে ডগিটা আসছেন? কেন হাজারো মানুষের মনে

www.BanglaBook.org

হচ্ছে আমার সাপ খুব শক্ত লেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?'

'জানতে পারলে ফাঁসি হলেও খুশি আমি,' বললাম রেগে। এবার আমার চেতনা ফিরল।

না, সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, ওই তো দেখা যাচ্ছে ফুলের মালা পরা বুড়ো ব্রাদার জনকে! বিরক্তির সঙ্গে খেয়াল করলাম ফুলগুলো আসলে অর্কিড। দেখলাম ভীষণ রেগে বাউসিকে ধমকাচ্ছে ব্রাদার জন। প্রায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে রাজা বাউসি। আমিও প্রচণ্ড রেগে গেলাম, ব্রাদার জনকে ধমকাতে শুরু করলাম। কী বললাম তা পরে আর মনে করতে পারলাম না।

ব্রাদার জন তার সাদা দাড়ি নেড়ে প্রজাপতি ধরবার জালের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে মারবার ভঙ্গি করে হুমকির পর হুমকি দিতে শুরু করল রাজা বাউসিকে।

'কুকুর! অসভ্য! তোমাকে আমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজের ভাই বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম সেটা ভাবতেও লজ্জা হয় আমার! এই সাদামানুষগুলো সত্যিই আমার ভাই, অথচ ভেবে দেখো কী করতে যাচ্ছিলে তুমি ওদের সঙ্গে, ওদের সঙ্গের মানুষগুলোর সঙ্গে! খুন করতে যাচ্ছিলে ওদের? আচ্ছা! তা-ই? তা-ই যদি হয় তা হলে আমি আমার শপথ ভুলে যাব, ভুলে যাব আমাদের রক্তের সম্পর্কের কথা, আর...'

'দয়া করে এ-কাজ কোরো না, ভাই আমার,' কাতর স্বরে ককিয়ে উঠল রাজা বাউসি। 'এসবই বিরাট একটা ভুল বোঝাবুঝি। সত্যি বলছি, আমার কোনও দোষ নেই। সব দোষ ওই শয়তান জাদুকর ইমবোযউইটার। দেশের আইন অনুযায়ী এসব ব্যাপারে ওর কথা শুনতে আমি বাধ্য ছিলাম। নিজের আত্মা ডেকে এনে ও বলেছিল তুমি মারা গেছ। শুধু তা-ই না, ও আরও বলেছে এই সাদা সর্দাররা দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ মানুষ, সবচেয়ে নোংরা দাগওয়ালা মানুষ-ব্যবসায়ী, এখানে এসেছে তারা আমাদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে, জাদু আর গুলি দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দিতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা হলে মিথ্যে বলেছে ও,' বজ্রপাতের মতো গমগমে গলায় বলল ব্রান্দার জন, '...আর ও জনও ও মিথ্যা বলছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে যে ও মিথ্যা বলেছে,' বলল বাউসি। গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল। 'ওকে এখানে নিয়ে এসো... ওর সঙ্গে আরও যারা আছে, তাদেরও।'

সূর্যের শেষ আলোটুকু গায়ে মেখে মেঘ সরে গেছে আকাশ থেকে, দেখা দিয়েছে ফুটফুটে একটা চাঁদ। সেই চাঁদের উজ্জ্বল রুপালী আলোয় ইমবোযউই ও তার সহযোগীদের খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সৈন্যদল। সবমিলিয়ে জাদুকরদের আট-দশজনকে পাকড়াও করতে পারল তারা। সবকজন তাদের ওস্তাদ ইমবোযউইয়ের মতোই রংচং মাখা, যেন সাক্ষাৎ ইবলিশ। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ইমবোযউইকে। মনে হলো হুলস্থুলের মধ্যে পালিয়েছে সে। কিন্তু তারপরই শুনতে পেলাম শেষদিকের খুঁটিতে বাঁধা স্যামির চিৎকার। কর্কশ চিৎকার করছে ঠিক, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো বেশ খুশি ও। বলল, 'মিস্টার কোয়াটারমেইন, ন্যায় বিচারের স্বার্থে রাজাকে একটু বলবেন কী, তিনি যাকে খুঁজছেন সেই বিশ্বাসঘাতক কপট জাদুকরটা আমার দেহাবশিষ্ট রাখবার জন্যে যে কবর খনন করা হয়েছিল, সেটার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে?'

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা রাজা বাউসিকে জানালাম। এবার দ্বিগুণ দ্রুততায় কবর থেকে তুলে আনা হলো আমাদের বন্ধু ইমবোযউইকে। তুলে আনল স্বয়ং বাবেমবা ও তার সৈনিকরা। টেনেহিঁচড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো খেপে বোম হয়ে যাওয়া বাউসির সামনে।

'দুই সাদা সর্দার ও তাঁদের সঙ্গীদের দড়ি খুলে দাও,' নির্দেশ দিল বাউসি। 'ওঁদের নিয়ে এসো এখানে।'

বাঁধন খুলে দেয়া হলো আমাদের। রাজা ও ব্রান্দার জন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে চলে এলাম আমরা। তাদের সামনেই স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে ইমবোযউই ও তার শয়তান

www.BanglaBook.org

দোসরগুলোকে।

'এ কে?' ব্রাদার জনকে দেখিয়ে ইমবোযউইকে জিজ্ঞেস করল রাজা বাউসি। 'এ-ই কি সে নয়, যাকে তুমি মৃত বলেছ?'

মনে হলো না ইমবোযউই এ প্রশ্নের জবাব দেয়া দরকার বলে মনে করল। কাজেই আবার শুরু করল রাজা বাউসি: 'একটু আগে না তুমি বলছিলে ডগিটা যদি আসে, তা হলে এই সাদা সর্দারদের বদলে খুশিমনে মরতে রাজি আছো তুমি?'

যাতে রাজার প্রশ্নের জবাব দিতে উৎসাহ বোধ করে, সেজন্যে ইমবোযউইয়ের পাঁজরে প্রচণ্ড এক লাথি মারল বাবেমব। তারপরও কোনও জবাব দিল না ইমবোযউই। এবার চিৎকার করে উঠল রাজা বাউসি, 'মিথ্যুক, নিজের কথা অনুযায়ী তুমি দোষী। তুমি নিজে যা বলেছিলে, তা-ই ঘটবে এবার তোমার কপালে।' সৈনিকদের নির্দেশ দিল বাউসি, 'নিয়ে যাও এসব মিথ্যেবাদী জাদুকরদের। একজনও যেন ছাড়া না পায়।' জনতার দিকে তাকাল সে। 'তোমরা কী বলো?'

'হ্যাঁ,' হাজারো জনতার হিংস্র গর্জন শোনা গেল: 'নিয়ে যাও ওদের।'

'জনপ্রিয় লোক নয় এই ইমবোযউই,' মন্তব্যের সুরে আমাকে বলল স্টিফেন। 'ওর নিজের জ্বালানো আগুনে এখন ওকেই রান্না করা হবে।'

নীরবতা ভেঙে টিটকারির সুরে বলে উঠল মাভোভো, 'তা হলে কে নকল জাদুকর? কাকে এখন তীরে গাঁথা হবে, বুকে গোল গোল সাদা দাগ দেয়া শয়তান?' আঙুল দিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডের ওপর চক দিয়ে আঁকা দাগটা দেখাল মাভোভো। খুব মজা পেয়েছিল ইমবোযউই ওই দাগগুলো আঁকতে।

চোখের সামনে নিজের সর্বনাশ দেখতে পেয়ে হঠাৎ করেই মোচড় মেরে বসে আমার পা ধরে ফেলল ইমবোযউই, কাতর সুরে অনুনয় করে প্রাণভিক্ষা চাইতে শুরু করল। এমনিতেই নিশ্চিত মৃত্যুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতে থেকে আকস্মিক রক্ষা পাওয়ায় মনটা কেমন নরম হয়ে গেছে আমার, তারওপর ইমবোযউই এমন ইনিয়ে-বিনিয়ে অনুরোধ করল যে, রাজা বাউসির দিকে ফিরলাম আমি ওর হয়ে সুপারিশ করতে তবে এ-ও বুঝতে পারলাম, আমার সুপারিশে কোনও কাজ হবে না সম্ভবত, বাউসির চোখে আমি লোকটার প্রতি ভয় ও ঘৃণা দেখেছি। ইমবোযউইকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার সুযোগটা বাউসি ছাড়বে বলে মনে হলো না।

তবে ইমবোযউই আমার নড়াচড়ার অন্য অর্থ করল। আফ্রিকার উপজাতিগুলোর কাছে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ানোর মানে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা। ফলে রাগে বেপরোয়া হয়ে গেল ইমবোযউই, হৃদয়ের সব বিষ যেন উপচে উঠল ওর। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, পোশাকের আড়াল থেকে বিরাট একটা ছোরা বের করে বুনো বিড়ালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। চিৎকার করে বলতে লাগল: 'সাদা কুকুর, তোমাকে অন্তত আমার সঙ্গে আসতে হবে!'

মাভোভো সতর্ক ছিল, চোখ রেখেছিল লোকটার ওপর, বিষ মাখানো ছোরাটার ডগা আমার চামড়া স্পর্শ করতে না করতে এক ঝটকায় ইমবোযউইয়ের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল মাভোভো, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে মাটিতে। মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে গেল ইমবোযউই। ছোরাটা যদি আমার রক্তের স্বাদ পেত, তা হলে সত্যি ইমবোযউইয়ের সঙ্গে চলে যেতে হতো আমাকেও।

ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টিফেন আর ব্রাদার জনকে বললাম, 'চলুন। এখানে আর থাকার কোনও দরকার নেই আমাদের।'

কোনও বাধা দেয়া হলো না আমাদের, কারও বিশেষ খেয়াল নেই তখন আমাদের প্রতি, সবার মনোযোগ অন্যদিকে। শীঘ্রি ফিরে এলাম কুটিরে। বাজার থেকে এত ভয়ঙ্কর আর্তচিৎকার ভেসে এলো যে আওয়াজটা থেকে বাঁচতে কুটিরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম আমরা।

কুটিরের ভেতরটা অন্ধকার বলে স্বস্তি পেলাম, আঁধারে খানিক

www.BanglaBook.org

শান্ত হলো আমার অশান্ত স্নায়ু। ব্রাদার জনের আহ্বানে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলাম স্টিফেন ও আমি।

কিছুক্ষণ পর বাইরের হৈ-হল্লা থেমে গেল, শুধু ভেসে এল অনেক মানুষের নিচু গলার আওয়াজ। কুটিরের ছাউনি দেয়া বারান্দায় এসে বসলাম আমরা. ব্রাদার জনের সঙ্গে স্টিফেনকে পরিচয় করিয়ে দিলাম, তারপর বললাম, 'ব্রাদার জন, ফুলের মালা গলায় দিয়ে সাদা ষাঁড়ের পিঠে চেপে হঠাৎ করে কোত্থেকে উদয় হলেন আপনি? আর আমাদের কিছু না বলে ডারবান থেকেই বা কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলেন? কথা তো ছিল পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে আসবেন আপনি।'

সাদা দাড়ি হাতড়ে দুঃখিত চেহারায় আমাকে দেখল ব্রাদার জন. তারপর দাড়ি হাতড়ানো বাদ দিয়ে বলল, 'মনে হয় কোথাও কোনও ভুল হয়ে গিয়েছিল, অ্যালান। তোমার শেষ প্রশ্নের জবাবটাই প্রথমে দিচ্ছি, তোমাদের কিছুই না জানিয়ে কোথাও যাইনি আমি। তোমার খোঁড়া মালী গ্রিকুয়ার কাছে একটা চিঠি দিয়ে বলেছিলাম তুমি ফিরে এলে যেন ওটা দেয় সে।'

'তা হলে হয় গাধাটা ওটা হারিয়ে ফেলে মিথ্যে বলেছে আমাকে, নয়তো ভুলেই গেছে ওটার কথা। মাঝে মাঝে চোখের পলক না ফেলে মিথ্যে বলে গ্রিকুয়া।'

'হতে পারে। এরকম কিছু ঘটতে পারে সেটা আমার ভাবা উচিত ছিল, অ্যালান, কিন্তু ভাবিনি। যাক, ওই চিঠিতে আমি লিখেছিলাম এখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। আরও ছ' সপ্তাহ আগেই এখানে পৌঁছে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করার কথা ছিল আমার। যদি কোনও কারণে আসতে দেরি হয়ে যায় আমার, সেটা ভেবে বাউসির কাছেও একটা বার্তা পাঠাই তোমাদের আগমনের খবর দিয়ে।'

'আমাদের সঙ্গে এলেন না কেন?'

'সরাসরি প্রশ্ন করেছ, তাই জবাব দিচ্ছি, যদিও এ-বিষয়ে কথা

www.BanglaBook.org

বলতে চাই না আমি কারও সঙ্গে– আমি জানতাম অত লোক, মালামাল নিয়ে তোমরা কিলওয়া থেকে রওনা হবে। কিলওয়াতে যেতে চাইনি আমি।' একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করল ব্রাদার জন: 'অনেকদিন আগে, সঠিক ভাবে বলতে গেলে ঠিক তেইশ বছর আগে স্ত্রীকে নিয়ে কিলওয়াতে বসবাস করতে গিয়েছিলাম আমি মিশনারি হিসেবে। ওখানে একটা মিশন স্টেশন আর চর্চ তৈরি করেছিলাম। আনন্দেই ছিলাম আমরা ওখানে, ধর্মপ্রচারেও ভাল করছিলাম। তারপর এক অশুভ সকালে একদল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী এসে হাজির হলো, ক্রীতদাস কেনা-বেচার আড়ত করতে চাইল জায়গাটাকে ওরা। ওদের আমি ঠেকাতে চেষ্টা করলাম, ফলে আক্রমণ করল ওরা আমাদের; আমার বেশিরভাগ লোককেই মেরে ফেলল, বাকিদের ক্রীতদাস করে রাখল। সেই আক্রমণে তলোয়ারের আঘাতে মাথা কেটে যায় আমার... দেখো, এই যে সেই দাগ।' সাদা চুল সরাল ব্রাদার জন। চাঁদের আলোয় লম্বা, গভীর কাটা দাগটা স্পষ্ট দেখলাম।

'সূর্যাস্তের সময় আঘাতটা পাই। জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম নতুন দিন। আমার লোকজন কেউ নেই কোথাও, শুধু এক বয়স্কা মহিলা আমার সেবা-শুশ্রূষা করছে। স্বামী আর দুটো ছেলেকে হারিয়ে উন্মাদপ্রায় অবস্থা তারও। তার মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে গেছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার স্ত্রী কোথায়। জবাবে বলল, ওকেও ধরে নিয়ে গেছে আট-দশ ঘণ্টা আগে। সাগরে একটা জাহাজের আলো দেখতে পেয়েছিল লোকগুলো, ভয় পেয়েছিল ওটা ইংলিশ কোনও ম্যান-অভ-ওয়ার, এদিকেই আসছে। কাজেই দেরি না করে মিশন ছেড়ে সরে যায় তারা। যাবার সময় জোর করে ধরে নিয়ে গেছে মেয়েদের।

'মারা গেছি মনে করে আমাকে ফেলে যায় তারা। যারা আহত হয়েছিল, খুন করে রেখে গেছে তাদের। সাগর-তীরে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে প্রাণে বেঁচে যায় বয়স্কা মহিলা। পরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা চলে গেলে ফিরে আসে সে মিশনে, বুঝতে পেরে তখনও বেঁচে আছি আমি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার স্ত্রীকে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা। জবাবে মহিলা জানাল, সে সঠিক ভাবে জানে না, তবে কয়েকজনকে বলতে শুনেছে, উত্তরদিকে আরও শ'খানেক মাইল গিয়ে বে হাসানের সঙ্গে মিলিত হবে তারা ওই বে হাসানই নাকি তাদের নেতা। তার জন্যে উপহার হিসেবে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো।

'এই বে হাসানকে চিনতাম আমি। ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা যখন প্রথম এলো, তখনও আমরা জানি না ওরা আসলে কীরকম মানুষ, সেসময় গুটিবসন্ত হয়ে মরতে বসেছিল ওই বে হাসান, আর আমার স্ত্রী তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করেছিল। আমার স্ত্রীর অক্লান্ত সেবা না পেলে মারাই যেত লোকটা।

'যা-ই হোক, দলের নেতা হলেও আমাদের ওপর আক্রমণের সময় উপস্থিত ছিল না বে হাসান। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভেতরের দিকে ক্রীতদাস সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিল সে।

'আমার স্ত্রীর ভাগ্যে কী ঘটেছে জেনে অসুস্থ আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। দু'দিন পর চেতনা ফিরল একটা ডাচ ব্যবসায়ী জাহাজে। জাঞ্জিবার যাচ্ছিল জাহাজটা। ওটারই আলো দেখে যুদ্ধজাহাজ মনে করে পালিয়ে গিয়েছিল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী মানুষ নামের অমানুষগুলো। পানি নেবার জন্যে কিলওয়াতে থেমেছিল ওই জাহাজ, মিশনের বারান্দায় অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে পায় ওটার নাবিকরা, তারপর দয়া করে বয়ে নিয়ে জাহাজে তোলে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। বয়স্কা মহিলাকে দেখেনি তারা। হয়তো নাবিকদের দেখে পালিয়ে গিয়েছিল বেচারী।

'জাহাজ যখন জাঞ্জিবারে পৌঁছুল, আমি তখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছি। আমাদের মিশনের এক ক্লার্কের কাছে আমাকে পৌঁছে দিল ডাচ জাহাজের সেই দয়ালু নাবিকরা। সেই ক্লার্কের বাড়িতে অনেকদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলাম আমি। ছয় মাস লাগে আমার

www.BanglaBook.org

শারীরিক-মানসিক ভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে। অনেকে বলে আমি আর সুস্থ হইনি, তুমিও হয়তো তাদেরই একজন, অ্যালান।

'তারপর এক দক্ষ সার্জেন আমার পাঁজরের ভেতর থেকে ভাঙা হাড়ের টুকরোগুলো বের করে নেয়ায় আঘাতটা শুকিয়ে গেল, শরীরে আবার শক্তি ফিরে পেলাম। তখনও আমি আমেরিকান নাগরিক ছিলাম, এখনও তা-ই আছি। সে-সময় জাঞ্জিবারে আমাদের কোনও কনসাল ছিল না, এখনও আছে কি না জানি না। আর ওখানে আমেরিকানদের কোনও যুদ্ধজাহাজ নেই তা জানি। ইংরেজরা আমার হয়ে যতদূর সম্ভব খোঁজখবর করল, কিন্তু প্রায় কিছুই জানা যায়নি আর। কিলওয়ার আশপাশে তখন চলছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের রাজত্ব। তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে নিজেকে জাঞ্জিবারের সুলতান ঘোষণা করা এক শয়তান।' আবার চুপ করে গেল ব্রাদার জন, যেন বিষাদময় স্মৃতি তাকে নতুন করে তাড়া করছে।

'আর কখনও আপনার স্ত্রীর কোনও খোঁজ পাননি?' জিজ্ঞেস করল স্টিফেন।

'পেয়েছি, মিস্টার সমার্স। এক ক্রীতদাসকে কিনে মুক্ত করে দিয়েছিল আমাদের মিশন, তার কাছে শুনেছিলাম সে একজন সাদা মহিলাকে দেখেছে। ভাল আছে সেই সাদা মহিলা। কিন্তু কোথায় আছে সেটা ওই লোককে জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারিনি আমি। ও শুধু বলেছিল, জায়গাটা সাগর-তীর থেকে পনেরো দিনের পথ। ওর জাতির আদিবাসীদের সঙ্গে আছে সেই সাদা মহিলা। লোকটা আরও বলেছিল, সেই মহিলাকে জঙ্গলে দিশে হারিয়ে ঘুরতে দেখে আশ্রয় দেয় তারা। যদিও মহিলার ভাষা বোঝেনি ওরা কেউ, তারপরও নাকি খুব সম্মান করে তাকে। মহিলাকে যেদিন পাওয়া যায়, তার পরদিন হারিয়ে যাওয়া ছয়টা ছাগলের খোঁজে জঙ্গলে গেলে এই লোকটাকে ধরে ফেলে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা। তারা নাকি সেই সাদা মহিলার খোঁজেই ঘুরঘুর করছিল ওদিকে।

'মুক্তি পাওয়া সেই ক্রীতদাস যেদিন আমাকে কথাগুলো বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তর পরদিনই অসুস্থ হয়ে পড়ল ফুসফুসের সংক্রমণে দাস ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল বেচারা, অসুখের ধকল সামলাতে না পেরে মারা গেল শীঘ্রি।' আমাদের দিকে তাকাল ব্রাদার জন। 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন আমি কিলওয়াতে পা রাখতে চাইনি?'

'বুঝলাম,' দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম। 'পরে এ নিয়ে আরও কথা বলব। এখন অন্য প্রসঙ্গে একটু কথা সেরে নিই। আগে বলুন কোথেকে এলেন ওভাবে একেবারে ঠিক সময়ে।'

'প্রচলিত পথে না এসে আড়াআড়ি ভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভেতর দিয়ে আসছিলাম আমি,' বলল ব্রাদার জন; 'আমার মানচিত্রে পথটা আঁকা আছে, পরে দেখাব তোমাদের। ও-পথে আসতে গিয়ে পা নিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম।'

পরস্পরের দিকে চট্ করে তাকালাম আমি ও স্টিফেন।

'ছয় সপ্তাহ এক কাফ্রির কুঁড়েতে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলাম। অবস্থা একটু ভাল হবার পর বুঝলাম, ভাল মতো হাঁটতে পারছি না, কাজেই কয়েকটা ষাঁড়কে প্রশিক্ষণ দিলাম, যাতে আমাকে বয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়। তারপর পালা করে ওগুলোয় চেপে এগোলাম বেয়ার দিকে। যে সাদা ষাঁড়টা দেখেছ, ওটাই ছিল আমার শেষ জীবিত বাহন। বাকিগুলো মারা গেছে সেৎসি মাছির কামড়ে। জানি না কেন, খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, ফলে দ্রুত আসবার তাগিদ অনুভব করছিলাম। গত চব্বিশ ঘণ্টায় খাবারের জন্যে বা ঘুমের জন্যে প্রায় থামিনি বললেই চলে। আজকে সকালে যখন মাযিতুদের দেশে ঢুকলাম, দেখলাম ক্রালগুলোতে মেয়েরা ছাড়া আর কেউ নেই। আমাকে চেনে ওরা সবাই, ফলে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করল। ওদের কাছেই শুনলাম, পুরুষদের সবাই বেয়া শহরে গেছে বিরাট এক ভোজের উৎসবে। তবে ভোজটা কীসের সেটা হয় মেয়েরা জানে না, নয়তো বলেনি আমাকে। শঙ্কা হলো মনে। দ্রুত এগোলাম বেয়ার দিকে। তারপর ঠিক সময় মতো পৌঁছে গেলাম। স্রষ্টাকে ধন্যবাদ যে

www.BanglaBook.org

ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছি! কীভাবে কী হয়েছে, কীভাবে এসে পৌঁছেছি সেসব খুলে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। বিশ্রামের পরে সব বলব ...আচ্ছা, আওয়াজটা কীসের?'

কান পাতলাম। খেয়াল করতেই বুঝতে পারলাম, বিজয়ের সঙ্গীত গাইছে জুলু শিকারীরা। বাজারের ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ দেখে এইমাত্র ফিরছে তারা। এবার দেখতে পেলাম তাদের : সবার সামনে স্যামি। ঘণ্টাখানেক আগে মরতে বসা সেই কাতর নেকড়ের মতো হুউ হুউ করা স্যামি নয় এ, হাস্যোজ্জ্বল প্রাণবন্ত এক মানুষ। ওর গলায় বেশ কিছু বিদঘুটে গহনা দেখলাম। চিনতে দেরি হলো না, ওগুলো ছিল ইমবোযউইয়ের ব্যক্তিগত সাজসজ্জার অঙ্গ।

'ন্যায় সবসময় জয়ী হয়, সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মিস্টার কোয়াটারমেইন,' মৃত জাদুকরের গলার গহনা দেখিয়ে বলল স্যামি। 'এগুলো...'

'দূর হও, ইঁদুর কোথাকার!' ওকে ধমক দিলাম। 'ওসব ব্যাপারে কিছু জানতে চাই না আমরা। ...যাও, রাতের খাবার তৈরি করো।'

ধমক খেয়েও ফুরফুরে মন নিয়ে নিজের কাজে চলে গেল স্যামি।

শিকারীরা কাঁধে করে একটা বোঝা নিয়ে এসেছে। বুঝলাম, ওটা হ্যান্সের দেহ। খুব খারাপ লেগে উঠল হ্যান্স মারা গেছে ভেবে। কিন্তু একটু পরে ওকে নামানোয় পরীক্ষা করে বোঝা গেল, লুডানাম খেলে যেরকম অচেতনতা আসে, সেরকম অচেতন হয়ে আছে হ্যান্স। ব্রাদার জনের নির্দেশে কম্বলে মুড়িয়ে আগুনের পাশে শুইয়ে দেয়া হলো ওকে। একটু পর মাভোভো এগিয়ে এসে আমাদের সামনে বসল, শান্ত, নিচু গলায় বলল, 'মাকুমাযানা, আমার বাবা, আমাকে কিছু বলবেন?'

'ধন্যবাদ, মাভোভো,' নির্দ্বিধায় বললাম। 'তুমি যদি ঠিক সময়ে না ঠেকাতে তা হলে ইমবোযউইয়ের হাতে আজকে মারা পড়তাম। ছোরাটা আমার চামড়া স্পর্শ করেছিল, কিন্তু ওটার খোঁচায় রক্ত বের

www.BanglaBook.org

হয়নি জরণটা পরীক্ষা করে দেখেছেন ভগিটা।'

খবরটা যেন কিছুই নয়, এমন ভাবে বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল মাভোভো, সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর কোনও কথা, মাকুমাযানা? মানে... আমার সাপের ব্যাপারে।'

লজ্জায় লালচে চেহারায় বললাম, 'শুধু এটুকুই বলব, তুমিই ঠিক বলেছিলে, ভুল বলেছিলাম আমি। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়েছে—কীভাবে, কেন, তা আমি জানি না।'

'জানেন না, কারণ গর্বে আপনারা সাদামানুষরা ব্যাঙের মতো ফুলে ঢোল হয়ে আছেন,' নির্বিকার চেহারায় বলল মাভোভো। 'আপনারা ভাবেন সব জ্ঞান শুধু আপনাদেরই জানা। এখন আপনি জানেন, আসলে তা ঠিক নয়। আমি এখন তৃপ্ত। নকল জাদুকররা সবাই মারা গেছে, আমার বাবা... আমার মনে হয় ওই ইমবোযউই...'

হাত তুলে ওকে থামালাম। বিস্তারিত শুনতে চাই না। উঠে দাঁড়াল মাভোভো, মৃদু হেসে চলে গেল নিজের কাজে।

'ওর সাপ না কী যেন, ওসব কী বলল ও?' জিজ্ঞেস করল কৌতূহলী ব্রাদার জন।

সংক্ষেপে জাদুর বিষয়টা তাকে জানালাম। জিজ্ঞেস করলাম, এর কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারবে কি না।

মাথা নাড়ল ব্রাদার জন, বলল, 'আজ পর্যন্ত স্থানীয়দের ক্ষমতার যেসব কাহিনি শুনেছি, তারমধ্যে এটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর। শুধু এটুকুই বলতে পারি, স্রষ্টা একেকজনকে একেক ক্ষমতা উপহার দেন।'

একটু পরে রাতের খাবার খেলাম আমরা। আগে কখনও এত সুস্বাদু রান্না খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

খাওয়া শেষে শুয়ে পড়ল সবাই। শুধু আমি অচেতন হ্যান্সের কাছে আগুনের ধারে বসে পাইপ টানতে শুরু করলাম। কেন জানি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না, ঘুম এলো না। আমরা যেখানে আছি, সেটা একটা উঁচু মালভূমি, ফলে বেশ শীত পড়েছে। শীতার্ত হাওয়া ভাসিয়ে আনছে উৎসবমুখর মারিট্রাদের হৈ-হুল্লোড়। শয়তান অনুচরদের মৃত্যু এবং প্রিয় ডুগটার প্রত্যাবর্তনই বোধহয় তাদের উৎসবের কারণ।

হঠাৎ জেগে উঠল হ্যান্স, ধড়মড় করে উঠে বসে আগুনের শিখার ভেতর দিয়ে ড্যাবড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে ফাঁকা গলায় বলল, 'বাস, ওখানে আপনি, আর এখানে আমি। আর মাঝখানে সেই আগুন, যেটা কখনও নেভে না। চমৎকার একটা জ্বলজ্বলে আগুন! কিন্তু, বাস, আপনার যাজক বাবা যেরকম বলেছিলেন সেরকম ভাবে আমরা আগুনটার ভেতরে নেই কেন? বাইরে এই শীতের মধ্যে কেন আমরা?'

নরম গলায় ওকে বললাম, 'কারণ, বুড়ো গাধা, যেখানে তোমার থাকা উচিত ছিল সেখানে নেই তুমি, এখনও আমরা পৃথিবীতেই আছি।' ও ঘুমিয়ে পড়বার পর কী কী ঘটেছে সংক্ষেপে ওকে জানালাম, তারপর বললাম, 'তুমি যদি মরণের ভয়ে ভীতু মেয়েমানুষের মতো ওই জঘন্য ওষুধ গিলে মড়ার মতো না ঘুমাতে, তা হলে নিজের চোখেই দেখতে পেতে সব। বুড়ো বয়সে মরাতে অত ভয় কীসের তোমার?'

'বাস, দয়া করে বলবেন না যে অশ্রুভরা দুঃখময় দুনিয়ায় এখনও রয়ে গেছি আমরা। বাস, বলবেন না ওই বিশ্রী ওষুধ খেয়ে নিজেকে আমি কাপুরুষ প্রমাণ করেছি। যদি জানতেন, বাস, ওটা একটা জানোয়ারের কী দিয়ে তৈরি, তা হলে ঘৃণা না করে ওটা গিলেছি জেনেও কাপুরুষ বলতে পারতেন না আমাকে। এত চমৎকার সব ঘটনা তো ওই ওষুধের কারণে ঘুমিয়ে পড়ে দেখতে পাইনি, তারওপর ওটা গিলে এখন ভীষণ মাথা ধরেছে আমার। বাস, আপনাকে কথা দিচ্ছি, এখন থেকে যতবারই আমাকে মরতে হোক, আপনার সঙ্গে আমিও চোখ খোলা রাখব।' কথা শেষ করে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে ভীষণ মনোকষ্টে আগুপিছু দুলতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করল হ্যান্স।

পরে জুলু শিকারীরা ওর নাম দিল *ঘুমিয়ে পড়া হলুদ নেংটি ইঁদুর।* এমনকী স্যামিও হ্যান্স বেচারাকে নানারকম টিটকারি দিতে ছাড়ল না। ইমবোযউইর গলার মালা দেখিয়ে সগর্বে বলল, কারও সাহায্য ছাড়াই মহাশক্তিধর শয়তান জাদুকর ইমবোযউইয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে সে ওগুলো।

স্যামির কথা সত্যি। ও শুধু এটুকু বলেনি যে, গহনাগুলো সংগ্রহ করেছে ও ইমবোযউই মরে কাঠ হয়ে যাবার পর। সত্যি, বেশ বিস্মিত হচ্ছিলাম আমরা স্যামির অনর্গল টিটকারি শুনে। কিন্তু পরে ভয় হলো, যখন তখন স্যামিকে খুন করে ফেলবে হ্যান্স, কাজেই সবরকমের টিটকারির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হলো।

বারো

দূত

দেরিতে ঘুমাতে গেলেও পরদিন ভোরের আগেই উঠে পড়তে পারলাম। ব্রাদার জনের সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করছিলাম। জানতাম, ব্রাদার জন সবসময় খুব ভোরে ওঠে। আমার দেখা সব লোকের চেয়ে কম ঘুমায় মানুষটা। যা ভেবেছিলাম, তার কুটিরে গিয়ে দেখলাম জেগে বসে আছে ব্রাদার জন, মোমবাতির আলোয় ফুল চিপে রস বের করছে।

'জন,' নরম গলায় বললাম, 'কয়েকটা জিনিস নিয়ে এসেছি। আমার ধারণা এগুলো হারিয়ে ফেলেছিলেন আপনি।' মরোক্কো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাউন্ড ক্রিশ্চিয়ান ইয়র বইটা, সেই সঙ্গে কিলওয়ার পরিত্যক্ত মিশনে পাওয়া জলরঙের ছবিটা দিলাম তাকে।

প্রথমে ছবিটা দেখল ব্রাদার জন, তারপর তাকাল বইটার দিকে। তাকে একা রেখে বেরিয়ে এলাম কুটির ছেড়ে– সূর্যদয় দেখব। কিছুক্ষণ পর আমাকে ডাকল ব্রাদার জন, কুটিরের দরজা বন্ধ করে তার দিকে তাকাতেই কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কোথায় পেয়েছ, অ্যালান?'

শুরু থেকে তাকে বলে গেলাম সব। একটা কথাও না বলে চুপচাপ শুনল সে, আমার কথা শেষ হবার পর বলল, 'তুমি যেটা আন্দাজ করেছ সেটা বোধহয় বলে দেয়াই উচিত আমার। ছবিটা আমার স্ত্রীর। বইটাও ওর।'

'আপনি কিন্তু অতীত কাল ব্যবহার করেননি,' খানিকটা অবাক হয়ে বললাম।

'করিনি, অ্যালান,' বলল ব্রাদার জন। 'আমি বিশ্বাস করি না ও মারা গেছে। কেন যেন মনে হয় ও বেঁচে আছে। যদি জিজ্ঞেস করো কেন আমার এরকম মনে হয়, ব্যাখ্যা করতে পারব না আমি। ঠিক যেমন ব্যাখ্যা করতে পারব না আমার এখানে আসা নিয়ে ওই জুলু জাদুকরের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী। হয়তো সেই অক্ষয়-অবিনশ্বর মহাশক্তির কাছ থেকে কখনও কখনও গোপন ইঙ্গিত পাই আমরা। মনে হয়, যেন প্রার্থনার জবাবে আমাকে জানানো হয়েছে, এখনও বেঁচে আছে আমার স্ত্রী।'

নরম গলায় বললাম, 'বিশ বছরের বেশি পেরিয়ে গেছে, জন।'

'তারপরও। ও বেঁচে আছে।' ব্রাদার জনের কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে উঠল। 'এতগুলো বছর পাগল সেজে আফ্রিকার অসভ্য মানুষগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। পাগল সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কারণ অসভ্যরা মনে করে পাগল মানুষ স্রষ্টার অনুগ্রহ প্রাপ্ত, পাগলদের কোনও ক্ষতি করে না তারা।'

'আমি ভেবেছিলাম ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রজাপতি আর গাছগাছালি

সংগ্রহ করতে।'

'প্রজাপতি আর গাছগাছালি সংগ্রহ করতে? ওসবই ভান। এতগুলো বছর ধরে আমার স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। তুমি হয়তো ভাবতে পারো যেরকম অবস্থায় আমাদের দু'জনের বিচ্ছেদ হয়, তাতে আমার এই অনুসন্ধানের কোনও অর্থ নেই, কিন্তু আমি তা মনে করি না। তখন আমার স্ত্রীর পেটে আমার সন্তান আসছিল, অ্যালান। আমার ধারণা ও এখনও বেঁচে আছে, লুকিয়ে আছে কোনও অসভ্য উপজাতির মাঝে। মন দিয়ে বিশ্বাস করি, স্রষ্টা যদি ওর প্রাণ বাঁচিয়ে থাকেন, তা হলে সব বিপদ থেকে ওকে রক্ষাও করেছেন।' একটু থামল ব্রাদার জন, তারপর বলল, 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন আমি পঙ্গোদের দেশে যেতে চাই? পঙ্গোরা সাদা একজন দেবীর পূজা করে।'

'বুঝলাম,' বলে ব্রাদার জনের কুটির থেকে বেরিয়ে এলাম। যা জানার জানা হয়ে গেছে, চাইলাম না এই কষ্টদায়ক প্রসঙ্গটা আরও প্রলম্বিত করতে হোক ব্রাদার জনকে।

ভদ্রমহিলা এখনও বেঁচে আছেন ভাবতে গিয়ে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকল আমার কাছে। ভদ্রমহিলা যদি মারা গিয়ে থাকেন, তা হলে ব্রাদার জনের মনের অবস্থা কীরকম হবে ভেবে খুব খারাপ লেগে উঠল। মাথা থেকে ব্রাদার জনের স্ত্রী বিষয়ক চিন্তাগুলো জোর করে দূর করলাম। জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে, কী হতে পারে, কী হবে, কী সম্ভব, কী অসম্ভব– এসব নিয়ে ভেবে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আমি কে? কী-ই বা জানি আমি? বাস্তব নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। আমাকে একটা কঠিন অভিযানে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ভাল পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে আমাকে। আমার দায়িত্ব হচ্ছে সম্ভব হলে একটা বিশেষ ফুলের শেকড় জোগাড় করা।

নাস্তার সময় দেখলাম মার খাওয়া কুকুরের মতো দূর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হান্স, জুলু শিকারী বা স্যামির ধারেকাছে ঘেঁষছে না টিটকারি শুনবার ভয়ে। একটু পর হান্স জানাল, একদল সৈন্য নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসছে বারেমবা।

তাকে অভ্যর্থনা জানাতে যাব ভেবে উঠেও সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললাম আমি। আফ্রিকার রীতি অনুযায়ী আমাদের মধ্যে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটি হচ্ছে ব্রাদার জন. কাজেই তাকেই বললাম অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাতে বলতেই হচ্ছে. চমৎকার আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিল ব্রাদার জন কফিটা ঢক করে গিলে নিয়ে আমাদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে দাঁড়াল সে. তারপর মূর্তির মতো অনড় দাঁড়িয়েই থাকল :

হামাগুড়ি দিয়ে ব্রাদার জনের কাছে হাজির হলো বারেমবা স্থানীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকেও হামাগুড়ি দিতে দেখলাম : উপহার বয়ে এনেছে সৈনিকরা. তারাও ভারী মালামাল সহ যতটা পারে বিনীত ভঙ্গিতে হামা দিয়ে এগোল।

'রাজা ডগিন্টা. আপনার ভাই রাজা বাউসি সাদামানুষদের অস্ত্র-গোলাবারুদ ফেরত পাঠিয়েছেন,' জানাল বারেমবা। 'তিনি আপনাদের জন্যে আর আপনাদের বাচ্চাদের জন্যে কিছু উপহারও পাঠিয়েছেন।'

'শুনে খুশি হলাম. সেনাপতি বারেমবা,' বলল গম্ভীর ব্রাদার জন আরও ভাল হতো আমার সাদা ভাইদের জিনিসগুলো আমার ভাই বাউসি কখনও না সরিয়ে নিলে। ...ওগুলো নামিয়ে রাখো সোজা হয়ে দাঁড়াও। বানরের মতো পেট ঘসটানো আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো ব্রাদার জনের নির্দেশ। অস্ত্র-গোলাগুলি পরীক্ষা করে দেখলাম আমরা। অন্যান্য জিনিস পরীক্ষা করে দেখতেও ভুল করলাম না। সবই ফেরত দেয়া হয়েছে। কোনওকিছুর কোনও ক্ষতি করা হয়নি। স্টিফেন আর আমাকে বাড়তি উপহার দেয়া হয়েছে হাতির চারটে চমৎকার দাঁত। একজন ব্যবসায়ী হিসেবে ওগুলো গ্রহণ না করে পারলাম না। মাভোভো আর ওর শিকারীদের উপহার হিসেবে দেয়া হলো মাথিটুদের অস্ত্রশস্ত্র ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতির পা সমৃদ্ধ একটা বেডস্টেড। চরম বিপদের সময় অকাতরে ঘুমাতে পারে বলে হ্যান্সের শোবার জন্যে দেয়া হয়েছে নিপুণ ভাবে তৈরি ঘাসের একটা গালিচা। এ-খবরটা যখন প্রকাশ পেল, হুল্লোড় করে উঠল জুলু শিকারীরা। অভিশাপ দিতে দিতে কুটিরের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল হ্যান্স। স্যামির জন্যে দেয়া হলো বিদঘুটে আওয়াজ করা একটা স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র। সেই সঙ্গে তাকে বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছে, জনতার সামনে তার গলাটা না ছেড়ে সে যেন ওটাই বাজায়। আমাকে বলতেই হচ্ছে, হ্যান্সেরই মতো স্যামিও প্রাপ্ত উপহারের কৌতুককর দিকটা দেখতে পেল না, তবে আমরা সবাই মাযিটুদের কৌতুকবোধের প্রশংসা না করে পারলাম না।

স্যামি আত্মপক্ষ সমর্থনে বলল, 'ওরকম জরুরি পরিস্থিতিতে নীরবে প্রার্থনা করে কোনও লাভ হতো না, মিস্টার কোয়াটারমেইন। আমি তো বলব আমার জোর প্রার্থনার জবাবেই স্রষ্টা আমাদের সবাইকে অসভ্য ওই অবিশ্বাসীগুলোর তীরের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন।'

'ভগিটা, সাদা সর্দাররা, রাজা আপনাদের আমন্ত্রণ করেছেন,' বলল বাবেমবা। 'আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইবেন তিনি। আর এবার সঙ্গে করে অস্ত্র নেবার কোনও দরকার নেই আপনাদের কারও, কারণ এখন থেকে মাযিটুদের তরফ থেকে কখনও কোনও বিপদ হবে না আপনাদের।'

একটু পরে রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে রওনা হলাম আমরা, সঙ্গে নিলাম প্রত্যাখ্যাত উপহারগুলো। রাজকীয় বাড়ির আঙিনা পর্যন্ত আমাদের পদযাত্রাটা হলো বিজয়ী বীরদের শোভাযাত্রার মতো। পথে যেসব মাযিটুদের পাশ কাটালাম, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হাততালি দিয়ে সালাম জানাল তারা। বাচ্চা আর মেয়েরা আমাদের দিকে ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল। মনে হলো আমরা বিয়ের কনে, বিয়ে করতে চলেছি।

পথে বাজারের বধ্যভূমির সেই জায়গাটা পার হতে হলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিউরে উঠে দেখলাম, খুঁটিগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তবে কবরগুলো মাটি ফেলে ভরে ফেলা হয়েছে।

আমরা হাজির হতেই বাউসি ও তার পরামর্শদাতারা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। আসলে রাজা বাউসি আরও বেশি করল, এগিয়ে এসে ব্রাদার জনের হাত ধরল বাউসি, তারপর নিজের বিশ্রী থ্যাবড়া কালো নাকটা বারবার ডলল ব্রাদার জনের নাকের সঙ্গে। মাথিটুদের রীতি অনুযায়ী এটাই আন্তরিক আলিঙ্গন। তবে এই বিশেষ সম্মান পেয়ে ব্রাদার জনকে খুব খুশি মনে হলো না।

এবার শুরু হলো দীর্ঘ বক্তৃতা। সেই সঙ্গে সমানে গিলল সবাই স্থানীয় বিয়ার। রাজার ক্ষমাপ্রার্থনার জবাবে ব্রাদার জন পঁচিশ মিনিটের এক অনর্গল বক্তৃতা ঝেড়ে দিল। বলল নতুন পথের কথা। ধর্মের কথা।

বাউসি জানাল, পরে এ বিষয়ে আরও শুনতে চাইবে সে। তার ধারণা হয়েছে বাকি জীবন আমরা তার সঙ্গেই থাকব, কাজেই এখনই শুনতে হবে, তেমন নয়। সময়ের তো আর অভাব নেই! উৎসাহের সঙ্গে জানাল, আগামী বছর ফসল উঠবার পর মানুষের হাতে যখন অখণ্ড অবসর থাকবে, তখনই হচ্ছে এসব চমৎকার কথা বলার উপযুক্ত সময়।

বক্তৃতার পালা চুকলে উপহারগুলো দিলাম আমরা। এবার খুব কৃতজ্ঞচিত্তে নেয়া হলো ওগুলো। আমি আমার বক্তব্যে জানালাম, বাকি জীবন বেযায় থাকা তো আমাদের পক্ষে কোনওমতে সম্ভবই নয়, বরং দ্রুত পঙ্গোদের দেশের দিকে এগিয়ে যেতে উদগ্রীব হয়ে আছি আমরা।

এ-কথা শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল রাজা বাউসির। তার হতভম্ব পরামর্শদাতাদের চেহারাও হলো দেখবার মতো।

'শুনুন মাকুমাযানা, আপনারা সবাই শুনুন,' সামলে নিয়ে বলল রাজা বাউসি, 'এই পঙ্গোরা ভয়ঙ্কর জাদুকর! খুব শক্তিশালী মানুষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, কারও সঙ্গে মেশে না। মাযিটু বা অন্য কোনও জাতির মানুষদের যদি ধরতে পারে, তা হলে হয় তাদের মেরে ফেলে, নয়তো নিজেদের দেশে বন্দি করে নিয়ে যায় তারা সেখানে নিয়ে ক্রীতদাস করে রাখে। কখনও কখনও বলি দেয় তাদের শয়তান দেবতার কাছে।'

'আসলেই তা-ই,' মাঝখান থেকে সায় দিল বাবেমবা। 'ছোটবেলায় আমি পঙ্গোদের ক্রীতদাস ছিলাম। আমাকেও বলি দিচ্ছিল তাদের দেবতার কাছে। ওখান থেকে পালাতে গিয়েই একটা চোখ হারাই আমি।'

বাবেমবা যদি পঙ্গোদের দেশে গিয়ে থাকে, তা হলে পথ দেখিয়ে আবার সে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে আমাদের, অথবা পথ চিনিয়ে দিতে পারবে। কথাটা মনে রাখলাম আমি, তবে আপাতত এ নিয়ে কিছু বললাম না।

'আর আমরা যদি পঙ্গোদের কাউকে ধরতে পারি,' আবার শুরু করল বাউসি, 'আমাদের ওপর হামলা করতে এসে মাঝেমধ্যে ধরা পড়ে তারা, দেরি না করে মেরে ফেলি ওদের। আমরা মাযিটুরা যখন থেকে এখানে এসেছি, তখন থেকে পঙ্গোদের সঙ্গে আমাদের ঘৃণার সম্পর্ক, লড়াইয়ের সম্পর্ক। যদি ওই শয়তানগুলোকে খতম করে দিতে পারতাম, তা হলে খুশিমনে মরতে পারতাম আমি।'

'কিন্তু পারবেন না, রাজা,' বলে উঠল বাবেমবা। 'যতদিন ওই সাদা শয়তান-দেবতা বেঁচে থাকবে, ততদিন পারবেন না। শোনেননি পঙ্গোদের কথা? যতদিন সাদা শয়তান বেঁচে থাকবে, যতদিন পবিত্র ফুল ফুটবে, ততদিন পঙ্গোরাও থাকবে। কিন্তু যখন সাদা শয়তান মারা যাবে, পবিত্র ফুল আর ফুটবে না, তখন তাদের মেয়েমানুষরা সন্তান নেবার ক্ষমতা হারাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে তারা।'

'একদিন না একদিন সাদা শয়তান তো মরবেই,' বললাম আমি।

'না, মাকুমাযানা। নিজে থেকে কখনোই মরবে না ওটা। ওটার

www.BanglaBook.org

শয়তান পুরোহিতের মতোই ওটাও সেই শুরু থেকে আছে, থাকবে কেউ ওটাকে মেরে ফেলতে না পারলে। কিন্তু কে আছে যে সাদা শয়তানকে মারতে পারে?'

মনে মনে বললাম, চেষ্টা করে দেখতে কোনও আপত্তি নেই আমার, তবে এ-ব্যাপারে মুখ খুললাম না

'আমার ভাই ডগিটা, সাদা সর্দাররা,' শুরু করল বাউসি, 'সেনাবাহিনী নিয়ে না গেলে আপনাদের পক্ষে ওদেশে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সেনাবাহিনী কী করে পাঠাই আমি? আমরা মাযিটুরা মাটির দেশের মানুষ, আমাদের কোনও ক্যানু নেই যে ওই বিরাট জলাভূমিতে সেনাবাহিনী পাঠাব। এমনকী ক্যানু বানাবার জন্যেও গাছ নেই আমাদের।'

আমরা বললাম, জানি না কীভাবে কী করব, তবে জানালাম, বিষয়টা ভেবে দেখব। আমাদের আসবার উদ্দেশ্য যে আসলে পঙ্গোর দেশে যাওয়া, সেটাও ব্যাখ্যা করলাম। একটু পর শেষ হলো সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান, আবার কুটিরে ফিরে এলাম। ডগিটা রয়ে গেল তার ভাই বাউসির সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করবার জন্যে। ফেরার পথে বাবেমবাকে বললাম, তার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই আমি। বাবেমবা জানাল, দুপুরের খাবারের পর দেখা করতে আসবে সে।

বাকি দিন কেটে গেল কোনও ঘটনা ছাড়াই। আমাদের অনুরোধে সাধারণ মাযিটুদের কুটিরের কাছে আসতে দেয়া হচ্ছে না, ফলে চিড়িয়াখানার জন্তু মনে হলো না নিজেদের। কুটিরে এসে হ্যান্সকে দেখলাম, রাইফেল পরিষ্কার করছে। আমাদের সঙ্গে যায়নি ও লজ্জায়। ওকে দেখে একটা কথা মনে পড়ল আমার, যে দোনলা রাইফেলটা মাভোভোকে দেব বলেছিলাম, ওটা নিয়ে মাভোভোকে দিয়ে বললাম, 'এটা তোমার, কারণ তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়েছে।'

'হ্যাঁ, বাবা,' জবাবে বলল ও, 'সামান্য সময়ের জন্যে এটা আমার। তারপর হয়তো আবার আপনার হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাটা কানে বাজল, কিন্তু ব্যাখ্যা চাইলাম না। কেন জানি না, মাভেম্ভোর ভবিষ্যদ্বাণী শুনবার আর ইচ্ছে ছিল না আমার। দুপুরের খাবার সেরে নিলাম, তারপর ঘুম দিলাম।

বিকেলে এলো বাবেমবা। ব্রাদার জন, স্টিফেন আর আমি কথা বললাম তার সঙ্গে। ওকে বললাম, 'পঙ্গো জাতি সম্বন্ধে বলো। আর ওরা যে সাদা শয়তানের পূজা করে, ওটা সম্বন্ধেও।'

বাবেমবা বলল, 'আমি ওখানে ছিলাম সেটা পঞ্চাশ বছরেরও বেশি হবে। ওখানে যা ঘটেছিল সেটা আবছা ভাবে মনে আছে। বারো বছর বয়সে নলখাগড়ার জঙ্গলে গিয়েছিলাম মাছ ধরতে, তখন সাদা আলখেল্লা পরা লম্বা একদল মানুষ একটা ক্যানু করে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। ওদেরই মতো অনেক লোক আছে এরকম একটা শহরে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে, খুব খাতির করা হয়। মিষ্টি খেতে দিত অনেক। মোটা হয়ে গেলাম আমি। আমার চামড়া চকচক করতে লাগল। তারপর এক বিকেলে আমাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল তারা। সারারাত হেঁটে বিরাট একটা গুহার সামনে পৌঁছলাম। ওই গুহায় বসে ছিল ভয়ঙ্কর চেহারার এক বুড়ো। সাদা আলখেল্লা পরা লোকগুলো তাকে ঘিরে নাচতে শুরু করল। সাদা শয়তানের উপাসনা করছিল আসলে তারা।

'ওই বুড়ো জানাল, পরেরদিন সকালে রান্না করে খাওয়া হবে আমাকে। এজন্যেই নাকি আমাকে খাইয়েদাইয়ে মোটা করেছে। গুহার মুখের কাছে একটা ক্যানু ছিল। তারপর শুধু পানি দেখেছি। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল, লুকিয়ে সেই ক্যানুতে উঠে পড়লাম আমি। কিন্তু দড়ি যেই খুললাম, পুরোহিতদের একজন জেগে উঠে তেড়ে এলো আমার দিকে। লোকটার মাথায় বৈঠা দিয়ে বাড়ি মারলাম। মাত্র বারো বছর বয়স হলেও শরীরে শক্তি ছিল আমার। লোকটা পানিতে পড়ে গেল, তারপর উঠে ক্যানুর কিনারা ধরে ফেলল। এবার তার হাতের আঙুল বৈঠা দিয়ে বাড়ির পর বাড়ি দিতে লাগলাম। একসময় ক্যানু ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সে-রাতে জোরাল হাওয়া বইছিল। সেই বাতাসে জলাভূমির ওদিকের পাড়ে জন্মানো গাছের ডালপালা ভেঙে উড়ে আসছিল বাতাসে চরকির মতো ঘুরতে লাগল ক্যানুটা গাছের উড়ন্ত একটা ডাল আমার চোখে আঘাত করল তখন ব্যাপারটা তেমন বুঝিনি, কিন্তু পরে নষ্ট হয়ে গেল আমার চোখ। যেটা আঘাত করেছিল ওটা বর্শা বা ছোরাও হতে পারে, ঠিক জানি না। জ্ঞান হারানোর আগে পর্যন্ত বৈঠা বেয়ে গেলাম। সর্বক্ষণ বইছিল ঝড়ো হাওয়া; এখনও মনে আছে, জ্ঞান হারাবার আগে ঝড়ো হাওয়ার ধাক্কায় নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে ক্যানুটা ছুটে চলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম জ্ঞান যখন ফিরল, দেখি একটা তীরের কাছে চলে এসেছি। কাদা মাড়িয়ে তীরে এসে উঠলাম। ভয় পেয়ে পালাল বড় বড় কুমিরগুলো। কিন্তু এরইমধ্যে বোধহয় কেটে গেছে কয়েকটা দিন, কারণ আবার চিকন হয়ে গিয়েছি আমি। তীরেই পড়ে থাকলাম। ওখানেই আমাকে খুঁজে পেল আমাদের জাতির কিছু মানুষ। সেবা করে সুস্থ করে তুলল তারা আমাকে। আমার আর কিছু বলার নেই।'

'যথেষ্ট বিস্তারিত বলেছ,' তাকে বললাম। 'এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও। এ-দেশের যেখান থেকে তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে ওই শহরটা কতখানি দূরে?'

'ক্যানুতে সারাদিনের পথ, মাকুমাযানা। ভোরে আমাকে বন্দি করেছিল, আর আমরা বন্দরে পৌঁছাই বিকেলের পরে। সেই বন্দরে অনেক ক্যানু দেখেছি। অন্তত পঞ্চাশটা তো হবেই। কোনও কোনওটা চল্লিশজন লোক নেবার মতো বড়।'

'সেই বন্দর থেকে শহরটা কত দূরে?'

'কাছেই, মাকুমাযানা।'

ব্রাদার জন জিজ্ঞেস করল, 'গুহার কাছে যে জলাভূমিটা আছে, সেটার ওপারের দেশটা সম্বন্ধে কিছু জানেছ?'

'হ্যাঁ, ডগিটা। তখন শুনেছিলাম... অথবা পরে... মাঝে মাঝেই পঙ্গোদের ব্যাপারে গুজব ছড়িয়ে পড়ে... ওখানে নাকি একটা দ্বীপ

www.BanglaBook.org

আছে। ওই দ্বীপে জন্মায় পবিত্র ফুল। সেই ফুলের যত্ন নেয় নাকি ফুলের মতো নামের এক মহিলা পুরোহিত তার যারা চাকর আছে, সবাই নাকি তার কুমারী।

'কে এই পুরোহিত?'

'জানি না। তবে শুনেছি সেই মহিলা পুরোহিত নাকি কালো মানুষের দেশে জন্মেও সাদা রঙের। আর পঙ্গোদের দেশে যেসব মেয়ে সাদা হয়ে জন্মায়, বা গোলাপী চোখ হয় যাদের, কিংবা বোবা হয়, বা প্রতিবন্ধি হয়, সেসব মেয়েকে সেই মহিলা পুরোহিতের চাকর হয়ে থাকতে হয় তবে সেই মহিলা পুরোহিত নিশ্চয়ই মারা গেছে এতদিনে। আমি যখন কিশোর ছিলাম, তখনই তার অনেক অনেক বয়স পঙ্গোদের দুশ্চিন্তা করতে দেখতাম এ নিয়ে, কারণ মহিলা পুরোহিত মারা গেলে এমন আর কেউ ছিল না, যে তার জায়গা নিতে পারে। সেই মহিলা নিশ্চয়ই মারা গেছে, কারণ অনেক বছর আগে পঙ্গোদের দেশে বিরাট এক ভোজ হয়েছিল। সেসময় অনেক ক্রীতদাসকে পুড়িয়ে খাওয়া হয় ভোজটা হয়েছিল পুরোহিতরা নতুন এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারীকে পেয়ে যাওয়ায়। সেই রাজকুমারীর চুলগুলো নাকি ছিল হলদে, হাতের নখগুলো ছিল ঠিক যেরকম হওয়া দরকার।'

কথাটা শুনে প্রশ্ন করল ব্রাদার জন। গলাটা তীক্ষ্ণ শোনাল তাঁর। 'এই মহিলা পুরোহিতও কি মারা গেছে?'

'জানি না, ডগিটা। তবে মনে হয় না সে মারা গেছে। মারা গেলে মৃত মাকে খাওয়ার একটা ভোজ হতো পঙ্গোদের ওখানে।'

'মৃত মাকে খাওয়ার ভোজ!' চমকে গেলাম।

'হ্যাঁ, মাকুমাযানা। পঙ্গোদের আইন অনুযায়ী পবিত্র মন্ত্র মারা গেলে তাকে যারা খাবার যোগ্যতা রাখে, তারা খেয়ে নেয় তাকে।'

বাবেমবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু সাদা শয়তান মরেও না, তাকে খাওয়াও হয় না?'

'না, মাকুমাযানা,' গম্ভীর গলায় বলল বাবেমবা, 'সাদা শয়তান

www.BanglaBook.org

কখনও মরে না। বরং সে-ই অন্যদের মারে। পঙ্গোদের দেশে গেলে আপনারা নিজেরাই জানতে পারবেন।'

আর কোনও কথা না থাকায় বিদায় নিয়ে চলে গেল বারেমবা। আমি মনে মনে বললাম, যদি সম্ভব হতো তা হলে পঙ্গোদের দেশে ভুলেও যেতাম না আমি, মুখোমুখি হতাম না সাদা শয়তানের। তারপর মনে পড়ল ওখানে ব্রাদার জনের যেতে চাওয়ার কারণ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলাম নিজেকে।

পরদিন খুব সকালে আবার এলো বারেমবা, উত্তেজিত হয়ে বলল, 'সর্দাররা, সর্দাররা, দারুণ একটা ঘটনা ঘটেছে! গতরাতে আমরা পঙ্গোদের নিয়ে কথা বলছিলাম, আর আজকে ভোরেই পঙ্গোদের তরফ থেকে কয়েকজন দূত এসেছে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্যে। হ্যাঁ, ওরা চাইছে রাজা বাউসি ওদের শহরে দূত পাঠিয়ে যেন দীর্ঘস্থায়ী একটা শান্তিচুক্তি করেন। ...কেন যাবে ওখানে কেউ!'

'কারও হয়তো যাবার সাহস হবে,' ওকে বললাম। একটা চিন্তা মাথায় দোলা দিয়ে গেল, ফলে যোগ করলাম, 'চলো, রাজা বাউসির সঙ্গে দেখা করতে যাব আমরা।'

আধঘণ্টা পর স্টিফেন ও আমি রাজকীয় আঙিনায় বসলাম। ব্রাদার জন ইতিমধ্যেই রাজকীয় কুটিরে রাজার সঙ্গে কথা বলছে। যাবার পথে আমাদের মধ্যে সামান্য কথাই হলো। ব্রাদার জনকে বললাম, 'জন, বুঝতে পারছেন পঙ্গোদের দেশে যাবার এটা হয়তো একটা মস্ত সুযোগ? মাযিটুদের কেউ যাবে বলে মনে হয় না। পঙ্গোদের পেটের ভেতর চিরতরে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকতে হতে পারে, সে-ভয় পাচ্ছে এরা। আপনি তো রাজার রক্তের ভাই, আপনি যাতো কয়েকজন দূত নিয়ে পঙ্গোদের দেশে যেতে পারবেন। আমরা যাব আপনার সঙ্গী হিসেবে।'

'আমি এরকমটা আগেই ভেবেছি, অ্যালান,' লম্বা দাড়িতে টোকা

www.BanglaBook.org

মেরে বলল ব্রাদার জন।

প্রধান কয়েকজন পরামর্শদাতার মাঝে বসে আছি আমরা, একটু পরে ব্রাদার জনকে সঙ্গে নিয়ে রাজকীয় কুটির থেকে বেরিয়ে এল রাজা বাউসি, পঙ্গো দূতদের নিয়ে আসবার নির্দেশ দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা হলো তাদের। লম্বা মানুষ তারা, গায়ের রং দেখে মনে হয় সেমিটিক জাতির লোক। আরবদের মতো সাদা আলখেল্লা পরে আছে সবাই, গলায় আর কব্জিতে সোনা কিংবা তামার বালা। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, মধ্য-আফ্রিকার অন্য কোনও জাতির মানুষদের সঙ্গে চেহারাসুরতে কোনও মিল নেই তাদের। বেশ কর্তৃত্বপরায়ণ মনে হলো লোকগুলোকে দেখে। কী যেন আছে তাদের মধ্যে, বুকের ভেতরে শীতল একটা অনুভূতি হলো আমার, কেমন একটা অপছন্দের ভাব জন্মাল মনে। বলিনি, তাদের বর্শাগুলো বাইরে রেখে আসা হয়েছে। বুকে এক হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে গাম্ভীর্যের সঙ্গে রাজা বাউসিকে সম্মান জানাল তারা।

'কারা তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রাজা বাউসি। 'কী চাও?'

'আমি কোমবা,' জ্বলজ্বলে চোখওয়ালা এক তরুণ মুখপাত্র জানাল, 'দেবতা যাকে গ্রহণ করেছেন, আমি সে-ই। সময় এলে হয়তো পঙ্গোদের কালুবি হবো আমি।' নিজের লোকদের দেখাল সে। 'আর এরা আমার চাকর। বন্ধুত্বের বাণী নিয়ে এসেছি আমি। দেবতার প্রধান পুরোহিত মোটোমবো...'

'আমি তো শুনেছিলাম কালুবি তোমাদের দেবতার পুরোহিত,' বাধা দিয়ে বলল রাজা বাউসি।

'তা নয়। আপনি যেমন মাযিটুদের রাজা, তেমনি কালুবি হচ্ছেন পঙ্গোদের রাজা। আর যাঁকে প্রায় কখনও দেখা যায় না, সেই মোটোমবো হচ্ছেন আত্মাদের রাজা, দেবতার জিভ।'

এ-কথায় আফ্রিকানদের রীতি অনুযায়ী মাথা দোলাল রাজা বাউসি, থুতনি সামনে বাড়িয়ে দিল।

কোমবা বলে চলল, 'আমি আপনার দেশে এসেছি আপনার

www.BanglaBook.org

সম্মানের ওপর ভরসা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। যদি চান তো মেরে ফেলতে পারেন আমাকে, তবে তাতে কোনও লাভ হবে না। আমি মারা গেলে আরও অনেকে আছে, যারা পর্যায়ক্রমে কালুবি হবে।'

রাজা বাউসি টিটকারির সুরে বলল, 'আমি কি পঙ্গো নাকি যে বার্তাবাহকদের মেরে খেয়ে ফেলব?'

খেয়াল করলাম, এ-কথায় ক্ষণিকের জন্যে চোখ সরু হয়ে গেল পঙ্গোদের।

'রাজা, আপনি ভুল জানেন,' বলল কোমবা। 'সাদা-দেবতা যাদের বাছাই করেন, পঙ্গোরা শুধু তাদেরই খায়। এটা একটা ধর্মীয় রীতি। না হলে যাদের এত গবাদি পশু আছে, তারা মানুষ খেতে যাবে কেন!'

'জানি না,' ঘোঁৎ করে উঠল রাজা বাউসি। 'কিন্তু এখানে এমন একজন আছে, যে ভিন্ন কাহিনি বলবে।' সেনাপতি বাবেমবার দিকে তাকাল রাজা বাউসি। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল বাবেমবা।

জ্বলজ্বলে চোখে কানা সেনাপতির দিকে তাকাল কোমবাও। বলল, 'এটা স্বাভাবিক নয় যে ওরকম বুড়ো আর হাড়সর্বস্ব কাউকে খেতে চাইবে কেউ। যাক ও-কথা, আমাদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, রাজা। কালুবি আর মোটোমবোর তরফ থেকে প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আমি, যেন আপনি আপনার দূত পাঠান, যেন আমাদের দু'জাতির মধ্যে অবশেষে একটা শান্তিচুক্তি হতে পারে।'

'কালুবি বা মোটোমবো কথা বলতে এলো না কেন?' জিজ্ঞেস করল রাজা বাউসি।

'কারণ দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়ার নিয়ম নেই তাদের, রাজা। কাজেই ভবিষ্যৎ কালুবি এই আমাকেই পাঠানো হয়েছে। শুনুন রাজা, বংশ পরম্পরায় আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। সেই যুদ্ধের শুরুটা এত আগে হয় যে, তা শুধু দেবতার কাছ থেকে মোটোমবোই জানতে পেরেছেন। একসময় এদিকের পুরো জমি পঙ্গোদের ছিল;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পানির ওদিকে ছিল তাদের পবিত্র ভূমি তারপর আপনাদের পূর্বপুরুষরা এসে আক্রমণ করল আমাদের পূর্বপুরুষদের, অনেককে মেরে ফেলল, অনেককে ক্রীতদাস বানাল, তাদের মেয়েদের জোর করে বিয়ে করল। আর এখন মোটোমবো আর কালুবি চাইছেন যুদ্ধের বদলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, অনুর্বর বালিময় জমিতে ভুট্টা হোক, ফুল ফুটুক, তা চাইছেন; চাইছেন অন্ধকারের বদলে মিষ্টি আলোয় ভরে উঠুক চারপাশ, যাতে আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে সূর্যের আলোয় আরামে বসতে পারি।'

এসব কথায় রাজা বাউসি প্রভাবিত হলো বলে মনে হলো না আমার। কাব্যিক কথাগুলো যেন তার সন্দেহ বাড়িয়ে দিল আরও। রাজা বাউসি বলল, 'আমাদের লোকদের খুন করা বন্ধ করো, তোমাদের সাদা শয়তানের কাছে আমাদের মানুষদের বলি দেয়া বন্ধ করো, তা হলে হয়তো আজ থেকে এক বা দু'বছর পর আমরা শুনব তোমাদের মধুমাখা কথাবার্তা। এখন আমাদের মনে হচ্ছে ওই মধুর কথা মাছি ধরার ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপরও বলব, এখানে যে পরামর্শদাতারা আছে, তারা যদি নিজের দায়িত্বে ঝুঁকি নিয়ে তোমাদের কালুবি আর মোটোমবোর কথা শুনতে যায়, তা হলে মানা করব না আমি।' মন্ত্রীদের দিকে তাকাল রাজা বাউসি। 'বলো তোমরা; একজন একজন করে বলো। তাড়াতাড়ি বলবে। যে প্রথমে মুখ খুলবে তাকেই পঙ্গোদের দেশে যাবার সম্মানটা দেব।'

এই আমন্ত্রণের পর যেরকম থমথমে নীরবতা নামল সেরকমটা আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। পরামর্শদাতারা সবাই পাশেরজনের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু টুঁ শব্দ করছে না কেউ।

কপট বিস্ময়ে রাজা বাউসি বলে উঠল, 'কী? কেউ কথা বলছ না? ঠিক আছে, তোমরা তো আইন তৈরি করো– শান্তিপ্রিয় মানুষ। ...আমাদের মহাসেনাপতি বাবেমবা কী বলে?'

মুখ খুলল বাবেমবা, 'রাজা, আমি বলি ছোটবেলায় একবার আমাকে চুলের মুঠি ধরে পঙ্গো দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা চোখ রেখে এসেছি আমি। আর যেতে চাই না ওখানে।'

'তা হলে তো কোমবা, দেখা যাচ্ছে আমার কোনও লোক দূত হয়ে যেতে চাইছে না! যদি শান্তিচুক্তি করতেই হয়, তা হলে তোমাদের মোটোমবো আর কালুবিকেই আসতে হবে এখানে।'

'আমি তো জানিয়েছি তা হবার নয়, রাজা।'

'তা হলে তো আর কোনও কথা থাকে না, কোমবা। বিশ্রাম নাও, তারপর আমাদের দেয়া খাবার খেয়ে ফিরে যাও নিজেদের দেশে।'

এবার ব্রাদার জন উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলে উঠল: 'বাউসি, আমরা রক্তের ভাই। তোমার হয়ে সেজন্যেই কথা বলতে পারি আমি। তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা যদি চাও, যদি এই পঙ্গেরা চায়, তা হলে আমি আর আমার বন্ধুরা মাযিটুদের পক্ষ থেকে যেতে রাজি আছি। মাযিটুদের পক্ষে শান্তির জন্যে আলোচনা করব আমরা। নতুন দেশ, নতুন জাতির মানুষদের দেখার ইচ্ছেটা সবসময়েই কাজ করে আমাদের মধ্যে।' তরুণের দিকে তাকাল ব্রাদার জন। 'বলো, কোমবা, রাজা যদি অনুমতি দেন, তা হলে দূত হিসেবে তুমি মেনে নেবে আমাদের?'

জবাবে কোমবা বলল, 'কাদেরকে দূত নির্বাচন করবেন, সেটা রাজার ইচ্ছে। তবে কালুবি আপনাদের সাদামানুষদের মাযিটু দেশে আগমনের খবর পেয়ে আমাকে বলেছিলেন, যদি আপনারা আমাদের দেশে গিয়ে কালুবির সঙ্গে দেখা করতে চান, তা হলে তিনি খুব খুশি হয়ে আপনাদের আতিথেয়তা করবেন। কথাটা মোটোমবো জানলে বলেছেন: 'যদি আসে, তা হলে সাদামানুষদের আসতে দাও। যদি না আসে, তা হলে আসবে না তারা। কিন্তু যদি আসে, তা হলে তারা যেন তাদের ছোট বা বড় কোনও ধরনের লোহার নল নিয়ে না আসে। ওই লোহার নল থেকে ধোঁয়া আর ভয়ঙ্কর আওয়াজ বের হয়। দূর থেকে সবকিছু মেরে ফেলে ওই লোহার নল। মাংসের জন্যে তাদের লোহার নলের কোনও প্রয়োজন পড়বে না, কারণ

www.BanglaBook.org

অনেক মাংস দেয়া হবে তাদের ; পঙ্গোদের মাঝে নিরাপদেই থাকবে তারা, যদি না দেবতাদের কোনওরকমের অপমান করে।'" কথাগুলো বলল কোমবা খুব ধীরে ধীরে, জোর দিয়ে। সর্বক্ষণ সে তাকিয়ে থাকল আমার মুখের দিকে, যেন মনের গোপন কথা পড়তে চাইছে।

মিথ্যে বলব না, কথাগুলো শুনে পঙ্গোদের ওখানে যাবার সাহস উবে গেল আমার আমি জানি, কালুবি চাইছে আমরা যেন পঙ্গোদের দেশে গিয়ে তার জীবনের প্রতি হুমকি সেই সাদা শয়তানটাকে খুন করি। আমার ধারণা বড় কোনও বনমানুষ হবে ওটা। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র না থাকলে ওরকম শক্তিশালী, হিংস্র একটা জানোয়ারকে মারব কী করে আমরা? এক মিনিট পুরো হবার আগেই মনস্থির হয়ে গেল আমার। বললাম, 'কোমবা', আমার অস্ত্র হচ্ছে আমার বাবা, মা, আমার বউ আর সব আত্মীয়। এখান থেকে ওটা ছাড়া কোথাও যাব না আমি।'

কোমবা বলল, 'সেক্ষেত্রে, সাদা সর্দার, আপনার পরিবার-পরিজনের মধ্যে এখানে এই দেশেই থেকে যান, নইলে ওটা নিয়ে যদি পঙ্গো দেশে যাবার চেষ্টা করেন, তা হলে তীরেই খুন হয়ে যাবেন।'

আমি কোনও জবাব খুঁজে পাবার আগেই ব্রাদার জন বলল, 'বিখ্যাত শিকারী মাকুমাযানা তাঁর অস্ত্র ছাড়া কোথাও যাবেন না এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমার কথা আলাদা। অনেক বছর হলো কোনও অস্ত্র ব্যবহার করিনি আমি, কিছু কীটপতঙ্গ ছাড়া হত্যা করিনি ঈশ্বরের সৃষ্টি কোনও জীব। শুধু এটা নিয়ে তোমাদের দেশে যেতে তৈরি আছি আমি।' হাতের ইশারায় পেছনের বেড়ায় ঠেকা দিয়ে রাখা প্রজাপতি ধরবার জালটা দেখাল ব্রাদার জন।

'তা হলে আসতে পারেন আপনি,' বলল কোমবা।

আমার মনে হলো অশুভ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ দুটো।

www.BanglaBook.org

নীরব হয়ে গেল সবাই। ব্রাদার জনের এই দুঃসাহসী পরিকল্পনা স্টিফেনকে ব্যাখ্যা করে বললাম আমি। আতঙ্কের সঙ্গে শুনলাম গোঁয়ার একরোখা তরুণের কথা। ও বলল, 'আমি কী বলি, বুঝলে কোয়ার্টারমেইন, বুড়ো খোকাকে আমরা একা যেতে দিতে পারি না অন্তত আমি পারি না। তোমার ব্যাপারটা ভিন্ন, নাবালক সন্তান আছে তোমার, কিন্তু আমার ব্যাপারটা তা নয়। ওই সাইপ্রিপেডিয়ামের কথা যদি বাদও দিই, যদি বাদও দিই ওই...'

গুঁতো মেরে স্টিফেনকে থামালাম। জানি না কেন, তবে মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করল। মনে হলো রহস্যময় কোনও উপায়ে ওই কোমবা বুঝতে পারছে স্টিফেনের বক্তব্য। চাইলাম না অর্কিড শব্দটা উচ্চারণ করুক ও

'কী ব্যাপার?' গুঁতো খেয়ে বলল স্টিফেন। 'ও, বুঝেছি। কিন্তু ও তো ইংরেজি জানে না। যাক ওসব কথা, আসল কথা হচ্ছে, ব্রাদার জন যদি যায় তো আমিও যাব; আর ব্রাদার জন যদি না যায়, তা হলেও আমি একাই যাব।'

'তরুণ গাধা,' বিড়বিড় করে বললাম।

'কমবয়সী সাদা সর্দার কী যেন বলছিলেন, কেন তিনি আমাদের দেশে যাবেন?' শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কোমবা। মনে হলো স্টিফেনের মুখোভাব দেখে মনের কথা আঁচ করতে পেরেছে সে।

আমি বললাম, 'কমবয়সী সাদা সর্দার বলছেন তিনি একজন নিরীহ পরিব্রাজক, নতুন দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভালবাসেন। তোমাদের দেশে সোনা আছে কি না সেটা খুঁজে দেখতে চান।'

এ-কথায় হাতের সোনার বালাটা স্পর্শ করল কোমবা, বলল, 'যতখানি তিনি বয়ে নিয়ে আসতে পারবেন, ততখানি সোনা দেয়া হবে তাঁকে। কিন্তু এ নিয়ে আপনারা হয়তো একা আলাপ করতে চাইবেন।' রাজা বাউসির দিকে তাকাল কোমবা। 'রাজা, কিছুক্ষণের জন্যে বিরতি নিতে পারি আমরা?'

পাঁচমিনিট পর; রাজকীয় কুটিরে উত্তপ্ত তর্কে জড়িয়ে পড়লাম

www.BanglaBook.org

আমরা ব্রাদার জন, স্টিফেন আর আমি ছাড়াও উপস্থিত আছে স্বয়ং রাজা বাউসি ও সেনাপতি বারেমবা। রাজা বাউসি বারবার করে ব্রাদার জনকে বোঝাচ্ছে পঙ্গোদের দেশে না যেতে। আমিও একই কথা বলছি। বারেমবা বোঝানোর চেষ্টা করছে ওদেশে যাওয়াটা হবে স্রেফ উন্মাদনা, জাদুবিদ্যা আর খুনের গন্ধ পাচ্ছে নাকি সে বাতাসে। জবাবে ব্রাদার জন বলছে আফ্রিকার এদিকটাতে খুব কম জায়গাতেই তার পা পড়েনি। এবার যখন সুযোগ পাওয়া গেছে তো যাবেই সে পঙ্গোদের দেশে। চুপচাপ বসে হুই তুলছে স্টিফেন, কুটিরের ভেতরটা গরম বলে রুমাল দিয়ে বাতাস করছে নিজেকে তার বক্তব্য সে জানিয়ে দিয়েছে। দুর্লভ সেই ফুলের জন্যে এতটা দূর যখন সে এসেছে, তখন কিছুতেই খালিহাতে ফিরবে না।

'আমি ডগিটার মন বুঝতে পারছি,' শেষ পর্যন্ত বলল রাজা বাউসি। 'এই অভিযানে যাবার পেছনে এমন কোনও উদ্দেশ্য আছে তোমার, যেটা তুমি আমার কাছ থেকে গোপন করছ; তারপরও বলব, দরকারে শক্তি খাটিয়ে তোমাকে আটকে রাখব আমি।'

'তা করলে আমাদের রক্তের ভাতৃত্ব ভেঙে যাবে,' বলল ব্রাদার জন। 'যা আমি বলিনি তা জানতে চেয়ো না, বাউসি; অপেক্ষা করো, ভবিষ্যৎই বলে দেবে সব।'

এবার হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল রাজা বাউসি। সেনাপতি বারেমবা বলল, ডগিটা আর ওয়ায়েলাকে জাদু করা হয়েছে। শুধু আমি মাকুমাযানা মানসিক ভাবে সুস্থ আছি।

'তা হলে কথা হয়ে গেল,' বলল স্টিফেন। 'জন আর আমি দূত হিসেবে পঙ্গোতে যাব। আর কোয়াটারমেইন, তুমি এখানে থাকবে জুলু শিকারী ও মালপত্রের দায়িত্বে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাও নাকি, স্টিফেন? তা-ও আবার তোমার বাবা তোমার সমস্ত দায়িত্ব আমাকে বুঝিয়ে দেবার পর! তোমরা দু'জন যদি যাও, আমিও অবশ্যই যাব। কাপড় ছাড়া যেতে হলেও যাব। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, মন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে শুনো, সমস্ত অন্তর দিয়ে বলছি. আমার ধারণা তোমরা দু'জন দুটো অভিশপ্ত উন্মাদ পঙ্গোরা যদি তোমাদের না খায়, সেটা তোমাদের সত্যি কপালের ভোগ। এই বয়সে আমাকে শেষপর্যন্ত ভাবতে হচ্ছে, একপাল নরখাদকের মধ্যে হয়তো একটা পিস্তলও না নিয়ে যেতে হবে আমাকে, খালিহাতে লড়তে হবে একটা বিরাট বনমানুষের সঙ্গে ঠিক আছে, সবাই একবারই মরে, অন্তত সেটাই আজ পর্যন্ত শুনে এসেছি।'

'খুব সত্যি কথা,' মন্তব্য করল নির্বিকার স্টিফেন। 'সন্দেহ নেই যে অত্যন্ত সত্যি!'

মনে হলো পাকড়ে ধরে জোরে জোরে ওর দু'কান মুচড়ে দিই।

কথা ফুরিয়ে যাওয়ায় আঙিনায় ফিরে এলাম আমরা আবার ডেকে পাঠানো হলো কোমবা ও তার অনুচরদের। এবার সঙ্গে করে উপহার নিয়ে এলো তারা: উপহারের মধ্যে থাকল হাতির দুটো চমৎকার দাঁত, বুঝলাম, পঙ্গোদের দেশটা পুরোপুরি পানিতে ঘেরা হতে পারে না, কারণ হাতিরা সাধারণত কোনও দ্বীপে থাকতে পছন্দ করে না এ ছাড়াও উপহার দেয়া হলো ঘটিভরা সোনার গুঁড়ো, অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মেশানো তামার বালা, অত্যন্ত চমৎকার বুনটের সাদা লিনেন ও অসাধারণ সুন্দর কারুকার্য করা কিছু বাটি। ওগুলো দেখে বোঝা গেল শৈল্পিক রুচি আছে পঙ্গোদের।

নতুন করে শুরু হলো আলোচনা। রাজা বাউসি আমাকে বোকা বানিয়ে ঘোষণা দিয়ে দিল, আমরা তিনজন সাদামানুষ প্রত্যেকে একজন করে কাজের লোক নিয়ে দু'জাতির মধ্যে শান্তি আলোচনা করতে তার দূত হিসেবে যাব পঙ্গোদের দেশে। সঙ্গে করে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেব না আমরা। আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হবে দু'পক্ষের ব্যবসা ও দু'জাতির ছেলে-মেয়েদের বিয়ে।

কোমবা বিয়ের ব্যাপারটায় খুব জোর দিল। তখন বুঝিনি তার উদ্দেশ্য। মোটোমবো এবং কালুবির পক্ষ থেকে সে কথা দিল, যদি আমরা দেবতাদের ওপর হামলা বা কোনও ধরনের অপমান না করি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা হলে পঙ্গোদের দেশে কোনও বিপদ হবে না আমাদের। এই শর্তটা অবশ্য-পালনীয়, কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ হলো না আমার।

কোমর আরও কথা দিল, জলাভূমির তীরে পৌঁছানোর ছয় দিনের মধ্যে পঙ্গো দেশ থেকে নিরাপদে মাথিটু দেশে ফিরিয়ে দেয়া হবে আমাদের।

রাজি হলো রাজা বাউসি, জানাল পাঁচশো যোদ্ধাকে আমাদের সঙ্গে দেবে সে। তারা জলাভূমির তীর পর্যন্ত পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের, আমরা ফিরবার পর পাহারা দিয়ে নিয়ে আসবে আবার। কোমরাকে সতর্ক করে দিয়ে রাজা বাউসি আরও জানাল, আমাদের যদি কোনও ক্ষতি করা হয়, তা হলে চিরতরে যুদ্ধ ঘোষণা করবে সে, যতদিন না পঙ্গোরা ধ্বংস হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত থামবে না সে-যুদ্ধ।

আলোচনা শেষে বিদায় নিয়ে কুটিরে ফিরলাম। ঠিক হয়েছে, পরদিন সকালে রওনা হবো আমরা।

তেরো

রিকা শহর

তবে পরদিন রওনা হতে পারলাম না আমরা, যাত্রা পিছিয়ে গেল চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। বুড়ো বাবেমবা তার পাঁচশো যোদ্ধা সংগ্রহ করতে এই চব্বিশ ঘণ্টা সময় নিল। এখানে বলে রাখি, আমরা যখন কুটিরে পৌঁছলাম, দেখলাম আমাদের দুই মাথিটু কুলি টম ও জেরি হাজির, মজা করে স্যামির সুস্বাদু রান্না খাচ্ছে। তবে বেশ ক্লান্ত মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো ওদের দেখে। জানা গেল তারা আমাদের পক্ষে ভাল কথা বলবে বুঝে মৃত জাদুকর ইমবোযউই দূরে, গ্রামের দিকে বন্দি করে রেখেছিল ওদের। চিরতরে যে মুখ বন্ধ করে দেয়নি কেন ভেবে পেলাম না। বোধহয় কোনও কারণে ভয় পেয়েছিল ইমবোযউই। তারপর যখন ইমবোযউই ও তার সহযোগীদের মৃত্যু-সংবাদ গ্রামে পৌঁছল, ছেড়ে দেয়া হলো টম আর জেরিকে। এরপর বেথায় ফিরে এসেছে তারা যতটা দ্রুত পারে।

কুটিরে ফিরে মাভোভো, হ্যান্স, স্যামি আর অন্য সবাইকে খুলে বললাম আমরা কোথায় এবং কী কারণে যাচ্ছি। ওরা যখন আমাদের অভিযানের বিপদটা বুঝল এবং জানল আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া যেতে রাজি হয়েছি আমরা, তখন বোবা বনে গেল বিস্ময়ে।

'ক্রানসিক! ক্রানসিক!' মানে, মাথায় গণ্ডগোল, বা পাগল বলে নিজের মাথায় টোকা দিয়ে অন্যদের দেখাল হ্যান্স। জোর দিয়ে বলল, 'এই দু'জন পাগল হয়েছে ডগিটার সঙ্গে থেকে থেকে। ডগিটা তো অস্ত্র দিয়ে শিকার করে না, জালে ধরে বিশ্রী সব পোকামাকড় খায়। যা ভেবেছিলাম, ঠিকই এই দু'জনও ডগিটার সঙ্গে থেকে পাগল হয়ে গেল।'

হ্যান্সের কথায় নির্দ্বিধায় সায় দিল জুলু শিকারীরা। স্যামি আকাশের দিকে দু'হাত তুলল, যেন প্রার্থনা করবে। শুধু মাভোভো থাকল নির্বিকার। এবার প্রশ্ন উঠল, শিকারীদের মধ্যে কে কে আমাদের সঙ্গে যাবে।

'আমাকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই,' বলল মাভোভো। 'আমি আমার বাবা মাকুমাযানের সঙ্গে যাব। আগ্নেয়াস্ত্র না থাকলেও আমি শক্তসমর্থ মানুষ, আমার পূর্বপুরুষরা যেমন বর্শা দিয়ে লড়তে পারত, তেমনটা আমিও পারি। কাজেই আর কোনও কথা থাকে না।'

'আমিও যাচ্ছি বাস কোয়াটারমেইনের সঙ্গে,' বলল হ্যান্স। 'যেহেতু আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও আমি যথেষ্ট চালাক, যেমন ছিল আমার বংশের নারীরা।'

www.BanglaBook.org

এক জুলু শিকারী হ্যান্সের এই কথায় বলল, 'তুমি চালাক ঠিক, দাগওয়ালা সাপ, কিন্তু চালাক তুমি তখনই, যখন তুমি ওষুধ খেয়ে ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যাও না ...তো রাজা যে সুন্দর লেতাসটওটা পাঠিয়েছেন, সেটাও কি এই যাত্রায় সঙ্গে নেবে নাকি তুমি?'

'না, হাঁদার বাচ্চা,' জবাবে বলল হ্যান্স। 'ওটা তোমার কাছে রেখে যাব, কারণ তুমি জানো না, আমি ঘুমিয়ে থাকলেও যতটা বুদ্ধি রাখি, ততটা তুমি জেগে থেকেও রাখো না।'

এরপর দেখবার রইল কে হবে তৃতীয় ব্যক্তি। ব্রাদার জনের সঙ্গে আসা কাজের মানুষ দু'জনকে বাদ দিতে হলো একজন অসুস্থ আর অন্যজন ভয়ে থরহরি-কম্প বলে। স্টিফেন হঠাৎ স্যামির নাম প্রস্তাব করল ওর বক্তব্য অনুযায়ী, দলে একজন রাঁধুনি থাকা দরকার।

'না, মিস্টার সমার্স, না,' ব্যগ্র হয়ে বলল বিচলিত স্যামি। 'এ প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারি না। যে রাঁধতে পারে, তাকে যদি এমন দেশে যাবার প্রস্তাব দেয়া হয়, যেখানে তাকেই রেঁধে খাওয়া হবে, তা হলে তো বলতে হয় ব্যাপারটা মায়ের দুধে শিশুকে সেদ্ধ করার মতো।'

কাজেই বাদ দিতে হলো স্যামিকে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর জেরির নামটা উঠে এলো। শক্তপোক্ত গড়নের চালাক লোক জেরি, আমাদের সঙ্গে যেতেও বেশ ইচ্ছুক।

বাকি দিন অভিযানের প্রস্তুতি নিলাম আমরা। প্রস্তুতি বলতে প্রচুর চিন্তাভাবনা ছাড়া তেমন কিছু করবার থাকল না আমাদের হ্যান্সকে খুঁজলাম বুদ্ধি-পরামর্শের জন্যে, কিন্তু বিরক্তির সঙ্গে খেয়াল করলাম, ধারেকাছে নেই ও। পরে যখন হ্যান্স এলো, ওকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় গিয়েছিল জবাবে বলল, জঙ্গলে গিয়েছিল ও নিজের জন্যে একটা লাঠি আনতে, কারণ অনেক হাঁটতে হবে ওকে। লাঠিটা আমাকে দেখাল ও। মাযিটুদের দেশে জন্মায় এরকম একধরনের বাঁশের তৈরি মজবুত একটা মোটা লাঠি ওটা।

www.BanglaBook.org

'ওটা দিয়ে কী হবে?' হান্সকে বললাম। 'লাঠির তো কোনও অভাব নেই আশপাশে।'

'নতুন অভিযান, কাজেই নতুন লাঠি,' বলল, 'এধরনের লাঠির ভেতরটা বাতাসে ভরা থাকে। যদি আমি ক্যানু থেকে পানিতে পড়ে যাই, তা হলে ভাসতে সুবিধে হবে এটা থাকলে।'

'বাহ্, চমৎকার বুদ্ধি,' ঠাট্টা করে বললাম। পরক্ষণেই ভুলে গেলাম গোটা ব্যাপারটা।

পরদিন ভোরে রওনা হলাম আমরা। স্টিফেন ও আমি প্রচুর খেয়েদেয়ে মোটা হয়ে ওঠা গাধা দুটোর পিঠে চেপে চলেছি। ব্রুদার জন চলেছে তার অনুগত সাদা ষাঁড়ের পিঠে। দেখলাম, খুব দ্রুত সবধরনের নির্দেশ পালন করতে শিখে যাচ্ছে ওটা।

সবক'জন জুলু শিকারী তাদের অস্ত্র নিয়ে আসছে আমাদের সঙ্গে। মাযিতুদের দেশের সীমানা পর্যন্ত আসবে তারা, পরে মাযিতু যোদ্ধাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবে। রাজা বাউসি নিজে শহরের দক্ষিণ ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিল আমাদের, তারপর বিদায় জানাল। বিশেষ করে ব্রুদার জনকে বিদায় দিল ব্যথাতুর মনে। তার আগে কোমবা এবং তার অনুচরদের আরেকবার ডেকে পাঠাল সে, সতর্ক করে দিল, যদি আমাদের কোনও ক্ষতি হয়, তা হলে পঙ্গোদের সমূলে ধ্বংস না করে ক্ষান্ত দেবে না সে।

'ভয় পাবেন না,' তাকে বলল শীতল কোমবা। 'পবিত্র শহর রিকায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্দোষ অতিথিদের তীর মেরে খুন করি না আমরা।'

কথাটা গায়ে লাগল রাজা বাউসির। এই একটা বিষয়ে সে আর কোনও কথা শুনতে চায় না। তাই রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সাদামানুষরা যদি এত নিরাপদেই থাকবেন, তা হলে তাঁদেরকে অস্ত্র নিতে দিচ্ছ না কেন তোমরা?'

www.BanglaBook.org

জবাবে কোমবা বলল, 'আমরা যদি খারাপ কিছুরই পরিকল্পনা করতাম, তা হলে এই অল্প কয়েকজন তাদের লোহার নল দিয়ে আমাদের এবং মানুষের বিরুদ্ধে কী করতে পারত? আপনি যেমন করে মেরে ফেলবার জন্যে তাদের ধরে এনেছিলেন, তেমনি করে আমরাও কি তাদের ধরে নিয়ে যেতে পারতাম না? আমাদের পঙ্গোদের নিয়ম অনুযায়ী কোনও জাদুর অস্ত্র পঙ্গো দেশে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'কারণটা কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। বুঝতে পারলাম ভীষণ রেগে যাচ্ছে রাজা বাউসি, যখন তখন হয়তো গোটা অভিযান বাণ্চাল হয়ে যাবে।

'কারণ, সাদা সর্দার মাকুমাযানা, আমাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, পঙ্গো দেশে যদি কোনও লোহার নল ব্যবহার করা হয়, তা হলে দেবতারা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, তাঁদের পুরোহিত মোটোমবো মারা যাবেন। প্রবাদটা অনেক পুরোনো, এই সামান্য কয়েকদিন আগেও এর মানে কী জানতাম না আমরা, কারণ প্রবাদে আছে একটা ফাঁপা বর্শার কথা। ওটা দিয়ে ধোঁয়া বের হয়। ওরকম কোনও অস্ত্র আমরা চিনতাম না আগে।'

'ও,' মুখে বললাম। মনে মনে আফসোস করে বললাম, তোমাদের প্রবাদ সত্যি করবার মতো অবস্থানে নেই আমরা। থাকলে বোধহয় ভাল হতো।

বিষণ্ণ হয়ে মাথা নেড়ে হ্যান্স বলল, 'খুবই দুঃখের কথা যে প্রবাদ সত্যি না-ও হতে পারে।'

বেয়া শহর থেকে বেরিয়ে পরবর্তী তিনদিন মালভূমি বেয়ে নীচের দিকে নেমে চললাম আমরা, তারপর পৌঁছুলাম কিরুয়া নামের এক মস্ত হ্রদের তীরে। যতদূর জানি, কিরুয়া অর্থ: দ্বীপের দেশ। হ্রদের প্রায় কিছুই দেখা হলো না, কারণ মাইলের পর মাইল অগভীর পানিতে ঘন হয়ে জন্মেছে নলখাগড়ার জঙ্গল। শুধু এখানে ওখানে দুয়েকটা পথ মতো আছে। রাতে, খাবার খেতে তীরে আসতে গিয়ে

www.BanglaBook.org

ওই পথগুলো তৈরি করেছে জলহস্তিরা। তবে একটা টিবির ওপর উঠে হ্রদের বিস্তৃত নীল পানি দেখতে পেলাম। বিনোকিউলারের সাহায্যে অনেক দূরের পাহাড় আর পর্বতচূড়া চোখে পড়ল বলে মনে হলো। কেমবাকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল ওই জায়গাটা পঙ্গো দেশের দেবতাদের বাড়ি।

'কিসের দেবতা?' জিজ্ঞেস করায় সে আড়ষ্ট হয়ে জানাল, এ-ব্যাপারে কথা বলবার আইন নেই।

টিবিটার ওপর লম্বা খুঁটি গেড়ে ইউনিয়ন জ্যাক তুললাম আমরা। কেমবা সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল কাজটা আমরা কেন করলাম। জবাবে বললাম, ওটা আমাদের দেবতা, প্রার্থনার জন্যে ওটাকে রাখা হয়েছে ওখানে। কেউ যদি ওটাকে অপমান করে বা ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, তা হলে মরতে হবে তাকে, যেমন মরেছে ইমবোযউই ও তার সঙ্গীসাথীরা।

এই প্রথম কেমবা একটু প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো। পাশ কাটানোর সময় পতাকাটাকে মাথা নিচু করে সম্মানও জানাল সে। তাকে জানালাম না, আসলে পতাকাটা উড়িয়েছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। যদি হঠাৎ করে পালাতে হয়, তা হলে ওটা দিকনির্দেশনা দিতে পারবে আমাদের। বুদ্ধিটা স্টিফেনের। বলতেই হয়, যত বেপরোয়াই আর মাথামোটাই হোক না কেন ও, পরবর্তীতে ওর এই বুদ্ধির কারণে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম আমরা।

টিবির পায়ের কাছে সে-রাতের মতো ক্যাম্প করলাম আমরা। মশার তোয়াক্কা করে না বলে হ্রদের তীরে জলহস্তির তৈরি একটা পথের ধারে তাদের ঘাঁটি গাড়ল মাযিতু যোদ্ধারা।

কেমবাকে জিজ্ঞেস করলাম কখন কীভাবে হ্রদ পার হবো আমরা। সে জানাল, পরদিন ভোরে রওনা হতে হবে আমাদের, কারণ বছরের এই সময়ে তীরের দিক থেকে বাতাস বয়ে যায় বলে আবহাওয়া ভাল থাকলে রাতের আগেই রিকা শহরে পৌঁছানো যাবে। আর কীভাবে হ্রদ পার হবো তার উত্তরে বলল, যদি আমি

www.BanglaBook.org

ওর সঙ্গে দেখতে যাই, তা হলে দেখতে পারে সে হ্রদ পার হবার উপায়। রাজি হয়ে গেলাম।

পথ দেখিয়ে নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে চার-পাঁচশো গজ দক্ষিণে নিয়ে এলো সে আমাকে। যেতে যেতে দুটো ঘটনা ঘটল। প্রথমে ঝোপের মধ্যে থেকে একটা বিরাট কালো-গণ্ডার হঠাৎ করে আমাদের গন্ধ পেয়ে রেগে গিয়ে তেড়ে এলো। দেখলাম ওটার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ। সঙ্গে শুধু একটা বর্শা আছে বলে জানের ভয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল কোমবা। দোষ দেয়া যায় না তাকে। তখনও অস্ত্র বিসর্জন দিইনি বলে আমার হাতে ছিল একনলা একটা ভারী রাইফেল, গণ্ডারটা পনেরো ফুট দূরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করতেই রাইফেলটা দিয়ে ওটার গলায় গুলি করলাম। মাথায় গুলি করলে খড়্গটার কারণে কিছুই হতো না ওটার, কিন্তু গলা ফুটো করে বোধহয় ওটার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে গেল ভারী ক্যালিবারের বুলেট। গুলিবিদ্ধ খরগোশের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে এসে আমার পায়ের কাছে মরল প্রকাণ্ড জন্তুটা।

এতে খুব প্রভাবিত হলো কোমবা। ফিরে এসে মৃত গণ্ডারের গলার ফুটোটা দেখল সে, তারপর দেখল আমাকে। দেখল ধোঁয়া বের হওয়া রাইফেলের নল। বিড়বিড় করে বলল, 'সমতলের বিরাট জানোয়ারটা আওয়াজে মারা গেছে! একটা পলকে মরে গেছে ছোট একটা বাঁদরের মতো এই সাদামানুষের হাতে! ওর জাদুতে! সর্বনাশ! মোটোমবো খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন, যখন বলেছেন...' হঠাৎ সচেতন হয়ে থেমে গেল সে।

তার কথাগুলো মনে রাখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, বন্ধু? এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ পালাবার কোনও দরকার ছিল না তোমার? তুমি যদি আমার পেছনে এসে দাঁড়াতে, তা হলে নিরাপদে থাকতে, যেমন নিরাপদে আছো তুমি ভয়ে পালানোর পর।'

'তা-ই, সর্দার মাকুমাযানা,' স্বীকার করল কোমবা। 'কিন্তু জিনিসটা আমার কাছে একেবারেই নতুন। বুঝতে পারিনি বলে

www.BanglaBook.org

অপরাধ ক্ষমা করবেন।'

'ক্ষমা করেছি, সর্দার কালুবি... মানে হবু কালুবি,' টিটকারির সুরে বললাম, 'বুঝতে পারছি পাজি দেশের মানুষদের এখনও অনেক কিছুই শেখার আছে।'

'হ্যাঁ, সর্দার মাকুমাযানা,' সাহস ফিরে পেয়ে শুকনো গলায় বলল কোমবা, 'অনেক কিছু শেখার আছে হয়তো আপনারও।'

মভোভো বোধহয় গোপনে আমাদের অনুসরণ করছিল আমার বিপদ হতে পারে ভেবে, গুলির আওয়াজ পেয়ে চলে এসেছে ও। এবার ওকে বললাম মরা গণ্ডারটার চামড়া ছাড়াতে যেন লোক নিয়ে আসে

আবার রওনা হলাম কোমবার সঙ্গে। খানিকটা যেতেই নলখাগড়ার ভেতরে সরু, পাথুরে জমিতে একটা লম্বা গর্ত দেখলাম। ওখানে ঝোপের মধ্যে চোখে পড়ল জংধরা একটা সর্ষের টিন। 'কী ওটা?' অবাক হয়ে গিয়েছি এমন ভাবে জিজ্ঞেস করলাম কোমবাকে, যদিও ভাল করেই জানি জিনিসটা কীসের।

এখনও বোধহয় ঠিক মতো মানসিক ধকল সামলে উঠতে পারেনি কোমবা, কারণ স্বভাবজাত চাতুরি না করে বলল, 'বারো মাস আগে এখানেই কাপড়ের ঘর বানিয়েছিলেন রাজা বাউসির রক্তের ভাই সাদা সর্দার ডগিটা।'

'আচ্ছা!' অবাক হয়ে গেলাম। 'আমাকে তো বলেনি সে কখনও এখানে এসেছিল!'

মিথ্যে বললাম, তবে কোমবাকে মিথ্যে বলতে কেন যেন বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ হলো না।

কোমবা বলল, 'নলখাগড়ার মধ্যে মাছ ধরছিল আমাদের এক লোক, সে ডগিটাকে দেখে।'

'বুঝলাম, কোমবা। কিন্তু মাছ ধরার জায়গাটা কিন্তু তার জন্যে বেশ অদ্ভুত ছিল। বাড়ি থেকে এত দূরে কী কারণে মাছ ধরছিল সে? সময় পেলে আমাকে জানিয়ো তো, কোমবা, এই নলখাগড়ার ঘন

www.BanglaBook.org

শেকড়ের মধ্যে কী ধরো তোমরা।'

সময় পেলে নিশ্চয়ই জানাবে, বলল কোমবা। তারপর যেন আলাপ শেষ করতেই ছুটে সামনে এগুল সে, নলখাগড়া সরিয়ে বিরাট একটা ক্যানু দেখাল। অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশজন লোক ধরবে প্রকাণ্ড কোনও গাছের গুঁড়ি খুঁড়ে তৈরি করা ওই ক্যানুটায়। আফ্রিকার হ্রদ বা নদীতে আগে যেসব ক্যানু দেখেছি, সেগুলোর সঙ্গে ওটার কোনও মিল দেখলাম না। ওটাতে মাস্তুলের ব্যবস্থা আছে, যদিও এখন খুলে রাখা হয়েছে মাস্তুল। ক্যানুটার প্রশংসা করায় কোমবা জানাল, রিকা শহরের বন্দরে এরকম অন্তত একশো ক্যানু আছে, তবে সবগুলো এটার মতো বড় নয়।

তাঁবুর দিকে হাঁটতে শুরু করে ভাবলাম, প্রতি ক্যানুতে যদি বিশজনও থাকে, তা হলে বৈঠা বাওয়ার মতো বয়স হয়েছে পঙ্গোদের অন্তত দু'হাজার লোকের। পরে আমার ধারণাই সত্যি হয়েছিল।

পরদিন ভোরে খানিক ঝামেলার পর রওনা হলাম আমরা। রাতে ক্যানভাসের তাঁবুর ভেতরে ঘুমিয়ে আছি, এমন সময় হাজির হলো বুড়ো বাবেমবা, ঘুম থেকে আমাকে জাগিয়ে তুলে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে অনুরোধ করল, যেন না যাই আমি পঙ্গোদের দেশে। তার বদ্ধমূল ধারণা, কোনও না কোনও শয়তানি আছে পঙ্গোদের মনে। কৌশল করে আমাদের সাদামানুষদের বন্দি করতে চাইছে তারা। বোধহয় নিয়ে যেতে চাইছে দেবতাদের কাছে বলি দেবার জন্যেই। আমি বাবেমবাকে জানালাম, তার সঙ্গে আমি একমত, তবে যেহেতু আমার সঙ্গীরা যাচ্ছে, কাজেই তাদের ছেড়ে থাকার কোনও উপায় নেই আমার। তবে ভাল হয় যদি বাবেমবা সতর্ক নজর রাখে। যদি আমরা কোনও বিপদে পড়ি, তা হলে সে হয়তো সাহায্য করতে পারবে।

'এখানে থেকে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব আমি, সর্দার মাকুমাযান,' বলল বাবেমবা। 'কিন্তু যদি আপনারা বিপদে পড়েন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা হলে আমি কি ওর মাছের মতো পানিতে সাঁতরে, বা পাখির মতো উড়ে হ্রদ পেরিয়ে আপনাদের মুক্ত করতে যেতে পারব?'

বাবেমবা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর এক জুলু শিকারী এল। গানযা নাম তার, মাভোভোর ডানহাত হিসেবে কাজ করে। সে-ও বাবেমবার মতো একই কথা বলল। জনাব, আমাদের মোটেই উচিত হচ্ছে না অস্ত্র ছাড়া ওই অচেনা দেশে যাওয়া। জবাবে বললাম, আমারও সেই একই মত, কিন্তু ডগিটা যাবেই, কাজেই আমারও না গিয়ে কোনও উপায় নেই।

'তা হলে বলুন, ডগিটাকে মেরে ফেলি,' প্রস্তাব করল জুলু শিকারী। 'নইলে অন্তত বেঁধে রাখি। তা হলে অন্তত পাগলামি করে আর সবার ক্ষতি করতে পারবেন না উনি।'

এবার গানযাকে বের করে দিতে হলো।

এরপর হাজির হলো স্যামি। তার ফুলেল' ভাষায় বলল, 'মিস্টার কোয়াটারমেইন, বোকামির এই গভীর কুয়ায় চোখ বুজে ঝাঁপ দেয়ার আগে আপনাকে আমি সবিনয়ে অনুরোধ করছি, ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি আপনার দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা একটু বিবেচনা করে দেখুন। বিশেষ করে আমাদের কথা একটু বিচক্ষণতার সঙ্গে ভাবুন। আপনাকে ছাড়া এই নেকড়ে ভরা দূরদেশে আমরা তো হারিয়ে যাওয়া নিরীহ ভেড়া ছাড়া আর কিছুই নই। ওসব বাদ দিলেও যদি আপনার কোনও বিপদ ঘটে আর আপনি মারা পড়েন, তা হলে অন্তত দু'মাসের বেতন বকেয়া রয়ে যাবে আমার। আর ওই টাকা আমি আর কখনোই পাব না।'

টিনের একটা বাক্স থেকে চামড়ার ছোট একটা থলে বের করে ওর দু'মাসের বেতন এবং তিনমাসের অগ্রীম গুনে দিলাম। আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে কাঁদতে শুরু করল স্যামি। বলল, 'সার, টাকার আমার দরকার নেই। আপনি এই পঙ্গোদের হাতে মারা পড়বেন সেই ভয় পাচ্ছি আমি। আর দুঃখের কথা কী বলব, যদিও আমি আপনাকে ভালবাসি, কিন্তু আমি এতই কাপুরুষ যে আপনার সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মরতে যাবার সাহস নেই আমার। ঈশ্বরই আমাকে এরকম কাপুরুষ বানিয়েছেন, সার। দয়া করে যাবেন না, মিস্টার কোয়াটারমেইন। সত্যি আপনাকে ভালবাসি আমি।'

'আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাকে ভালবাসো, স্যামি,' নরম গলায় ওকে বললাম। 'আমারও মৃত্যু-আশঙ্কা হচ্ছে। সাহস ধরে রেখেছি শুধু সাহস আমাকে ধরে রাখতে হবে বলে। ওসব কথা থাক, শুধু এটুকু আশা করতে পারি, নিরাপদে ফিরে আসতে পারব আমরা। ততদিন এই বাক্সভরা সোনা আমি তোমার দায়িত্বে দিয়ে যাচ্ছি, স্যামি। তোমাকে বিশ্বাস করছি। যদি আমরা না ফিরি, তা হলে পারলে এগুলো নিরাপদে ডারবানে নিয়ে যেয়ো।'

'আমাকে বিশ্বাস করছেন বলে খুব সম্মানিত বোধ করছি, মিস্টার কোয়াটারমেইন,' বলল বিস্মিত স্যামি। 'বিশেষ করে খারাপ একটা পরিস্থিতিতে পড়ে টাকা আত্মসাৎ করে জেলে ছিলাম জেনেও আপনি বিশ্বাস করে... মিস্টার কোয়াটারমেইন, কাপুরুষ হলেও আমি কথা দিচ্ছি, কাউকে এই বাক্সে হাত দিতে দেয়ার আগে বিনা দ্বিধায় মরতেও রাজি হয়ে যাব আমি।'

'আমি জানি, স্যামি,' ওকে বললাম। 'তবে পরিস্থিতিটা একটু অদ্ভুত হলেও মনে হয় না আপাতত আমাদের কাউকে মরতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত ভোর হলো। ক্যানুটা খোলা পানিতে নিয়ে আসায় ওটাতে উঠলাম আমরা ছয়জন। ক্যানুতে ওঠার আগে কোমবা ও তার সঙ্গীরা সার্চ করে দেখল আমাদের কোনও অস্ত্র সঙ্গে আছে কি না।

বিরক্ত হয়ে কোমবাকে বললাম, 'রাইফেল দেখতে কেমন সেটা তুমি জানো। আমাদের হাতে ওরকম কিছু দেখতে পাচ্ছ? তোমাকে তো আমি কথা দিয়েছি, কোনও অস্ত্র নেই আমাদের সঙ্গে।'

মাথা দুলিয়ে সম্মান জানাল কোমবা, কিন্তু বলল আমরা হয়তো ভুল করে ছোট কোনও লোহার নল সঙ্গে নিয়ে ফেলেছি, সেটাই তারা খুঁজে দেখছে। কোমবার মতো সন্দেহপ্রবণ লোক

www.BanglaBook.org

খুব কমই দেখেছি

'মালপত্র সব খোলো,' হ্যান্সকে নির্দেশ দিলাম আমি।

কাজটা হ্যান্স এত উৎসাহের সঙ্গে করল যে, ক্ষণিকের জন্যে আমার মনেই সন্দেহ জেগে উঠল। এত উচ্ছ্বসিত হয়ে মালপত্র খোলাটা লুকোছাপায় অভ্যস্ত হ্যান্সের চরিত্রের সঙ্গে যেন একেবারেই মিলল না।

আগে নিজের কম্বলের মোকড় খুলল সে, ওটা থেকে বের হলো ওর সংগ্রহ করা নানারকম জিনিস। খুব নোংরা একটা পুরোনো প্যান্ট দেখলাম ওসবের মধ্যে। এ ছাড়াও দেখলাম তোবড়ানো একটা টিনের কাপ, পরিজ খাওয়ার একটা কাঠের মাথারী আকারের চামচ, একবোতল সন্দেহজনক কী যেন, হরেকরকম শেকড়বাকড় ও হটেনটট ঔষধি, আমার দেয়া একটা পুরোনো পাইপ, স্থানীয়দের চাষ করা একগাদা হলদে তামাকের মস্ত একটা স্তূপ।

জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, 'এত তামাক দিয়ে কী করবে, হ্যান্স?'

'পাইপ টানা, নস্যি নেয়া আর চিবানোর জন্যে তিনজন কালোমানুষ আছি বলেই তামাকগুলো নিয়েছি, বাস,' জবাবে বলল হ্যান্স। 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে হয়তো না-ও মিলতে পারে খাবার। আর আপনি তো জানেন, খাবার না থাকলেও তামাক খেয়ে কেউ কয়েকটা দিন অন্তত পার করে দিতে পারে। তা ছাড়া, বস, তামাক খেলে ভাল ঘুম হয় রাতে।'

হ্যান্স বিরাট বক্তৃতা শুরু করতে পারে ভেবে তাড়াতাড়ি করে বললাম, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট, আর বলতে হবে না।'

'এই হলুদ লোকটার ওই লতাপাতা নেবার কোনও দরকার নেই,' বলল কোমবা। 'আমাদের দেশে ও জিনিস অনেক আছে।' হাত বাড়িয়ে দিল সে, যেন হাতে নিয়ে কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখতে চায় তামাকগুলো।

এসময় মাভোভো নিজের মালপত্র খুলে দেখতে ডাকল। কাজটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও ইচ্ছে করে করল, না কাকতালীয় ভাবে ঘটল, জানি না। তামাকের কথা ভুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাঙ্ভেভোর দিকে মনোযোগ দিল কোমবা। এদিকে সাবলীল দক্ষতায় ক্রুতুতর সঙ্গে নিজের কম্বল মুড়িয়ে নিল হ্যান্স। এক মিনিট পুরো হবার আগেই বাঁধাছাঁদা শেষে পিঠে তুলে নিল ও ঝোলাটা। আবার সন্দেহ হলো আমার। কিন্তু ওদিকে ততক্ষণে ব্রাদার জন আর কোমবার মধ্যে তর্ক শুরু হয়ে গেছে প্রজাপতি ধরবার জাল নিয়ে। জালটাকে নতুন ধরনের কোনও অস্ত্র মনে করছে কোমবা, বলছে, অস্ত্র না হলেও ওটা জাদুর কোনও বিপজ্জনক যন্ত্র হতে পারে। সেদিকেই এবার মনোযোগ দিতে হলো আমাকে। এই তর্ক শেষ হতে না হতেই আরেক বিরোধের সূচনা হলো স্টিফেনের নেয়া সাধারণ একটা কাস্তে নিয়ে। কোমবা জিজ্ঞেস করল জিনিসটা কী। ব্রাদার জনের মাধ্যমে স্টিফেন জানাল, ওটা ফুল তুলবার যন্ত্র।

'ফুল!' যেন আঁৎকে উঠল কোমবা। 'আমাদের এক দেবতা তো ফুল। সাদা সর্দার কি আমাদের ফুল-দেবতাকে উপড়ে ফেলতে চান?'

স্টিফেনের উদ্দেশ্যও তা-ই, কিন্তু সঙ্গত কারণেই এ-বিষয়ে কিছু বলল না ও। শেষে পরিস্থিতি এত উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে, আমি বলে দিতে বাধ্য হলাম, আমাদের সঙ্গে নেয়া ছোটখাটো জিনিসগুলোকে যদি এতটা সন্দেহের চোখে দেখা হয়, তা হলে পঙ্গোদের দেশে আমাদের না যাওয়াই ভাল।

'আমরা কথা দিয়েছি যে আমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেয়া হয়নি,' যতটা দৃঢ়ভাবে বলা সম্ভব, বললাম কোমবাকে। 'আমাদের মুখের কথাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত, কোমবা।'

এবার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে আলোচনা সেরে আমার কথা মেনে নিল কোমবা। বুঝতে পারলাম, আমরা পঙ্গোদের ওখানে যাই সেটা সে মনপ্রাণ দিয়ে চাইছে। অবশেষে রওনা হলাম। ক্যানুর পেছনের দিকে কোমবাদের দেয়া ঘাসের পুরু গালিচায় বসে থাকলাম।

www.BanglaBook.org

কোমব ফিরে গেল ক্যানুর নাকে, নিজের লোকদের কাছে।

নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে তৈরি একটা পথে এগোল ক্যানু। হাজার হাজার হাঁস ও অন্যান্য পাখি বাজ পড়বার মতো আওয়াজ করে উড়াল দিল আকাশে। বৈঠা বাওয়ার ফাঁকে ক্যানু ঠেলতে হলো পঙ্গোদের, তারপর হ্রদের গভীর পানিতে পৌঁছে গেলাম আমরা। নলখাগড়ার শেষপ্রান্তে পুঁতে রাখা একটা লম্বা খুঁটি তুলে নেয়া হলো ক্যানুতে, চারকোনা একটা পাল টাঙিয়ে খুঁটিটা কাজে লাগানো হলো মাস্তুল হিসেবে। তীর থেকে বয়ে আসা বাতাসে ফুলে উঠল পাল, ঘণ্টায় আন্দাজ আট মাইল বেগে ছুটে চলল ক্যানু।

আমাদের পেছনে আবছা হয়ে এলো তীররেখা। কুয়াশার মাঝ দিয়ে অনেকক্ষণ চোখে পড়ল ঢিবির ওপরে ওড়ানো আমাদের পতাকাটা, তারপর একসময় সেটাও অদৃশ্য হলো। মনটা দমে গেল আমার। মনে মনে বললাম, আরেকটা বোকামি করলে তুমি জীবনে, অ্যালান। এরকম বোকামি আরও কয়টা করবার সুযোগ পাবে তুমি?

মনে হলো অন্যরাও দমে গেছে। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নাড়ছে ব্রাদার জন, মনে হলো প্রার্থনা করছে। এমনকী মনমরা দেখাল স্টিফেনকেও। স্থানীয়রা গরমের দিনে করবার কিছু না থাকলে ঘুমায়, কাজেই ঘুমিয়ে পড়েছে জেরি। দেখে খুব চিন্তিত মনে হলো মাভোভোকে। ভাবলাম, আবার ওর সাপের সঙ্গে আলাপ করছে কি না ও, তবে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবার পর থেকেই ওর সাপের ব্যাপারে কেমন যেন একটা ভীতি কাজ করে আমার মনে। পরেরবার হয়তো আমাদের তাৎক্ষণিক মৃত্যুর খবর দেবে ওটা, আর আমি জানি, যদি দেয়, তা হলে বিশ্বাস করব নির্দ্বিধায়। হ্যান্সকে দেখলাম বেশ বিচলিত। অতি প্রাচীন একটা ওয়েস্ট কোটের পকেট হাতড়ে কী যেন খুঁজছে ও। 'তিন,' ওকে বিড়বিড় করতে শুনলাম। 'আমার বড় আব্বার আত্মার কসম, আর মাত্র তিনটা আছে!'

www.BanglaBook.org

'তিনটা কী?' ভাঙা ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম।

'তিনটা চমক, বস। বাকিগুলো এই পচা কোটের পকেটে শয়তানের তৈরি করা ফুটো দিয়ে পড়ে গেছে পুরো চল্লিশটা ছিল! ওদের তাড়ানোর জন্যে যে চমকগুলো এনেছিলাম সেগুলো এভাবে হারিয়ে যাওয়ায় এখন আমরা একুশরকম ভাবে মরতে পারি! কাজেই, বাস...'

'পাগলের প্রলাপ বন্ধ করো তো!' ওকে ধমক দিয়ে নিজের অস্বস্তি জাগানো চিন্তায় ডুবে গেলাম আবার। ঘুমিয়ে পড়লাম একটু পর : ঘুম ভাঙল দুপুরে। দেখলাম বাতাস পড়ে গেছে। সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার খেলাম আমরা, খাওয়া শেষ হতে হতে একেবারেই থেমে গেল বাতাস। পঙ্গোরা তাদের বৈঠা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল : তাদের সাহায্য করবার প্রস্তাব দিলাম আমরা। মনে মনে ভাবলাম, সুযোগ যখন এসেছে তো শিখে নিই কীভাবে বৈঠা দিয়ে ক্যানু সামলাতে হয়।

ছয়টা বৈঠা দেয়া হলো আমাদের। কোমবার আচরণে বেশ একটা রাজকীয় ভাব দেখা দিয়েছে খেয়াল করেছি : সে-ই দেখিয়ে দিল কীভাবে বৈঠা ব্যবহার করতে হয়। প্রথমে প্রায় কোনও সাহায্যেই এলাম না আমরা, কিন্তু পরবর্তী তিন-চার ঘণ্টায় অনেক কিছুই শিখলাম। পথের শেষে যখন পৌঁছুলাম, ততক্ষণে আমার ধারণা হয়ে গেল, কখনও দরকার পড়লে মোটামুটি ভালভাবেই ক্যানু চালাতে পারব আমরা।

বিকেল তিনটের দিকে দূরে তীর দেখতে পেলাম। জানি না ওটা কোনও দ্বীপ কি না। পরেও আর জানা হয়ে ওঠেনি কখনও। গত কয়েক ঘণ্টা ধরেই পর্বত চূড়াটা দেখেছি আমরা : আসলে নৌ-যাত্রার প্রায় শুরু থেকেই বিনোকিউলার দিয়ে পর্বতটার আকার-আকৃতি মোটামুটি ভাল ভাবে দেখেছি আমি।

বিকেল পাঁচটার দিকে একটা উপসাগর মতো জায়গায় পৌঁছুলাম। উপসাগরের দু'পাশে সামনে বেড়ে থাকা তীরে জন্মেছে

www.BanglaBook.org

জঙ্গল জঙ্গলের মাঝে কোথাও কোথাও গ্রাম দেখতে পেলাম। দেখে সাধারণ আফ্রিকান গ্রাম বলেই মনে হলো। ওগুলোর ধারেকাছের গাছগুলো ছোট বুঝতে পারলাম, গত শতাব্দীর কোনও একসময় ওখানে চাষাবাদ করা হতো। চাষাবাদ বন্ধ করা হলো কেন জিজ্ঞেস করলাম কোমরাকে। সে সংক্ষেপে জানাল, মানুষ যখন মারা যায়, তখন শস্যও মারা যায়। আর কিছু বের করা গেল না তার মুখ থেকে। তবে বুঝলাম, কোনও কারণে হ্রাস পেয়েছিল পঙ্গোদের জনসংখ্যা।

কয়েক মাইল পর উপসাগরটা হঠাৎ করেই সরু হয়ে এলো। ওটার মুখের কাছে পৌঁছে দেখলাম জায়গাটা ছোট একটা নদীর মোহনা। নদীর ওপরে বেশ অনেকগুলো সেতু। সেতুর দু'ধারে নদীর তীরে গড়ে উঠেছে রিকা শহর।

শহরে বড় বড় অনেক বাড়ি। ওগুলোর দেয়াল তৈরি হয়েছে কাদা দিয়ে। তাতে সাদা রঙের প্রলেপ। পরে জেনেছি, হ্রদের কাদামাটির সঙ্গে ঘাস বা খড় মিশিয়ে দেয়ালগুলো তৈরি। বাড়িঘরের ছাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে পাম গাছের পাতা।

কাদার মধ্যে ছোট ছোট গাছ গেঁথে নদী-ভাঙন থেকে রক্ষা করা হয়েছে বন্দরটা। বন্দরে অনেকগুলো ক্যানু নোঙর ফেলে আছে।

আমরা যখন তীরে নামলাম, সূর্যটা প্রায় ডুবে যাচ্ছে। তখন আমাদের আগমন লক্ষ করা হয়েছে, তীরে নামতেই কোথাও থেকে বেজে উঠল একটা শিঙা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো অনেক লোক। জেটিতে ক্যানু বাঁধতে সাহায্য করল তাদের কয়েকজন। খেয়াল করলাম, লোকগুলোর চেহারা ও গড়ন কোমরা এবং তার সঙ্গীদেরই মতো। সবার চেহারায় এতো মিল যে, বয়সের পার্থক্য না থাকলে একজন থেকে আরেকজনকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। একই পরিবারের লোক বলে মনে হলো সবাইকে। পরে জেনেছি, আসলেই তা-ই। শত শত বছর ধরে নিজেদের মধ্যে বিয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে পঙ্গো জনগোষ্ঠি

www.BanglaBook.org

সাদা আলখাল্লা পরা লম্বা এই বিস্ময়কর চেহারার লোকগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার। এমন কিছু আছে, যেটা অস্বাভাবিক, অমানুষিক। আফ্রিকানদের স্বাভাবিক হৈ-চৈ নেই কারও মধ্যে। কেউ চিৎকার করছে না, হাসছে না, বা কথা বলছে না : একজনও আমাদের দিকে এগিয়ে এলো না, ছুঁয়ে দেখল না। ভীত মনে হলো না কাউকে। এমনকী বিস্মিতও নয় কেউ। দুয়েকটা শব্দ উচ্চারণের কথা বাদ দিলে সবাই একদম নিশ্চুপ: শান্ত, শীতল চোখে যেন আমাদের বিচার করে দেখছে লোকগুলো, এবং যা দেখছে তাতে তারা খুব একটা প্রভাবিত নয় : ব্রাদার জনের লম্বা দাড়ি আর আমার উস্কোখুস্কো চুল দেখে তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসিও দেখলাম কারও কারও ঠোঁটে, সরু লম্বা আঙুল কিংবা বিরাট বর্শার হাতল নেড়ে আমাদের দেখাচ্ছে তারা। বর্শার ফলা দিয়ে দেখাচ্ছে না তার কারণ সম্ভবত, তাদের ধারণা ওরকম করলে সেটাকে আমরা আক্রমণাত্মক আচরণ বলে মনে করতে পারি।

বলতে দুঃখ হয়, আমাদের মধ্যে একমাত্র হ্যান্সই তাদের সত্যিকারের মনোযোগ কাড়ল। আসলে তাদের নজর কাড়ল হ্যান্সের কোঁচকানো, কুৎসিত চেহারা : অবশ্য অন্য কারণেও তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে। সেটা পাঠক পরে আন্দাজ করতে পারবেন।

হ্যান্সকে দেখিয়ে কোমবাকে জিজ্ঞেস করল এক পঙ্গো, বনমানুষটা কি আমাদের দেবতা, নাকি শুধুই আমাদের সর্দার। আগে কখনও হ্যান্সকে কেউ দেবতা বা সর্দার মনে করেনি, ফলে এ-কথা জিজ্ঞেস করায় হ্যান্সকে বেশ খুশি দেখলাম। তবে আমরা অন্য সবাই খুশি হতে পারলাম না। বিশেষ করে মাভোভো খুব খেপে গিয়ে হ্যান্সকে হুমকি দিয়ে বলল, আবারও যদি এধরনের কথা শোনে, তা হলে পঙ্গোদের সামনে তাকে ধরে পেটাবে, যাতে তারা বোঝে হ্যান্স দেবতাও নয়, সর্দারও নয়।

হুমকি দেয়ায় হ্যান্সও রেগে গিয়ে বলল, 'জুলু কসাই, অপেক্ষা

www.BanglaBook.org

করে দেখো আমি নিজেকে দুটো বলেই ঘোষণা দিই কি না। হুমকি দিতে এসো না আমাকে!'

তীরে নোঙর করা নৌকা থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ করবার পর তাকে অনুসরণ করতে বলল কোমবা। চওড়া একটা রাস্তা ধরে নিয়ে চলল সে আমাদের। রাস্তার দু'ধারে বড় বড় কুটির। প্রতিটি কুটিরের সামনে বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। আফ্রিকায় এরকম সাজানো-গোছানো বসতি খুব কমই চোখে পড়েছে আমার। জনসংখ্যা খুব বেশি না হলেও বাগানের কারণে রিকা শহরটা বিরাট একটা জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। শহরের চারপাশে কোনও দেয়াল বা দুর্গ নেই; বোঝা যায় বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় করে না এ-শহরের অধিবাসী. হ্রদের পানিই আক্রমণ থেকে রক্ষা করে তাদের। রিকার আরেকটা বৈশিষ্ট্য না বললেই নয়। শহরটায় বিরাজ করে পিনপতন নীরবতা। কোনও কুকুর নেই বুঝলাম, কারণ একটা কুকুরের ডাকও শুনতে পেলাম না। মোরগ-মুরগিও নেই। পঙ্গোতে কখনও মোরগের ডাক শুনতে পাইনি। গরু-ভেড়ার কোনও অভাব নেই পঙ্গোদের। শত্রুর আক্রমণের ভয় না থাকায় ওগুলোকে শহরের বাইরে চারণভূমিতে ছেড়ে রাখা হয়। দুধ বা মাংসের প্রয়োজন পড়লে ওখান থেকেই সংগ্রহ করে আনা হয়।

অনেকেই হাজির হলো আমাদের দেখতে। তবে ভীড় করল না তারা, একেকটা পরিবার তাদের নিজেদের বাগানের দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করল আমাদের। বেশিরভাগ পরিবারগুলোতেই দেখলাম একজন পুরুষ, তার এক বা দু'জন স্ত্রী আর বাচ্চারা। মহিলারা রূপসী, কিন্তু পরিবারে বাচ্চা খুব কমই দেখলাম। সবচেয়ে বেশি বাচ্চা দেখলাম যেসব পরিবারে, তাদের বাচ্চার সংখ্যাও তিনটের বেশি নয়। অনেক পরিবারে তো একটা বাচ্চাও নেই। পুরুষদের মতোই মহিলা আর বাচ্চারাও অভিজাত লম্বা সাদা পোশাক পরে। এক কথায়, আফ্রিকার কোনও সাধারণ অসভ্য উপজাতি বলে মনে হলো না পঙ্গোদের দেখে। এখনও, এতো বছর পরেও যেন চোখের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনে রিকা শহরটা দেখতে পাই আমি।

ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা চওড়া রাস্তাগুলোর দু'পাশে বাগান, সেই গোছানো সজল, উর্বর বাগানের মাঝখানে বাদামি ছাদ, সাদা দেয়াল দিয়ে তৈরি চমৎকার সব কুটির; স্থির বাতাসে সোজা উঠে যাওয়া রান্নার আগুনের ধোঁয়া, চমৎকার পাম গাছ ও অন্যান্য সবুজ গাছপালা; শহরের বাইরে, অনেকখানি উত্তরে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো জঙ্গলে ছাওয়া সেই পর্বত— দেবতাদের বাড়ি

ঘুমের মধ্যে প্রায়ই রিকা শহরটা দেখি আমি, কখনও মনে পড়ে ভারী কোনও মিষ্টি সুবাস নাকে এলে। রিকার প্রায় সবগুলো বাগানে চওড়া পাতার একরকম ঝোপে জন্মায় ট্রাম্পেট আকৃতির বড় একরকমের সুগন্ধী ফুল। মিষ্টি সুবাস মনে পড়িয়ে দেয় আমাকে ওই ফুলগুলোর কথা, রিকা শহরের কথা।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর জ্যান্ত গাছের তৈরি একটা বেড়ার সামনে পৌঁছে গেলাম আমরা। বেড়া ছেয়ে আছে লাল ফুলে। বেড়ার দরজার কাছে পৌঁছতেই শেষ রক্তিম আলো ছড়িয়ে দিগন্তে মুখ লুকাল লাল আঙুরের মতো সূর্যটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাতের আঁধার ঘনাতে শুরু করল।

দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলল কোমবা, আমরা এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম, যেটা কেউ কখনও ভুলব বলে মনে হয় না।

বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এক একর জমি। পেছনের দিকে বাগানের মাঝখানে দুটো কুটির। ওগুলোর সামনে, দরজা থেকে পনেরো ফুট দূরে সম্পূর্ণ আলাদারকম একটা বাড়ি। বাড়িটা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ফুট, প্রস্থে তিরিশ। কারুকার্য করা কাঠের খুঁটির ওপর ভর দিয়ে আছে বাড়ির ছাদ। খুঁটিগুলোর মাঝখানে পর্দা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে পাটি। পাটিগুলোর বেশিরভাগই নামানো, তবে দরজার ঠিক সামনের চারটে পর্দা পুরোপুরি খোলা। ছাদের নীচে বড় একটা আগুনের তিনদিকে জড় হয়েছে সাদা আলখেল্লা পরা চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক, মাথায় অদ্ভুত টুপি তাদের। ভয় ধরানো বিদঘুটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গান গাইছে লোকগুলো। চতুর্থ দিকে, অর্থাৎ দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো তার। আমাদের শব্দ পেয়ে হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, দ্রুত বামদিকে সরে গেল, যেন আগুনের আলোটা পড়ে আমাদের ওপর। এবার আমরা উজ্জ্বল আভায় দেখতে পেলাম সেই বিরাট আগুনের ওপর লোহার সংযুক্ত দুটো দণ্ড, অনেকটা যেন ছোট একটা খাটিয়ার কঙ্কাল। সেই খাটিয়ার ওপর শোয়ানো রয়েছে কী যেন

'ঈশ্বর! একটা মেয়েমানুষ পোড়াচ্ছে ওরা!' আমাদের সামনে থাকা স্টিফেন থমকে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত গলায় বলে উঠল।

এক সেকেন্ড পার হতে না হতেই পর্দাগুলো নামিয়ে দেয়া হলো। ভয়ানক দৃশ্যটা অদৃশ্য হলো আমাদের চোখের সামনে থেকে। থেমে গেল গা শিউরানো গান।

চোদ্দো

কাল্পবির শপথ

'চুপ করো!' ফিসফিস করে বললাম স্টিফেনকে। কী বলেছি শুনতে না পেলেও বলবার জরুরি সুরটা বুঝতে পারল সবাই। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে কোমবার দিকে তাকালাম। আমার একটু সামনে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। পিঠের টানটান ভাব দেখে মনে হলো অত্যন্ত বিচলিত। যেন খুব বড় কোনও ভুল করে ফেলে এখন পস্তাচ্ছে। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর চরকির মতো ঘুরে জিজ্ঞেস করল আমরা কিছু দেখেছি কি না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, দেখেছি,' শান্ত গলায় বললাম। 'একটা আগুন ঘিরে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল দেখেছি।'

সত্যি দেখেছি কি না সেটা আমাদের মুখ দেখে বুঝতে চেষ্টা করল কোমবা। কিন্তু কপাল ভাল আমাদের, বিরাট চাঁদটা তখন ঘন কালো মেঘের আড়ালে, ফলে স্পষ্ট দেখতে পেল না কিছু। স্বস্তির শ্বাস ফেলে সে বলল, 'কালুবি আর সর্দাররা একটা ভেড়া রাঁধছেন। এসব রাতে চাঁদ যখন বদলাতে শুরু করে, তখন একসঙ্গে ভোজ খাওয়া তাঁদের রীতি। ...সাদা সর্দাররা, আসুন আপনারা।'

লম্বা বাড়িটা পার করিয়ে আমাদের নিয়ে চলল কোমবা। ওই বাড়ির দিকে আর একবারও তাকালাম না আমরা। পেছনের বাগান পেরিয়ে কুটির দুটোর সামনে চলে এলাম।

থেমে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল কোমবা। কোত্থেকে জানি না, এক মহিলা এসে হাজির হলো। মহিলার কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল কোমবা। চলে গেল মহিলা, একটু পরে আরও কয়েকজন মেয়েমানুষকে নিয়ে ফিরে এলো। তাদের সবার হাতে তেলভরা মাটির প্রদীপ, তাতে জ্বলছে পাম গাছের আঁশের তৈরি সলতে।

প্রদীপগুলো কুটির দুটোতে রাখা হলো। ওগুলোর আলোয় দেখলাম ঘরদুটো খুব পরিষ্কার এবং আরামদায়ক। বসবার জন্যে টুল আছে। নিচু টেবিলও দেখলাম। ওগুলোর কারুকাজ করা পায়াগুলো হরিণের পায়ের আকৃতিতে তৈরি। কুটিরের পেছনের দিকে আছে একটা কাঠের পাটাতন, সেটার ওপর মাদুর বিছানো। বিছানা নরম করতে কীসের যেন কোমল আঁশ দিয়ে বানানো গদি পাতা হয়েছে মাদুরের ওপর।

'নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন, সাদা সর্দাররা,' বলল কোমবা। 'আপনারা পঙ্গোদের সম্মানিত অতিথি। শীঘ্রি আপনাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসা হবে। খাওয়া শেষে যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে ঘুমাবার আগে কালুবি ও তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে ওদিকের ভোজঘরে কথা বলতে যেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারেন। যদি কাউকে ডাকার দরকার হয়, তো এই ঘণ্টিতে কাঠি দিয়ে বাড়ি দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ চলে আসবে।' মাঝের এ ঘরগুলোতে আগুন জ্বেলেছি, ওখানে রাখা একটা তামার ঘটি দেখাল কোমবা। 'এই যে আপনাদের জিনিসপত্র, কিছুই হারায়নি। ওই যে আপনাদের জন্যে পানি নিয়ে আসা হচ্ছে, ইচ্ছে করলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে পারেন। ...এবার কর্তৃর সঙ্গে কথা বলতে যেতে হবে আমাকে।' মাথা নিচু করে কুর্নিশের ভঙ্গি করে বিদায় নিল কোমবা।

কোমবার মুখে খাবারের কথা শুনে শিউরে উঠেছিলাম, ও চলে যাবার পর নীরবতা নামল আমাদের মাঝে। একটু পরে পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজেকে বাতাস করতে করতে বলল স্টিফেন, 'ওরে আমার খালা! ঈশ্বর! ওই মহিলাকে কাবাব বানাতে দেখেছ? এতদিন শুধু শুনেছি। কিন্তু সত্যি... ঈশ্বর!

ম্লান স্বরে ওকে বললাম, 'সত্যি যদি তোমার কোনও খালা থাকে, তা হলে তার নাম নিয়ে এখন আর কোনও লাভ নেই। এরকম একটা দোজখে আসতেই তো জোরজার করছিলে, এর বেশি আর কী আশা করো তুমি!'

'জানি না, সত্যি জানি না,' বলল স্টিফেন। 'কিছু আশা করতে গিয়ে সাধারণত মাথা ঘামাই না আমি, যে-কারণে আমার বাপ বেচারা আর আমার মধ্যে লেগে যেত। সবসময় "একদিনের জন্যে সেই দিনে যা অশুভ ঘটতে পারে সেটাই যথেষ্ট" কথাটা মেনে এসেছি। তারপর একদিন আমার বাপ ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে পারিবারিক বাইবেলটা আনিয়ে লাল কালি দিয়ে ওই কথাগুলো কেটে দিল। ...ওসব থাক, এখন বলো, তুমি কি ভাবছ আমাদেরও ওই শিক দুটোয় চড়িয়ে সেন্ট লরেন্সের পরিণতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করানো হবে?'

'হতে পারে বলেই মনে হচ্ছে,' ভরসা দিলাম না স্টিফেনকে, 'আর সেজন্যে কোনও নালিশ করা ঠিক নয় তোমার। বুড়ো

www.BanglaBook.org

খাবেনেরা কিন্তু আগেই সাবধান করেছিল তোমাকে।'

'নিশ্চয়ই নালিশ-আপত্তি করতে পারি আমি, এবং করবও,' প্রতিবাদের সুরে বলল স্টিফেন। 'আপনি আপত্তি তুলবেন না, ব্রাদার জন?'

যেন ঘোরের ভেতর থেকে উঠে দীর্ঘ দাড়িতে টোকা দিল ব্রাদার জন। চিন্তান্বিত স্বরে বলল, 'কথাটা যখন তুমি জিজ্ঞেস করলেই, মিস্টার সমার্স, আমাকে যদি ধর্মীয় মতাদর্শের বিরোধের কারণে ওই সেন্ট লরেন্সের মতো কাবাব বানানো হতো, তা হলে আপত্তি করতাম না অন্তত করা বোধহয় উচিত হতো না। কিন্তু এখন আমাকে বলতেই হচ্ছে, এই অসভ্যগুলো আমাকে রেঁধে খেয়ে ফেললে সেটা মন থেকে মেনে নিতে পারব না। ...কিন্তু মনে হয় না আমাদের ওরা খাবে।'

মনটা এতো খারাপ যে আরেকটু হলেই ব্রাদার জনের কথায় প্রতিবাদ করতাম, এমন সময় কুটিরের ভেতরে মাথা গলিয়ে দিয়ে হ্যান্স বলল, 'রাতের খাবার আসছে, বাস! দারুণ খাবার!'

কাজেই বাগানে বেরিয়ে এলাম সবাই। মাটিতে অনেকগুলো কাঠের বাটি রেখে অপেক্ষা করছে নিস্পৃহ চেহারার লম্বা মহিলারা। চাঁদটা কালো মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেই আলোয় ওই কাঠের বাটিগুলোর ভেতরে কী আছে দেখলাম। কয়েকটা বাটিতে দেখলাম সস দিয়ে মাখানো মাংস। সসের কারণে বুঝতে পারলাম না ওগুলো কীসের মাংস। মনে হলো খাসির মাংস... কিন্তু আসলে কী তা কে বলতে পারে? অন্য বাটিগুলোতে তরিতরকারী, দুধ আছে। এতদিন ব্রাদার জনের কথা শুনে নিরামিষভোজী হইনি, কিন্তু হঠাৎ করেই নিরামিষভোজী হয়ে যাবার তীব্র একটা তাগিদ অনুভব করলাম। 'আপনিই ঠিক বলেছিলেন,' ব্রাদার জনকে বললাম, 'এরকম গরম আবহাওয়ায় তরিতরকারীই আসলে সেরা খাবার। মনস্থির করে ফেলেছি আমি, আগামী কয়েকদিন তরকারী খেয়ে পরীক্ষা করে দেখব কেমন লাগে।' খিদে লেগেছে খুব, সুতরাং

www.BanglaBook.org

সমস্ত ভদ্রতা ঝেড়ে ফেলে ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম সেদ্ধ করা মিষ্টি কুমড়ো, অন্যান্য সব্জি তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলাম। তবে বাসনে মিষ্টি কুমড়োর যেটুকু স্পর্শ করল, সেটা খেলাম না ভুলেও। কে জানে আগে বাসনগুলোতে কী রাখা হয়েছিল! ঠিক মতো ধোয়া হয় কি না তা-ই বা কে জানে!

স্টিফেন আর মাভোভোও সব্জি নিল এমনকী মাংস-পাগল লোভী হ্যান্সও মন দিল তরিতরকারীতে। শুধু জেরির কোনও বিকার দেখলাম না মাংস নিতে। খেতে খেতে বলল, মাংসের স্বাদটা নাকি খুব ভাল। মনে হলো সবার পেছনে ছিল বলে ওই ছাউনির তলায় কী জিনিস শিক-কাবাব বানানো হচ্ছিল দেখেনি জেরি। কোনওমতে খেয়ে উঠলাম।

খাওয়া শেষে পাইপ ধরানোর পর ব্রাদার জন নিচু গলায় আমাকে বলল, 'অ্যালান, যে-লোকটা আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে-ই কালুবি। আগুনের আভায় ওর হাতে কাটা আঙুলের ফাঁকটা চোখে পড়েছে আমার।'

'কাজে এগোতে হলে ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হবে আপনাকে,' ব্রাদার জনকে বললাম। পরক্ষণেই যোগ করলাম, 'কিন্তু ওই শিকগুলোর চেয়ে বেশিদূর এগোতে পারব কি না সেটাই প্রশ্ন। আমার তো মনে হচ্ছে খেয়ে ফেলার জন্যে এখানে ফাঁদে আটকানো হয়েছে আমাদের।'

ব্রাদার জন জবাব দেবার আগেই এসে হাজির হলো কোমবা। খাবার কেমন লাগল জিজ্ঞেস করা শেষে জানাল, কালুবি আর তাঁর সর্দাররা আমাদের স্বাগত জানাতে তৈরি হয়ে আছেন।

জেরিকে মালপত্রের পাহারায় রেখে রওনা হলাম আমরা কোমবার সঙ্গে। কালুবির জন্যে আনা উপহারগুলোও নিলাম। ভোজঘরে আমাদের নিয়ে চলল কোমবা। ওখানে পৌঁছে দেখলাম নিভিয়ে ফেলা হয়েছে আগুনটা। শিকের বিছানা আর ওটার ভয়ঙ্কর কাবাব নেই। জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দেয়ায় চাঁদের আলোয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেতরটা মোটামুটি স্পষ্ট দেখা গেল। দরজার দিকে মুখ করে সাতজন পাকানো মন্ত্রীর মাঝখানে টুলে বসে আছে পাঙ্গোদের রাজা কালুবি।

কালুবি লোকটা লম্বা, চিকন, মাঝবয়সী এরকম বিচলিত স্বভাবের লোক আগে বোধহয় কখনও দেখিনি। মুখের পেশিতে ঘন ঘন খিঁচ ধরছে তার, হাত দুটো সর্বক্ষণ নড়ছে অস্থিরভাবে। চাঁদের আলোয় তার চোখ দুটোতে তীব্র আতঙ্কের ছাপ দেখলাম। উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করল কালুবি কিন্তু তার মন্ত্রীরা বসে থাকল, বেশ কিছুক্ষণ মৃদু হাততালি দিয়ে গ্রহণ করল আমাদের। মনে হলো এটাই পাঙ্গোদের সালামের রীতি। জবাবে মাথা নোয়ালাম আমরাও, তারপর বসলাম আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা তিনটে টুলে। ব্রাদার জন বসল মাঝখানেরটায়। মাভোভো আর হ্যান্স থাকল আমাদের পেছনে। হ্যান্স দাঁড়াল তার সেই মোটা বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে।

প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই কোমবাকে ডেকে পাঠাল কালুবি। আনুষ্ঠানিক ভাবে কোমবাকে সম্বোধন করল *ভবিষ্যতের কালুবি* বলে। আমার যেন মনে হলো, কথাটা বলতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে সরু হয়ে গেল বর্তমান কালুবির চোখ। কোমবাকে সে জিজ্ঞেস করল মাযিটু দেশের অভিযানে কীভাবে কী ঘটেছে। জানতে চাইল সাদা সর্দারদের দেখা পাবার দুর্লভ সম্মান তার ভাগ্যে জুটল কী করে।

দুনিয়ায় যত সম্মানসূচক সম্বোধন আছে তার সবগুলো বোধহয় জবাব দিতে গিয়ে ব্যবহার করল কোমবা। 'সম্রাট, প্রভু, যাঁর পায়ে আমি চুমু খাই, যাঁর চোখ আসলে আগুন আর জিভ আসলে তলোয়ার, যাঁর কথায় মানুষ মারা যায়, উৎসর্গের সর্দার, পবিত্র মাংসের যিনিই আগে স্বাদ নেন, দেবতাদের ভালবাসার মানুষ, স্বর্গ থেকে নেমে আসা স্বর্গীয় বাণী বলা পবিত্র মোটোমবো ছাড়া দুনিয়ায় যাঁর তুলনা হয় না,' ইত্যাদি সম্বোধন শেষে বিস্তারিত জানাল সে মাযিটু দেশে যাবার পর কী ঘটেছে, কীভাবে রাজা বাউসির মন্ত্রীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ আসতে না চাওয়ায় রাজার দূত হিসেবে এসেছি আমরা। বিশেষ করে উল্লেখ করল মোটোমবোর কথা, তার নির্দেশ মতো সে যে লোহার নল হাতে না নিয়ে এসেছে সেটার ওপর গুরুত্ব দিল খুব।

আমি খেয়াল করলাম, 'দেবতাদের ভালবাসার মানুষ' সম্বোধন শুনে গুটিয়ে গেল কালুবি। ভাব দেখে মনে হলো বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার খোঁচা খেয়েছে সে। তারপর কেমবা মোটোমবোর কথা বলতেই আরও বিচলিত হয়ে উঠল কালুবি। মনে হলো আমাদের মতোই ব্যাপারটা খেয়াল করল কেমবাও। তবে এ-ব্যাপারে কিছু বলল না সে, একটু থেমে আবার তার ব্যাখ্যা শুরু করল। জানাল প্রাচীন প্রবাদ মনে রেখে ক্যানুতে তোলার পরেই আমাদের তল্লাশি করেছে সে ও তার সঙ্গীরা। কাজেই এখন এটা নিশ্চিত যে লোহার নল নিয়ে আসিনি আমরা। পঙ্গোদের মাঝে সাদা সর্দারদের লোহার নল ধোঁয়া ছেড়ে গর্জন করবে তার উপায় নেই, সুতরাং দেবতারাও দেশ ছেড়ে চলে যাবেন না, আর পঙ্গো জাতিও ধ্বংস হয়ে যাবে না।

কথা শেষে আমাদের পেছনে গুরুত্বহীন একটা সাধারণ আসনে বসে পড়ল কেমবা।

মাযিটুদের রাজা কালো হাতি বাউসির দূত হিসেবে আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করে নেয়ার পর দুটো জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলে কতগুলো সুবিধে পাওয়া যাবে সেটা বিস্তারিতভাবে জানাল কালুবি। কথা শেষে শান্তিস্থাপনের জন্যে বেশ কিছু প্রস্তাবও পেশ করল। বুঝলাম, প্রস্তাবগুলো খুব সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করে তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু এও বুঝলাম, শান্তির সপক্ষে সম্ভবত কোনও কাজেই আসবে না ওসব। সন্দেহ হলো, শান্তি-প্রস্তাবের সত্যিকার কোনও আগ্রহ বোধহয় নেই পঙ্গোদের।

এখন আর প্রস্তাবগুলো মনে পড়ছে না স্পষ্ট। তবে তার একটা ছিল, কালুবির কোনও মেয়েকে বিয়ে করবে রাজা বাউসি, আর রাজা বাউসির কোনও মেয়েকে বিয়ে করবে কালুবি। চুপচাপ সমস্ত প্রস্তাব

www.BanglaBook.org

শুনলাম আমরা, তারপর আগে যেমন পরিকল্পনা করে রেখেছি, তেমনি খানিক আলোচনার ভান করে ব্রাদার জনের মুখপাত্র হিসেবে কথা শুরু করলাম। এর কারণ হিসেবে জানালাম, ব্রাদার জন এতো বড় মাপের মানুষ যে, তার পক্ষে নিজে থেকে মুখ খোলা শোভা পায় না। কালুবি ও তার মন্ত্রীদের জানালাম তাদের প্রস্তাবগুলো ন্যায্য এবং যৌক্তিক, কাজেই ফিরে গিয়ে আনন্দের সঙ্গে সব বার্তা জানাব আমরা রাজা বাউসি এবং তার পরামর্শদাতাদের।

এ-কথায় কালুবি খুব সন্তোষ প্রকাশ করল, কিন্তু কথা প্রসঙ্গে এ-ও বলে ফেলল, মতামতের গ্রহণের জন্যে আগে পুরো ব্যাপারটা মোটোমবোর কাছে পেশ করতে হবে। তার সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্রীয় কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না পঙ্গোরা। কালুবি আরও জানাল, আমাদের যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তা হলে যেন আগামীকাল সকালে পবিত্র মোটোমবোর সঙ্গে দেখা করতে যাই। গেলে সূর্য ওঠার তিনঘণ্টা পর রওনা হতে হবে, কারণ রিক' থেকে একদিনের হাঁটাপথের দূরত্বে থাকে মোটোমবো।

নিজেরা আরও খানিক আলোচনা করে নিয়ে কালুবিকে এবার জানালাম, যদিও খুব অল্প সময় আছে আমাদের হাতে, তবুও মোটোমবো যেহেতু অনেক বয়স্ক মানুষ বলে আসতে পারছেন না, তো আমরা সাদা সর্দাররাই না হয় যাব তাঁর কাছে। কালুবিকে আরও বললাম, আমরা ক্লান্ত, এবার শুতে যেতে চাই। এরপর তাকে উপহারগুলো দিলাম। প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করা হলো ওগুলো। আমরা মাযিটু দেশে ফেরার আগেই আমাদের জন্যে উপহার তৈরি রাখা হবে বলে জানাল কালুবি, তারপর আলোচনা আপাতত শেষ সেটা বোঝাতে মট করে ছোট একটা কাঠি ভাঙল।

কালুবি ও তার মন্ত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুটিরের দিকে রওনা হলাম আমরা। পরে ব্যাপারটা ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠবে, কাজেই এখানে বলে রাখা ভাল, ফিরবার পথে কোমবা এলো না আমাদের সঙ্গে, তার বদলে এলো দু'জন মন্ত্রী। কালুবির কাছ থেকে বিদায়ের

www.BanglaBook.org

পাল আসবার পর আমি টের পেলাম ছাউনির নীচে কোমবা নেই, কখন যেন আমাদের অজান্তে পেছনের আসন থেকে উঠে চলে গেছে নিঃশব্দে।

'কী বুঝলেন এসব থেকে?' কুটিরের দরজা বন্ধ করে ব্রাদার জন আর স্টিফেনকে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নাড়ল ব্রাদার জন, বলল না কিছু। মনে হলো স্বপ্নের ঘোরে আছে। স্টিফেন জবাব দিল, 'যা-তা! ওই মানুষখেকো অসভ্যগুলোর জামার আস্তিনে কোনও কূট-কৌশল আছে। আর যা-ই হোক, মাযিটুদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার কোনও ইচ্ছে নেই ওদের।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত,' সায় দিয়ে বললাম। 'সত্যি যদি পঙ্গোরা শান্তিচুক্তি করতে চাইত, তা হলে আরও দর কষাকষি করত, ভাল অবস্থানে যাবার চেষ্টা করত, বা অন্য কোনওভাবে আরও সুবিধে আদায় করতে চাইত। আরেকটা ব্যাপার, সেক্ষেত্রে ওই মোটোমবোর সম্মতি তারা আগেই আদায় করে রাখত। বোঝাই যাচ্ছে, কালুবি নয়, আসলে পঙ্গোদের নেতা ওই মোটোমবো। কালুবি শুধু তার হাতের পুতুল।'

একটু থেমে বললাম, 'যদি মোটোমবো শুধুই কোনও কিংবদন্তী না হয়ে সত্যি কোনও জীবিত মানুষ হয়, তা হলে শান্তি চাইলে কালুবির বদলে তারই কথা বলা উচিত ছিল। যা-ই হোক, সত্যি মোটোমবোর অস্তিত্ব আছে কি না সেটা বেঁচে থাকলে ঠিকই জানতে পারব আমরা। আর বেঁচে যদি না-ই থাকি, তা হলে সে থাকলেই কী, আর না থাকলেই কী! ...তবে আমার মন বলছে মোটোমবোর সঙ্গে দেখা করতে না গিয়ে কালকে সকালে প্রথম ক্যানুটাতে উঠে মাযিটুদের ওখানে ফিরে যাওয়াই ভাল হবে আমাদের সবার স্বাস্থ্যের জন্যে।'

'আমি এই মোটোমবোর সঙ্গে দেখা করতে চাই,' সিদ্ধান্তের সুরে বলে উঠল ব্রাদার জন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি, আমিও,' সায় দিল স্টিফেন। আমার দিকে তাকাল। 'এ নিয়ে আর কথা বলে কোনও লাভ নেই, বুঝলে।'

'নেই,' তিক্ত স্বরে বললাম। 'পাগলদের সঙ্গে তর্ক জুড়ানো বৃথা। তার চেয়ে চলো, শুয়ে পড়ি। এটাই হয়তো আমাদের জীবনের অন্তিম রাতের ঘুম ...ভাল মতো ঘুমাও।'

শুয়ে পড়ছি দেখে 'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বলে উঠল স্টিফেন। কোট খুলে ফেলে ভাঁজ করে বালিশের মতো রেখেছে ও বিছানার ওপর। আবার বলল, 'একটু সরে দাঁড়াও, কম্বলটা ঝাড়তে হবে দেখছি। কীসের গুঁড়ো যেন বিছিয়ে আছে কম্বলে।' কম্বল ঝাড়তে তৈরি হলো ও।

'গুঁড়ো?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'একমিনিট অপেক্ষা করো তো, দেখি জিনিসটা কী! আগে তো কোনও কিছুর গুঁড়ো দেখিনি এখানে!'

'কাঠের গুঁড়ো বোধহয়, ছাদে ইঁদুর দৌড়েছে,' গা-ছাড়া ভাবে বলল স্টিফেন।

সন্তুষ্ট না হয়ে পিদিমের দুর্বল আলোয় ছাদ আর কাদামাটির দেয়াল দেখতে শুরু করলাম। আগে বলতে ভুলে গেছি, এ কুটিরের দেয়ালে যে রং করা হয়েছে, তাতে গোল গোল নকশা আছে। মনোযোগ দিয়ে ওগুলো দেখছি, এমন সময় দরজায় টোকার শব্দ হলো। গুঁড়োর কথা ভুলে দরজা খুলে দিলাম। হ্যান্স ঢুকল ভেতরে। বলল, 'ওই মানুষখেকো ইবলিশগুলোর একটা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়, বাস! মাভোভো তাকে আটকে রেখেছে।'

'নিয়ে এসো,' বিনা দ্বিধায় বলে দিলাম। বুঝতে পারছি, এখানে বেপরোয়া ভাব বজায় রাখাই আমাদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে। সতর্ক করলাম হ্যান্সকে, 'তবে, লোকটা যখন এখানে থাকবে, তখন চারপাশে সতর্ক নজর রেখো।'

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল হ্যান্স, সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে মোড়ানো লম্বা এক লোক

www.BanglaBook.org

ঢুকল ভেতরে। সাক্ষাৎ ভূত মনে হলো তাকে ওরকম কাপড়ে। ঝট করে ঢুকেই দরজাটা দ্রুত বন্ধ করে দিল সে

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম।

জবাব না দিয়ে মুখের ওপর থেকে কাপড় সরাল লোকটা। দেখলাম আমাদের সামনে দাঁড়ানো লোকটা স্বয়ং পঙ্গোদের রাজা কালুবি। 'আমি একা সাদা সর্দার ডগিটার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই,' কর্কশ গলায় বলল সে, 'আর বলতে হবে এখনই। পরে আর কথা বলার কোনও উপায় থাকবে না।'

'বন্ধু কালুবি, কেমন আছো তুমি?' উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ব্রাদার জন। 'তোমার ক্ষত শুকিয়ে গেছে সেটা অবশ্য দেখেছি।'

'হ্যাঁ! ...কিন্তু একা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'সম্ভব নয়,' বলল ব্রাদার জন, 'কথা যদি বলতেই চাও তো আমাদের সবার সামনে বলতে হবে, কারণ আমরা একে অন্যকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি। আমি যা শুনি তা এরাও শোনে। ...ইচ্ছে না হলে বোলো না।'

কালুবি বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি এঁদের বিশ্বাস করতে পারি?'

'যতটা বিশ্বাস করো আমাকে, ততটা বিশ্বাস এদেরও করতে পারো,' দৃঢ় গলায় বলল ব্রাদার জন। 'কাজেই যদি এদের সামনে বলবে না ঠিক করে থাকো, তা হলে ফিরে যাও।' লোকটার চেহারা দেখে এবার ব্রাদার জন বলল, 'ঠিক আছে বোলো, তবে তার আগে জেনে নেয়া ভাল আমাদের কথা বাইরে থেকে শোনা যাবে কি না।'

মাথা নাড়ল কালুবি। 'না, ডগিটা, শুনবে না কেউ। দেয়াল অনেক পুরু। আর ছাদেও কেউ নেই, আসবার সময় চারপাশ আমি ভাল মতো দেখে এসেছি; ছাদে কেউ উঠলে আওয়াজে টের পেয়ে যাব আমরা; তা ছাড়া, দরজায় আপনার যে-লোক দাঁড়িয়ে আছে, কেউ এলে তাকে সে দেখতে পাবে। দেবতারা ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই আমাদের কথা শোনে।'

www.BanglaBook.org

'দেবতাদের সাধ্য থাকলে শুনুক, কালুবি,' বলল ব্র্যাদার জন। 'বলে। আমার ভাইরা তোমার কাহিনি জানে।'

'নিরট বিপদে আছি আমি, ডাগটা,' ভীতু জানোয়ারের মতো চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল কালুবি, 'আপনার সঙ্গে দেখা করে আসবার পর পবিত্র বীজ ছিটিয়ে দিতে নিয়ম মতো একবার আমার যাবার কথা ছিল ওই পাহাড়ের জঙ্গলে, কিন্তু অসুস্থতার কথা বলে সেবার যাইনি আমি আমার বদলে ভবিষ্যতের কালুবি কেমবা গিয়ে দেবতার কামড় না খেয়ে নিরাপদে ফিরে আসে এখন কালকে পূর্ণ চাঁদের রাতে কালুবি হিসেবে আবার আমার পবিত্র বীজ ছিটিয়ে দিতে যাবার কথা। আর আমি যদি যাই, ডগিটা, একবার কামড়েছে, কাজেই এবার আমাকে মেরে ফেলবে ওই ভয়ঙ্কর সাদা-দেবতা : ব্যাপারটা হচ্ছে: হয় তাকে মারতে হবে আমার, নইলে সে আমাকে মারবে। আমি যদি মরি, তা হলে কালুবি হিসেবে দায়িত্ব নেবে কেমবা। আর ও যদি কালুবি হয়, তা হলে আপনাদের ও মেরে ফেলবে গরম পানিতে সেদ্ধ করে। ওটাই পবিত্র দেবতার কাছে মানুষ উৎসর্গের নিয়ম: ও আপনাদের উৎসর্গ করবে, যাতে পঙ্গো মহিলারা আবারও অনেক সন্তানের মা হতে পারে। ...বুঝতে পারছেন, ডগিটা? জঙ্গলের ওই ভয়ানক দেবতাকে যদি আমরা মারতে না পারি, মরতে হবে তা হলে আমাদের সবাইকে।' চুপ করে গেল কালুবি।

থরথর করে কাঁপছে লোকটা, গা থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরছে মেঝেতে।

'চমৎকার পরিস্থিতি,' বলল ব্র্যাদার জন। 'কিন্তু যদি আমরা ওই দেবতাকে মেরে ফেলতেও পারতাম, মোটোমবো আর তোমার খুনে লোকজনের হাত থেকে পালাতাম কী করে আমরা? জবাই করত ওরা আমাদের।'

'না, ডগিটা। দেবতা মরলে মোটোমবোও মরবে। সেজন্যেই মা যেমন করে তার বাচ্চাকে আগলে রাখে; ঠিক তেমনি করে সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রাচীনকাল থেকে সাদা-দেবতাকে আগলে রাখে মোটোমবো। মোটোমবো যদি মরে, তা হলে নতুন দেবতা না পাওয়া পর্যন্ত দেশ-শাসনের ক্ষমতা চলে যাবে পবিত্র ফুলের মায়ের কাছে। তার অনেক দয়া, কারও ক্ষতি করবে না সে। আর সেই সুযোগে কালুবি হিসেবে সমস্ত শত্রুকে খতম করে দেব আমি। বিশেষ করে ওই জাদুকর কোমবাকে নিকেশ করব আগে।'

কথা শেষ হতে না হতেই আমার যেন মনে হলো সাপের মৃদু হিসহিস শুনলাম। শব্দটা আর হলো না, কিছু দেখতেও পেলাম না, কাজেই ধরে নিলাম ভুল শুনেছি।'

'আরও আছে,' বলে চলল কালুবি, 'সোনার গুঁড়ো দিয়ে আপনাদের সন্তুষ্ট করে দেব আমি। যা চান দেব। আপনাদের বন্ধু মাযিটুদের কাছে পৌঁছে দেব নিরাপদে।'

'এক মিনিট, ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার,' এবার বললাম আমি। 'ব্রাদার জন, স্টিফেনকে কালুবির বক্তব্যটা ভাষান্তর করে শোনান।' কালুবির দিকে তাকালাম। 'এবার, বন্ধু কালুবি, খুলে বলুন তো, যাকে আপনি দেবতা বলছেন, সে আসলে কে?'

'সর্দার মাকুমাযান, ওটা একটা বনমানুষ। হয় অনেক বয়স হয়েছে বলে লোমগুলো সাদা হয়ে গেছে, নয়তো জন্ম থেকেই সাদা ওটা, ঠিক জানি না। যে-কোনও মানুষের দ্বিগুণ হবে ওটা আকারে। শক্তিতে বিশটা মানুষের সমান। আমি যেমন নলখাগড়া ভাঙতে পারি, ওটা তেমনি করে হাতে নিয়ে মানুষ ছিঁড়ে ফেলতে পারে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে নিতে পারে ওটা মানুষের মাথা। সতর্ক করার জন্যে আমার আঙুল কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল ওটা। বিরক্ত হলে ওরকমই করে সে কালুবিদের সঙ্গে। প্রথমবার আঙুল কামড়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়, পরেরবার ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলে। আগুনের সামনে যাদের উৎসর্গ করা হয়, তাদেরও সে ছেঁড়ে।'

'ও, বিরাট একটা বনমানুষ,' অতি সাহসীর মতো নির্বিকার চেহারায় বলতে হলো। 'আমিও ভেবেছিলাম ওটা ওরকম কিছুই

www.BanglaBook.org

হবে। তো কতদিন আপনাদের মাঝে ওটা দেবতা হিসেবে আছে?'

'কতকাল সেটা জানি না। সেই শুরু থেকে। মোটামবোর মতোই সেই শুরু থেকেই ছিল এটা। দু'জনের আত্মা একই।'

কালুবিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পবিত্র ফুলের মা-টা কে? সে-ও কি সবসময় ছিল? সে-ও কি ওই বনমানুষ দেবতার ওখানেই থাকে?'

'না, সর্দার মাকুমাযান। পবিত্র ফুলের মা সাধারণ মানুষের মতোই মারা যান। তাঁর জায়গায় আরেকজন তখন দায়িত্ব পায়। এখন যে মা আছেন, তিনি সাদামানুষ; আপনাদের জাতির মাঝবয়সী সাদা মহিলা। তিনি মারা গেলে তাঁর মেয়ে হবে পবিত্র ফুলের মা। ওই মেয়েটাও সাদা মহিলা। খুব সুন্দরী। সে-ও যদি মারা যায়, তা হলে আরেকজন সাদা মেয়ে খুঁজে বের করা হবে। সে হয়তো এমন কেউ হবে, যার বাবা-মা কালো, কিন্তু সে সাদা।'

'ওই সাদা মেয়েটার বয়স কত?' খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ব্রাদার জন। 'বাবা কে তার?'

'বিশ বছরেরও আগে মেয়েটার জন্ম হয়েছে, ডগিটা,' জানাল কালুবি। 'সেই যখন পবিত্র ফুলের মা-কে বন্দি করে ধরে আনা হলো, তারপর জন্মায় সে। পবিত্র ফুলের মা বলেন মেয়েটার বাবা একজন সাদামানুষ। সেই সাদামানুষ তাঁর স্বামী ছিল। সাদামানুষটা নাকি মারা গেছে।'

বুকের কাছে ঝুঁকে এলো ব্রাদার জনের মাথা। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে ব্রাদার জন।

কালুবি বলে চলল, 'মা থাকেন পাহাড়ের মাথায় যে হ্রদটা আছে, সেটার মাঝখানে একটা দ্বীপে। তাঁর সঙ্গে সাদা-দেবতার কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু কালুবিরা মাঠে যে পবিত্র বীজ ছড়িয়ে দিয়ে আসে, সেগুলোর দেখভাল করতে তাঁর সহচরীরা মাঝে মাঝে দ্বীপ ছেড়ে হ্রদ পেরিয়ে পাহাড়ি জঙ্গলে আসে। কারণ, ওই পবিত্র বীজের গাছ থেকে যে দানা হয়, সেগুলো সাদা-দেবতার খাবার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খানিকটা বুঝলাম,' কালুবিকে বললাম। 'এবার বলুন আপনার পরিকল্পনা কী। যেখানে এই বিরাট বনমানুষ থাকে, সেখানে আমরা যাব কী করে? আর যদি যেতেও পারি, ওটাকে মারব কীভাবে? আপনার উত্তরসূরী কোমবা তো কোনমতেই সঙ্গে করে বন্দুক-রাইফেল আনতে দেয়নি আমাদের।'

'মরুক কোমবা,' অভিশাপ দিয়ে বলল কালুবি। 'ওই চালাকিটা ও করেছে বলে দেবতা তার বড় বড় দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিক ওর মগজ। ও যে প্রবাদটার কথা বলেছে, সেটা প্রাচীন কোনও প্রবাদ না, মাত্র এক চাঁদ আগে ছড়িয়ে পড়ে কথাটা। ওটা মোটেমবো বলেছে না কোমবা, সেটা কে বলবে! আমি ছাড়া যদি কেউ জেনেও থাকে, খুব অল্প মানুষই জানে মরণ ছুঁড়ে দেয়া লোহার নলের কথা। কাজেই ওগুলোর ব্যাপারে প্রাচীন প্রবাদ থাকে কী করে!'

আগের প্রসঙ্গে ফিরলাম: 'ঠিক আছে, বাকি প্রশ্নের জবাব দিন, কালুবি।'

'পাহাড়ের ঢালে, জঙ্গলে আপনাদের যাওয়া নিয়ে তো কথা? সাদা-দেবতা ওখানে থাকে বলে আপনাদের যাওয়ায় কোনও সমস্যা হবে না, সর্দার। সাধারণ মানুষ আর মোটোমবো মনে করবে আমি ওখানে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে ফাঁদে ফেলে উৎসর্গ করতে। বেশ কিছু কারণে অনেকেই চাইছে আপনাদেরকে উৎসর্গ করা হোক!' চোখে জোরাল ইঙ্গিত নিয়ে মোটাসোটা স্টিফেনকে দেখাল কালুবি। 'তবে কীভাবে লোহার নল ছাড়া দেবতাকে মারবেন সেটা আমি জানি না। কিন্তু আপনি তো খুব সাহসী, বড় জাদুকরও, আপনি নিশ্চয়ই কোনও না কোনও উপায় খুঁজে বের করতে পারবেন।'

মনে হলো ঘুম থেকে জেগে উঠল ব্রাদার জন, শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, উপায় আমরা খুঁজে বের করব। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না, কালুবি। তুমি যাকে দেবতা বলো, সেই বড় বনমানুষটাকে ভয় পাই না আমরা। তবে তাকে মারবার বদলে দাম দিতে হবে তোমাকে। দাম না দিলে ওই জানোয়ারটাকে খুন করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমাকে রক্ষা করব না আমরা।'

বিচলিত কালুবি জিজ্ঞেস করল, 'দামটা কী? কতো? আমার অনেক বউ আছে, গরু-ভেড়া আছে... না, আপনি বউ চাইবেন না ...আর গরু-ভেড়াও পানি পেরিয়ে নেয়া যাবে না। সোনার গুঁড়ো বা হাতির দাঁত দিতে পারি। আমি তো কথা দিয়েইছি ওগুলো দেব। এর বেশি আমার আর কিছু দেবার নেই।'

ব্রাদার জন এবার বলল, 'কালুবি, দামটা হচ্ছে, ওই পবিত্র ফুলের মা এবং তার মেয়েকে আমাদের সঙ্গে এখান থেকে চলে যেতে দেবে তুমি। আর...'

আমি এতক্ষণ ভাষান্তর করায় এবার মাঝখান থেকে স্টিফেন বলে উঠল: 'সেই সঙ্গে দেবেন পবিত্র ফুল। একেবারে শেকড় পর্যন্ত দিতে হবে।'

প্রাপ্ত উপকারের প্রতিদান হিসেবে এসব দাম শোধ করতে হবে শুনে বেচারা কালুবির চেহারার যে-অবস্থা হলো, তাতে যে-কারও মনে হতে পারে, কালুবি হঠাৎ করে পাগল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট হাঁ করা মুখটা বন্ধ করে একটু সামলে নিয়ে সে বলল, 'আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার দেশের দেবতাদেরকে নিয়ে যেতে চাইছেন আপনারা?'

এবার মনে হলো কুটির ছেড়ে দৌড়ে পালাবে কালুবি। চট্ করে তার বাহু ধরে ফেলে আমি বললাম, 'বন্ধু, দামটা কিন্তু যা বললাম, তা-ই : বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিতে বলছেন আপনি আমাদেরকে, নিজের জীবন বাঁচাতে আমাদেরকে অনুরোধ করছেন আপনারই দেশের একটা দেবতাকে মেরে ফেলতে, তা-ও আবার সবচেয়ে শক্তিশালী, পবিত্রটাকে। এখন কাজটা করে দেবার বদলে বাকি দেবতাগুলোকে চাইছি আমরা। বলছি আমাদের সঙ্গে তাদেরও চলে যেতে দিতে হবে। এখন বলুন, আমাদের প্রস্তাবে আপনি রাজি কি রাজি না।'

'রাজি না,' বিমর্ষ গলায় বলল কালুবি। 'আপনাদের কথায় রাজি

www.BanglaBook.org

হবার অর্থ শেষ অভিশাপে আমার আত্মাটা অভিশপ্ত হওয়া। সেই শাস্তি এতো ভয়ঙ্কর যে মুখে আনা যায় না।'

কালুবিকে মনে করিয়ে দিলাম, 'আর রাজি না হওয়া মানে যে বড় বাঁদরটাকে আপনি দেবতা বলেন, সেটার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর হাড়গোড় সব ভেঙেচুরে যাবে আপনার, তারপর উৎসর্গ-করা মানুষ হিসেবে রান্না করে খাওয়া হবে আপনাকে। কি, ঠিক বলিনি?'

মাথা দুলিয়ে গোঙাল ম্রিয়মাণ কালুবি।

আমি আবার বললাম, 'তারপরও বলব, আপনি আমাদের কথায় রাজি হননি বলে আমরা খুশি। বিরাট বিপদ এড়িয়ে মাযিটুদের নিরাপদ দেশে ফিরতে পারছি আমরা।'

কালুবি বলল, 'সর্দার মাকুমাযানা, কীভাবে ফিরবেন মাযিটুদের নিরাপদ দেশে? দেবতার দাঁতের কামড়ে না মরলে তো গরম পানিতে সেদ্ধ করে হত্যা করা হবে আপনাদেরকে।'

'খুব সহজেই ফিরব, কালুবি,' আরও গম্ভীর হয়ে গেলাম। 'শুধু ভবিষ্যতের কালুবি কোমবাকে বলে দেব যে আপনি সাদা-দেবতার বিরুদ্ধে কী জঘন্য চক্রান্ত করেছিলেন, আর আমরা কীভাবে আপনার শয়তানিভরা অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার তো মনে হচ্ছে কাজটা এখনই করা দরকার। আপনি উপস্থিত আছেন আমাদের সঙ্গে, যেখানে আপনার মোটেই থাকার কথা নয়। দরজা পেরিয়ে গিয়ে ঘণ্টিটা বাজাব আমি, রাত খানিকটা বেশি হয়ে গেলেও নিশ্চয়ই কেউ না কেউ এটার আওয়াজ শুনবে। ...না, চুপ করে দাঁড়ান। ছোরা আছে আমাদের কাছে। বাইরে আমাদের লোকদের কাছে বর্শাও আছে।' এবার এমন একটা ভঙ্গি করলাম, যেন এক্ষুনি আমি কালুবিকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে যাব।

কালুবি বলে উঠল, 'সর্দার, পবিত্র ফুলের মা আর তার মেয়েকে আপনাদের হাতে তুলে দেব আমি। হ্যাঁ, সেই সঙ্গে পবিত্র ফুলের শেকড়ের গোড়া পর্যন্ত দেব। শপথ করে বলছি, যদি পারি তা হলে

www.BanglaBook.org

নিরাপদে আপনাদের সবাইকে পানিও পার করিয়ে দেব। শুধু একটা অনুরোধ, আমাকেও সঙ্গে নেবেন আপনারা। এখানে থাকার আর সাহস নেই আমার। জানি, তারপরও অভিশাপ ঠিকই এসে পড়বে আমার ওপর, কিন্তু অভিশপ্ত হয়ে কোনও একদিন মরে যাওয়া আগামীকাল দেবতার দাঁতের কামড়ে মরার চেয়ে অনেক ভাল।' ফুঁপিয়ে উঠল কালুবি, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল, 'ইশ, কেন আমি জন্মালাম! কেন যে জন্মালাম!'

নরম গলায় কালুবিকে বললাম, 'বন্ধু কালুবি, এ-প্রশ্ন অনেকেই করেছে জীবনে। কেউ প্রশ্নটার জবাব দিতে পারেনি। তবে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই আছে জবাবটা।' খারাপ লাগল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিপদগ্রস্ত মানুষটার জন্যে! নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করতে তারপরও বললাম, 'আমার মনে হয় ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন আপনি। আমরা ধরে নিচ্ছি আপনি আপনার দেয়া কথা রাখবেন। যতক্ষণ আপনি বিশ্বস্ত থাকবেন, ততক্ষণ আপনার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলব না আমরা কেউ। কিন্তু মনে রাখবেন, যতটা দুর্বল মনে হচ্ছে ততটা দুর্বল নই আমরা, যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তা হলে আমাদের বদলে মরতে হবে কিন্তু আপনাকেই। রাজি আছেন?'

'রাজি আছি, সাদা সর্দার। তবে কোথাও যদি কোনওভাবে কোনও গণ্ডগোল হয়ে যায়, তা হলে দোষ দেবেন না আমাকে। সবই তো দেবতাদের হাতে। কিন্তু যা-ই ঘটুক, আমি আপনাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, আমার শপথ রক্ষা করব।' ছোরা বের করে ওটার ফলা দিয়ে নিজের জিভের ডগা ফুটো করল কালুবি। ক্ষতটা থেকে একফোঁটা রক্ত ঝরল মেঝেতে। এবার কালুবি বলল, 'আমি যদি আমার শপথ ভঙ্গ করি, তা হলে ওই রক্তের মতোই যেন শীতল হয়ে যায় আমার শরীর, ওই রক্তের মতোই যেন পচে যায়। রক্ত যেমন ধুলোয় মিশে যায়, তেমনি করে যেন আমার আত্মা বিনষ্ট হয়ে ভূতের জগতে মিশে যায়।'

www.BanglaBook.org

গা শিউরানো দৃশ্যটা আমাকে খুব প্রভাবিত করল। সেই সঙ্গে মনটা বলল, এই দুর্ভাগা মানুষটি ধ্বংস হয়ে গেছে, এমন দুর্ভাগ্য তাকে তাড়া করে ফিরছে, যেটা সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না।

চুপ করে থাকলাম আমরা। মুখে কাপড় পেঁচিয়ে দরজা খুলে নীরবে চলে গেল কালুবি।

'মনে হয় ঠিক আচরণ করলাম না আমরা বেচারার প্রতি,' দুঃখিত স্বরে বলল স্টিফেন।

'সাদা মহিলা, সাদা মহিলা আর তার মেয়ে,' বিড়বিড় করল ব্রাদার জন।

'হ্যাঁ,' আপনমনে জোরে বলে উঠল স্টিফেন, 'অসহায় ওই মানুষ দু'জনকে রক্ষা করতে অনেক কিছুই করা যায়। আর অর্কিডটা কেউ পেলে কোনও ক্ষতি তো নেই। ওটা ছাড়া মহিলা দু'জন একাকী বোধ করবে, তা-ই না? ভাগ্যিস আমি কথাটা ভাবলাম! এখন আর বিবেকের দংশন হচ্ছে না।'

টিটকারির সুরে ওকে বললাম, 'আশা করি শিক-কাবাব হবার সময়েও বিবেকের দংশন হবে না তোমার। আমি যা দেখেছি তাতে ওই লোহার খাটিয়ায় তিনজনকে একসঙ্গে কাবাব বানানো যাবে। ...এবার চুপ করে থাকো; ঘুমাব আমি।'

কিন্তু কিছুতেই এলো না ঘুম, শেষে ঘুমাতে না পেরে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলাম বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করা যায়। প্রথমেই ভাবলাম পঙ্গো এবং তাদের দেবতাদের কথা। কী তারা? কেন তাদের উপাসনা করে পঙ্গোরা? আফ্রিকায় অনেক রকম দেব-দেবীর পূজা করা হয়, এবং কেন করা হয় তা বলতে পারে না কেউ, আর সবচেয়ে কম জানে পুরোহিতগুলো, কাজেই কিছুক্ষণ পর এ-ব্যাপারে চিন্তা করা ছেড়ে দিলাম। পঙ্গোদের ব্যাপারে যা বুঝেছি, তাতে মনে হলো উন্নত কোনও জাতির মানুষ তারা, নিজেদের মধ্যে বিয়ে করায় তাদের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে, ফলে জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে ক্রমেই। হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একসময়

www.BanglaBook.org

গোটা পঙ্গো জাতি।

কর্ন্তুবিই যে কৌশলে এখানে আমাদের নিয়ে এসেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওর মনের আশা, ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কবল থেকে কোনও না কোনওভাবে তাকে বাঁচাতে পারব আমরা। এদিকে কোমবা, মন্ত্রীরা এবং পুরোহিত মোটোমবো দেবতাদের কাছে বলি দিতে চাইছে আমাদের। নিশ্চিত মৃত্যু এড়াব কী করে আমরা? অস্ত্র নেই আমাদের, কাকতালীয় কিছু না ঘটলে বাঁচবার কোনও আশা নেই। বন্দি দুই মহিলাকে উদ্ধারের কোনও পথ দেখলাম না।

হতাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

পনেরো

মোটোমবো

উজ্জ্বল একটা আলো এসে সরাসরি চোখে পড়ায় ঘুমটা ভেঙে গেল। ভাবলাম, এই জানালাহীন বন্ধ কুটিরে আলো এলো কোথেকে? আলোর উৎস অনুসরণ করে দেখলাম মেঝে থেকে পাঁচফুট ওপরে কাদামাটির দেয়ালে ছোট একটা ফুটো দিয়ে আসছে রেখার মতো রশ্মিটা।

উঠে পড়ে ফুটোটার চারপাশ পরীক্ষা করে দেখে বুঝলাম, সদ্য তৈরি করা হয়েছে ওটা। এখনও ফুটোর ভেতরের দিকের সঙ্গে দেয়ালের রঙে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। এটাও বুঝতে দেরি হলো না, কেউ যদি কান পেতে আমাদের কথা শুনতে চায়, তা হলে ঠিক ওরকম একটা ফুটো তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে। বিষয়টা তদন্ত করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে কুটির থেকে বেরিয়ে এলাম।

কুটিরের যে-দেয়ালে ফুটো করা হয়েছে, সেটা থেকে বাগানের পূর্বদিকের বেড়া থেকে চারফুট দূরে। পরিপাটি বেড়া দেখে মনে হলো না কেউ ওখানে ঘাপটি মেরে ছিল। তবে কুটিরের দেয়ালের গা ঘেঁষে পড়ে আছে ফুটো করবার সময় ঝরে পড়া গুঁড়ো কাদামাটি। হ্যান্সকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম কালকে রাতে কাপড়ে মুখ ঢাকা লোকটা যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন চারপাশে ঘুরে ঘুরে নজর রেখেছিল কি না ও। হ্যান্স জানাল, পাহারায় ছিল ও, তবে জোর দিয়ে বলতে পারল না যে কুটিরের ধারেকাছে কেউ আসেনি। বেশ কয়েকবারই ও পেছনের দিকে ঘুরে দেখতে গেছে, তখন কেউ আসতেও পারে। ওর জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। সবাইকে জাগালাম, তবে এ-ব্যাপারে আপাতত কিছু বললাম না। চাইলাম না পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া কাউকে চিন্তিত করে তুলতে

কয়েক মিনিট পর লম্বা এক নীরব মহিলা আমাদের জন্যে গরম পানি নিয়ে এলো। তার আধঘণ্টা পর নাস্তা দিয়ে গেল আরও কয়েকজন মহিলা। প্রধান মেনুতে থাকল আস্ত একটা রোস্ট করা ছাগল। ওটা ছাগল সেটা বুঝতে পারায় তৃপ্তির সঙ্গে পেটভরে খেলাম সবাই।

খানিকক্ষণ পর রাজকীয় ভঙ্গিতে এসে হাজির হলো কোমবা, ভদ্রতার সঙ্গে কেমন আছি না আছি কুশল জানবার পর জিজ্ঞেস করল, আমরা মোটোমবোর সঙ্গে দেখা করতে যেতে তৈরি কি না। মোটোমবো নাকি খুবই আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেটা সে জানল কী করে। মাত্র কালকে রাতেই ঠিক হয়েছে আমরা মোটোমবোর সঙ্গে দেখা করতে যাব, আর মোটোমবো থাকে একদিনের হাঁটাপথ দূরত্বে।

আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না কোমবা, মৃদু হেসে হাতের ঝাপ্টায় প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

পূর্বনির্ধারিত সময়ে রওনা হলাম আমরা। উপহারগুলো দিয়ে দেয়ায় মালপত্রের ওজন অনেক কমে গেছে, ফলে সঙ্গে করে সমস্ত মালপত্রও নিলাম। প্রধান সড়ক ধরে পাঁচমিনিট হাঁটবার পর পৌঁছুলাম রিকা শহরের উত্তর ফটকে। এখানে তিরিশজন বর্শাধারী যোদ্ধা নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল কালুবি। খেয়াল করলাম, পঙ্গো যোদ্ধাদের কাছে মাযিটুদের মতো তীরধনুক নেই।

কালুবি জোর গলায় ঘোষণার সুরে জানাল, পবিত্র সেই মানুষের সঙ্গে (মোটোমবো) দেখা করতে নিয়ে গিয়ে বিরাট সম্মান দেখাচ্ছে সে আমাদের। আমরা যখন বিনয়ের সঙ্গে বললাম, থাক, এতো কষ্ট করবার দরকার নেই তার, তখন খুব বিরক্তি এবং অসহায় রাগের সঙ্গে বিচলিত কালুবি জানাল, এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আমাদের।

রাগ হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তার। মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাচ্ছে লোকটা। ঘণ্টাখানেক পর তার রাগের প্রকাশটা দেখলাম। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতাটা দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ধর্ম ছাড়া অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে কতটা ক্ষমতা ধরে পঙ্গোদের রাজা কালুবি।

ছোট কিছু ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে একটা বাগানের ধারে পৌঁছে দেখলাম হালকা বেড়ার মাঝ দিয়ে একজাতের ছোট আকারের চমৎকার কয়েকটা গরু বাগানে ঢুকে পড়ে শস্য খাচ্ছে। আন্দাজ করলাম, বাগানটা বর্তমান কালুবির। গরুগুলোও। ওগুলো তার শস্য নষ্ট করায় ভীষণ খেপে গেল সে। 'রাখাল কই?' চিৎকার করে উঠল।

শুরু হলো রাখালকে খোঁজা। একটু পরে পাওয়া গেল তাকে। ধরে নিয়ে আসা হলো কালুবির সামনে। কিশোর বয়সী একটা ছেলে রাখালের কাজটা করে। ঝোপের ভেতর ঘুমাচ্ছিল বেচারা। টেনেহিঁচড়ে সামনে তাকে দাঁড় করালো। প্রথমে গরু, তারপর ভাঙা বেড়া ও বিধ্বস্ত বাগান দেখাল কালুবি। বিড়বিড় করে ক্ষমা চাইতে শুরু করল রাখাল-বালক, দয়া চাইল বারবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খতম করে দাও ওকে!' ক্ষ্যাপা গলায় যোদ্ধাদের নির্দেশ দিল কালুবি।

কথাটা শুনে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালুবির দু'পা জড়িয়ে ধরল কিশোর, পায়ে বারবার চুমু দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মরতে খুব ভয় পায় সে।

লাথি মেরে পা ছোটাতে চেষ্টা করল কালুবি, না পেরে হাতের বিরাট বর্শাটা তুলে এক ঝটকায় গেঁথে ফেলল অসহায় ছেলেটাকে।

পঙ্গে যোদ্ধারা হাততালি দিয়ে প্রশংসা জানাল। তারপর একটা ইঙ্গিত পেয়ে মৃত কিশোরের দেহ তুলে নিল চারজন যোদ্ধা, ছুটে ফিরে চলল রিকা শহরের দিকে। আন্দাজ করলাম, রাতে বোধহয় লাশটা কাবাব বানিয়ে খাওয়া হবে।

ঘটনাটা দেখে রেগে ওঠা বিড়ালের লোমের মতো দাঁড়িয়ে গেল ক্ষিপ্ত ব্রাদার জনের সাদা দাড়িগুলো।

'জানোয়ার!' বলে উঠল স্টিফেন, কালুবিকে ঘুসি মারতে হাত তুলল।

মারত, কিন্তু চট করে ওর হাত ধরে ফেললাম আমি।

ব্রাদার জন গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কালুবি, তুমি কি জানো না, রক্ত ঝরালে রক্ত দিয়েই সেই ঋণ শোধ করতে হয়? তোমার নিজের মৃত্যুর সময় হলে এই মৃত্যুটার কথা মনে কোরো।'

'আপনি কি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন, সাদামানুষ?' রাগে চোখ গরম করে ব্রাদার জনের দিকে তাকাল কালুবি। 'তাই যদি হয়...' আবার বিরাট বর্শাটা তুলল সে, কিন্তু ব্রাদার জন পাথরের মূর্তির মতো অনড় দাঁড়িয়ে থাকায় আঘাত করল না।

চট করে দু'জনের মাঝখানে চলে এল কোমবা, চিৎকার করে বলল, 'পিছিয়ে যান, ডগিটা! আমাদের রীতিনীতি নিয়ে নাক গলাবেন না! কালুবি কি জীবন এবং মৃত্যুর নির্ণয়ক নন?'

ব্রাদার জন জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে বললাম, 'মরতে না চাইলে দয়া করে চুপ থাকুন। আমরা কিন্তু

www.BanglaBook.org

আসলে এদের হাতে বন্দি।'

এ-কথায় বস্তুরে ফিরল ব্রাদার ভন. সরে দাঁড়াল। ভাব দেখে মনে হলো একটু আগে কিছুই ঘটেনি।

আবার রওনা হলাম সবাই। তবে ওই ঘটনা আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন এনে দিল। মনে হয় না এরপর আমরা কেউ কালুবির ভাগ্যে কী ঘটবে তা নিয়ে আর চিন্তা করেছি। অবশ্য একটা কথা কালুবির পক্ষে না বললেই নয়. লোকটা মৃত্যুভয়ে এতো অস্থির হয়ে আছে যে. সে হয়তো বুঝতেও পারেনি কী ভয়ানক অমানবিক কাজ করে বসেছে।

বাকি দিন আমরা চওড়া, সমতল একটা উর্বর জমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। মনে হলো জায়গাটা আগে চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হতো। এখন খেতগুলো অনেক দূরে দূরে, সংখ্যাতেও কম। বেশিরভাগ জমি জুড়ে আছে একরকমের বাঁশ গাছ।

দুপুরে একটা পুকুরের পাড়ে থামলাম খাওয়া সেরে নিতে। এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল রাখাল-বালকের মৃতদেহ নিয়ে ফিরে যাওয়া সেই চারজন পঙ্গো যোদ্ধা। কী যেন জানাল তারা কালুবিকে। খাওয়া সেরে আবার রওনা হলাম। মনে হলো কালো রঙের টিলার আকাশছোঁয়া দেয়ালের দিকে চলেছি। ওগুলোর পেছনে থম মেরে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সেই আগ্নেয়পর্বত— দেবতাদের বাড়ি।

বিকেল তিনটের দিকে পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত টিলার কাছে পৌঁছে গেলাম। দু'পাশে যতদূর চোখ যায়, টিলার যেন শেষ নেই। তবে একটু পরে একটা গর্ত দেখতে পেলাম টিলার গায়ে. মনে হলো ওটা একটা গুহা। ওখানেই শেষ হয়ে গেছে পথ।

এবার আমাদের কাছে চলে এসে লজ্জা লজ্জা ভাব করে আলাপ জুড়তে চেষ্টা করল কালুবি। বুঝলাম ওই পর্বতের কাছে চলে এসে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে লোকটা. তার সম্বন্ধে যে খারাপ ধারণা জন্ম নিয়েছে আমাদের মনে, সেটা দূর করতে চাইছে সে মনপ্রাণ দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসলে নিরাপত্তার আশ্বাস খুঁজছে।

কালুবি যা বলল, তা থেকে বুঝলাম, টিলার গায়ের ওই গুহা মোতেমবের বাড়ির দরজা।

আস্তে করে মাথা দোলালাম, কিন্তু বললাম না কিছু। আসলে সহজভাবে নিতে পারলাম না খুনে রাজার উপস্থিতি।

খুব করুণ-কাতর একটা ভঙ্গি নিয়ে চলে গেল কালুবি।

অদ্ভুত সেই পাথুরে দেয়ালের কাছে যাবার আগে পর্যন্ত আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল না। প্রকৃতির তৈরি গুহামুখের কালো, অন্ধকার গহ্বরের সামনে থামলাম সবাই। পঙ্গো দেশটা যখন পানির নীচে ছিল, তখন মনে হয় এই গুহা দিয়েই হ্রদের বাড়তি পানি বেরিয়ে যেত। বারেমবা যে ছোটবেলায় এখানেই এসেছিল, তাতে মনে কোনও সন্দেহ রইল না।

এবার একটা নির্দেশ দিল কালুবি। যোদ্ধাদের কয়েকজন গুহামুখের দু'পাশে তৈরি নির্জন কুটিরগুলোতে চলে গেল, ফিরে এলো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে। মশাল দেয়া হলো আমাদের সবাইকে। কাজটা হয়ে যেতেই বিশাল গুহার ভেতরে ঢুকলাম আমরা। শুরুর দিকে ম্লান আলো থাকল, তারপর কমতে শুরু করল দৃষ্টিসীমা। আর কারও কথা জানি না, তবে গা শিউরানো একটা অনুভূতি হলো আমার। আমাদের আগে আগে অর্ধেক যোদ্ধা নিয়ে চলেছে কালুবি, পেছনে বাকিদের নিয়ে আসছে কোমবা।

অনেককাল ধরে পানি বয়ে যাওয়ার ফলেই বোধহয় গুহার মেঝেটা বেশ মসৃণ। দেয়াল ও ছাদ যতটুকু দেখতে পেলাম, তাতে মনে হলো ওগুলোও মসৃণ। সোজা যায়নি গুহা, টিলার ভেতরে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে কোথাও।

প্রথম বাঁকে পৌঁছুতেই পঙ্গো যোদ্ধারা নিচু গলায় অপার্থিব একটা ভীতিকর গান শুরু করল। গেয়েই চলল তারা। মশালের সামান্য আলোগুলো নিকষ কালো অন্ধকারে নক্ষত্রের মতো দেখাল। আন্দাজ তিনশো গজ পার হবার পর শেষ বাঁকটা ঘুরে সামনে

www.BanglaBook.org

দেখতে পেলাম ঘাসের তৈরি একটা পর্দা পথ জুড়ে আছে। তবে পর্দাটা খানিকটা সরানো। অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল এবার।

পথের দু'ধারে গুহার দেয়ালের কাছে বড় বড় দুটো আগুন জ্বলছে। সেই আলোয় আলোকিত হয়ে আছে জায়গাটা। আরও আলো আসছে গুহার অন্যমাথা থেকে, ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার পথটা আগুনগুলো থেকে বড়জোর বিশ কদম হবে। ওই পথের শেষে দুশো গজ চওড়া পানির বিস্তৃতি, তার ওপারে শুরু হয়েছে বিশাল সব গাছে ছাওয়া পর্বতের ঢাল। ছোট একটা খাল ঢুকেছে চওড়া গুহার ভেতরে। ওটার শেষপ্রান্ত আগুন দুটোর মাঝখান পর্যন্ত চলে এসেছে। খালটা এখানে ছয়-সাতফুট প্রশস্ত হবে, পানির গভীরতাও কম। মাঝারী আকারের একটা ক্যানু বেঁধে রাখা হয়েছে ওখানে। খালের দু'পাশে গুহার দেয়ালে দুটো দুটো করে চারটে দরজা দেখতে পেলাম। মনে হলো ওগুলো দিয়ে পাথর কুঁদে তৈরি কয়েকটা ঘরে যাওয়া যাবে। প্রতিটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে সাদা পোশাক পরা লম্বা মেয়ে। মশাল জ্বলছে তাদের হাতে।

ধারণা করলাম, এরা অভ্যর্থনা শেষে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু আমরা পাশ কাটাতেই ভেতরের ঘরে চলে গেল তারা। এবার, খালের পানির খানিকটা ওপরে আট ফুট বর্গের একটা কাঠের তৈরি মঞ্চ দেখতে পেলাম। মঞ্চের দু'পাশে বিশাল দুটো হাতির দাঁত। এতো বড় হাতির দাঁত আগে কখনও দেখিনি। এতো পুরোনো কালো হয়ে গেছে ওগুলো। হাতির দাঁত দুটোর মাঝখানে পশমী একটা কম্বলের ওপর বসে আছে ওটা। প্রথমে আমার মনে হলো বিরাট একটা ব্যাঙ গুটিসুটি মেরে আছে। আসলেই অতিরিক্ত ফুলে ওঠা একটা ব্যাঙের সঙ্গে আকৃতিটার এতো মিল যে, দোষ দেয়া যায় না আমাকে। ব্যাঙের মতোই কর্কশ চামড়া, বেরিয়ে থাকা গিঁঠওয়ালা শিরদাঁড়া, সরু সরু পা। আমাদের দিকে পেছন ফিরে আছে ওটা যা-ই হোক।

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে অদ্ভুত জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা। আলোর স্বল্পতার কারণে নিশ্চিত হতে পারলাম না যা দেখছি সেটা সত্যি কি না। শেষে অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। আরেকটু হলেই কালুবিকে জিজ্ঞেস করতাম ওটা কী। কিন্তু আমার ঠোঁট নড়ে ওঠার আগেই খুব ধীরে ধীরে আমাদের দিকে ফিরল ওটা। মাথাটা দেখা যাবার সঙ্গে সঙ্গে গান থামিয়ে দিল পঙ্গো যোদ্ধারা, কালুবিসহ সবাই তারা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল গড় করবার ভঙ্গিতে; যাদের হাতে মশাল আছে তারা অবশ্য ডানহাতটা উঁচু করে রাখল।

ওহ! কী অবিশ্বাস্য দৃশ্যই না দেখলাম! ব্যাঙ নয়, চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দেয়া একটা মানুষ ওটা! বিরাট ন্যাড়া মাথাটা দুই কাঁধের মাঝখানে যেন গর্তে বসে আছে। কারণটা সম্ভবত কোনও অসুখ, বা অতিরিক্ত বয়স অসম্ভব বয়স্ক মনে হলো মানুষটাকে দেখে। তাকিয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম বয়স কত হতে পারে তার; আন্দাজ করতে পারলাম না। বিরাট, চওড়া মুখ; গাল দুটো বসে গেছে চোয়ালের গর্তে; জরজর, কোঁচকানো চামড়া। মনে হলো সূর্যের আলোয় শুকানো পাকা চামড়া দেখছি। নীচের ঠোঁটটা হাড্ডিসার মজবুত থুতনির কাছে নেমে এসে ঝুলছে, দেখা যাচ্ছে মুখের দু'পাশের বড় বড় দুটো চোখা শ্বদন্ত। বাকি দাঁতগুলো নেই। মাঝে মাঝে সাপের মতো লালচে জিভ বের করে ঠোঁটের কোনায় জমে ওঠা সাদা ফেনা চাটছে। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত তার চোখ। বড় বড় গোল চোখ। হয়তো চামড়া-মাংস বসে যাবার কারণেই চোখগুলো অত বড় দেখাল। ঠিক যেন কঙ্কালের করোটির অক্ষিকোটরে বসানো দুটো চোখ। সেই চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। মাঝে মাঝে সত্যিই যেন আগুন জ্বলে উঠছে চোখ দুটোতে। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করা সিংহের চোখের কথা মনে পড়ে গেল আমার।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, মানুষটাকে দেখে ভয় পেলাম আমি; ক্ষণিকের জন্যে যেন অবশ হয়ে গেলাম; এরকম একটা জিনিসকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষ ভাবতে গিয়ে কেমন যেন ভয়ানক অস্বস্তি লেগে উঠল। সনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ভয় পেয়েছে ওরাও। কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে স্টিফেনের চেহারা। মাযিটুদের দেশে ঢুকে কনা সেনাপতি একেবার চাটা কফির মগে চুমুক দিয়ে যেরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সেরকম অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে বলে মনে হলো ওকে দেখে। সাদা দাড়ি হাতড়াচ্ছে ব্রদার জন, সেই সঙ্গে প্রার্থনা করছে, যেন স্রষ্টা তাকে রক্ষা করেন। হ্যান্স ডাচ ভাষায় বলল, 'বাস, এটা স্বয়ং কুৎসিত সেই শয়তান না হয়ে যায় না!' পঙ্গোদের মাঝে উপুড় হয়ে পড়ে আছে জেরি, বিড়বিড় করে বলছে, চোখের সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে সে। শুধু বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাভোভো, হয়তো নিজে ও জাদুবিদ্যা চর্চা করে বলেই ভেবেছে মন্দ আত্মার উপস্থিতিতে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই ওর।

কাছিম যেভাবে দু'পাশে মাথা নাড়ে, সেরকমভাবে অতি ধীরে বিরাট মাথাটা নাড়ল ব্যাঙের মতো মানুষটা, আগুনঝরা চোখে ভাল মতো মেপে দেখল আমাদের। একটু পরে ভারী, ঘড়ঘড়ে গলায় অদ্ভুত সুরে বান্টু ভাষায় বলল, 'তা হলে তোমরাই সেইসব সাদামানুষ, যারা ফিরে এসেছ। শুনতে দাও আমাকে।' মাটি থেকে লোলচর্ম একটা চিকন হাত তুলল সে, তর্জনী তাক করে গুনতে শুরু করল। 'এক। লম্বা, সাদা দাড়ি। হ্যাঁ, ঠিক। ...দুই। বাঁদরের মতো বেঁটে, চটপটে সেই লোক চুল আঁচড়ায় না' এ কখনও; বাঁদরদের বাবার মতো চালাকও সে। হ্যাঁ, ঠিক। ...তিন। সুদর্শন, মোটা শিশুদের মতোই কমবয়সী আর বোকা সেই ছোকরা। পেটভরা দুধ খেতে পেলে বাচ্চা যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসে আর ভাবে আকাশও তার দিকে তাকিয়ে হাসছে—সেরকম; হ্যাঁ, ঠিক। তোমরা তিনজনই আগে যেরকম ছিলে, এখনও সেরকমই আছো। সাদা দাড়ি, তোমার মনে আছে, যখন আমরা তোমাকে খুন করলাম, তুমি দুনিয়ার ওপরে বসা সেই শক্তির কাছে প্রার্থনা করেছিলে? বর্শা যখন

www.BanglaBook.org

তোমার বুকে ঢুকছিল তখন মাথায় কাঁটার মুকুট পরানো সেই মানুষটাকে চুমু খেয়েছিলে মাথা নাড়ছ? চালাক মিথ্যুক তুমি, কিন্তু আমি তোমাকে জানিয়ে দেব তুমি মিথ্যুক, কারণ ওটা এখনও আমার কাছে আছে।' ঝট করে নীচে পড়ে থাকা একটা শিঙা তুলে বাজাল মোটোমবো। করুণ আর্তচিৎকারের সুরে বেজে উঠল শিঙা। আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই পেছনের দরজাগুলোর একটা দিয়ে ছুটে এলো এক মেয়ে, হাঁটু গেড়ে বসল মোটোমবোর সামনে। বিড়বিড় করে তাকে কী যেন বলল মোটোমবো। দ্রুত চলে গেল মেয়েটা, ফিরে এলো হাতির দাঁতের তৈরি হলদেটে একটা ক্রুশ নিয়ে। 'এই যে ওটা, এই যে ওটা,' বলল মোটোমবো। ক্রুশটা ব্রাদার জনের দিকে ছুঁড়ে দিল। ব্রাদার জন ক্রুশটার দিকে বিস্মিত চোখে তাকানোয় এবার মোটোমবো বলল, 'মোটা শিশু, তোমার কি মনে পড়ে কীভাবে তোমাকে ধরেছিলাম আমরা? ভাল লড়েছিলে তুমি। খুব ভাল লড়েছিলে কিন্তু শেষপর্যন্ত তোমাকে খুন করি আমরা। ভাল ছিলে তুমি। খুবই ভাল ছিলে খেতে। তোমার কাছ থেকে অনেক শক্তি পেয়েছিলাম আমরা।

'আর বাঁদরের বাবা, তোমার কি মনে পড়ে কীভাবে চালাকি করে আমাদের হাত থেকে পালিয়েছিলে তুমি? পরে আমি ভেবেছি তুমি কোথায় গেছ, কীভাবে মরেছ। তোমার কথা ভুলব না আমি, কারণ তুমি এটা দিয়েছিলে আমাকে।' কাঁধের একটা লম্বাটে, বিরাট সাদা ক্ষতচিহ্ন দেখাল মোটোমবো 'তুমি আমাকে মেরে ফেলতে, কিন্তু যখন আগুন দিলে তখন তোমার লোহার নলের ভেতরের জিনিসটাতে দেরিতে আগুন ধরেছিল। ওটুকু সময়ে লাফিয়ে সরে যাই আমি, যে-কারণে ইচ্ছে থাকলেও আমার হৃৎপিণ্ডে লোহার গোলক ঢোকাতে পারোনি তুমি। হ্যাঁ, ওটা এখনও এখানে আছে। হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত ওটা বয়ে বেড়াচ্ছি আমি। চিকন হয়ে গেছি বলে এখন আঙুল দিয়ে ওটা স্পর্শ করতে পারি আমি।'

অবাক হয়ে মোটোমবোর কথা শুনলাম। ভাবলাম, আগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কখনও আমাদের দেখা হয়েছিল কি না, এমন কোনও এক সময়, যখন ম্যাচলক ব্যবহার করত মানুষ, সলতের আগুন দিয়ে গুলি ছুঁড়ত। কিন্তু সেটা তো সতেরোশো সালের কথা! কিংবা তারও আগে! একটু ভাবতেই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারলাম। আন্দাজ করেছি মোটোমবোর বয়স অন্তত একশো বিশ হবে। হয়তো তার বাবা তরুণ বয়সে আফ্রিকায় আসা একদল ইউরোপিয়ানের দেখা পেয়েছিল। সম্ভবত পর্তুগিজ ছিল সেই অভিযাত্রীরা। হতে পারে তাদের একজন ছিল এক বয়স্ক যাজক, আর অন্য দু'জন বাপ-ছেলে। ওই অভিযাত্রীদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল সেটা বংশ পরম্পরায় পঙ্গোদের সর্দার বা প্রধান জাদুকর মনে রাখবে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

'কোথায় আমাদের দেখা হয়েছিল, মোটোমবো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'এদেশে না, এদেশে না, বাঁদরদের বাবা,' নিচু ঘড়ঘড়ে গলায় বলল মোটোমবো। 'অনেক অনেক দূরে... পশ্চিমে কোথাও... যেখানে পানিতে ডুবে যায় সূর্য। সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। সেদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত পঙ্গো শাসন করেছে বিশজন কালুবি। তাদের কেউ কেউ শাসন করেছে অনেক বছর ধরে, কেউ বা অল্প কয়েক বছর। কতদিন তারা শাসন করেছে সেটা সবসময় নির্ভর করেছে আমার ভাই ওই ওখানের দেবতার ইচ্ছের ওপর।' কথা শেষে ভয়ঙ্কর ভাবে খলখল করে হেসে উঠল মোটোমবো, কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল তাক করে পাহাড়ি জঙ্গল দেখাল। 'হ্যাঁ, বিশজন শাসন করেছে। কেউ কেউ ত্রিশ বছরও শাসন করেছে। তবে কেউ চার বছরের কম নয়।'

'বিরাট একটা মিথ্যুক তুমি,' মনে মনে বললাম। একেকজন কালুবি দশ বছর করে শাসন করলেও বলতে হয়, মোটোমবোর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল দুশো বছরেরও আগে।

'তোমাদের পোশাক তখন ভিন্ন ছিল,' আবার শুরু করল

www.BanglaBook.org

মোটোমবে, 'তোমাদের দু'জন মাথায় লোহার টুপি পরতো। কিন্তু ওই সাদা দাড়ি তখন দাড়ি-গোঁফ কামাত। কামারদের সর্দারকে দিয়ে তামার পাতে তোমাদের একটা ছবি খোদাই করিয়ে রেখেছি আমি।' আবার শিঙায় ফুঁ দিল মোটোমবো। আরেক মহিলা এলো এবার। কানে কানে কথা শুনে ফিরে গিয়ে কী যেন এনে দিল মোটোমবোর হাতে। ওটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিল মোটোমবে।

জিনিসটা কাছ থেকে দেখলাম। তামা কিংবা ব্রোঞ্জের একটা পাত। অনেক বছর আগের বলে কালচে হয়ে গেছে। পেরেকের ফুটো দেখে বুঝলাম একসময় কোথাও টাঙানো হতো ওটা। পাতে খোদাই করা আছে লম্বা এক দাড়িওয়ালা লোকের প্রতিকৃতি। তার পাশে লোহার টুপি পরা বেঁটে মতো আরও দু'জন। বিদঘুটে পোশাক তাদের সবার পরনে। বুটজুতোগুলোর নাক চোকো। সবার হাতে ভারী ক্যালিবারের প্রকাণ্ড ম্যাচলক। একজনের হাতে আগুন ধরানো একটা সলতে। খোদাইটা দেখে আর কিছু বোঝা গেল না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ওই দূরের দেশ থেকে এদেশে এসেছ, মোটোমবো?'

'কারণ আমরা ভয় পেয়েছিলাম তোমাদের দেখাদেখি আরও সাদামানুষ আসবে, প্রতিশোধ নেবে তোমাদের মৃত্যুর। আমি জানতাম, ভাগ্য বদলানো যায় না, তাই নিষেধ করেছিলাম পালাতে, কিন্তু সেসময়ের কালুবি এখানে আসবার সিদ্ধান্ত নেয়। কাজেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা, অনেক পথ পার হয়ে হাজির হলাম এখানে। তারপর থেকে অনেক পুরুষ ধরে এখানেই আছে সবাই। দেবতারাও এসেছিল আমাদের সঙ্গে: এসেছিল জঙ্গলে যে থাকে, আমার সেই ভাইও; তবে পথে তাকে দেখিনি আমরা। আমাদের আগেই এখানে পৌঁছে যায় সে। আমাদের সঙ্গে আসে পবিত্র ফুল-দেবতা; ফুল-দেবতার সাদা চামড়ার মা-ও। সে ছিল তোমাদেরই কারও বউ, কোনজনের, সেটা জানি না।'

প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলাম, 'শুনেছি জঙ্গলে যে থাকে সে-

www.BanglaBook.org

দেবতা বনমানুষ, তা-ই যদি হয়, তা হলে সে তোমার ভাই হয় কী করে?'

'তোমরা সাদামানুষরা বোঝো না, কিন্তু আমরা কালোরা বুঝি,' বলল মোটোমবো। 'শুরুতে এই বনমানুষ আমার ভাই কালুবিকে মেরে ফেলে, তখন আমার ভাইয়ের আত্মা বনমানুষের ভেতর ঢুকে যায়, তাকে দেবতা বানিয়ে দেয়। তার পর থেকে সবক'জন কালুবিকে খুন করেছে দেবতা, তাদের আত্মাও ঢুকে গেছে দেবতার ভেতরে!' কালুবির দিকে তাকিয়ে টিটকারির হাসি হাসল মোটোমবো। 'ঠিক কি না, আঙুল হারানো এসময়ের কালুবি?'

উপুড় হয়ে পড়ে আছে কালুবি, থরথর করে কাঁপছে। কাতর গোঙানি বের হলো তার গলা দিয়ে, কোনও জবাব দিল না।

'তা হলে আমি আগেই যা দেখেছিলাম, সেভাবেই এসে হাজির হয়েছ তোমরা সবাই,' বলল মোটোমবো। 'জানতাম তোমরা আসবে। তোমরা এসেছ। এবার জানা যাবে সাদা দাড়ি যা বলেছিল, তা ঠিক কি না। সত্যিই তার দেবতা আমাদের দেবতার ওপর প্রতিশোধ নেবে কি না সেটা দেখা যাবে এবার। পারলে তোমরা প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু আমরা যেটা ভয় পাই, সেই লোহার নল এবার তোমাদের সঙ্গে নেই। আমার মাধ্যমে দেবতা বলে দিয়েছে, যখন তোমরা একটা লোহার নল নিয়ে আসবে, তখন দেবতা মারা যাবে। আর আমি, মোটোমবো, দেবতার মুখ, আমিও মারা যাব তখন। উপড়ে তোলা হবে পবিত্র ফুল, পবিত্র ফুলের মা'কে কেড়ে নেয়া হবে আমাদের কাছ থেকে, পঙ্গোরা ছড়িয়ে পড়বে, ভবঘুরে হয়ে যাবে, ক্রীতদাস হয়ে যাবে। দেবতা আরও বলেছে, যদি সাদামানুষরা লোহার নল ছাড়া আসে, তা হলে অনেক গোপন ঘটনা ঘটবে। জিজ্ঞেস কোরো না সেগুলো কী, কারণ সময় হলে নিজেরাই জানতে পারবে। ক্ষয়ে যাওয়া পঙ্গো জাতি তখন নতুন জীবন ফিরে পাবে আবার, শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আর সেজন্যেই তোমাদের আমরা আমন্ত্রণ করেছি, ভূতের দেশ থেকে আবার উঠে আসা

www.BanglaBook.org

সন্দামনুমরা, কারণ তোমাদের মাধ্যমেই আবার শক্তিশালী হয়ে উঠব আমরা, পঙ্গোরা।'

হঠাৎ করেই মাঝপথে গলায় কথা বলা থামিয়ে দিল মোটোমবো, দুই কাঁধের ভেতর মাথা গুঁজে নীরবে বসে থাকল বেশ কিছুক্ষণ, জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকল, যেন আমাদের অন্তর পড়ে নিচ্ছে যদি সত্যি পড়তে পারে, তা হলে আমার চিন্তা-ভাবনা জেনে খুশি হোক, মনে মনে প্রার্থনা না করে পারলাম না। ভয়, রাগ আর ক্ষোভের মিশ্র অনুভূতিতে অন্তর ভরে উঠল আমার। যদিও বিশ্রী এই আধা-মানুষটার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি, বিশ্বাস করি না আফ্রিকার মানুষদের এইসব জাদুবিদ্যা, তারপরও সত্যি এর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে কি না ভেবে ভয় হলো। রীতিমতো আতঙ্ক বোধ করলাম মোটোমবোর উপস্থিতিতে অন্তর থেকে বুঝতে পারছি, আমাদের ক্ষতি করবে লোকটা, চরম কোনও ক্ষতি করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

হঠাৎ আবার কথা বলে উঠল মোটোমবো: 'ওই ছোট হলুদ লোকটা কে? ওই বয়স্কটা, যেটার মুখটা কঙ্কালের মুখের মতো।' আঙুল তুলে হ্যান্সকে দেখাল সে। মাভোভোর পেছনে প্রায় আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হ্যান্স। 'ওই যে, যাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার ভাই দেবতার ছেলে হতে পারত সে! অত ছোট হয়েও অত বড় লাঠির কী দরকার তার?' এবার হ্যান্সের বাঁশের লাঠির দিকে আঙুল তাক করল মোটোমবো। 'আমার মনে হচ্ছে ও পানি ভরা একটা হাঁড়ির মতোই চতুরতায় ভরা।' মাভোভোর দিকে তাকাল এবার সে। 'আর ওই বড় কালো লোকটা... ওকে ভয় পাই না আমি। আমার জাদুর চেয়ে ওর জাদু দুর্বল। কিন্তু পিঠে ঝোলা নিয়ে দাঁড়ানো বিরাট লাঠিওয়ালা ছোটখাটো বানরের মতো ওই হলদে লোকটাকে ভয় পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে ওকে মেরে ফেলা দরকার।'

মোটোমবো চুপ করে যাওয়ায় থমথমে একটা পরিবেশ তৈরি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো। ভয়ে ঘাম ছুটে গেল আমার। বেচারা হটেনটটকে যদি ওই কুৎসিত ব্যাঙটা মেরে ফেলাতে চায়, তা হলে সেটা ঠেকাব কী করে আমরা? কিন্তু আসন্ন সমূহ বিপদ বুঝে নিজের চাতুরি কাজে লাগাল হ্যান্স। ককিয়ে উঠে বলল, 'ও মোটোমবো, আমাকে মারবেন না আমি একজন দূতের কাজের মানুষ। আপনি তো ভাল করেই জানেন, সব দেশের সমস্ত দেবতা দূত বা দূতের কাজের মানুষকে হত্যা ঘৃণার চোখে দেখেন, যারা হত্যা করে, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেন। দূত বা দূতের কাজের মানুষদের ব্যাপারে যা করার তা শুধু দেবতারাই করতে পারেন। আপনি যদি আমাকে খুন করেন, তা হলে আমি আপনাকে তাড়া করে ফিরব, রাতে আপনার কাঁধে বসে কানের কাছে বকবক করে ঘুমাতে দেব না, কথা থামাব না আপনি মরার আগে। যদিও আপনার অনেক বয়স, তবুও শেষপর্যন্ত তা হলে মরতেই হবে আপনাকে '

'কথা সত্যি,' বলল মোটোমবো। 'বলেছিলাম না ওর ভেতরটা চাতুরিতে ভরা? দূত বা দূতের কাজের মানুষকে যে বা যারা খুন করবে, সমস্ত দেবতার রোষানলে পড়ে যাবে তারা। এটা...' খলখল করে ভয়ঙ্কর ভাবে হাসল মোটোমবো। 'শুধু দেবতারাই পারেন করতে। তা হলে যা করার তা পঙ্গোর দেবতারাই ঠিক করুন।'

স্বস্তির শ্বাস গোপন করলাম।

বলে চলল মোটোমবো: 'বলো কালুবি, কী কারণে তুমি এই সাদামানুষদের আমার সঙ্গে, দেবতার মুখের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে এসেছ? আমি কি স্বপ্নে দেখেছি ব্যাপারটা মাযিটুদের রাজার সঙ্গে একটা চুক্তি নিয়ে? ওঠো। উঠে বলো যা বলার।'

উঠে দাঁড়িয়ে কীভাবে কালুবির আমন্ত্রণে শান্তিচুক্তি করবার জন্যে রাজা বাউসির তরফ থেকে এসেছি আমরা বিনীত ভাবে তা বিস্তারিত জানাল কালুবি, বলল কীভাবে মোটোমবোর অনুমতির জন্যে এখানে আসা হয়েছে। খেয়াল করলাম, চুক্তির কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না মোটোমবো। মনে হলো কালুবির বক্তব্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। কিন্তু কথা শেষ হতেই চোখ মেলল আবার, কেম্বার দিকে আঙুল তাক করে বলল, 'ওঠো, ভবিষ্যতের কালুবি।'

দাঁড়াল কেম্বা। ঠাণ্ডা, মাপা গলায় নিজের বক্তব্য জানাল। কথা শুনতে শুনতে আবার যেন ঘুমিয়ে পড়ল মোটোমবো। শুধু কীভাবে আমাদের তল্লাশী করে দেখা হয়েছে যে লোহার নল নেই, সেটা শুনবার সময় একবার চোখ মেলল, বিরাট মাথাটা দুলিয়ে লাল রঙের পাতলা জিভটা দিয়ে ঠোঁট চেটে প্রশংসা করল নীরবে। কেম্বার কথা শেষ হবার পর বলল, 'দেবতারা আমাকে বলেছেন পরিকল্পনাটা ভাল হয়েছে; নতুন রক্ত না পেলে পঙ্গোর মানুষ মারা যাবে। কিন্তু শেষে কী ঘটবে সেটা শুধু দেবতারাই বলতে পারেন।' থামল মোটোমবো, তারপর তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আর কিছু বলার আছে, ভবিষ্যতের কালুবি? হঠাৎ করেই দেবতা আমার মুখ দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করাচ্ছেন, আরও কিছু কি বলার আছে তোমার?'

'একটা ব্যাপার, ও মোটোমবো। অনেক চাঁদ আগে আমাদের বর্তমান কালুবির আঙুল কামড়ে কেটে নিয়েছিলেন সাদা-দেবতা। কালুবি শুনেছিলেন ওষুধের ব্যাপারে জ্ঞান আছে এমন এক সাদামানুষ ছুরি দিয়ে হাত-পা কেটে ফেলতে পারে, মাযিতুদের ওখানে আছে সে, হ্রদের ধারে বাস করছে। কালুবি একটা ক্যানু নিয়ে সেখানে যান, তারপর ওই ওখানে দাঁড়ানো দাড়িওয়ালা সাদামানুষ ডগিটা'র সঙ্গে দেখা করেন। কালুবি কী করছেন দেখার জন্যে আরেকটা ক্যানু নিয়ে পেছনে যাই আমি; কালুবির ক্যানু থেকে দূরে নলখাগড়ার জঙ্গলে আমাদের ক্যানু লুকিয়ে রাখি আমি ও আমার লোকরা। সাদামানুষের ঘরের কাছে গিয়ে গোপনে নজর রাখি আমি। দেখি সাদামানুষ কালুবির আঙুল কেটে ফেলেছে। তারপর কালুবি সাদামানুষকে অনুরোধ করল 'ধোঁয়া বের হওয়া লোহার নল নিয়ে পঙ্গো দেশে আসতে, যাতে দেবতাকে মেরে

www.BanglaBook.org

ফেলা যায়।'

এ-কথায় উপস্থিত পঙ্গোদের মুখ দিয়ে বিস্ময়ের আওয়াজ বের হলো। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল কালুবি। নিথর পড়ে থাকল।

শুধু মোটোমবোর চেহারায় বিস্ময়ের কোনও ছাপ দেখলাম না। বোধহয় ঘটনাটা সে আগেই জানত। 'আর কিছু?' কোমবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, দেবতার মুখ। গতকাল রাতে সভার পরে মড়ার মতো কাপড়ে নিজেকে মুড়িয়ে কুটিরে গিয়ে সাদামানুষদের সঙ্গে দেখা করেছেন বর্তমান কালুবি। আমিও ভেবেছিলাম এরকম কিছু উনি করতে পারেন, সে-কারণে তৈরিও ছিলাম। তীক্ষ্ণ একটা বর্শা দিয়ে বেড়ার এপাশে থেকে ওই কুটিরের দেয়ালে ফুটো করি আমি। তারপর একটা নলখাগড়া ভরে দিই সেই ফুটোর মধ্যে। নলখাগড়ার আরেকমাথায় কান পেতে কথা শুনি।'

'চালাক! চালাক!' প্রশংসার সুরে বিড়বিড় করল হ্যান্স। 'আর আমি বোকা নলখাগড়ার তলায় খুঁজেছি! হ্যান্স, ভেবেছিলাম তুমি বুড়ো হয়েছ, কিন্তু এখনও দেখছি অনেক কিছু শেখার আছে তোমার।'

'অনেক কথার মধ্যে আমি শুনি...' কালকে রাতে কুটিরে আমাদের সঙ্গে কালুবির যা যা কথা হয়েছে, শীতল গলায় তার সবই গড়গড় করে বলে গেল কোমবা। মনে হলো যেন বরফে বরফে ঠোকাঠুকির আওয়াজ শুনছি। 'আমাদের রাজা কালুবি, যাকে আমরা দেবতার সন্তান বলে জানি, তিনি সাদামানুষদের সঙ্গে দেবতাকে মেরে ফেলার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। কাজটা কীভাবে করা হবে সেটা আমি জানতে পারিনি। বদলে সাদামানুষরা পবিত্র-ফুলের মা এবং তার মেয়েকে নিয়ে নেবে, শেকড়সহ উপড়ে তুলে নিয়ে যাবে পবিত্র-ফুল। ...আমার আর কিছু বলার নেই, প্রভু মোটোমবো।'

নীরবতার মাঝে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা কালুবির দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকল মোটোমবো। অনেক অনেকক্ষণ অপলক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখল সে পড়ে থাকা দেহটা, তারপর ভেঙে গেল থমথমে নীরবতা। মেঝে থেকে ঝটকা মেরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কালুবি, একটা বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করল। বর্শার ফলা তার দেহ স্পর্শ করবার আগেই কেড়ে নেয়া হলো ওটা। দাঁড়িয়ে থাকল নিরস্ত্র কালুবি।

আবার নামল নীরবতা : এবার নীরবতা ভাঙল মোটোমবোর গর্জনে। আহত বাফেলোর মতো গর্জন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মোটোমবো। ভাবতেও পারিনি কখনও বয়স্ক কারও ফুসফুস থেকে ওরকম জোরাল আওয়াজ বের হতে পারে। পুরো একটা মিনিট বিশাল গুহা গমগম করল রাগান্বিত মোটোমবোর হুঙ্কারে। পুরোটা সময় উঠে দাঁড়ানো পঙ্গো যোদ্ধারা তাদের বর্শা ও মশাল তাক করে রাখল কালুবির দিকে। হতভাগ্য লোকটা তাদের সবার ক্রোধের লক্ষ্য। সাপের মতো হিসহিস আওয়াজ বের হলো যোদ্ধাদের মুখ থেকে।

দৃশ্যটা যেন দোজখের কোনও চিত্র, মধ্যমণি মোটোমবো যেন স্বয়ং শয়তান। দু'পাশে জ্বলছে আগুনের কুণ্ড, সেই আলোয় ব্যাঙের মতো সরু সরু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুৎসিত ফোলা শরীরের মোটোমবো, গুহা-মুখের ওপাশ থেকে পানিতে প্রতিফলিত হয়ে আসছে বিকেলের রোদ, পর্বতের গায়ে জঙ্গলে খেলা করছে সূর্যের আলো– হতভাগ্য কালুবির দিকে খানিকটা ঝুঁকে উত্তেজিত সাপের মতো হিসহিস শব্দ করছে পঙ্গো যোদ্ধারা। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো লাগল : কতক্ষণ এভাবে কাটল বলতে পারব না, তারপর বিদঘুটে আকারের শিঙা তুলে বাজাল মোটোমবো। দরজা চারটে দিয়ে ছুটে এলো লম্বা মেয়েগুলো, তারপর বুঝতে পারল ডাকা হচ্ছে না তাদের। মাঝপথে থেমে দাঁড়িয়ে দৌড়বিদদের মতো ঝুঁকে অপেক্ষায় থাকল তারা। শিঙার আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর সবকিছুই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু পটপট করে আগুনে পুড়ল জ্বালানী কাঠ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সব শেষ, বন্ধু,' কাঁপা গলায় ফিসফিস করে আমাকে বলল স্টিফেন

'হ্যাঁ, এবার মরতে হবে,' নিচু গলায় জবাব দিলাম 'তবে তার আগে শেষ লড়াই লড়ব আমরা, তৈরি হও বর্শা আছে আমাদের কাছে।'

পরস্পরের কাছে সরে এলাম আমরা। মোটোমবো তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল: 'অতীতের কালুবি, তা হলে তুমি দেবতাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিলে! এই সাদামানুষদের হাতে পবিত্র-ফুল আর পবিত্র-ফুলের মা'কে তুলে দিতে চেয়েছিলে! ভাল! তোমরা সবাই যাবে, দেবতার সঙ্গে কথা বলবে! আর আমি এখানে থেকে দেখব, জানব কে মরে– দেবতা নাকি তোমরা। ...নিয়ে যাও এদের!'

ষোলো

দেবতা

গর্জন ছেড়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঙ্গো যোদ্ধারা। মনে হলো যেন বর্শা তুলে একজনকে শেষ করতে পারল মাভোভো, কারণ যোদ্ধাদের একজনকে গুহার মেঝেতে পড়ে স্থির হয়ে যেতে দেখলাম।

কিন্তু অন্যরা আমাদের তুলনায় অনেক ক্ষিপ্র। আধমিনিটের মধ্যে বন্দি হয়ে গেলাম সবাই। বর্শাগুলো কেড়ে নেয়া হলো আমাদের হাত থেকে। ছুঁড়ে ফেলা হলো আমাদের ছয়জনকে ক্যানুর ওপর। কালুবিকেও হেঁচড়ে তোলা হলো। বেশ কয়েকজন যোদ্ধাসহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যানুতে উঠল কোমবা। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হলো ক্যানু।

মোটোমিরের মঞ্চের নীচ দিয়ে সরু খাল ধরে বাইরের স্থির পানিতে বেরিয়ে এলাম আমরা। ক্যানুটা গুহার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় টুলে ঘুরে বসে কোমবাকে চিৎকার করে নির্দেশ দিল মোটোমবো, 'কালুবি, আগের কালুবি, ওই তিনজন সাদামানুষ আর তাদের তিন চাকরকে জঙ্গলের ধারে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসবে, তারপর চলে যাবে। যা ঘটবে সেটা আমি একা দেখব। সব যখন শেষ হবে, আবার তোমাকে ডাকব আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল কোমবা, তারপর তার ইশারায় দু'জন যোদ্ধা বৈঠা চালাতে শুরু করল। গুহার মুখের কাছ থেকে সরে ওপারের পর্বতের ঢালে, জঙ্গলের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ক্যানু। খেয়াল করলাম, পানিটা একেবারে কালির মতো কুচকুচে কালো। কারণ সম্ভবত দুটো। এক, পানির গভীরতা। দুই, একপাশে আকাশছোঁয়া টিলা ও আরেকপাশে বড় গাছের গাঢ় ছায়া। আরও খেয়াল করলাম, পানির দু'তীরে বিরাট সব কুমিরের আস্তানা। কাঠের গুঁড়ির মতো স্থির পড়ে আছে ওগুলো। সামান্য দূরে পানি যেখানে অপ্রশস্ত, সেখানে পানির নীচে থেকে রুক্ষ এবড়োখেবড়ো কীসব যেন মাথা তুলে আছে। মনে হলো অনেকগুলো বড় গাছ পড়েছে ওখানে, কিংবা ফেলা হয়েছে। এই মহাবিপদের মধ্যেও বাবেমবার কথাগুলো মনে পড়ল। বাবেমবা বলেছিল কিশোর বয়সে এই হ্রদ থেকে ক্যানুতে করে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। বুঝতে পারলাম, এখন হলে বের হতে পারত না ওই গাছের তৈরি বাঁধের কারণে।

মিনিট কয়েক বৈঠা বাওয়ার পর ওদিকের তীরে পৌঁছে গেল ক্যানু। জায়গাটা গুহার মুখ থেকে দুশো গজের বেশি দূরে হবে না। খসখস আওয়াজ করে পাড়ের ওপরে খানিকটা উঠে থামল ক্যানুর সামনের অংশ। ওটার কারণে বিরক্ত হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হলো বিরাট একটা কুমির।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নামুন, সাদা সর্দাররা, নামুন,' অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে বলল কোমবা। 'যান, দেবতার সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে। কোনও সন্দেহ নেই, উনি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষায় আছেন। আমাদের আর দেখা হবে না কখনও, কাজেই বিদায়। আপনারা জ্ঞানী, আর আমি বোকা মানুষ, তারপরও আমার পরামর্শ শুনে রাখুন। আবার যদি কখনও পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তা হলে আমার পরামর্শ শুনে চলবেন। যদি আপনাদের কোনও দেবতা থাকে, তা হলে তারই বন্দনা করবেন, অন্যদের দেবতাদের ব্যাপারে নাক গলাবেন না কখনও : ...বিদায়।'

তীব্র ঘৃণা বোধ করলাম কোমবার প্রতি, এমনকী মোটোমবেকেও কোমবার তুলনায় স্বর্গের কোনও দেবতা বলে মনে হলো : ইচ্ছে দিয়ে যদি মানুষ খুন করা যেত, খুন হয়ে যেত কোমবা। যোদ্ধাদের বর্শার খোঁচা খেয়ে তীরের পিচ্ছিল কাদায় নামতে হলো আমাদেরকে। আগে নামল ব্রাদার জন, মুখে হাসি। ওই পরিস্থিতিতে তার হাসিটাকে নির্বোধের হাসি বলে মনে হলো আমার। সবার শেষে নামল ভাগ্যবিড়ম্বিত কালুবি। কোমবা জোর করে না নামালে কিছুতেই নামত না সে। তবে নামবার পর মনে হলো যেন মানসিক শক্তি কিছুটা হলেও ফিরে পেল লোকটা, কারণ ফিরে দাঁড়িয়ে কোমবাকে বলল, 'মনে রেখো, কালুবি, একদিন আমার মতো একই পরিণতি হবে তোমারও। দেবতা তার সেবকদের প্রতি সবসময় অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। আজ হোক, আগামী বছর হোক, বা তার পরের বছর, তোমাকেও মরতে হবে।'

ক্যানুটা পিছিয়ে যাচ্ছে। কোমবা টিটকারির সুরে বলল, 'তা হলে, অতীতের কালুবি, দেবতার কাছে প্রার্থনা কোরো, যেন পরে মরা যাই আমি। দেবতা যখন তোমার হাড়গোড় ভাঙবেন, তখন প্রার্থনা কোরো আমার জন্যে।'

আমাদের চোখের সামনে দূরে চলে যাচ্ছে ক্যানুটা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আমরা বুদ্ধুর মতো বলল স্টিফেন, 'শেষ পর্যন্ত

www.BanglaBook.org

পৌঁছে গেছি আমরা, অ্যালান। বলতে গেলে কোনওরকমের কোনও ঝামেলা ছাড়াই চলে এসেছি।'

পাগল কাদার মধ্যে এক নাচতে লাগল স্টিফেন। মাথার টুপি আকাশে ছুঁড়ে দিল আনন্দে আমি শুধু কোনওমতে বললাম, 'উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ!' কালুবিকে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের দেবতা কোথায়।

'সবখানে আছে,' জবাব দিল সে। কাঁপা হাতে আঙুল তুলে দেখাল সূর্যের আলোয় রাঙা জঙ্গল। 'হয়তো ওই গাছের পেছনে, হয়তো ওটার পেছনে, হয়তো বা অনেক দূরে। তবে সকালের আগেই আমরা জানব সে কোথায়।'

'কী করব আমরা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'মরব,' জবাব দিল গদিচ্যুত কালুবি।

'মরতে চাইলে মরো তুমি, গাধা,' তাকে বললাম। 'কিন্তু আমরা মরতে চাই না। এমন কোথাও আমাদের নিয়ে চলো, যেখানে ওই দেবতার আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।'

'সর্দার, দেবতার হাত থেকে কেউ নিরাপদে থাকতে পারে না; বিশেষ করে দেবতার বাড়ি এলে।' ঘনঘন মাথা নাড়ল কালুবি। 'যাবার কোনও জায়গা নেই, আর গাছগুলোও এতো বড় যে বেয়ে ওঠা যায় না।'

তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি অত মোটা গাছ বেয়ে ওঠা যাবে না। নীচের পঞ্চাশ-ষাট ফুটের মধ্যে ওগুলোর একটা ডালও নেই। তা ছাড়া, এদের দেবতা যদি বনমানুষ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল চড়তে পারবে গাছে। অনিশ্চিত পায়ে তীর ছেড়ে রওনা হলো কালুবি। জানতে চাইলাম, কোথায় যাচ্ছে।

'কবরস্তানে,' জবাব দিল লোকটা। 'ওখানে হাড়গোড়ের মধ্যে ছোট ছোট বর্শা আছে।'

কথাটা মনোযোগ কাড়ল। আমাদের কাছে ছুরি ছাড়া আর কিছুই নেই, কাজেই অস্ত্র হিসেবে বর্শাকে হেলা করব কেন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালুবিকে পথ দেখাতে বললাম। ঢাল বেয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোলাম আমরা। রাত ঘনিয়ে আসছে, জঙ্গলের ভেতরে আলো-আঁধারি, যেন কুয়াশার চাদরে মুড়িয়ে দিচ্ছে কেউ চারপাশ। তিন-চারশো ফুট হাঁটবার পর পরিষ্কার একটা জায়গায় পৌঁছুলাম। দানব গাছগুলো এখানে ভেঙে পড়েছিল অনেক বছর আগে, নতুন করে গাছ জন্মায়নি। মাটিতে লোহাকাঠের তৈরি মজবুত কিছু বাক্স দেখতে পেলাম। প্রতিটা বাক্সের ওপর একটা করে ভাঙাচোরা করোটি।

'কেমবা আমার জন্যে বাক্স তৈরি করে রেখেছে!' নতুন একটা ঢাকনি খোলা বাক্স দেখাল কালুবি।

'অনেক চিন্তা করে ও তোমার জন্যে,' তাকে বললাম। 'এবার অন্ধকার নামার আগেই বর্শা কোথায় আছে সেটা দেখাও।'

নতুন একটা বক্সের সামনে চলে গেল লোকটা, ইশারায় জানাল ঢাকনা তুলতে হবে। ভয় পাচ্ছে বলে নিজে তুলল না। দ্রুত হাতে ঢাকনা সরালাম, দেখলাম বাক্সের ভেতরে শুধু বিচ্ছিন্ন হাড়গোড়। সবগুলোকে আলাদা করে কী দিয়ে যেন মুড়ে রাখা হয়েছে। ওগুলোর সঙ্গে আছে কয়েকটা বাটি। বাটিগুলোতে মনে হলো সোনার গুঁড়ো রাখা। বাক্সে আরও পেলাম ভাল দুটো বর্শা। আমার তৈরি বলে জং ধরতে পারেনি। ওগুলো দেয়া হয়েছে মরণপুরীতে যাবার সময় মৃতদের ব্যবহারের জন্যে।

এবার বাক্সগুলো খুলে খাটো বর্শা সংগ্রহ করে নিলাম আমরা সবাই।

'যে জন্তুর বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি সেটার বিরুদ্ধে বর্শা কিছুই না,' বলতে বাধ্য হলাম। মনের মধ্যে কোনও ভ্রান্ত ধারণা নেই আমার। ঠিক করলাম, কাউকে বৃথা আশা দেব না।

'সত্যি বড় নগণ্য জিনিস,' খুশি-খুশি গলায় বলল হ্যান্স। 'ভাগ্যিস আমার কাছে এরচেয়ে ঢের ভাল কিছু আছে।'

হ্যান্সের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অন্যরাও অবাক হয়ে তাকাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী বলতে চাও, দাগওয়ালা সাপ?' জিজ্ঞেস করল মাভোভো।

না বলে পারলাম না, 'কী বলতে চাও, শতখানেক গাধার বাপ? এখন কি গল্পের সময়? আমাদের মাঝে একটা জোকার আছে, সেটাই তো যথেষ্ট।' তাকালাম স্টিফেনের দিকে।

'মানে, বাস?' বিস্ময়ের সুরে বলল হ্যান্স, 'আপনি জানেন না সঙ্গে করে ইনটেম্বি নামের ছোট রাইফেলটা আমি নিয়ে এসেছি? বলিনি, কারণ আমি তো ভেবেছিলাম আপনি জানেন। আরেকটা কারণে বলিনি, যদি আপনি না-ই জেনে থাকেন, তা হলে না জানাই ভাল, কারণ আপনি যদি জানতেন, তা হলে হয়তো ওই হিংস্র পঙ্গোগুলোও জেনে যেত। আর ওরা যদি জানত, তা হলে...'

ব্রাদার জন কপালে টোকা দিল। 'উন্মাদ! বেচারা উন্মাদ হয়ে গেছে! আহা বেচারা! এরকম পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেল।'

আবার তাকালাম হ্যান্সের দিকে, ব্রাদার জনের সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু দেখে মোটেও ছিটগ্রস্ত মনে হলো না হ্যান্সকে। ওকে দেখাল শেয়ালের চেয়েও চতুর কোনও জানোয়ারের মতো। 'হ্যান্স,' ওকে বললাম, 'বলো রাইফেলটা কোথায়, না হলে ঘুসি মেরে তোমাকে ফেলে দেব আমি। মাভোভো তোমাকে ধরে পেটাবে।'

'কোথায়, বাস! আপনার চোখের সামনে, অথচ আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?'

হতাশ হয়ে বললাম, 'ঠিকই বলেছেন, জন, পাগল হয়ে গেছে বেচারা।'

হ্যান্সকে ধরে ঘনঘন ঝাঁকাতে শুরু করল স্টিফেন।

'ছাড়ুন, বাস, নইলে রাইফেলটার ক্ষতি হতে পারে,' বলল হ্যান্স।

ওকে ছেড়ে দিল বিস্মিত স্টিফেন। এবার ওর বাঁশের লাঠির শেষমাথায় কী যেন করল হ্যান্স, তারপর লাঠিটা ধীরে ধীরে ওল্টাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিছলে বেরিয়ে এলো গ্রিজ মাখানো কাপড় দিয়ে মোড়া একটা রাইফেলের নল!

এত খুশি হলাম যে আরেকটু হলেই হ্যান্সের দুর্গন্ধযুক্ত কোঁচকানো গালে পটাপট চুমু দিতাম।

'কুঁদোটা, হ্যান্স?' উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। 'কুঁদো ছাড়া তো রাইফেল কোনও কাজে আসবে না!'

হ্যান্স হাসতে হাসতে বলল, 'ও, বাস, এতদিন আপনার সঙ্গে আছি, আপনার কি মনে হয় কথাটা আমি জানি না?' পিঠ থেকে বোঝাটা নামাল ও, কম্বলের মোড়ক খুলে তামাকের সেই বিশাল স্তূপ বের করল। মাযিটুদের দেশের সীমান্ত থেকে রওনা হবার সময় আমার এবং কোমবার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল জিনিসটা। তামাকের স্তূপ ফাঁক করতেই বেরিয়ে এলো রাইফেলের কুঁদো।

'হ্যান্স, তোমার যা ওজন, সেই ওজনের সোনার মতো দামি তুমি,' না বলে পারলাম না।

'ঠিক, বাস, কিন্তু আগে আপনি এ-কথা কখনও বলেননি।' রাইফেলটা জোড়া লাগিয়ে ফেলল হ্যান্স, তারপর মাভোভোর দিকে ফিরে বলল, 'এবার শুনি রাজা বাউসির দেয়া বিছানায় কার ঘুমানো উচিত। আমার মনে হয় বিরাট বোকা মাভোভোটার ঘুমানো উচিত। একটা রাইফেলও তুমি নিয়ে আসোনি। তুমি যদি জাদুকরের 'জ'ও হতে, তা হলে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ভেবে জাদু করে রাইফেলগুলো আগেই পাঠিয়ে দিতে এখানে। আর কখনও আমাকে নিয়ে হাসবে, মাথামোটা জুলু?'

'না,' অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে জবাব দিল মাভোভো। 'প্রশংসা তোমাকে করতেই হয়, দাগওয়ালা সাপ। উপাধি তোমাকে দিতেই হবে।'

'তারপরও,' বলল হ্যান্স। 'আমার ওজনের সমান সোনার দাম আসলে নেই আমার। অর্ধেক সোনার দামটাই শুধু আছে। কারণ, বাস, বারুদ আর গুলি অনেক থাকলেও গুলির খোলসগুলোর

www.BanglaBook.org

বেশিরভাগই পড়ে গেছে আমার কোটের পকেটের ফুটো দিয়ে আপনার মনে নেই, বস, আমি বলেছিলাম চমক হারিয়েছি? তিনটা আর এই নিপলের একটা– মোট চারটে খোসা শুধু আছে। তা হলে, বাস, ইনটোম্বি এখন তৈরি সাদা-শয়তান যখন আসবে, ওটার চোখে গুলি করতে পারবেন আপনি। গুলি করতে পারবেন একশো গজ দূর থেকেও, অন্য সব সাদা-শয়তানের কাছে দোজখে পাঠিয়ে দিতে পারবেন ওটাকেও। আপনার বুড়ো বাবা খুশি হবেন তাকে ওখানে দেখে।' রাইফেলটা হাফ-কক করে আমার হাতে দিল হ্যান্স।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ এই হটেনটটকে উনি শিখিয়েছেন কীভাবে আমাদের বাঁচাতে হবে,' বলল ব্রাদার জন।

আপত্তি করল হ্যান্স 'না, বাস জন, ঈশ্বর আমাকে শেখায়নি, যা শেখার আমি নিজেই একা একা শিখেছি। থাক ও-কথা, অন্ধকার নামছে। আমাদের বোধহয় আগুন জ্বালানো উচিত।' রাইফেলের কথা ভুলে জ্বালানী কাঠ খুঁজতে শুরু করল হ্যান্স।

'হ্যান্স,' পেছন থেকে বলল স্টিফেন। 'যদি কখনও এখান থেকে মুক্তি পাই, তা হলে পাঁচশো পাউন্ড দেব তোমাকে। আমি না দিতে পারলেও আমার বুড়ো বাবা দেবে।'

'ধন্যবাদ, বাস, ধন্যবাদ,' বলল বিনীত হ্যান্স। 'কিন্তু টাকার বদলে আমি বরং এক ফোঁটা ব্র্যান্ডি পেলেই এখন খুশি হতাম বেশি। আর... কোনও কাঠ তো দেখছি না!'

হ্যান্সের কথাই ঠিক। কবরস্তানের খোলা জমির বাইরে বেশ কিছু প্রকাণ্ড গুঁড়ি পড়ে আছে, কিন্তু ওগুলো এত বড় এবং ভারী যে নড়ানোও যাবে না, কাটাও যাবে না। তা ছাড়া, জঙ্গলের অন্য সবকিছুর মতোই ওগুলোও সবই কাদা-ভেজা, আগুন ধরানো অসম্ভব।

অন্ধকার চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল আমাদের। তবে পুরো আঁধার হলো না চাঁদ ওঠায়। একটু পর অবশ্য মেঘে ঢেকে গেল চাঁদ। মনে হলো বিশাল গাছগুলো যেন সমস্ত আলো শুষে নিল।

www.BanglaBook.org

কবরস্থানের মাঝখানে পরস্পরের দিকে পিঠ দিয়ে গা ঘেঁষে বসে থাকলাম আমরা, কম্বল বের করে গায়ে দিলাম কুয়াশা আর শীত থেকে বাঁচতে। বিলটিং ছিল আমাদের সঙ্গে, সেটা চিবালাম খানিকটা করে। ভুট্টার দানা নিয়ে এসেছিল জোরি, ক্যানুতে ওকে ছুঁড়ে ফেলার সময়ও ব্যাগটা হাতছাড়া করেনি, কাজেই ভুট্টার দানাও খিদে দূর করতে কাজে দিল। আমাদের কাছে এক ফ্লাস্ক মদও আছে।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই রাতের প্রথম ঘটনাটা ঘটল।

বহুদূরের জঙ্গলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো ভয়ঙ্কর একটা গা-কাঁপানো গর্জন। তার পরপরই যেন গম্ভীর সুরে বেজে উঠল দামামা। ওরকম গর্জন আগে কখনও শুনিনি আমরা কেউ। সিংহ বা অন্য কোনও জন্তুর গর্জনের সঙ্গে মিল নেই সেই ভয়াবহ গর্জনের।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'দেবতা,' কাতর গলায় বলল কালুবি। 'চাঁদের কাছে প্রার্থনা করছে। চাঁদের সাথে সাথে দেবতাও জেগে ওঠে।'

কিছু বললাম না, ভাবলাম গুলি চারটের কথা। ওই ক'টাই মাত্র আছে আমাদের সঙ্গে। কোনও প্রলোভনে পড়ে নষ্ট করা যাবে না ওগুলোর একটাও। তিক্ত একটা অনুভূতি হলো। হ্যান্স যদি আমার দেয়া নতুন ওয়েইস্ট কোট পরত ওই পুরোনো পচা ওয়েইস্ট কোটের বদলে, তা হলে আজ পরিস্থিতি হয়তো অন্যরকম হতো!

আর কোনও গর্জন শোনা গেল না। ব্রাদার জন কালুবিকে জিজ্ঞেস করল, পবিত্র-ফুলের মাতা কোথায় থাকে।

'পুবে... ওদিকে, সর্দার,' নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল কালুবি। 'দিনের চারভাগের একভাগ সময় পাহাড় বেয়ে উঠলে যাওয়া যায় ওখানে। গাছের গায়ে দাগ কেটে চিহ্ন দেয়া আছে পথটায়। পথের শেষমাথায় দেবতার বাগান পেরিয়ে পাহাড়ের ওপরে আছে আরও পানি। সেই পানির মাঝখানে আছে একটা দ্বীপ। তীরে ঝোপের মধ্যে লুকানো থাকে একটা ক্যানু, ওটা নিয়ে দ্বীপে যাওয়া যায়। পবিত্র-ফুলের মা সেখানেই থাকেন।'

www.BanglaBook.org

সন্তুষ্ট হতে পারল না ব্রাদার জন, বলল কালকে সকালে কালুবি যেন পথটা দেখিয়ে দেয় আমাদেরকে

'মনে হয় না কখনও আমি ওই রাস্তা দেখাতে পারব,' গুঙিয়ে উঠল বিধ্বস্ত কালুবি। ঠিক তখনই আগের চেয়ে অনেক কাছ থেকে ভেসে এলো দেবতার হুঙ্কার

কালুবির হতাশা এতে চরমে উঠল . সে জানে ব্রাদার জন অন্য একটা বিশ্বাসের পুরোহিত, কাজেই জানতে চাইল মৃত্যুর পর সত্যিই অন্য কোনও জীবন আছে কি না। তাকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা শোনাতে শুরু করল ব্রাদার জন।

খুব কাছেই ভারী কোনও গম্ভীর দামামা বেজে উঠল। এবার গর্জন করল না দেবতা, শুধুই একনাগাড়ে দামামা বাজিয়ে চলল। মনে হলো মিলিটারিদের ড্রাম বাজানো হচ্ছে। আওয়াজটা অন্তত ওরকমই। এই নির্জন, অন্ধকার, গহীন অরণ্যে ভাঙা করোটিগুলোর কাছাকাছি বসে ওই দামামা মনের ওপর ভীষণ চাপ ফেলল আমাদের।

থেমে গেল দামামা। একটু সামলে নিয়ে আবার ধর্মীয় ব্যাখ্যায় মন দিল ব্রাদার জন। এসময় চাঁদটা ঢেকে গেল বৃষ্টির ঘন মেঘে। চারপাশে নামল নিকষ কালো অন্ধকার। ব্রাদার জন তখন ব্যাখ্যা করছে, কালুবি আসলে কালুবি নয়, সে আসলে অবিনশ্বর একটা আত্মা। লোকটা ব্রাদার জনের কথা বুঝল কি না জানি না, কিন্তু আমি দেখলাম অন্য কিছু। ভয়ঙ্কর একটা ছায়া— ওটাকে আর কোনওভাবে বর্ণনা করতে পারব না— কালোর চেয়েও যেন কালো, খোলা জমির সীমানা থেকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। পরমুহূর্তে আমার খুব কাছেই ধস্তাধস্তির আওয়াজ হলো। অস্ফুট চিৎকার করল কে যেন। ছায়াটা যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই আবার ছুটে ফিরে যাচ্ছে দেখলাম।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ম্যাচ জ্বালো,' বলল ব্রাদার জন, 'মনে হয় কী যেন ঘটেছে '

www.BanglaBook.org

কাঠি জ্বাললাম। বাতাস না থাকায় স্থির হয়ে জ্বলল আগুনটা। সেই আলোয় দলের সবাইকে দেখলাম। প্রত্যেকের চেহারায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছাপ। তারপর দেখতে পেলাম কালুবিকে. মাটি থেকে উঠছে। রক্তাক্ত ডানবাহু নাড়ছে বারবার। কব্জি থেকে হাতটা নেই!

'দেবতা দেখা করে আমার হাত কেটে নিয়ে গেছে!' গোঙাতে গোঙাতে বলল কালুবি।

কেউ কোনও কথা বলল না। কথা বলবার অবস্থায় নেই কেউ। ম্যাচের কাঠির আলোয় কালুবির বাহুর শেষপ্রান্ত কোনওরকমে ব্যান্ডেজ করে দিলাম আমরা, তারপর আবার বসলাম সতর্ক নজর রাখতে। চাঁদের নীচ দিয়ে ঘন মেঘ ভেসে যাওয়ায় অন্ধকার আরও গাঢ় হলো। গভীর জঙ্গলের থমথমে নিস্তব্ধতার মাঝে নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, মশাদের গুঞ্জন, দূরে কুমিরদের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ আর আহত লোকটার চাপা গোঙানি শুধু শুনতে পেলাম আমরা। আন্দাজ আধঘণ্টা পর দেখতে পেলাম, অন্তত দেখতে পেলাম বলেই আমার ধারণা, সেই গাঢ় ছায়াটা আবার ছুটে আসছে আমাদের দিকে; ঠিক যেন ইঁদুরের ওপর ছোঁ দিতে নেমে আসা কোনও বাজপাখি। আমার বামপাশে আবার ধস্তাধস্তির শব্দ হলো। ওদিকে হ্যান্সের পরেই বসে আছে কালুবি। প্রলম্বিত একটা আর্তচিৎকার শুনলাম।

'রাজাকে নিয়ে গেল,' ফিসফিস করে বলল হ্যান্স। 'মনে হলো যেন বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কালুবি যেখানে ছিল, সেখানে একটা গর্ত ছাড়া আর কিছু নেই এখন।'

হঠাৎ করেই মেঘের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো চাঁদ। ফ্যাকাসে আলোয় খোলা জমির কিনারায়, আমাদের থেকে আন্দাজ তিরিশ গজ দূরে দেখলাম... ঈশ্বর! সে-দৃশ্য কীভাবে বর্ণনা করব! মনে হলো স্বয়ং শয়তান কোনও দুর্ভাগাকে ছিঁড়েখুঁড়ে নরকে পাঠাচ্ছে!

অনেকটা মানুষের মতো আকৃতির বিশাল একটা ধূসর-কালো

www.BanglaBook.org

জন্তু দু'হাতে ধরে আছে কালুবিকে। কালুবির মাথাটা চলে গেছে ওটার মুখের ভেতর, বিরাট দুটো হাতে ব্যস্ত হয়ে এখন হতভাগ্য শিকারের শরীরটা টুকরো টুকরো করছে সে।

মনে হলো মারা গেছে কালুবি, যদিও দেখলাম শূন্যে ঝুলন্ত তার পা দুটো এখনও দুর্বলভাবে নড়ছে।

জন্তুটার মাথাটা বুকের চেয়ে স্পষ্ট দেখা যাওয়ায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করলাম ওটার মাথায়। তবে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি করা সম্ভব কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ, কারণ নলের মাছি দেখতে পেলাম না। টিপে দিলাম ট্রিগার। হয় খোসা, নয়তো বারুদ ভেজা-ভেজা হয়ে গেছে এই আবহাওয়ায়, ফলে গুলিটা হতে দু'এক মুহূর্ত দেরি হলো।

ওটুকু সময়ে ওই শয়তানটা দেখে ফেলল আমাকে, অথবা হয়তো দেখল রাইফেলের নলে আগুনের ঝিলিক, ফলে কালুবিকে হাত থেকে ফেলে দিল ওটা– মনে হলো কোনও অদৃশ্য শক্তি ওটাকে বলে দিয়েছে কী ঘটতে যাচ্ছে– মানুষের উরুর মতো মোটা অস্বাভাবিক দীর্ঘ ডানহাতটা তুলল ওটা মাথা ঢাকতে। ঠিক তখনই গুলি ওগরাল রাইফেল। লক্ষ্যে বুলেট আঘাত করবার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আগুনের ঝিলিকে দেখতে পেলাম ঝটকা খেয়ে নীচে নেমে গেল হাতটা। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল কাঁপিয়ে 'দফায় দফায় শুরু হলো ভয়ঙ্কর গর্জন। প্রতিটা গর্জনের শেষে আহত কুকুরের মতো চিৎকার করে উঠল জন্তুটা।

'গুলি লাগাতে পেরেছেন, বাস,' বলল হান্স। 'ওটা ভূত নয়! গুলির আঘাতটা পছন্দ করেনি মনে হচ্ছে। তবে এখনও বেঁচে আছে।'

'কাছে এসো,' দ্রুত বললাম ওকে। 'বর্শা তাক করো, আমি রাইফেলে গুলি ভরব।'

ভয় পেলাম বিকট জন্তুটা আমাদের দিকে তেড়ে আসবে। কিন্তু এলো না ওটা। অদৃশ্য হলো জঙ্গলে

www.BanglaBook.org

বাকি রাত জেগে থাকলাম সতর্ক পাহারায়, তবে ওটাকে আর দেখতে পেলাম না, ওটার কোনও গর্জনও শুনতে পেলাম না। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, হয়তো গুলিটা এমন কোথাও আঘাত করেছে যে, মারা গেছে বিশাল বনমানুষটা।

অনেক পরে, মনে হলো যেন কয়েক সপ্তাহ পর, শেষপর্যন্ত ভোর হলো। ধূসর কুয়াশায় বসে ভিজে সাদা হয়ে গিয়েছি ততক্ষণে আমরা, শীতে কাঁপছি। তবে স্টিফেন ব্যতিক্রম, মভেভোর কাঁধে মাথা হেলিয়ে দিয়ে আরামে ঘুমিয়ে আছে সে। ঘুম ভাঙানোয় বিরাট হাই তুলে মন্তব্য করল, 'ফলাফল দেখে সবকিছু বিচার করবে, অ্যালান। এই আমাকে দেখো, একদম তরতাজা; আর তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে বারোজন মহিলার সঙ্গে নাচতে হয়েছে সারারাত। ...কালুবিকে উঠিয়ে এনেছ?'

একটু পরে কুয়াশা খানিকটা হালকা হবার পর এক সারিতে আমরা গেলাম *'কালুবিকে উঠিয়ে আনতে'*। যা দেখলাম তা বর্ণনা করব না, শুধু এটুকু বলব, রাখাল-বালকের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর আচরণ করবার পরেও লোকটার জন্যে করুণা হলো আমার। তারপরও বলতে হয়, ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। দূরদর্শী কোমবার রেখে যাওয়া নতুন বাক্সের ভেতরে তাকে ভরলাম আমরা, ব্রাদার জন ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করল। শেষকৃত্য সমাপনের পর আলোচনা সারলাম, তারপর দমে যাওয়া মন নিয়ে রওনা হলাম আমরা পবিত্র-ফুলের মাতার বাসস্থানের খোঁজে।

পথচলার শুরুটা সহজই হলো, কারণ খোলাজমি থেকে অস্পষ্ট একটা পথ উঠে গেছে পর্বতের দিকে। কিন্তু পরে জঙ্গলের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় হাঁটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। কপাল ভাল যে লতাপাতা খুব কমই জন্মেছে জঙ্গলে।

অনেক ওপরে পাতার ঘন আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে প্রকাণ্ড গাছগুলো, ফলে আকাশ দেখা যায় না। জঙ্গলের ভেতর কেমন যেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবছায়া, কোথাও কোথাও প্রায় রাতের মতো অন্ধকার। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা, পার হচ্ছি একটার পর একটা গাছ, ওগুলোর কাণ্ড খুঁটিয়ে দেখছি রাস্তার চিহ্ন খুঁজে নিতে। কথা বলছি ফিসফিস করে, কেউ চাইছি না আমাদের গলার আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে হাজির হয়ে যাক দেবতা নামের ওই ভয়ঙ্কর বনমানুষ বিভীষিকা।

এক-দেড় মাইল যাবার পর টের পেলাম, যত সাবধানই আমরা থাকি না কেন, আমাদের উপস্থিতি জেনে গেছে সে। আমাদের সমান্তরালে বিশাল একটা ধূসর-কালো আকৃতিকে যেতে দেখলাম গাছগুলোর মাঝ দিয়ে। হ্যান্স চাইল গুলি করি আমি, কিন্তু অতদূর থেকে গুলি লাগাতে পারার সম্ভাবনা ক্ষীণ বুঝে গুলি করলাম না। মাত্র তিনটে গুলির খোসা আছে, কাজেই কোনওরকম অপচয় করবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

থেমে আবার আলোচনা করলাম। সিদ্ধান্ত হলো, ফিরে গেলে বিপদ কমবে না, কাজেই এগিয়ে যাওয়াই ভাল। পরস্পরের কাছাকাছি থেকে এগিয়ে চললাম আমরা। যেহেতু শুধু আমার হাতেই রাইফেল আছে, কাজেই আমাকেই দলের মাথায় থাকার সম্মান দেয়া হলো। বলতেই হচ্ছে, ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারলাম না। আরও আধমাইল যাবার পর দামামা শুনতে পেলাম। সম্ভবত নিজের বুক চাপড়াচ্ছে দানবটা। খেয়াল করলাম, কালকে রাতের মতো একনাগাড়ে বাজছে না দামামা।

'হুহ, মাত্র একটা কাঠি দিয়ে ঢাক বাজাতে পারছে,' বলল হ্যান্স। 'আপনার গুলি ওটার আরেকটা হাত ভেঙে দিয়েছে।'

আরও খানিকটা সামনে যাবার পর খুব কাছে থেকে গর্জন ছাড়ল পঙ্গোদের দেবতা। আওয়াজটা এতো জোরে হলো যে, মনে হলো থরথর করে কাঁপছে চারপাশ।

'কাঠির যা-ই হোক, ওটার ঢাক ঠিকই আছে,' তিক্ত গলায় বললাম।

আরও শ'খানেক গজ যেতেই নেমে এলো কেয়ামত। মাত্র

www.BanglaBook.org

বিরাট একটা ওপড়ানো গাছের কাছে পৌঁছেছি আমরা, সামান্য আলো আসছে ওপরের ফাঁকা জায়গাটা থেকে, সেই ছায়ার মধ্যে প্রথমে দেখতে পেলাম রক্তলাল দুটো জ্বলন্ত চোখ। তার পরপরই দেখলাম মানুষের মতো গলার পর খোদ শয়তানের মতো প্রকাণ্ড চেহারা। চ্যাপ্টা, বিকট একটা মুখ; ঝুলে থাকা ভারী ভ্রূগুলো ঝোপের মতো ঘন, ঠোঁটের দু'পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে শ্বদন্ত। রাইফেল তোলার সময় পেলাম না, তার আগেই রক্তহিম করা গর্জন ছেড়ে আমাদের ওপর চড়াও হলো ওটা।

গাছের কাণ্ডটার ওপর ওটার সুবিশাল আকৃতি দেখতে পেলাম, তার পরপরই আমাকে পাশ কাটাল ওটা। দৌড়াচ্ছে মানুষের মতো দু'পায়ে, তবে মাথাটা সামনে বাড়িয়ে রেখেছে। একটা হাত ভেঙে গেছে, দেহের পাশে ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে ওটা। ঘুরে দাঁড়াতেই শুনতে পেলাম করুণ একটা আর্তচিৎকার। বুঝতে পারলাম বেচারা মিস্ট্রি জেরির ওপর হামলা করেছে শয়তানটা।

মাভোভোর আগে লাইনের প্রায় শেষে ছিল জেরি, ওকে এক হাতে জাপ্টে তুলে নিয়ে যাচ্ছে অবলীলায়। যথেষ্ট লম্বা-চওড়া মোটাসোটা মানুষ জেরি, তারপরও দানবটার তুলনায় ওকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হলো।

আমি কিছু করবার আগেই অকুতোভয়-দুঃসাহসী মাভোভো ছুটে গেল ওই দানবের কাছে, বর্শা তুলেই গেঁথে দিল ওটার পাঁজরে। ওর দেখাদেখি সাহসে বুক বেঁধে দানবটাকে আক্রমণ করতে ছুটল সবাই, শুধু আমি নড়লাম না। আজও ওই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম বলে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিই।

ফাঁকা জায়গাটা যেন পরিণত হলো যুদ্ধক্ষেত্রে। ব্রাদার জন, স্টিফেন, মাভোভো আর হ্যান্স– সবাই বর্শা দিয়ে আঘাত হানল প্রকাণ্ড গরিলার দেহে। কিন্তু বর্শার খোঁচা গায়েই মাখল না ওই দানব, যেন ওগুলো সামান্য কাঁটার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ওদের কপাল ভাল যে জেরিকে ছাড়তে রাজি হলো না গরিলা,

www.BanglaBook.org

একমাত্র ভাল হাতটা দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকল, দাঁত খিঁচাল আক্রমণকারীদের ভয় দেখাতে, কিন্তু দেহের ওপরের অংশ অস্বাভাবিক ভারী বলে পা তুলে আঘাত করতে পারল না। পা তুললেই ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে হবে ওটাকে মাটিতে। একটু পরেই সমস্যাটা বুঝে ফেলল দানব গরিলা, ব্রাদার জন আর হান্সকে শরীরের ধাক্কায় ফেলে দিয়ে জেরিকে ছুঁড়ে ফেলল খানিক দূরে, তার পরপরই চড়াও হলো মাভোভোর ওপর।

কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝে ফেলল মাভোভো, বর্শার হাতল বুকে ঠেকিয়ে তৈরি হয়ে গেল ও-ও। গরিলাটা ওকে বুকে পিষে মারবার জন্যে জাপ্টে ধরতেই বর্শার ফলা ঢুকে গেল ওটার পাঁজরের ফাঁক দিয়ে। ব্যথা পেয়ে মাভোভোকে ছেড়ে অক্ষত হাতের উল্টো চাপড়ে স্টিফেনকে আবার ফেলে দিল ওটা, তারপর প্রকাণ্ড হাত তুলল মাভোভোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতে। এরকম একটা সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি, এতক্ষণ পর্যন্ত গুলি করবার সাহস পাইনি নিজের সঙ্গীদের গুলি লাগতে পারে ভেবে, এবার সবাই সরে গেছে দেখে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম, তারপর গুলি করলাম গরিলার বিরাট মাথাটা লক্ষ্য করে। এক মুহূর্ত পর ধোঁয়া হালকা হয়ে যাওয়ায় দানবটাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মনে হলো যেন ধ্যানে নিমগ্ন ওটা। তারপর অক্ষত হাতটা ওপরে তুলল দানবটা, জ্বলন্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিকট অথচ করুণ সুরে চেঁচিয়ে উঠে পড়ে গেল। মারা গেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কানের ঠিক পেছনে গেঁথেছে বুলেট, নাক গুঁজেছে গিয়ে মগজে।

জঙ্গলের বিরাজমান থমথমে নীরবতায় চুপ করে থাকলাম আমরা। কিছুক্ষণ নড়তে পারলাম না কেউ, কোনও কথা বললাম না, তারপর চিকন একটা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হলো যেন রবারের কুশন থেকে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। স্বরটা বলে উঠল: 'দারুণ লক্ষ্যভেদ, বাস! কিন্তু এই ভারী দেবতাটাকে যদি আমার ওপর থেকে সরাতেন, তা হলে ধন্যবাদ দিতে পারতাম।'

www.BanglaBook.org

'ধন্যবাদ' কথাটা অস্ফুট শোনাল। কথা শেষ করেই জ্ঞান হারাল হ্যান্স।

গরিলার তলায় চাপা পড়ে আছে ও, শুধু গরিলার বুক ও হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে ওর নাক-মুখ। জঙ্গলের মেঝেতে যদি নরম গুল্মের আস্তরণ না থাকত, তা হলে পিষে চ্যাপ্টা হয়ে মরতে হতো হ্যান্সকে।

অনেক কষ্টে হ্যান্সের ওপর থেকে সরানো হলো বিরাট দেহটা। ঠোঁট ফাঁক করে সামান্য ব্র্যান্ডি ঢেলে দিলাম হ্যান্সের মুখে। কাজ হলো তাতে। মিনিটখানেক পরে উঠে বসল হটেনটট, মরতে বসা মাছের মতো খাবি খেতে শুরু করল। ব্র্যান্ডি চাইল আরও।

হ্যান্স সত্যিই আহত হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে বললাম ব্রাদার জনকে, তারপর জেরির অবস্থা দেখতে গেলাম। একবার দেখেই বুঝে গেলাম যা বোঝার। মারা গেছে জেরি। বোয়া-কনস্ট্রিক্টর সাপ যেভাবে পাক দিয়ে ধরে ভেঙেচুরে দুমড়ে ফেলে হরিণের বাচ্চাকে, ওর অবস্থাও হয়েছে সেরকম। ব্রাদার জন একটু পরে জানাল, গরিলার ভয়ঙ্কর আলিঙ্গনে হাত দুটোর সঙ্গে সঙ্গে পাঁজরের প্রায় সব হাড়ই চুরমার হয়ে গিয়েছে বেচারার, জায়গা থেকে সরে গিয়েছে মেরুদণ্ডও।

পরে অনেক ভেবেছি, কেন দলের মাথায় থাকা আমাকে, কিংবা অন্যদের আক্রমণ না করে জেরির ওপর হামলা করল ওই গরিলা! হতে পারে সে-রাতে নিহত কালুবির পাশে বসেছিল বলে জেরির গায়ের গন্ধ চিনে রেখেছিল ওটা। এতে অন্তত কোনও সন্দেহ নেই যে, পুরোহিত কালুবিকে ঘৃণা করত গরিলাটা, সে-কারণেই কালুবিকে হত্যা করেছিল। এটা ঠিক যে হ্যান্সও বসেছিল কালুবির আরেকপাশে, তবে কোনও কারণে হয়তো ওর গন্ধ তেমন আমলে নেয়নি ওটা! অথবা হয়তো ঠিক করেছিল জেরিকে শেষ করে ধরবে হ্যান্সকে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল হতভাগা জেরি মারা গেলেও অন্যদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গায়ে মৃদু আঁচড় লাগা ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয়নি। মৃত দেহটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম আমরা। সত্যি ভয়ানক একটা ভীতিকর জানোয়ার। ওটার আকার কিংবা ওজন কত সেটা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই, তবে জীবনে কখনও ওরকম বড় বনমানুষ দেখিনি। অবশ্য আমি জানি না গরিলারা আসলেই বনমানুষ কি না।

আমাদের পাঁচজনের সম্মিলিত প্রাণপণ চেষ্টায় হ্যান্সের ওপর থেকে ওটাকে সরাতে পারলাম। চামড়া ছাড়ানোর সময় লাশটা এপাশ-ওপাশ করতেও হাত লাগাতে হলো সবাইকে। কল্পনাও করা যায় না, মাত্র সাতফুট উঁচু একটা জানোয়ার অত ভারী হতে পারে। জানোয়ারটার বয়স আন্দাজ করতে পারলাম না, তবে বুঝতে পারলাম, অনেক বয়স ওটার। লম্বা, হলদে শ্বদন্তগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে, খুলির ভেতরে বসে গেছে অঙ্গারের মতো চোখ দুটো; গরিলাদের মতো লালচে বা বাদামী নয়, দানবের মাথার লোমগুলো সব সাদা, বুকের লোমগুলোও তা-ই। সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়, তবে হতেই পারে মোটোমবোর কথা ঠিক— ওটার বয়স দুশো বছরেরও বেশি।

ওটার ছাল ছাড়ানোর প্রস্তাবটা আগে দিল স্টিফেন। যদিও জানি চামড়াটা বয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, ব্রুদের জন অস্থির হয়ে উঠল এগিয়ে যেতে, সময় নষ্ট করছি বলল বিড়বিড় করে, তারপরও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কাজটায় হাত লাগালাম আমিও। ওখানে থামার আরেকটা কারণ, চরম আতঙ্কে সময় কাটানোর পর, এবং বিশেষ করে ভয়ঙ্কর দানবের সঙ্গে এই সম্মুখ-সমরের পর খানিকটা বিশ্রাম নেয়া দরকার আমাদের সবার।

একঘণ্টারও বেশি লাগল গরিলাটার চামড়া ছাড়াতে। ওটা এত পুরু এবং শক্ত যে, দেখলাম চামড়া ফুটো করে মাংসে সামান্যই গেঁথেছিল বর্শার ফলা। আরও দেখলাম, গতকালকে আমি যে গুলিটা করেছিলাম, ওটা বক্ষের ওপরের হাড়ে আটকে আছে; হাতটা

www.BanglaBook.org

পুরোপুরি না ভাঙতে পারলেও গুলিটা হাড়ে ভাল জখম করেছিল বলেই অকেজো হয়ে গিয়েছিল দানবটার এই হাত। আমাদের কপাল ভাল বলেই একটা হাত বাতিল হয়ে গিয়েছিল ওটার, তা না হলে ওটার আক্রমণে আমাদের আরও কয়েকজনকে মরতে হতো। আমরা বেঁচে গেছি শুধু এক হাতে ওটা জেরিকে জড়িয়ে ধরায়, ওটার কামড়ের আওতায় কেউ না পড়ায়। কাঁচি যেমন করে ফুলের বৃন্ত কাটে, তেমনি করে কলুম্বির মাথা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল গরিলাটা। ওটার চোয়ালের নাগালে কেউ পড়লে তার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত।

হাত দুটো ছাড়া বাকি শরীরের চামড়া ছাড়ানোর পর কাঁচা দিকটা খোলা জায়গাটায় নেমে আসা সোনালী রোদে মেলে দিলাম, তারপর প্রকাণ্ড গাছটার কাণ্ডের ফোকরে বেচারা জেরিকে কবর দেয়া শেষে ভেজা শ্যাওলায় গা পরিষ্কার করলাম, সঙ্গে যা খাবার আছে ভাগ করে খেয়ে নিলাম, খাওয়া শেষে রওনা হলাম আবার। আগের চেয়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলাম সবাই।

এ-কথা সত্যি যে মারা গেছে জেরি, কিন্তু এটাও তো ঠিক যে ভয়ানক সেই দেবতাও নেই আর; তা ছাড়া, সামান্য আঁচড় ছাড়া আর কোনও ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি অন্য কারও। পঙ্গোদের কোনও কলুম্বিকে আর আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হবে না, কখনও আর তাদের খুন করতে অপেক্ষা করে থাকবে না ভীতিকর দেবতা। আমি যতদূর জেনেছি, মাত্র দু'জন কালুম্বি দেবতার হাতে মৃত্যু এড়াতে পেরেছিল, সেটাও আত্মহত্যার মাধ্যমে। অন্য সবাইকে দেবতার হাত বা দাঁতের কবলে পড়ে মরতে হয়েছে।

যদি জানতে পারতাম এই গরিলার ইতিহাস, তা হলে খুশি হতাম। হয়তো বাঙুমানব মোটাম্বারের কথাই সত্যি, মধ্য বা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে এসেছিল ওটা পঙ্গোদের আগে আগে। অথবা এমনও হতে পারে, পঙ্গোরাই ওটাকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিল এখানে।

www.BanglaBook.org

কোনটা ঠিক তা জানি না। তবে এটা জানি, মাখাটু কিংবা হাতীর অন্য জাতির কেউ আফ্রিকার এদিকে কোনও দলিল দেখিনি কখনও। হয়তো বুড়ো হাতিদের যা হয়, ওটারও তা-ই হয়েছিল, বয়স হওয়ায় দল থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল ওটাকে, ফলে বুড়ো হাতিদের মতেই হিংস্র আর রাগী হয়ে উঠেছিল ওটা।

পঙ্গোদের অবশ্য নিজস্ব কাহিনি আছে এ নিয়ে। তাদের গল্পে এই দেবতা ছিল বনমানুষের রূপ নেয়া অশুভ একটা আত্মা। ওটা অনেক আগের এক কাল্লুবিকে খুন করে, যে-কারণে সেই কাল্লুবির আত্মা ঢুকে যায় ওটার বুকে। বলা হয়, একের পর এক কাল্লুবি ও উৎসর্গ করা অন্যাদের জীবন নিত ওটা শুধুই নিজের জীবনকে নতুন আত্মা দিয়ে উজ্জীবিত করতে, বয়সকে ঠেকিয়ে রাখতে। মোটোমবো এ-কথাই বলেছিল, পরে বাবেমবার কাছ থেকে আরও বিস্তারিত শুনেছিলাম এ-ব্যাপারে। তবে ওই দেবতার যদি অলৌকিক কোনও ক্ষমতা থেকেও থাকত, ওটার জানু পার্টি রাইফেলের বুলেটকে ঠেকাতে পারেনি। . .

উপড়ে পড়া গাছের শুঁড়ি সেই খোলা জায়গাটা পেরোনের খানিক পরেই বড় একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেলাম আমরা। আন্দাজ করলাম, এটাই 'দেবতার বাগান'। এখানেই বছরে দু'বার পবিত্র বীজ ছড়িয়ে দেবার জন্যে আসতে হয় দুর্ভাগা কাল্লুবিদের। পর্বতের একটা ধাপে বাগানটা তৈরি করা হয়েছে, কমবেশি একরের কম হবে না আয়তনে। মাঝখান দিয়ে একটা উচ্ছল ঝর্না প্রবাহিত হওয়ায় মাটি অত্যন্ত উর্বর; জন্মেছে নানারকম শস্য। বাগান ঘিরে আছে অনেকগুলো প্ল্যানটেইন গাছ।

বাগানে নানারকম চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলাম, শস্যগুলো ছিল দেবতার খাদ্য, খিদে লাগলে এখানে এসে উদরপূর্তি করত ওটা। বাগানটা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, যে-কারণে আগাছা প্রায় নেই বললেই চলে। প্রথমে আমরা ভেবে পেলাম না এখানে এসে বাগান দেখাশোনা কারা করে, কীভাবে করে। পরে কাল্লুবির বলা

www.BanglaBook.org

কথাগুলো মনে পড়ল: বাগান দেখাশোনা করে পবিত্র-ফুলের মাতার কুমারী আলাবিনো বা বোবা পরিচারিকারা।

বাগান পেরিয়ে পর্বতের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। পথটা আবার বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার, সেই সঙ্গে মাটিও দেখলাম প্রচুর হাঁটাচলায় মসৃণ। বেশ কিছুক্ষণ পর সামনে মনে হলো একটা জ্বালামুখের গহ্বর আছে।

আসলেই তা-ই। ওটার কিনারার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আরও খানিক হাঁটবার পর। সবাই এতো উত্তেজিত হয়ে আছি যে, কথা বলতে পারলাম না কেউ। পা পুরোপুরি ঠিক না হলেও সবার আগে প্রায় ছুটে চলল ব্রাদার জন। ওর সঙ্গে তাল মেলাতে রীতিমতো কষ্ট হলো সবার। ব্রাদার জনের পরপরই গন্তব্যের কাছে পৌঁছে গেল স্টিফেন। দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে বসে পড়তে দেখলাম ব্রাদার জনকে, মনে হলো জ্ঞান হারাতে যাচ্ছে। স্টিফেনকে দেখেও খুব বিস্মিত বলে মনে হলো। দু'হাত দু'পাশে মেলে দিল ও-ও।

ছুটে গেলাম কী ব্যাপার দেখতে।

দৃশ্যটা যেন এখনও চোখে ভাসে। সামনে বেশ খাড়া একটা ঢাল। ঢালে গাছ প্রায় জন্মোনি বললেই চলে। একমাইল বা তারও বেশি নেমে গেছে ওই ঢাল, মিশেছে অপূর্ব সুন্দর একটা সুনীল পানির হ্রদে। হ্রদটা যেন অন্তত দু-তিনশো একর জুড়ে নীল একটা স্বচ্ছ আয়না। হ্রদের মাঝখানে বিশ-বাইশ একর আয়তনের একটা সবুজ গাছের দ্বীপ। মনে হলো চাষাবাদ করা হয়েছে দ্বীপে। মাঠে পাম ছাড়াও অনেকরকমের ফলের গাছ দেখলাম।

দ্বীপের ঠিক মাঝখানে ছোট একটা বাড়ি। বাড়িটার ছাদ এদিকের আর সব কুটিরের মতোই পাতা দিয়ে তৈরি, কিন্তু গঠনটা দেখে মনে হলো এদিকের কেউ তৈরি করেনি ওটা। বাড়ির চারপাশে বারান্দা, আঙিনা ঘিরে রেখেছে ঝোপের বেড়া। খানিকটা দূরে আরও বেশ কয়েকটা স্থানীয় কুটির। ওগুলোর সামনে গোল একটা জায়গা পাম গাছের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা, সেটার ওপরে পাতার

www.BanglaBook.org

ছাউনি– মনে হলো রোদ-বাতাস থেকে ঢেকে রাখা হয়েছে কোনও কিছু

'বাজি ধরতে পারি ওখানে পবিত্র ফুল আছে,' উত্তেজিত হয়ে বলল স্টিফেন। ওই অভিশপ্ত ফুল ছাড়া আর কিছুই মাথায় নেই ওর। 'ওই দেখো, রোদ যেদিক থেকে পড়েছে, সেদিকে ছাউনি দিয়েছে, যাতে ফুলগুলো সূর্যের তাপে ঝলসে না যায়। ওই পাম গাছগুলো লাগিয়েছে, যাতে ছায়া দেয় ফুলগুলোকে।'

'ফুলের মা ওখানে থাকে,' ফিসফিস করে বলল ব্রাদার জন। 'কে সে? কে? যদি আমার ধারণা ভুল হয়ে থাকে? ঈশ্বর, আমার ধারণা যেন ভুল না হয়। ভুল হলে সইতে পারব না আমি।'

'চলুন, গিয়ে দেখা যাক আপনার ধারণা সঠিক কি না,' ব্রাদার জনকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনবার জন্যে বললাম। এবার নামতে শুরু করলাম খাড়া ঢাল বেয়ে। প্রায় দৌড়ে নেমে যাচ্ছি।

বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগল, পৌঁছে গেলাম আমরা ঢালের শেষপ্রান্তে। ততক্ষণে দম ফুরিয়ে গেছে আমাদের, হাঁপাচ্ছি আর ঘামছি দরদর করে, তারপরও হ্রদের তীরের নলখাগড়া ও ঝোপের ভেতরে খুঁজতে শুরু করলাম কালুবির বলা সেই ক্যানুটাকে। কিন্তু আসলেই যদি কোথাও না থাকে ওটা? ওই গভীর প্রশস্ত পানির বিস্তার পেরোব কী করে আমরা? পরে জেনেছি, আসলেই অতল ওই হ্রদের পানির গভীরতা।

কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন দেখে বামদিকে সরতে শুরু করল হ্যান্স। ওর কাছে চলে গেলাম আমরা।

'এই যে এখানে, বাস,' ছোট একটা ঝোপের ভেতরে কী যেন দেখিয়ে বলল ও।

প্রথমে মনে হলো ওটা মরা, শুকনো নলখাগড়ার একটা স্তূপ। টেনে সরালাম ওগুলো, সত্যি বেরিয়ে এলো বারো-চোদ্দোজন বহন করতে পারবে এরকম একটা মাঝারী আকারের ক্যানু। বেশ কয়েকটা বৈঠাও দেখলাম ওটাতে। দু'মিনিটের মাথায় ক্যানুতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেপে দ্বীপের দিকে রওনা হয়ে গেলাম সবাই।

মিনিট পাঁচেক পরেই পৌঁছে গেলাম দ্বীপের কূলে। গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোট একটা জেটি পেয়ে ওখানেই বেঁধে রাখলাম ক্যানু। ক্যানু বাঁধবার দিকে কোনও খেয়াল নেই অন্যদের, চাষাবাদ করা জমির মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া হাঁটাপথ ধরে রওনা হয়ে গেল সবাই। পথটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে সেই বারান্দাঘেরা বাড়িটার দিকে। সবাইকে পেছনে আসতে বলে আগে আগে চললাম আমি রাইফেল হাতে। সতর্ক হয়ে থাকলাম, যদি কোনও আক্রমণ আসে, তা হলে গুলি করব।

থমথমে নীরবতা আর জনমানুষের অনুপস্থিতির কারণে মনে হলো যে-কোনও সময় হামলা হতে পারে। কারণ, এটা নিশ্চিত, হ্রদ পেরোনোর সময় আমাদের দেখেছে কেউ না কেউ। পরে জানতে পেরেছি জায়গাটা ওরকম পরিত্যক্ত লাগছিল কেন। দুটো কারণ ছিল তার। এক, সময়টা দুপুর। দিনের এসময় উত্তাপ থেকে খানিকটা রক্ষা পাবার জন্যে ঘুমায় পরিচারিকারা। দুই, যে-মেয়েটাকে নজর রাখবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, সে আমাদের দেখে ভেবে নিয়েছিল কাল্লুবি আসছে পবিত্র-ফুলের মাতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। সে-কারণেই প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সবাইকে নিয়ে সরে যায় সে। কাল্লুবি আর পবিত্র-ফুলের মাতার সাক্ষাৎটাকে ধর্মীয় গোপন অনুষ্ঠান বলে ধরে নেয়া হয়, তাদের সাক্ষাতের সময় অন্য কারও উপস্থিত থাকবার নিয়ম নেই।

প্রথমে আমরা পৌঁছলাম পাম গাছ ঘেরা খোলা জায়গাটায়। দৌড়ে আগে চলে গেল স্টিফেন, বেড়া ডিঙোতে শুরু করল। উঁচু হয়ে ওপাশটা দেখল ও, তারপর দেয়াল ছেড়ে এতো দ্রুত মাটিতে ধুপ করে বসে পড়ল যে, মনে হলো মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে গেছে ও। 'সাবাশ! আরেহ, সাবাশ!' উত্তেজিত ভাবে বলতে শুরু করল। আর কিছুই ওর কাছ থেকে জানা গেল না। অবশ্য সে-সময় আমি জানবার জন্যে খুব একটা চেষ্টাও করিনি।

www.BanglaBook.org

পাম গাছ ঘেরা গোল জায়গাটা থেকে বাড়ি ঘিরে রাখা উঁচু বেড়াটা পাঁচ ফুটের বেশি দূরে হবে না. বেড়ার লতাপাতার তৈরি একটা দরজাও দেখতে পেলাম। বেশ খানিকটা খুলে আছে ওই দরজা. খুব সাবধানে ওটার দিকে এগিয়ে গেলাম। মনে হলো যেন কারও গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। উঁকি দিলাম আধখোলা দরজা দিয়ে।

চার-পাঁচফুট দূরে বাড়ির বারান্দা দেখতে পেলাম। বারান্দার পরে একটা দরজা ওটাও খোলা। একটা ঘরের ভেতরটা দেখা গেল. টেবিল দেখতে পেলাম একটা। টেবিলে খাবার রাখা। বারান্দায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে দু'জন সাদা চামড়ার মহিলা : তাদের পরনে ধবধবে সাদা পোশাক. তাতে নাজিকাদের বেগুনী সুতোর কারুকাজ, হাতে স্থানীয় ঝলচে সোনার বালা ও অন্যান্য গহনা।

দুই মহিলার একজনকে দেখে মনে হলো বয়স তার চল্লিশ মতো হবে। বেশ মোটাসোটা, ফর্সা, চোখ দুটো নীল, সোনালী চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর। অন্যজনের বয়স বিশ-বাইশ হবে. এ-ও একইরকম ফর্সা, তবে চোখ দুটো নীলের বদলে ধূসর, চুলগুলো বাদামী। কমবয়সী মেয়েটা বেশ লম্বা, অপূর্ব সুন্দরী।

বয়স্কা মহিলা প্রার্থনা করছে তার তরুণী সঙ্গিনী পাশে হাঁটুতে বসে ফাঁকা দৃষ্টিতে আকাশ দেখছে।

স্পষ্ট শুনতে পেলাম মহিলার প্রার্থনা:

ঈশ্বর, এই বন্দি দু'জনকে দয়া করো, যদি সম্ভব হয় তো নিয়ে যাও আমাদেরকে এই জংলী মানুষের দেশ থেকে এতগুলো দিন আমাদের নিরাপদে রেখেছ, ভাল রেখেছ, সেজন্যে তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ; আমরা তোমার দয়ায় ভাগ্যশালী। শুধু তুমিই পারো আমাদের সাহায্য করতে। ঈশ্বর, যদি আমার স্বামী, আমার মেয়ের বাবা এখনও বেঁচে থাকে, তা হলে একদিন তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়ো আমাদের। আর যদি সে মারা গিয়ে থাকে, তা হলে পৃথিবীর কারও কাছ থেকে আর কোনও সাহায্য পাবার আশা আমরা করি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না: তা হলে দয়া করে আমাদেরও নিয়ে যেয়ো, তোমার স্বর্গে যেন তার দেখা পাই আমরা।'

পরিষ্কার কণ্ঠে, দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা করছে বয়স্কা মহিলা দেখলাম তার দু'চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু গড়াচ্ছে। প্রার্থনা শেষ হবার পর তার পাশের তরুণীও অদ্ভুত সুরে 'আমেন' বলল।

ব্রান্দার ভনের দিকে ফিরে তাকালাম। প্রার্থনার খানিকটা শুনেছে মানুষটা, কেমন যেন ঘোরের ভেতরে চলে গেছে বলে মনে হলো। নড়তে বা কথা বলতে পারল না।

'ধরে রাখো,' ফিসফিস করে মাভোভো আর স্টিফেনকে বললাম। 'আমি গিয়ে দু'জনের সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

হ্যান্সের হাতে রাইফেলটা দিয়ে মাথা থেকে হ্যাট খুলে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। খুকখুক করে কেশে নিজের উপস্থিতির জানান দিলাম। মহিলা দু'জন উঠে দাঁড়িয়েছে, তাদের চেহারা দেখে মনে হলো আমাকে নয়, কোনও ভূতকে দেখছে তারা।

'দয়া করে দুশ্চিন্তা করবেন না,' মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করে নরম সুরে বললাম। 'ঈশ্বর কখনও কখনও প্রার্থনার জবাব দেন। আমরা কয়েকজন সাদামানুষ আপনাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি। ...কিছু মনে না করলে আসতে পারি আমরা?'

নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জন। একটু পর বয়স্কা মহিলা বলে উঠল, 'এখানে আমাকে পবিত্র-ফুলের মা বলে ডাকা হয়। আমার সঙ্গে কেউ কথা বললে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাকে। আপনি যদি সত্যি মানুষ হয়ে থাকেন, তা হলে এখানে এলেন কীভাবে?'

'সে অনেক দীর্ঘ কাহিনি,' খুশিমনে জানালাম। 'আসতে পারি ভেতরে? মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে আমরা রাজি আছি, বলতে পারেন বেশ অভ্যস্তও। মনে হয় আপনাদের খানিকটা উপকারেও আসতে পারব আমরা। আপাতত শুধু এটুকু বলব, আমাদের দলে আমরা তিনজন সাদামানুষ আছি। দু'জন ইংলিশ, একজন আমেরিকান।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমেরিকান!' অস্ফুট স্বরে বলল বয়স্কা মহিলা : 'আমেরিকান! দেখতে কেমন সে? নাম কী?'

'বয়স্ক লোক,' উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম : 'সাদা দাড়ি আছে। খ্রিস্টান নাম জন... ব্রাদার জন বলেই ডাকি তাকে আমরা।' একটু থেমে বললাম, 'সত্যি কথা বলতে, আপনার ওই সঙ্গিনীর সঙ্গে বেশ মিল আছে তার চেহারায়।'

মনে হলো বয়স্কা মহিলা মারা যাচ্ছে। হঠাৎ করে বেশি বলে ফেলেছি ভেবে মনে মনে নিজেকে গাল দিলাম। মহিলা পড়ে যাচ্ছিল, তরুণী সঙ্গিনীকে ধরে তাল সামলে নিল। বোধহয় খানিকটা হলেও আমার কথা বুঝতে পেরেছে তরুণী, তার অবস্থাও সুবিধের লাগল না। চেহারা দেখে মনে হলো যে-কোনও সময় জ্ঞান হারাবে সে-ও।

চট করে বোকার মতো বললাম, 'ম্যাডাম, ম্যাডাম, নিজেকে একটু শক্ত করুন। এতদিন এত কষ্টের মাঝ দিয়ে জীবন কাটিয়ে এখন খুশিতে মারা গেলে সেটা খুব দুঃখজনক হবে। ...আমি কি ব্রাদার জনকে আসতে বলব? ধর্মের মানুষ তিনি, এরকম পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সান্ত্বনার কথা বলতে পারবেন, যেটা আমার মতো সামান্য এক শিকারীর পক্ষে সম্ভব হবে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চোখ মেললেন ভদ্রমহিলা, ফিসফিস করে বললেন, 'ওঁকে আসতে বলুন।'

দরজা পুরোটা খুলে দিলাম; দলের সবাই ওখানে জড় হয়েছে। নিজেকে খানিকটা সুস্থির করতে পেরেছে ব্রাদার জন, তার কনুই ধরে প্রায় টেনে নিয়ে চললাম মহিলার সামনে।

ব্রাদার জন আর মহিলা, দু'জন দু'জনের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেন। তরুণীও চোখ বড় বড় করে দু'জনকে দেখছে।

'এলিজাবেথ!' বলে উঠল ব্রাদার জন।

অস্ফুট একটা চিৎকার করলেন মহিলা, তারপর 'স্বামী!' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ব্রাদার জনের বুকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠান থেকে বেরিয়ে দরজাটা চট করে ভিড়িয়ে দিলাম আমি। খানিকটা সরে আসবার পর স্টিফেন বলল, 'আমি বলি কী, অ্যালান, তুমি মেয়েটাকে দেখেছ?'

'মেয়েটা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। 'কোন্ মেয়ে? কাদের মেয়ে?'

'ওই সাদা পোশাক পরা তরুণী মেয়েটা। খুব সুন্দরী ও।'

'জিভটা সামলাও, গাধা,' স্টিফেনকে ধমক দিলাম। 'এখন মেয়েদের সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলবার সময় নয়।'

দেয়ালের আরেকপাশে চলে এসে, সত্যি বলছি, খুশির কান্না চাপতে বেশ কষ্টই হলো। এতো চমৎকার মুহূর্ত খুব কমই এসেছে আমার জীবনে। যা হওয়া উচিত, তা খুব কমই ঘটে পৃথিবীতে। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে মন চাইল। অন্তর খুলে ধন্যবাদ দিলাম তাঁকে, চাইলাম শক্তি আর বুদ্ধি, কারণ এখনও অনেক বিপদ অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে, সেগুলোর মোকাবিলা করতে হবে, বেরিয়ে যেতে হবে এই অভিশপ্ত এলাকা থেকে।

সতেরো

পবিত্র-ফুলের সেই বাড়ি

আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, আমি ব্যস্ত থাকলাম মনে মনে আমাদের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং স্টিফেনের বকবকানি শোনায়। প্রথমে ও বকবক শুরু করল দেয়ালের ওপর উঠে দেখা ওর সেই অর্কিড, 'পবিত্র ফুল'-এর সৌন্দর্য নিয়ে, তারপর শুরু হলো শ্বেতবসনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তরুণীর মায়াবী চোখের বিবরণ। স্টিফেন তখন তখনই পবিত্র-ফুল যেখানে আছে, সেই ঘের-দেয়া বিশেষ জায়গাটায় গিয়ে ঢুকতে চাইছিল, কিন্তু ওরকম করলে তরুণী মেয়েটা মনে আঘাত পেতে পারে বলে শেষপর্যন্ত ঠেকাতে পারলাম ওকে। এ নিয়ে আলাপ করছি, এমন সময়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো আলোচ্য সুন্দরী তরুণী, যাজিকাদের মতো মৃদু মাথা নিচু করে বাউ শেষে টানটানা সুরে থমকে থমকে ইংরেজিতে বলল, 'সার্স, বাবা-মা জানতে চাইছেন– আপনারা কি খাবেন?'

খিদে লেগেছে বেশ, কাজেই বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলাম। পথ দেখিয়ে বারান্দাঘেরা বাড়িটায় আমাদের নিয়ে চলল তরুণী। যেতে যেতে বলল, 'ওঁদের দেখে অবাক হবেন না, ওঁরা খুব আনন্দিত। ...আর, আমাদের সঙ্গে কাঁচা রুটি খেতে দয়া করে কিছু মনে করবেন না।' কথা শেষে খুব ভদ্রতার সঙ্গে আমার হাত ধরল মেয়েটা। তার সঙ্গে চললাম। পেছনে আসছে স্টিফেন। বাইরে পাহারায় থাকল মাভোভো আর হ্যান্স।

বাড়িতে মাত্র দুটো ঘর। একটা দেখা-সাক্ষাতের জন্যে ব্যবহৃত হয়, অন্যটা ঘুমাবার জন্যে। শোবার ঘরে ব্রাদার জন ও তার স্ত্রীকে দেখলাম, একটা সোফামতো আসনে মুখোমুখি বসে যেন কোনও এক গভীর ঘোরের ভেতরে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছেন। দেখে মনে হলো দু'জনই একটু আগে কেঁদেছেন– খুশিতে, আন্দাজ করলাম। আমরা ঘরে ঢুকতেই ব্রাদার জন বলল, 'এলিজাবেথ, ইনি মিস্টার অ্যালান কোয়ার্টারমেইন, এঁর সাহস আর বুদ্ধির কারণেই আজকে আবার আমরা মিলিত হতে পারলাম। ...আর এই তরুণ ভদ্রলোক স্টিফেন সমার্স।'

কথা বলতে পারলেন না ব্রাদার জনের স্ত্রী, সামান্য মাথা দুলিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্পর্শ করে ছেড়ে দিলাম হাতটা।

'সাহস আর বুদ্ধি কী?' ফিসফিস করে স্টিফেনকে জিজ্ঞেস করল ব্রাদার জনের মেয়ে। 'আর, ও স্টিফেন সমার্স, আপনার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওসব নেই কেন?'

'সে-কথা বলতে অনেক সময় লেগে যাবে,' ওর প্রাণোচ্ছল হাসি হেসে বলল ছটফটে স্টিফেন।

এরপর আর কান দিলাম না ওদের অর্থহীন কথায়।

খেতে বসলাম। খাবার বলতে তরিতরকারী, ছোট এক গামলা ভর্তি হাঁসের সেদ্ধ ডিম, রুটি। স্টিফেন আর মিস হোপ (ব্রাদার জনের মেয়ে) হ্যান্স আর মাভোভের জন্যে প্রচুর খাবার নিয়ে গেল।

এবার শুনলাম ব্রাদার জন এভার্সলির স্ত্রীর জীবনের সেই করুণ এবং বিস্ময়কর, অথচ সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা।

হাসান আর তার ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের হাত থেকে পালিয়ে যান মহিলা, কয়েকদিন বেদিশা হয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর পর পঙ্গোদের একটা দলের হাতে ধরা পড়েন। তারা হ্রদ পার করিয়ে মহিলাকে নিয়ে আসে পঙ্গোদের দেশে। তখনকার পবিত্র-ফুলের মাতার বয়স ছিল অনেক, সেই অ্যালবিনো মহিলা মিসেস এভার্সলিকে এই দ্বীপে নিজের কাছে এনে রাখে। তার পর থেকে একবারের জন্যেও দ্বীপ ছেড়ে যাননি তিনি, কখনও দেখেননি পঙ্গোদের দেবতা নামের সেই গরিলাকে। একবার শুধু দূর থেকে শুনেছিলেন ওটার গর্জন।

এই দ্বীপে এসে পৌঁছুনোর কিছুদিন পর তাঁর কন্যা সন্তান জন্ম নিল। পবিত্র-ফুলের পরিচারিকারা সেই সন্তানের বিশেষ যত্ন করতে শুরু করল। সে-সময় থেকেই মিসেস এভার্সলি এবং তাঁর মেয়েকে খুব খাতির করা হয়। ক্ষয়িষ্ণু পঙ্গো জাতির সবাই ধরেই নেয়, এই মেয়ের জন্ম তাদের জন্যে অত্যন্ত শুভ একটা ইঙ্গিত বয়ে এনেছে। মেয়েটাকে তারা ভাবতে শুরু করল পবিত্র-ফুলের মেয়ে। তারপর পবিত্র-ফুলের বয়স্কা মাতা মারা গেলে মিসেস এভার্সলিকে নতুন মাতা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো। মিসেস এভার্সলির পর তাঁর মেয়েকে ওই একই পদে আসীন করবার কথা ঠিক হয়ে আছে। কাজেই এ-দ্বীপে আসবার পর থেকে প্রায় একাকী বন্দি জীবন

www.BanglaBook.org

কাটাতে হয়েছে মা ও মেয়েকে, দু'জন মিলে পালন করেছে দ্বীপের চষাবাদ দেখাশোনার দায়িত্ব। সঙ্গে একটা বাইবেল ছিল মিসেস এভার্সলির, শত বিপদেও ওটা কাছছাড়া করেননি তিনি, ওটা থেকে মেয়েকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন, ইংরেজিতে জ্ঞান দিয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ে।

শুনে অবাক লাগল, মিসেস এভার্সলিও তাঁর স্বামীর মতো শত বিপদেও কখনও স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস হারাননি, সবসময় ভেবেছেন মৃত্যু না ঘটলে একদিন না একদিন ঠিকই উদ্ধার পাবেন এই দুঃসহ অবস্থা থেকে।

'আমি সবসময় ভেবেছি তুমি বেঁচে আছো, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জন,' মিসেস এভার্সলিকে বলতে শুনলাম।

জীবনের এতগুলো বছর অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থেকেও বদলে যাননি মিসেস এভার্সলি। তিনি ও তাঁর মেয়ে আমাদের দেখে প্রথমে চমকে গেলেও পরে স্বাভাবিক আচরণই করলেন। হাসি-খুশি মানুষ মনে হলো দু'জনকে দেখে। বিশেষ করে মিস হোপ খুবই চপল মনের মেয়ে। তবে সভ্যতা-ভব্যতার দিক থেকে দুনিয়ার আর কোনও মেয়ের চেয়ে কোনও অংশে কম নয় ও, সেটা বুঝতেও দেরি হলো না।

মিসেস এভার্সলির কাহিনি শেষ হলে আমাদের অভিযানের কথা বর্ণনা বললাম আমরা। চরম বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলেন মিসেস এভার্সলি। সবার বলা শেষ হলে মিস হোপ বলল, 'তা হলে তো দেখা যাচ্ছে আপনিই আমাদের রক্ষা করেছেন, ও স্টিফেন সমার্স।'

'অবশ্যই,' নির্দ্বিধায় বলল স্টিফেন, পরক্ষণেই মাথায় প্রশ্ন আসায় জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কীভাবে?'

'আপনি অনেক দূরের দেশ ইংল্যান্ডে একটা শুকনো পবিত্র-ফুল দেখলেন, তারপর বললেন, "আমি নিশ্চয়ই পবিত্র ফুলের বাবা"। তারপর আপনি রওনা হবার জন্যে অনেক টাকা খরচ করলেন, সঙ্গে নিলেন সাহসী শিকারীকে, যাতে উনি শয়তান-দেবতাকে মেরে

www.BanglaBook.org

ফেলতে পারেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন আমার সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো বাবাকে সত্যি, আপনি একজন সত্যিকারের রক্ষাকর্তা।' স্টিফেনের ভদ্রোচিত মাথাটা খুব সুন্দর করে একটু ঝুঁকাল মিস হোপ

'নিশ্চয়ই,' অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল স্টিফেন 'পরে খুলে বলব, ব্যাপারটা ঠিক তা নয় যদিও, কিন্তু ওই একই ব্যাপারও বলা যায় ...কিন্তু মিস হোপ, এবার একটু পবিত্র-ফুল দেখতে পারি কি?'

'পবিত্র-ফুলের মাকে করতে হবে দেখানোর কাজটা,' তাড়াতাড়ি বলল মিস হোপ। 'আপনি একা দেখতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন '

'তা-ই?' জিজ্ঞেস করল স্টিফেন। বলল না যে দেয়াল ডিঙিয়ে আগেই ফুল দেখা হয়ে গেছে ওর ।

বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধার পর ফুল দেখাতে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেলেন মিসেস এভার্সলি। বললেন, বনদেবতা যখন মারা গেছে তো এখন আর কিছু যায় আসে না।

প্রথমে বাড়ির পেছনে গিয়ে হাততালি দিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কা এক বোবা, স্থানীয় অ্যালবিনো মহিলা হাজির হয়ে অবাক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। মিসেস এভার্সলি আঙুল নেড়ে এতো দ্রুত ইশারায় তাকে কী যেন জানালেন যে, আঙুলগুলোর নড়াচড়া চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে পারলাম না। জবাবে মাথা দোলাতে দোলাতে মাথা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে ফেলল বুড়ি, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল হ্রদের দিকে।

'ক্যানু থেকে বৈঠাগুলো আনতে পাঠালাম ওকে,' বললেন মিসেস এভার্সলি: 'আমার চিহ্ন রেখে আসবে ও ক্যানুতে। চিহ্ন রেখে এলে কেউ আর ক্যানু নিয়ে ওদিকের তীরে যাবার সাহস পাবে না।'

'খুব ভাল কাজ করেছেন,' প্রশংসা করে বললাম। 'চাই না মোটেমবো জেনে ফেলুক আমরা কোথায় আছি '

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘেরা জায়গাটাতে আমাদের নিয়ে এলেন মিসেস এভার্সলি. একটা ছুরি দিয়ে কাটলেন দরজায় আটকানো পাম গাছের আঁশ। মাটির সিল দিয়ে আঁশটা এমন ভাবে আটকানো ছিল যে, ওটা না ছিঁড়ে কারও ঢুকবার উপায় নেই ভেতরে. মাটির সিল তৈরি হয়েছে মিসেস এভার্সলির গলার একটা লকেটের ছাঁচে। লকেটটা সোনার তৈরি, তাতে একটা বনমানুষের প্রতিকৃতি খোদাই করা। বনমানুষের ডানহাতের মুঠোয় একটা ফুল। অত্যন্ত পুরোনো লকেট ওটা দেখে আন্দাজ করলাম, গরিলা-দেবতা আর ফুলটাকে সম্ভবত সেই বহুকাল আগে থেকে একইসঙ্গে পূজা করা হয়।

মিসেস এভার্সলি দরজাটা খুলতেই ঘেরদেয়া জায়গাটার মাঝখানে দেখতে পেলাম আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর এক বিশাল গাছ। আটফুট বৃত্তাকার হবে ওই গাছ, পাতাগুলো লম্বা, সরু, গাঢ় সবুজ. এখন ফুল ফুটবার সময়, বিভিন্ন বৃন্ত থেকে কুঁড়ি মেলেছে বারোটারও বেশি ফুল। পঙ্গোদের ধারণা, যে-বছর ফুল বেশি ফুটবে, তার পরের বছর সন্তানলাভ হবে বেশি, সেই সঙ্গে ফসল পাওয়া যাবে ভাল। যদি ফুল কখনও না ফোটে, তার অর্থ: পরের বছর খরা হবে, দুর্ভিক্ষ হবে।

সত্যিই, ওই ফুলের সৌন্দর্যের যেন কোনও তুলনা হয় না। একমানুষ সমান উঁচুতে ফুটে আছে ওগুলো। নীচের দিকে সাদা-কালো ডোরা, ফুলের গর্ভ পালিশ করা সোনার মতো দীপ্তিভ, ওই একইরকম চকচকে অদ্ভুত সুন্দর পাপড়ি। প্রতিটা ফুলের মাঝখানে সেই চিহ্ন, ঠিক যেন কোনও গরিলার মুখ।

ফুলগুলো যদি আমাকে বিস্মিত করে থাকে, ফুলপাগল স্টিফেনের অবস্থা কেমন হতে পারে তা অনুমান করে নিন। সত্যিই যেন উন্মাদ হয়ে গেল ও. অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফুলগুলোর দিকে, তারপর হঠাৎ বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে।

মিস হোপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ও স্টিফেন সমার্স, আপনিও কি পবিত্র-ফুলের পূজা করেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শুধু তা-ই না,' কোনওমতে বলল স্টিফেন, 'এই ফুলের জন্যে আমি মরতেও রাজি।'

'খুব শীঘ্রি মরতে তোমাকে হতেও পারে,' বিরক্তির সঙ্গে ওকে বললাম। পূর্ণবয়স্ক পুরুষলোক হাঁদার মতো বোকা-বোকা কাণ্ড করলে রাগ হয় আমার ; পুরুষের একটা মাত্র ব্যাপারে হাঁদা হয়ে যাওয়াটা সহ্য করা যায়। সেটা ফুলের কোনও বিষয় নয়। তবে কোনও মেয়েকে ফুল উপহার দেয়া থেকে বিষয়টির সূচনা হতে পারে।

মাভোভো আর হ্যান্স চলে এসেছে আমাদের পেছনে, ওদের দু'জনের কথোপকথন শুনতে পেলাম। হ্যান্স ব্যাখ্যা করে মাভোভোকে বলল, 'আগাছা'টা সোনার মতো দেখতে বলে সাদামানুষরা এই আগাছার পূজা করে। নানা নামে ঈশ্বরকে ডাকলেও সাদামানুষরা আসলে সোনারই আরাধনা করে। মাভোভোকে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও বলল, হ্যান্সের কথা ঠিক হতে পারে, তবে ওর ধারণা গাছটা থেকে সাহস আর শক্তি বাড়ানোর ঔষধি পাওয়া যায় বলেই সাদামানুষরা ওটার ব্যাপারে এতো আগ্রহী।

বলে রাখি, জুলুদের কাছে ফুলের কোনও কদর নেই। যে-ফুলের গাছে সুস্বাদু ফল হয়, শুধু সেগুলোর ব্যাপারেই তাদের যত আগ্রহ।

দু'চোখ ভরে ফুলগুলো দেখবার পর মিসেস এভার্সলিকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘেরা জায়গাটার ভেতরে ফুলগাছের গোড়ায় নিড়ানো মাটির চারপাশে যে ছোট ছোট ঢিবিগুলো দেখছি, সেগুলো কীসের।

'ওগুলো পবিত্র ফুলের মা'দের কবর,' জানালেন মিসেস এভার্সলি। 'মোট বারোজন। তেরো নম্বরটা তৈরি করে রাখা হয়েছে আমার জন্যে।'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরকম ফুল

www.BanglaBook.org

পঙ্গোদের দেশে আর কোথাও আছে কি না।

'না,' জবাবে বললেন মিসেস এভার্সলি। 'অন্তত আছে বলে শুনিনি কখনও। যতদূর জানি এই গাছটা বহুকাল আগে অনেক দূরের কোনও অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়। প্রাচীন আইন অনুযায়ী একটার বেশি এই ফুলের গাছ রাখা হয় না। যদি নতুন কোনও গাছ জন্মায়, তা হলে ওটাকে উপড়ে ফেলার দায়িত্ব আমার। বিশেষ অনুষ্ঠানের পর নষ্ট করে ফেলতে হয় সেটা। ওই যে দেখুন, ওই পাত্রে গতবছরের ফুল থেকে সংগ্রহ করা বীজ রাখা আছে। পরের নতুন চাঁদ ওঠার সময় কালুবি যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তখন অনেক আনুষ্ঠানিকতার পর বীজগুলো পুড়িয়ে ফেলব আমি। আর যদি কালুবি আসবার আগেই গাছ বের হয়, তা হলে আরেকটা অনুষ্ঠানের পর সেসব নতুন গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

তাঁকে বললাম, 'আমার মনে হয় না এখন থেকে কালুবি আর আসবে। আমি নিশ্চিত যে আপনি যতক্ষণ এ-দ্বীপে আছেন, তার মধ্যে অন্তত কালুবির হাজির হবার সম্ভাবনা নেই।'

বেরিয়ে আসবার আগে অভ্যেসবশে দেখে নিলাম মূল্যবান কিছু আছে কি না, তারপর তুলে নিলাম কমলার সমান আকৃতির বীজ বোঝাই সেই মাটির পাত্র। খেয়াল করলাম, কেউ দেখেনি কী করেছি। পকেটে পুরে ফেললাম ওটা। এবার স্টিফেন আর মিস হোপকে পরস্পরের সান্নিধ্য বা সাইপ্রিপেডিয়ামের সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করতে দিয়ে ব্রাদার জন আর তার স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে, বাড়িতে ফিরে এবার কী করা যায় তাই নিয়ে আলোচনায় বসলাম তিনজন।

'জন, মিসেস এভার্সলি,' দু'জনকে বললাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বিশটা বছর ওরকম দুঃসহ বিচ্ছেদের পর আবার দেখা হয়েছে আপনাদের। কিন্তু এবার? এবার কী করব আমরা? এটা ঠিক যে দেবতা মারা গেছে, কাজেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু তারপর? পানিটা পার হবো কী করে? ধরলাম

www.BanglaBook.org

কুমিরগুলোর চোখ ফাঁকি দিয়ে পার হলাম কোনওভাবে, কিন্তু গুহার মধ্যে জালপাতা লেডী মাকড়সার মতো বসে আছে বুড়ো জাদুকর মেটিমরো। তার সঙ্গে নতুন কাপুরি মেমন আর তার অনুচর নরখাদকগুলোও আছে ওখানে।'

'নরখাদক!' বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন মিসেস এভার্সলি। 'আমি জানতাম না ওরা নরখাদক পঙ্গোদের সম্বন্ধে অবশ্য খুব কমই জানি। কারও সঙ্গে দেখা তেমন হয় না বললেই চলে।'

'ওরা আসলেই নরখাদক, ম্যাডাম,' ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'আর আমাদের খাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে ওরা। ...এখন কথা হচ্ছে, আপনারা নিশ্চয়ই চান না এখানে এই দ্বীপে আটকা থেকে মারা পড়তে? এবার বলুন পঙ্গোদের এলাকা থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারে কী ভাবছেন।'

মাথা নাড়ল দু'জন। বুঝলাম ওই মাথা দুটোতে কোনও পরিকল্পনা নেই। সাদা দাড়ি হাতড়ে জিজ্ঞেস করল ব্রাদার জন, 'তুমি কী ব্যবস্থা করেছ, অ্যালান? আমি আর এলিজাবেথ এ-ব্যাপারে তোমার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করছি।'

'কী ব্যবস্থা করেছি?' থমকে গেলাম কথা শুনে। 'জন, অন্য কোনও পরিস্থিতিতে হয়তো...' থেমে গিয়ে একটু চিন্তা করে ডাক দিলাম হ্যান্স আর মাভোভোকে। ওরা বারান্দায় এসে বসায় বিষয়টা খুলে জানানোর পর বললাম, 'কী ব্যবস্থা করেছ তোমরা?' আসলে মাথায় কোনও বুদ্ধি না আসায় দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চাইলাম হ্যান্স আর মাভোভোর ওপর।

'আমার বাবা আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন,' শান্ত গলায় বলল মাভোভো। 'কুকুর যখন বাইরে অপেক্ষা করে আছে, তখন কি কোনও ইঁদুর চিন্তা করে, কী করে সে গর্ত থেকে বের হবে? এতদূর আমরা নিরাপদে এসেছি, কারণ আমরা ছিলাম গর্তের ইঁদুরের মতো। আমি তো সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দেখছি না।'

'শুনে খুব খুশি হলাম,' শুকনো গলায় বললাম। তাকালাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যান্সের দিকে। 'এবার হ্যান্স, বলো শুনি।'

হটেনটট জবাব দিল, 'বাস, বাঁশের মধ্যে যখন ইনটেমবি রাইজেলেটা ভরলাম, এখন মনে হয়েছিল আমার চালাক হয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু এখন আমার মাথা আর পচা ডিমের মধ্যে কোনও তফাৎ খুঁজে পাচ্ছি না। মাথাটা দুলিয়ে যখনই বুদ্ধি বের করতে চাইছি, আমার গলে যাওয়া মগজটা ডিমের ভেতরের পচা জিনিসগুলোর মতো এদিক-ওদিক গড়াচ্ছে। তবুও, তারপরও একটা চিন্তা মাথায় এসেছে আমার। ওই মিসিকে জিজ্ঞেস করে দেখা যায়। ওর মাথাটার এখনও বয়স কম। ওই মাথা হয়তো কিছু ভেবে বেরটের করতে পারবে। বাস স্টিফেনকে কিছু জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ নেই, কারণ তাঁর মাথা এখন অন্য বিষয়ে ব্যস্ত।' দুর্বল একটা হাসি দিল হ্যান্স

নিজেকে খানিকটা সময় দেবার উদ্দেশ্যেই মিস হোপকে ডাকলাম। ঘেরা জায়গা থেকে স্টিফেনকে নিয়ে সে বেরিয়ে এলে সমস্যাটা ধীরে ধীরে বেশ সময় নিয়ে তাকে খুলে বললাম। ভেবেছিলাম ভালমতো বুঝবে না, কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে মিস হোপ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দেবতা কী, ও মিস্টার অ্যালান? দেবতা কি মানুষের চেয়ে বড় নন? বাইবেলে যেমন আছে, কোনও দেবতা কি গর্তের মধ্যে হাজারো বছর আটকা থাকবেন, যেটা ছিল শয়তান? দেবতা যদি কোথাও যেতে চান, নতুন দেশ দেখতে চান, তা হলে কার সাধ্য আছে তাঁকে নিষেধ করে ঠেকিয়ে দেয়?'

'ঠিক বুঝলাম না,' আরও বিস্তারিত শুনবার জন্যে বললাম। তবে মিস হোপের কথা শুনে মনে হলো কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে পারছি।

'ও অ্যালান, পবিত্র-ফুল একটা দেবতা, আর আমার মা সেটার যাজিকা। এখন পবিত্র-ফুল যদি এই এলাকায় থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যায়, অন্য কোথাও যদি বেড়ে উঠতে চায়, তা হলে যাজিকা কেন দেবতাকে নিয়ে চলে যেতে পারবে না?'

www.BanglaBook.org

'দারুণ বুদ্ধি,' মিস হোপকে বললাম, 'কিন্তু মিস হোপ, সমস্যা হচ্ছে, আরেক দেবতা আর কখনও কোথাও যেতে পারবে না।'

'তাতে কোনও সমস্যা তো দেখছি না সহজ সমাধান।' হ্যান্সকে দেখাল মিস হোপ। 'বনদেবতার গায়ের চামড়া এই লোকের গায়ে চাপিয়ে দিলে চেহারার তফাৎ টের পাবে কেউ? দু'জনকে তো আপন ভাই মনে হয়। এ খালি একটু বেঁটে।'

'চমৎকার বুদ্ধি!' প্রশংসা করে বলে উঠল স্টিফেন। 'দারুণ বুদ্ধি করেছে ও।'

'মিসি কী বললেন?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল হ্যান্স। বিষয়টা ওকে খুলে বলায় খুব দুঃখিত হয়ে পড়ল ও, বলল, 'বাস, চিন্তা করে দেখুন ওই চামড়ার ভেতরে কীরকম জঘন্য গন্ধ হবে রোদের তাপে। তা ছাড়া, ওই দেবতা ছিল বিরাট, আর আমি ছোটখাটো মানুষ।'

পাশ ফিরে মাভোভোকে বোঝাতে শুরু করল ও। মাভোভোকেই নাকি ওর চেয়ে অনেক বেশি মানাবে ওই দেবতার চরিত্রে।

'ওরকম কিছু করার আগে যেন মরণ হয় আমার,' বলল দুঃসাহসী, আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন মাভোভো। 'উঁচু বংশের লোক আমি, বড় একজন যোদ্ধা, আর আমাকে বলছ একটা মরা জন্তুর ছাল গায়ে দিয়ে মানুষের সামনে বনমানুষ সেজে নিজেকে ছোট করতে? দাগওয়ালা সাপ, আরেকবার আমাকে এ-কথা বললে খুনোখুনি হয়ে যাবে।'

'ভেবে দেখো, হ্যান্স,' আমি বললাম, 'মাভোভো ঠিকই বলেছে। যোদ্ধা মানুষ ও, ভাল লড়াই করতে পারে, আর তুমি পারো চমৎকার সব বুদ্ধি খেলাতে। এখন তুমি যদি রাজি হও, তা হলে পঙ্গোদের বোকা বানাতে পারবে। আরেকটা ব্যাপার, হ্যান্স, তুমি যদি কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওই ছাল গায়ে না দাও, তা হলে খুন হয়ে যাব আমরা সবাই।'

একটু টসকেছে বলে মনে হলো হ্যান্সকে দেখে। বলল, 'তা

www.BanglaBook.org

ঠিক, বাস। বুঝলাম। কিন্তু মাভোভের মতো প্রায় একই চিন্তা আমার মাথাতেও এসেছে ও জিনিস পরার চেয়ে মরাও ভাল। কিন্তু এটাও ঠিক, অ্যারেকবের পঙ্গদের বেকা বানাতে পারলে খুব ভাল লাগবে আমার। আর, বাস, ভয়ানক দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে গিয়ে আপনাকে তো আর মৃত্যুর মুখে ফেলে দিতে পারি না। কাজেই আপনি যদি চান, তো হবো আমি দেবতা।'

কথা ঠিক হয়ে গেল, দেবতার ছাল গায়ে পরে দেবতা সাজবে হ্যান্স, ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত চামড়া গায়ে দিয়ে চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাঁচাবে আমাদের। আসলে গোটা অভিযানে বারবার আমরা রক্ষা পেয়েছি শুধুই ওর বুদ্ধির গুণে। স্থির হলো, পরদিন ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হবো ফিরতি পথে। হাতে সময় বেশি নেই, এরইমধ্যে সেরে নিতে হবে অনেক কাজ।

প্রথমে পরিচারিকাদের ডেকে পাঠালেন মিসেস এভার্সলি, বারোজনই হাজির হলো। সবাই তারা অ্যালবিনো, তাদের মধ্যে ছয়জন কালা, জড়বুদ্ধির। যাজিকা হিসেবে তাদের কাছে মিসেস এভার্সলি ব্যাখ্যা করলেন, জঙ্গলের দেবতা মারা গেছে, কাজেই 'দেবতার বউ পবিত্র-ফুল'কে সঙ্গে নিয়ে মোটোমবোকে গিয়ে জানাতে হবে এই গভীর শোকবার্তা; ততক্ষণ কেউ যেন দ্বীপ ছেড়ে কোথাও না যায়, নিজেদের ব্যস্ত রাখে চাষবাসের কাজে।

মনিব ও মনিব-কন্যার মুখে এসব শুনে মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়ল বেচারিরা। সবার মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক সেই সাদা পোশাক পরা বেগুনী চোখের মহিলা মিসেস এভার্সলির পায়ের পাতায় চুমু খেয়ে জানতে চাইল, তিনি কখন ফিরবেন। বলল, পবিত্র-ফুলের মা আর পবিত্র-ফুলের মেয়েকে তারা খুবই ভালবাসে, এই দু'জন না থাকলে তারা মনোকষ্টে মারা যাবে।

এ-কথার জবাবে আবেগ সামলে রেখে মিসেস এভার্সলি বললেন, কবে ফিরতে পারবেন সেটা তিনি বলতে পারেন না, ব্যাপারটা নির্ভর করে দেবতা আর মোটোমবোর ইচ্ছার ওপর। কথা

www.BanglaBook.org

যাতে আর না বাড়ে সেজন্যে এরপর সবাইকে শাবল নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন মিসেস এভার্সলি, বললেন, সাবধানে পবিত্র-ফুলের গাছ তুলতে হবে তাদের।

স্টিফেনের তত্ত্বাবধানে শুরু হলো কাজটা। এসব ব্যাপারে অনেক জ্ঞান রাখে স্টিফেন, তারপরও সহজ হলো না গাছটা তোলা। পরিবেশটাও হলো খুব বিষণ্ণ। কাজ করতে করতে একটানা কাঁদল অবোধ মহিলা ক'জন, যাদের মাথায় খানিকটা বুদ্ধি আছে, তারা থেকে থেকে বুকফাটা আর্তচিৎকার করল। এমনকী কেঁদে ফেললেন মিসেস এভার্সলিও। মনে হলো মানসিক ভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। সুদীর্ঘ বিশটা বছর ওই গাছের দায়িত্বে ছিলেন তিনি, পঙ্গোদের মতোই উদ্ভিদটার প্রতি দুর্বল অনুভূতি জন্মেছে তাঁর মনেও। বললেন, 'ভয় পাচ্ছি, এই কাজটা করায় না কোনও দৈব ক্ষতি হয় আমাদের।'

আরও কিছু হয়তো বলতেন তিনি, কিন্তু ব্রাদার জন বাইবেল থেকে সেকেন্ড কমেন্ডমেন্ট উচ্চারণ করায় চুপ করে গেলেন।

শেষপর্যন্ত তোলা হলো উদ্ভিদটা। শেকড়ের দিকে অনেকখানি মাটি রেখে দেয়া হলো, যাতে মারা না পড়ে গাছ। ওটা যেখানে ছিল, সেখানে গভীর একটা গর্ত হলো। সেই গর্তে বেশকিছু জিনিস পেলাম আমরা। তার মধ্যে একটা হচ্ছে কাঁচাহাতে তৈরি পাথরের একটা বানর-মূর্তি। মূর্তির মাথায় সোনার একটা মুকুট। এরপর দেখা গেল কয়লার একটা বিছানা। কয়লার সঙ্গে মিশে থাকা কিছু আংশিক পোড়া হাড়গোড় পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে পাওয়া গেল একটা প্রায়-অক্ষত করোটি। হতে পারে ওটা প্রথমদিকের কোনও পবিত্র-ফুলের মা'র করোটি, কিন্তু আকৃতিটা দেখে গরিলার খুলির কথা মনে পড়ল আমার। সময় নেই বলে ওগুলো সব ভালমতো পরীক্ষা করে দেখতে পারলাম না। ওগুলো সঙ্গে নেবারও কোনও উপায় আমাদের নেই তখন।

পরে মিসেস এভার্সলির কাছে শুনেছিলাম, পঙ্গোরা এই অঞ্চলে আসবার আগে ওই বনদেবতার একজন স্ত্রী ছিল। এখানে আসবার

www.BanglaBook.org

আগেই মৃত্যু হয় তার। তা-ই যদি হয়, তা হলে কয়লার বিছানায় পাওয়া হাড়গুলো হতে পারে তারই কঙ্কালের অংশ।

যা-ই হোক, বিরাট গাছটা তোলার পর প্রকাণ্ড একটা পাপোশে রাখা হলো। গাছের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্যে ওই পাপোশ ছেয়ে দেয়া হলো প্রচুর ভেজা শ্যাওলায়। গাছ রাখবার কাজটা খুব দক্ষতার সঙ্গে করল স্টিফেন। এরপর গাছের গোড়া পাপোশটা দিয়ে সাবধানে মুড়ে দেয়া হলো। পথচলার সময় কোনও ফুলের ডাঁটি যাতে মুচড়ে না যায় সে-কথা মাথায় রেখে প্রতিটা ফুলের সঙ্গে বাঁধা হলো সরু বাঁশের কাঠি। এসব সম্পন্ন হলে গোটা জিনিসটাকে তুলে দেয়া হলো বাঁশের তৈরি একটা স্ট্রেচারে, ভালমতো বেঁধে ফেলা হলো আঁশের তৈরি দড়ি দিয়ে। সমস্ত কাজ শেষ হতে হতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাল। ততক্ষণে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি সবাই।

বাড়ির দিকে ফিরছি, এমন সময় হ্যান্স বলল, 'বাস, ভাল হয় না আমি আর মাভোভো খাবার নিয়ে ক্যানুতে গিয়ে ঘুমালে? ওই মেয়েগুলোকে আমি ভাল মতো খেয়াল করেছি। লাঠি দিয়ে বৈঠা তৈরি করে রাতের বেলা পঙ্গোদের সাবধান করতে চলে যেতে পারে ওদের কেউ।'

ছোট এই দল ভাঙবার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু হ্যান্সের কথায় এতো জোরাল যুক্তি আছে যে রাজি হয়ে গেলাম। একটু পর খাবারদাবার নিয়ে বর্শা হাতে হ্রদের তীরে চলে গেল মাভোভো আর হ্যান্স। সে-রাতে আরেকটা এমন ঘটনা ঘটল, যা আজও মনে আছে আমার। মিস হেপাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাপটাইয করল ব্রাদার জন। এতো হৃদয়স্পর্শী অনুষ্ঠান আমি আগে আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে তার বর্ণনায় যাব না।

রাতে স্টিফেন আর আমি অর্কিড গাছটার কাছে ঘেরদেয়া জায়গাটায় ঘুমালাম। ফুলের গাছ ছেড়ে আর কোথাও নড়তে রাজি

www.BanglaBook.org

হয়নি স্টিফেন। এতে করে ভাল হলো, কারণ রাত বারোটার দিকে চাঁদের আলোয় দেখলাম, ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে বেড়ার গায়ের দরজাটা। কয়েকজন অ্যালবিনো মহিলার মুখ উঁকি দিতে দেখতে পেলাম। মনে কোনও সন্দেহ থাকল না, পূজারিণীরা তাদের পবিত্র-ফুলের গাছ চুরি করে সরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। উঠে বসে খুকখুক করে কেশে রাইফেলটা তুলে নিলাম হাতে। ভয় পেয়ে উধাও হয়ে গেল মহিলার দল, আর ফিরল না।

ভোরের অনেক আগেই রওনা দেবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল ব্রাদার জন, মিসেস এভার্সলি এবং তাদের মেয়ে, সঙ্গে নিল প্রচুর খাবারদাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস। চাঁদের আলোয় নাস্তা সারলাম, তারপর ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই রওনা দিলাম আমরা। বিমর্ষ একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলো। খেয়াল করলাম, এতোদিনের আশ্রয় ছেড়ে চিরতরে চলে যেতে হচ্ছে বলে মিসেস এভার্সলি ও তাঁর মেয়ে খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। কথা বলে অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করলাম তাদের মন।

দু'জন পরিচারিকার পরনে সাদা গাউনের সঙ্গে গাছের ছালের আলখেল্লা আছে, ফুলের ভারী গাছটা ক্যানু পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাদের ওপরেই দিলাম। চাইলাম পূজারিণীদের মনে হোক সঠিক ভাবে তারা তাদের ওপর অর্পিত কর্তব্য পালন করছে।

রাইফেল হাতে আগে আগে চললাম, তারপর নেয়া হলো স্ট্রেচার। স্টিফেন আর ব্রাদার জন বৈঠা হাতে থাকল দলের শেষে। কোনওরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই ক্যানুর কাছে পৌঁছে গেলাম, স্বস্তির শ্বাস ফেলে দেখলাম মাভোভো আর হ্যান্স আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হলো ক্যানুর পাহারায় ওদের থাকাটা খুবই জরুরি ছিল। রাতে ক্যানু চুরি করে হ্রদ পেরিয়ে যেতে এসেছিল অ্যালবিনো মহিলার দল, তারপর ওরা দু'জন পাহারায় আছে দেখে পালিয়ে যায়।

আমরা যাত্রার জন্যে ক্যানু তৈরি করতেই দলবেঁধে এসে হাজির

www.BanglaBook.org

হলো। অপ্রসন্ন পূজারিণীরা, মাটিতে আছড়ে পড়ে কাতর অনুনয়-বিনয় শুরু করল যারা কথা বলতে পারে না, তারাও হাতের ইশারায় পবিত্র-ফুলের মায়ের কাছে আকুতি জানাল, তিনি যেন তাদের ছেড়ে না যান। শেষে কেঁদেই ফেললেন মিসেস এভার্সলি। মিস হোপও কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, রওনা আমাদের হতেই হবে, কাজেই তাড়াতাড়ি ক্যানু ছেড়ে দিলাম। তীরে দাঁড়িয়ে করুণ সুরে কাঁদল অ্যালবিনো মহিলারা। স্বীকার করছি, ওভাবে তাদেরকে ওখানে ফেলে রেখে যেতে অপরাধবোধ হলো আমার। কিন্তু কী করার ছিল আর? শুধু আশা করলাম, যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তাদের কারও। পরে তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল সেটা আর কখনোই জানতে পারিনি।

ক্যানুটা যেখান থেকে খুঁজে বের করা হয়েছিল, হ্রদ পেরিয়ে সেখানেই ঝোপের মধ্যে ওটা লুকিয়ে রাখলাম আমরা। শুরু হলো পদযাত্রা। আমাদের মধ্যে স্টিফেন আর মাভোভোর গায়ে জোর বেশি, কাজেই অর্কিডের গাছটা বহনের দায়িত্ব ওদের ওপরেই পড়ল। ওটার ওজন নিয়ে টুঁ শব্দ করল না স্টিফেন, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর শাপশাপান্তের তুফান ছোটাল মাভোভো, বিভিন্ন ভাবে বারবার করে বলল, কোনও মানে হয় না এই পাগলামির। সেসব কথা আর লিখছি না, তবে লেখার কলেবর কয়েক পৃষ্ঠা বৃদ্ধি না পেলে লেখার ইচ্ছে ছিল। কিছু অভিশাপ ছিল সত্যিই খুব চমকপ্রদ। স্টিফেনের প্রতি যদি বন্ধুত্বসূচক মনোভাব না থাকত, তা হলে অর্কিডের গাছটা মাভোভো যে ছুঁড়ে ফেলে দিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

দেবতার বাগান পার হয়ে এলাম আমরা, মিসেস এভার্সলির মুখে যা শুনলাম তাতে বুঝতে পারলাম, গরিলা দেবতার মাথায় চাতুর্যের অভাব ছিল না। হতভাগা কালুবিরা বছরে দু'বার বীজ ছড়িয়ে দেবার পরে আক্রান্ত হতো, কখনোই বীজ ছড়ানোর আগে আক্রান্ত হয়নি কোনও কালুবি। নিজের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেলে

www.BanglaBook.org

তারপর অপছন্দের মানুষটাকে খুন করত গরিলাটা।

আমাদের সঙ্গে আসা কালুবি অবশ্য আগেই মারা পড়েছে, যেটা আগে কখনও হয়নি। তবে এমনও হতে পারে, জন্তুটা কোনওভাবে বুঝে গিয়েছিল, এবার কালুবির আসবার উদ্দেশ্য বীজ ছড়ানো নয়। অথবা আমাদের উপস্থিতি ওটাকে বড় বেশি উত্তেজিত করে তুলেছিল হয়তো। গরিলার মন বুঝবে কে!

সাধারণত দুটো আক্রমণের মধ্যে অন্তত দেড় বছর ফারাক থাকত। অপছন্দের কালুবির সঙ্গে বীজ ছড়ানোর সময়টা বাগান পর্যন্ত আসত ওই গরিলা, প্রথমবার গর্জন করে সতর্ক করত। দ্বিতীয়বার কামড়ে কেটে নিত হাতের একটা আঙুল। তাতেই রক্তের বিষক্রিয়ায় মারা গেছে অনেকে। আঙুল কেটে নেবার পরেও যদি কোনও কালুবি বেঁচে যেত, তৃতীয়বার আসবার পর খুন হতো সে। শক্তিশালী চোয়ালের মধ্যে নিয়ে কামড়ে ধরে অসহায় শিকারের মাথা চুরমার করে দিত গরিলা-দেবতা।

কালুবিরা যখন বীজ ছড়াতে আসত, তখন সঙ্গে করে কয়েকজন ধর্ম-অন্তঃপ্রাণ তরুণকে নিয়ে আসত। তাদের কয়েকজনকে মেরে ফেলত গরিলাটা। ছয়বার এসেও যারা আক্রান্ত হতো না, তাদের আরও কিছু বিশেষ পরীক্ষা নেয়া হতো। শেষে টিকত দু'জন। তাদের বলা হতো 'দেবতা যাকে অনুমোদন দিয়েছেন' বা 'দেবতার কাছে উত্তীর্ণ'। এসব তরুণকে অত্যন্ত সম্মান করা হতো। যেরকম সম্মান পায় কোমবা। কালুবি মারা গেলে এদের কোনও একজনকে তার আসনে বসানো হয়। অন্তত দশ বছর নিশ্চিন্তে শাসন করতে পারে সে।

কথায় কথায় জানলাম মিসেস এভার্সলি কালুবিদের আনুষ্ঠানিকভাবে নরমাংস খাওয়ার ব্যাপারে কিছু জানেন না। এটাও তাঁর জানা নেই যে নিহত কালুবিদের কাঠের বাক্সে করে জঙ্গলের ভেতরের ফাঁকা জায়গায় রেখে দেয়া হয়। এধরনের বিষয়গুলো থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রেখেছে পাঙ্গোরা। উনি বললেন, তিনজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালুবিকে দেখেছেন তিনি তাঁর সময়ে। তারা প্রত্যেকেই মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসছে বুঝে উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছিল।

পঙ্গোদের রক্ষা হওয়া সুখের কিছু নয়, সর্বক্ষণ থাকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাতছানি। বিশেষ করে আঙুল কাটা পড়বার পর একজন কালুবি যখন বুঝে যায় সময় শেষ হয়ে আসছে তার, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মাথা ঠিক থাকবার কথা নয়।

মিসেস এভার্সলির কাছে জানতে চাইলাম, মোটোমবো কখনও দেবতার সঙ্গে দেখা করতে আসে কি না।

জবাবে তিনি বললেন, আসে। প্রতি পাঁচ বছরে একবার করে দেখা করে যায় সে। পূর্ণ চাঁদের সময় এক সপ্তাহ জঙ্গলে কাটায় মোটোমবো, নানারকমের অনুষ্ঠান সম্পাদন করে। কালুবিদের একজন মিসেস এভার্সলিকে বলেছিল, পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে মোটোমবো আর দেবতাকে একসঙ্গে একটা গাছের নীচে বসে থাকতে দেখেছে সে। ওই কালুবির মনে হয়েছিল যেন গল্প করছে দু'জন, ঠিক যেমন গল্প করে দুই ভাই।

বনদেবতার চাতুরির নানান কাহিনি ছাড়া পঙ্গোদের এই গরিলা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু আমি জানতে পারিনি, তবে কখনও কখনও মনে হয়েছে, আসলে ওটা একটা পিশাচ, বিরাট একটা প্রাচীন গরিলার ভেতরে বাস করত। ও, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, বাবেমবার কাছে শুনেছি অন্য জাতির লোকদের কখনও কখনও জঙ্গলে ছেড়ে দেয়া হতো দেবতার মনোরঞ্জনের জন্যে। তাদের খুন করে আনন্দ লাভ করত দেবতা। পঙ্গোদের নিয়মরীতি অনুযায়ী আমাদেরকেও ওই একই পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল।

মিসেস এভার্সলির কথা শেষ হবার পর মনে হলো শয়তান দানবটাকে মেরে ফেলে খুব ভাল একটা কাজ করেছি। ভাল হতো যদি মরবার পর যেখানে যাবে, সেখানে গরিলাটার শিকার হতভাগ্য লোকগুলো ওটাকে চরমভাবে শায়েস্তা করত।

www.BanglaBook.org

দেবতার বাগান পেরিয়ে আসবার পর ওপড়ানো গাছের সেই ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেলাম। যেভাবে রেখে যাওয়া হয়েছিল, সেভাবেই আছে দেবতার চামড়া, তবে শুকিয়ে অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে। জঙ্গলের একদঙ্গল পিঁপড়ে ভোজের খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছিল। হ্যান্সের কপাল ভাল, চামড়া পুরোপুরি অক্ষত রেখে চামড়ায় লেগে থাকা মাংসের প্রতিটা কণা সাবাড় করে দিয়েছে ওগুলো, ফলে মাংস পচার গন্ধ শুঁকতে হবে না হ্যান্সকে। খুব বেশি শক্ত বলে বোধহয় চামড়া ছোঁয়নি পিঁপড়েরা। এতো পরিষ্কার কাজ আগে কখনও দেখিনি। তারওপর, স্বয়ং দেবতাকেও খেয়ে সাফ করে দিয়েছে এই পরিশ্রমী জীবগুলো। লাশটা যেখানে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম, সেখানে ঝকঝকে সাদা হাড় ছাড়া অবশিষ্ট নেই আর কিছুই কাজ সেরে শুকনো হাড় ফেলে দলবেঁধে জঙ্গলে উধাও হয়েছে পিঁপড়েরা।

গরিলাটার প্রকাণ্ড কঙ্কালটা নিয়ে গিয়ে আমার ট্রফির সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ করতে পারব না বুঝে খুব খারাপ লাগল আমার, কিন্তু উপায় কী ওটা ফেলে যাওয়া ছাড়া! অনেক বেশি ভারী ওটা। ব্রাদার জনের কথাই ঠিক, দুনিয়ায় এই জিনিস আরেকটা আছে বলে মনে হয় না। ওই কঙ্কালের জন্যে যে-কোনও জাদুঘর শতশত পাউন্ড খরচ করতে রাজি হয়ে যেত। শেষপর্যন্ত ভাল মতো হাড়ের বৈশিষ্ট্য দেখেই অতৃপ্ত মনকে বুঝ মানাতে হলো। ওটার আহত ডানহাত থেকে রাইফেলের বুলেটটা বের করে রেখে দিলাম নিজের কাছে।

বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলাম সবাই। আগেই দেবতার ছালের হাত-পায়ের ভেতরে ভেজা শ্যাওলা ঠেসে ভরা হয়েছে। এতে করে আকৃতিটা জ্যান্ত দেবতার মতোই থাকল। লম্বা একটা ডালে করে ওটা ঝুলিয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ব্রাদার জন আর হ্যান্স অবশ্য জানাল, খুব ভারী হয়ে গেছে চামড়াটা।

পানির কিনারায় আসবার আগে আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না শুধু এটুকুই বলব, পাহাড়ি পথে উঠতে যে-কষ্ট হয়েছিল, ভারী

www.BanglaBook.org

জিনিসপত্র নিয়ে নামতেও সে-তুলনায় অনেক কম কষ্ট হলো। তারপরও আমাদের অগ্রগতি হলো ধীর।

কালুবিদের গোরস্তানে যখন পৌঁছুলাম, সূর্য ডুবতে তখন আর মাত্র একঘণ্টা বাকি। ওখানেই বিশ্রাম ও রাতের খাওয়ার জন্যে থামলাম। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাটাও সেরে ফেলতে হবে। সবার মাথায় একই চিন্তা: কী করা যায় এবার?

পানির কাছে চলে এসেছি আমরা, কিন্তু কোনও নৌকা নেই যে ওপারে যাব।

আর ওপারে কী আছে? একটা গুহা। সেই গুহায় বাস করে একটা অর্ধেক মানুষ। জাল পেতে বসে থাকা মাকড়সার মতো অপেক্ষা করে আছে সে।

পাঠক, ভাববেন না কীভাবে পালানো যায় সেটা নিয়ে আমরা আগে চিন্তা-ভাবনা করিনি, আমরা এটাও ভেবেছি যে পাহাড়ি হ্রদের সেই ক্যানুটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছেঁচড়ে আনা যায় কি না। কিন্তু চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিতে হয়েছে। ক্যানুটা ছিল গাছের একটা কাণ্ড কুঁদে তৈরি। তলিটা পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পুরু। অতো ভারী একটা নৌকা পঞ্চাশ গজও টেনে আনতে পারতাম না আমরা।

কিন্তু এখন নৌকা ছাড়া পানি পার হবো কী করে? কুমিরগুলোর কারণে সাঁতার কাটার প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া, জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম স্টিফেন আর আমি ছাড়া দলের আর কেউ সাঁতার জানে না।

এমন কোনও গাছ নেই যেটা নৌকার বদলে কাজে লাগানো যায়।

জানি গোরস্তানে নিরাপদেই থাকবে সবাই, বিপদের কোনও ভয় নেই, কাজেই হান্সকে ডেকে নিয়ে পানির কিনারায় চলে গেলাম পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে। সাবধানে হ্রদের তীরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে থাকলাম, যাতে গুহা থেকে আমাদের দেখা না যায়। তবে খুব একটা সতর্ক না থাকলেও চলে দেখলাম। উত্তপ্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে সমস্ত আলো, সেই সঙ্গে জড়ো হচ্ছে ঝড়ের কালো মেঘের রাশি। দূর থেকে আমাদের দেখা যাবার কোনও সম্ভাবনা খুব কম।

কালির মতো কালো পানির দিকে তাকালাম আমরা, দেখলাম তীরে উঠে আসা বারো-চোদ্দোটা কুমির। অপেক্ষায় আছে ওগুলো। কীসের, সেটাই বুঝে পেলাম না। উল্টোদিকের খাড়া টিলার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, দুর্গের দেয়াল ছুঁয়ে যেমন পানিভরা পরিখা থাকে, হ্রদের পানিও তেমনি করে ছুঁয়ে আছে টিলাটাকে। অস্পষ্ট ভাবে গুহার কালো মুখ দেখতে পেলাম। স্পষ্ট বুঝলাম, ওই গুহাই পালাবার একমাত্র পথ। মাযিটুদের কানা সেনাপতি বারেমবা যেভাবে খোলা হ্রদে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেভাবে বেরিয়ে যেতে পারব না আমরা গাছের গুঁড়িতে তৈরি বাঁধের কারণে।

হ্যান্স আর আমি তীরের এদিক-ওদিক খুঁজে দেখলাম এমন কোনও গাছ পাওয়া যায় কি না যেটা আমরা নৌকার বদলে ব্যবহার করতে পারি। কিছুক্ষণ পর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হলো। নলখাগড়া বা ঝোপ ছাড়া আর কিছুই নেই।

'নৌকা যদি না পাই, তা হলে এই তীরেই থাকতে হবে,' হ্যান্সকে বললাম।

পানির কিনারায় ঝোপের পেছনে বসে কোনও জবাব দিল না হ্যান্স।

আনমনে তাকালাম মাটির দিকে। ভাবনার জগতে তলিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম কীট-পতঙ্গ জগতের একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা।

জঙ্গলের এক মস্ত মাকড়সা বিরাট এক জাল পেতেছে দুটো শক্ত নলখাগড়ার মধ্যে। জালের মাঝখানে প্রায় পানি ছুঁয়ে শিকারের আশায় বসে আছে মাকড়সাটা, যেমন অপেক্ষায় আছে কুমিরগুলো, যেমন কালুবিদের অপেক্ষায় থাকত বিরাট ওই গরিলা, যেমন জীবন নিয়ে নিতে অপেক্ষা করে থাকে মৃত্যু, যেমন ঈশ্বর জানেন কীসের জন্যে অপেক্ষায় আছে মোটৌমবো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হলো মোটেমবোর সঙ্গে মিল আছে শিকারের অপেক্ষায় ঘাপ পেতে বসে থাকা ওই মাথায় সাদা দাগওয়ালা মাকড়সাটার। এইবার ঘটল সেই ঘটনাটা হক শ্রেণীর বিরাট একটা সাদা মথ নলখাগড়া দুটোর মাঝখানে আগুপিছু করে উড়তে শুরু করল হঠাৎ করেই ওটার ডানার আঘাত লাগল জালের নীচের দিকে, পানির তিন ইঞ্চি ওপরে। বিদ্যুদ্বেগে মথটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মাকড়সাটা, লম্বা লম্বা পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল ছটফটরত শিকারকে। শীঘ্রি দুর্বল হয়ে পড়ল মথ ওটাকে নিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করল মাকড়সা, আর ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটল : পানির গভীর থেকে মুখ তুলল প্রকাণ্ড একটা মাছ, টপ করে মাকড়সাটাকে গিলে নিয়ে ডুব দিল আবার ঝাঁকিতে ছিঁড়ে গেল মাকড়সার জাল, মুক্ত হয়ে গেল আটকা পড়া মথ। একটা কাঠের ওপর বসে ভেসে ভেসে দূরে চলে গেল ওটা

'দেখেছেন ব্যাপারটা, বাস?' ছেঁড়া জাল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল হ্যান্স। 'আপনি যখন ভাবছিলেন, আমি তখন আপনার যাজক বাবার শেখানো নিয়ম ধরে প্রার্থনা করছিলাম। আমার মনে হয়, যেখানে আগুন জ্বলে, সেখান থেকে আমাদের জন্যে একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন আপনার বাবা।'

বাবাই হ্যান্সকে ধর্মান্তরিত করেছেন, এখন যদি উনি শুনতেন ও কী বলছে, তা হলে তাঁর চেহারার অবস্থা কীরকম হতো ভেবে মনে মনে না হেসে পারলাম না। হ্যান্সের ধর্ম সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই আগ্রহ জাগাবার মতো, ভাবতেই খারাপ লাগছে যে সেটা নিয়ে কখনও কিছু লিখিনি তবে প্রসঙ্গ থেকে না সরে হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসের ইঙ্গিত?'

'বাস, ইঙ্গিতটা হলো, ওই জাল হচ্ছে মোটোমবোর গুহা আর ওই মোটোমবো হচ্ছে বিরাট মাকড়সাটা। আমরা হচ্ছি সাদা মথ, বাস জালে আটকা পড়েছি আমরা, আর আমাদের খেয়ে ফেলবে মাকড়সাটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দারুণ, হ্যান্স,' ওকে বললাম, 'কিন্তু মাছটা কে, যে মাকড়সাটা খেয়ে ফেলে আমাদের মতো মথগুলোকে বাঁচাবে? কাঠের ওপর ভেসে যাব কী করে আমরা?'

'বাস, মাছটা হচ্ছেন আপনি। আপনিই পানির গভীর অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে চুপচাপ বের হয়ে আসবেন, ছোট রাইফেলটা দিয়ে মেটোমাবোকে গুলি করবেন, আর আমরা মথরা ক্যানুতে করে ভেসে যাব। ওই যে দেখুন, বাস, ঝড় আসছে রাতের বেলায় ওই ঝড়ের ভেতর কে দেখবে আপনাকে সাঁতরাতে?'

'কুমিরগুলো,' শুকনো গলায় বললাম।

'বাস, আমি কিন্তু কোনও কুমিরকে মাছটা খেয়ে ফেলতে দেখিনি। ওই মাছ এখন পেটের মধ্যে মাকড়সাটা নিয়ে পানির গভীরে গিয়ে হাসছে। ...আর ঝড় যখন হয়, তখন কুমিররা লুকিয়ে থাকে বাজের ভয়ে। ওরা ভয় পায়, যে-পাপ করেছে তাতে ওদের ওপর বাজ পড়তে পারে।'

এবার আমার মনে পড়ল, আগেও শুনেছি, খেয়ালও খানিকটা করিনি তা নয়, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের সময় অদৃশ্য হয়ে যায় এই দানব সরীসৃপগুলো। কারণটা সম্ভবত হবে খাবারগুলোর সরে পড়া। কারণ থাকুক আর না থাকুক, কুমির সরুক আর না সরুক, মনস্থির করে ফেললাম, অন্ধকার নামলেই দেরি না করে মাথার ওপর রাইফেলটা তুলে ধরে সাঁতরে চলে যাব আমি ওপারের ওই গুহায়, ক্যানুটা চুরি করবার চেষ্টা করব। জাদুকর যদি নজর রেখে না থাকে, তা হলে ভাল, নইলে সাধ্যমতো চেষ্টা করব আমি তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে। জানি, বেপরোয়ার মতো একা ওই গুহায় গিয়ে হাজির হওয়াটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই। নৌকা যদি জোগাড় করতে না পারি, তা হলে জঙ্গলে আটকে পড়ে থাকতে হবে। খাবার বলতে কিছু নেই জঙ্গলে। শেষে মরতে হবে না খেয়ে আর আমরা যদি পবিত্র-ফুলের দ্বীপে ফিরে যাই, ওখানে থাকি, তা হলে পোঙ্গোরা এবং কেমবার সঙ্গের পঙ্গোরা যখন

www.BanglaBook.org

আমাদের হাড়গোড় খুঁজতে জঙ্গলে আসবে, তখন দেবতার ভাগ্যে কী ঘটেছে বুঝে ওখানে ওই দ্বীপে গিয়ে হাজির হবে, আক্রমণ করে মেরে ফেলবে আমাদের।

'চেষ্টা করে দেখব, হ্যান্স,' বুড়ো শেয়ালকে বললাম।

'জানতাম আপনি চেষ্টা করবেন, বাস,' বলল হ্যান্স। 'আমিও সঙ্গে আসতাম, কিন্তু সাঁতার জানি না বলে ডুবে যাব। আর ডুবে যাবার সময় হয়তো করে বসব কোনও আওয়াজ। ডুবে যাবার সময় আর কোনওদিকে কারও হুঁশ থাকে না, বাস। কিন্তু চিন্তা করবেন না, সব ঠিকমতোই ঘটবে। তা না হলে আমাদের খারাপ কোনও ইঙ্গিত দিতেন আপনার যাজক বাবা। ওই সাদা মথ তো আরাম করে কাঠের ওপর বসে চলে গেল। ওই যে ওটা, এইমাত্র ডানা মেলে উড়াল দিয়েছে। আর, বাস, ওই মাছটা পেটের মধ্যে মাকড়সাটা নিয়ে কী হাসিই না হাসছে!'

আঠারো

ভাগ্যের পরিহাস

ফিরে গিয়ে দেখলাম কফিনের আশপাশে বসে আছে সবাই মনমরা হয়ে। অবাক হলাম না তাতে: রাত নেমেছে, বাজ ডাকছে গুড়গুড় করে, সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। জঙ্গলের মধ্যে আমরা কয়েকজন আশ্রয়হীন মানুষ।

'কী ব্যবস্থা নিলে, অ্যালান?' স্ত্রীর হাতটা ছেড়ে জিজ্ঞেস করল ব্রাদার জন। বলবার ভঙ্গিতে নিশ্চিন্ত একটা ভাব রাখবার চেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকলেও ভাবটা ফুটল না।

'গুহাতে গিয়ে ক্যানুটা নিয়ে আসব, যাতে সবাই বৈঠা বেয়ে চলে যেতে পারি,' তাকে জানালাম।

সবাই ড্যাবড্যাব করে তাকাল আমার দিকে, হ্যান্স ছাড়া। স্টিফেনের পাশে বসা মিস হোপ বলল, 'আপনার কি ঘুঘু পাখির মতো ডানা আছে যে উড়ে যাবেন, ও মিস্টার অ্যালান?'

'না,' নির্বিকার ভাবে জবাব দিলাম। 'তবে মাছের মতো লেজ আছে, বা ওরকম কিছু। সাঁতরাতে পারি আমি।'

'এতো বড় ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না তোমার,' বলল স্টিফেন। 'আমিও তোমার মতোই ভাল সাঁতার জানি, আমার বয়সও কম। আমিই যাব। গোসল করতে চাই।'

'সেটা তুমি করবে, ও স্টিফেন,' মাঝখান থেকে বাধা দিল মিস হোপ। তার গলায় খানিকটা উৎকণ্ঠা আছে বলে মনে হলো। 'স্বর্গ থেকে নেমে আসা বৃষ্টি তোমাকে পরিষ্কার করে দেবে।'

আসলেই তখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি।

আমি বললাম, 'সাঁতার তুমি কাটতে পারো এটা ঠিক, স্টিফেন, কিন্তু এটাও না বলে পারছি না, রাইফেলে তোমার হাত খুব একটা ভাল না। ঠিকমতো গুলি করতে পারার ওপরেই হয়তো নির্ভর করছে আজকের অভিযানের সাফল্য-ব্যর্থতা। ...এবার সবাই আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আমি যাব ওখানে, অন্তত যাবার চেষ্টা করব। আশা করছি সফল হতে পারব। যদি না হই, তা হলে খুব একটা কিছু যাবে আসবে না, কারণ এখন সবার যা অবস্থা, তার চেয়ে আরও খারাপ অবস্থা হবে না তাতে। নাজোড়া মানুষ আছো এখানে তোমরা। ব্রাদার জন, মিসেস এভান্স। স্টিফেন আর মিস হোপ। মাভোভো আর হ্যান্স। বেজোড় লোকটার যদি খারাপ কিছু ঘটে, নতুন একজনকে শুধু নেতা হিসেবে মেনে নিতে হবে বাকিদের। আর বেশি কিছু বলব না, তবে যতক্ষণ আমি নেতার দায়িত্ব পালন করছি,

www.BanglaBook.org

ততক্ষণ আশা করব নির্দেশ মানা হবে আমার।'

মাভোভো এবার বলে উঠল: 'আমার বাবা মাকুমাযানা সাহসী মানুষ। তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন। আর তিনি যদি বেঁচে না থাকেন, তো আরও ভালভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন। পৃথিবীতে অথবা পাতালে আমাদের বাবাদের আত্মাদের মাঝে চিরতরে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হবে তাঁর নাম। হ্যাঁ, তাঁর নামে গান গাওয়া হবে।'

মাভোভোর বলা কথাগুলো আমার যদিও খারাপ লাগল না, কিন্তু ব্রাদার জন অনুবাদ করে শোনানোয় চুপ হয়ে গেল সবাই। নীরবতা ভাঙলাম আমি: 'এবার এসো সবাই আমার সঙ্গে খালের কিনারায়। ওখানে বড় গাছ না থাকায় বজ্রপাতের ভয় এখানে এই জঙ্গলের চেয়ে কম। ...আরেকটা ব্যাপার, মিসেস এভার্সলি, আমি চলে গেলে আপনি আর মিস হোপ গরিলার চামড়াটা পরিয়ে তৈরি রাখবেন হ্যান্সকে। সঙ্গে করে যে পাম গাছের আঁশের দড়ি নিয়ে এসেছি আমরা, ওগুলো দিয়ে ছালটা ভাল মতো বেঁধে দেবেন হ্যান্সের শরীরে। মাথা আর হাত-পায়ের ফাঁকগুলো পূরণ করতে পাতা বা নলখাগড়া ব্যবহার করতে পারেন। ক্যানু নিয়ে ফিরে এসে ওকে তৈরি চাই আমি।'

গুঙিয়ে উঠল হ্যান্স, তবে আপত্তি করে কিছু বলল না। খালের পাড়ে চলে এলাম সবাই, ম্যানগ্রোভ ঝোপ আর লম্বা এক জাতের নলখাগড়ার পেছনে লুকিয়ে পড়লাম। ফ্লানেলের শার্ট আর সুতির প্যান্ট ছাড়া আর সব কাপড় খুলে ফেললাম আমি। শার্ট-প্যান্ট দুটোই ধূসর রঙের, ফলে রাতে দেখা প্রায় যায় না বললেই চলে। তৈরি হবার পর আমার হাতে খাটো রাইফেলটা তুলে দিল হ্যান্স। 'কক করা আছে, বাস! আমি নিজে গুলি ভরে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে, হ্যান্স।' হাত মেলালাম সবার সঙ্গে। গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, মিস হোপের সামনে দাঁড়াতেই নিজে থেকে আমার রুক্ষ ভ্রুতে চুমু খেল সে। মনটা চাইল চুমুটা তাকে ফিরিয়ে দিই,

www.BanglaBook.org

কিন্তু দিলাম না।

'এটা শান্তির চুমু, ও আলান,' বলল মিস হোপ। 'শান্তিতে গিয়ে শান্তিতে ফিরে আসুন।'

'ধন্যবাদ,' তাকে বললাম। ভগাদা দিলাম, 'এবার নতুন কাপড়ে হ্যান্সকে তৈরি করতে কাজে লেগে পড়ুন।'

স্টিফেন কী যেন বলল বিড়বিড় করে। ঠিকমতো শুনতে পেলাম না, তবে বক্তব্যটা হলো: আত্মগ্লানিতে ভুগছে ও, লজ্জিত বোধ করছে।

ব্রাদার জন অন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করলেন স্রষ্টার কাছে। তমার বর্শা তুলে আমাকে সালাম দিয়ে মৃদু গলায় জুলুদের খেতাব উচ্চারণ করতে শুরু করল মাভোভো।

মিসেস এভার্সলি বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আবার একজন সাহসী ইংরেজ ভদ্রলোককে দেখবার জন্যে বেঁচে আছি আমি।'

কথাটা শুনে নিজের দেশ ও জাতির জন্যে গর্বে বুকটা ফুলে উঠল আমার, বেশ খানিকটা গর্ব হলো নিজের জন্যেও, তবে পরে আবিষ্কার করেছিলাম, মিসেস এভার্সলি নিজেও একজন ইংরেজ। তাতে করে গর্বের চকচকে পালিশটা বেশ খানিকটা মলিন হয়ে গিয়েছিল।

পরেরবার বিজলি চমকাতেই হ্যান্সকে নিয়ে হাজির হলাম পানির ধারে। ও ঠিক করেছে, আমাকে বিদায় জানাবেই।

'আলোর ঝলকানিতে কারও চোখে ধরা পড়ে যাবার আগেই সরে পড়ো, হ্যান্স,' বলে আস্তে করে নোংরা, কাদাটে পানিতে নেমে পড়লাম একটা ম্যানগ্রোভ গাছের শেকড়ের পাশ দিয়ে। 'ওদের বোলো, যদি পারে, তা হলে আমার কোট আর ট্রাউজার্স যেন শুকনো রাখে।'

'বিদায়, বাস,' বিড়বিড় করে বলল হ্যান্স। ফোঁপাতে শুরু করল। 'সাহস রাখুন, বাসদের বাস। জবাইয়ের টিলায় যে-বিপদে পড়েছিলাম, সেই তুলনায় এই বিপদটা বড় কিছু না। সেই বিপদ

www.BanglaBook.org

থেকেও ইনটোমবি আমাদেরকে বাঁচিয়েছিল। এবারও দেখবেন বিপদ থেকে ঠিকই আমাদেরকে উদ্ধার করবে ইনটোমবি। ও জানে কে ওকে সেভ করে রাখতে পারে।'

হ্যান্সের আর কোনও কথা শুনতে পেলাম না, যদি কিছু বলেও থাকে, বৃষ্টির হিসহিস আওয়াজে চাপা পড়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর। সাহস ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি আমি সবার সামনে, কিন্তু একা হয়ে যেতে যে ভীতিবোধ আমাকে গ্রাস করল, তার বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই। এতো ভয় মনে হয় না আগে কখনও পেয়েছি। ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে এমন একটা অভিযানে উন্মাদের মতো চলেছি, যেমন অভিযানে হয়তো আগে কখনও কোনও মানুষ যায়নি। ওই মুহূর্তে আমার মন জুড়ে থাকল কুমিরের কথা। কুমিরদের আমি সবসময় ঘৃণা করেছি, অন্তত সেই... থাক ও-কথা। আর এই জায়গাটা কুমিরের ঘাঁটি। তবুও সাঁতরে চললাম।

খালটা আন্দাজ দুশো গজ চওড়া হবে, এর বেশি নয়। সে-সময় আমি যেরকম ভাল সাঁতারু ছিলাম, তাতে ওই দূরত্ব পাড়ি দেয়াটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনবার কোনও কারণ ছিল না, কিন্তু বামহাতে সর্বক্ষণ আমাকে উঁচু করে ধরে রাখতে হলো রাইফেলটা। একবার পানিতে ভিজলে আর কোনও কাজেই আসবে না ওটা। আরেকটা ভয় আমাকে তাড়িত করল। ঝুঁকি কমানোর জন্যে যদিও কালো কাপড়ের হ্যাট পরে এসেছি, তারপরও বিজলির ঝলকানিতে গুহা থেকে না দেখে ফেলে কেউ আমাকে। বজ্রপাতের সম্ভাবনাটাও মাথা থেকে দূর করতে পারলাম না। ঘনঘন বাজ পড়ছে পানিতে, বিরাম প্রায় নেই বললেই চলে। আগুনের একটা গোলক আমার কয়েক গজের মধ্যে এসে পানিতে আঘাত হানল। মনে হলো রাইফেল তাক করে গুলি ছুঁড়েছিল কেউ, একটুর জন্যে আমাকে খুন করতে পারেনি।

তারপরও বলব, দুটো কারণে আমার কপাল ভাল। এক, বাতাসের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। পাগলা হাওয়া ছাড়লে বড় বড় ঢেউ

www.BanglaBook.org

আমাকে নিয়ে খেলা করত, নির্ঘাত ভিজে অকেজো হয়ে যেত রাইফেল। দুই, গুহাটা হারিয়ে ফেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। মোটোমবোর আসনের দু'পাশে জ্বলা আগুনের আভা স্পষ্ট দেখা গেল গুহার মুখে।

গুহার কাছে পৌঁছুতে মনে হয় পনেরো মিনিটের মতো লাগল। শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে আস্তে সাঁতার কাটলাম আমি, কুমিরের আক্রমণের ভয়ে দ্রুত সাঁতরাতে ইচ্ছে করলেও তাড়াহুড়ো করলাম না। স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, একবারও কোনও কুমির দেখলাম না।

গুহার মুখ পেরিয়ে ক্যানু রাখবার অগভীর সরু খালে ঢুকে পড়লাম ধীরে ধীরে। পানির নীচে পাথুরে মেঝেতে পা রেখে দাঁড়ালাম খানিক। বুক পর্যন্ত ডুবে থাকল আমার। চারপাশে তাকালাম, সেই সঙ্গে রাইফেল ধরা আড়ষ্ট বামহাতটা নেড়েচেড়ে ঠিক করে নিলাম রক্ত চলাচল। গুহার আগুনগুলো আগের তুলনায় কম উজ্জ্বল বলে মনে হলো। কপাল গড়িয়ে নেমে আসা বৃষ্টির পানি চোখ থেকে সরে যাওয়ার পর আগুনের মৃদু আভায় দেখতে পেলাম মোটিমুটি। রাইফেলের লক পেঁচিয়ে থাকা ঘাসের নোংরা কাপড়টা খুলে ব্যারেলটা মুছে নিলাম। এবার কাচ খুলে স্পর্শ করলাম বিশেষ একটা যন্ত্রাংশ, পালকের স্পর্শেও যাতে গুলি বেরিয়ে যায় রাইফেল থেকে।

কাজ সেরে আবার তাকালাম সামনে। এবার স্বচ্ছ আলোয় আকৃতিগুলো আগের চেয়ে অনেকখানি স্পষ্ট মনে হলো অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে। ওই যে সেই মঞ্চ। মঞ্চের ওপর বসে আছে ব্যাঙের মতো মোটোমবো। তার পিঠ আমার দিকে, গুহার ওদিকে তাকিয়ে আছে। ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় পেয়ে বসল আমাকে। লোকটা হয়তো ঘুমাচ্ছে, গুলি না করেও বোধহয় ক্যানুটা নিয়ে সরে পড়তে পারব। পেছন থেকে খুন করতে ইচ্ছে করল না, তা ছাড়া মোটোমবোর মাথাটা ঝুঁকে আছে সামনে, দেখা যাচ্ছে না। পিঠে

www.BanglaBook.org

একটা গুলি করলে মরবে তার নিশ্চয়তা কী? আরেকটা ব্যাপার, গুলি করলে গুহার ভেতরে রাইফেলের জোর আওয়াজ হবে, সেটা আমি চাইলাম না। কিন্তু আমি যখন এসব ভাবছি, ঠিক তখনই হঠাৎ করে ঘুরে বসল মোটোমবো।

হয়তো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে তাকে সতর্ক করে দিল। আমি কোনও আওয়াজ করিনি; বাইরে বৃষ্টির মৃদু টিপটিপ আওয়াজ ছাড়া গুহার ভেতরটা কবরের মতো নীরব। মোটোমবো ঘুরল, সঙ্গে সঙ্গে চমকাল বিজলি। সাদা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল সে আমাকে।

'ও, সেই সাদামানুষ,' সাপের মতো হিসহিস করে নিচু গলায় নিজেকেই যেন বলল মোটোমবো। 'সেই সাদামানুষ, যে অনেকে অনেককাল আগে গুলি করেছিল আমাকে। এখনও তার হাতে আগুনে অস্ত্র। হাহ! ভাগ্যের পরিহাস! দেবতা নিশ্চয়ই মারা গেছে। ...মরতেই হবে আমাকেও!' হঠাৎ করেই যেন এ-ব্যাপারে সন্দেহ জাগল মোটোমবোর মনে, শিঙা তুলল সে সাহায্য চেয়ে ফুৎকার দিতে

বিজলি চমকাল আবার, সেই সঙ্গে কড়-কড়-কড়াৎ করে কানফাটানো আওয়াজে নেমে এলো বজ্রের আঁকাবাঁকা তলোয়ার। লক্ষ্য যাতে স্থির থাকে সেজন্যে মনে মনে প্রার্থনা করলাম আমি, রাইফেলের নলের মাছি মোটোমবোর মাথায় তাক করে তর্জনী দিয়ে আলতো করে স্পর্শ করলাম ট্রিগার।

শিঙাটা ঠোঁটের কাছে তুলেছিল মোটোমবো, হাত থেকে পড়ে গেল শিঙা। মনে হলো কুঁকড়ে গেল মোটোমবো। আর নড়তে দেখলাম না তাকে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে ভাবলাম, স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, তাক ফস্কায়নি আমার। ভাগ্য আমার সহায় হয়েছে যদি হাতটা একটু কাঁপত, উত্তেজিত স্নায়ুর ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ না থাকত, যদি হ্যান্সের বাঁধা কাপড় ক্যাপ আর বারুদগুলোকে পানি থেকে রক্ষা করতে না পারত, তা হলে এই কাহিনি কখনোই লেখা হতো

www.BanglaBook.org

না. কল্লুবিদের গোরস্তানে কঙ্কালের সংখ্যা বাড়ত শুধু কয়েকটা।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, ভাবলাম মহিলা উপাসিকারা একটি গুহার দুপাশের ঘরগুলো থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবে, চিৎকার করে উঠবে আতঙ্কে। কিন্তু এলো না কেউ, মনে হলো বজ্রপাতের আওয়াজে চাপা পড়ে গেছে রাইফেলের গর্জন। বহুবছর ধরেই বোধহয় ওই মঞ্চে রাতদিন বসে বা শুয়ে আছে প্রাচীন মোটোমবো, নড়াচড়া নিশ্চয়ই কষ্টকর ছিল তার জন্য। সে কারণেই সূর্যাস্তের সময় গরম কাপড়ে মুড়িয়ে দেয়া হতো তাকে, আগুন জ্বালা হতো তাকে উষ্ণ রাখতে। শিঙার আওয়াজ না পেলে কেউ আসত না তাকে বিরক্ত করতে। হয়তো বিনা ডাকে কারও আসা নিয়মই নয়।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে দড়িতে বাঁধা ক্যানুটার দিকে এগোলাম, দড়ির বাঁধন খুলে ক্যানুতে উঠে পাটাতনে রাইফেল নামিয়ে তুলে নিলাম একটা বৈঠা, ওটা দিয়ে ক্যানু বেয়ে এগোতে শুরু করলাম গুহা-মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার বিজলি চমকাল। সেই উজ্জ্বল সাদা আলোয় মোটোমবোর মুখটা খুব কাছ থেকে দেখতে পেলাম; মাত্র কয়েক ফুট দূরে মোটোমবোর মুখ, হাঁটুর মধ্যে মাথাটা যেন গুঁজে রেখেছে। ওহ্, কী বিভৎস যে লাগল চেহারাটা দেখতে! কপালের ঠিক মাঝখানে নীল একটা দাগ। ওখান দিয়েই ঢুকেছে বুলেট। মোটোমবোর কোটরে বসা গোল গোল চোখগুলো সম্পূর্ণ খোলা, সেই চোখে আর আগুনের ঝিলিক দেখলাম না। ঝোপের মতো ঘন, ঝোলানো ভ্রূর নীচ দিয়ে আমাকেই যেন অপলক দেখছে মোটোমবো। বিরাট চোয়ালটা খুলে গেছে, বিশ্রীভাবে ঝুলে থাকা নীচের ঠোঁটের ওপর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে লাল টুকটুকে জিভ। ফোলা গালগুলোর কর্কশ চামড়ায় ধূসর-লাল ডোরাকাটা দাগ, অসংখ্য বাদামি ফুটকি।

মৃত মোটোমবোকে দেখে আরও ভয়ানক মনে হলো। আজ, এতকাল পরেও লাশটার কথা মনে পড়লে কখনও কখনও শিউরে

www.BanglaBook.org

উঠি। তবে মোটোমবোর রক্ত আমার হাতে লেগে নেই, এ-ব্যাপারে আমার বিবেক পরিষ্কার। মোটোমবো না মরলে নিরীহ মানুষগুলোর বাঁচবার কোনও উপায় ছিল না। মৃত্যুটা মোটোমবোর প্রাপ্য ছিল। আস্ত একটা শয়তান ছিল লোকটা, যেমন শয়তান ছিল জঙ্গলের সেই বনমানুষ-দেবতা। মরা মোটোমবোর সঙ্গে ওই বনমানুষটার চেহারায় অদ্ভুত মিল দেখে অবাক হতে হলো। খানিকটা দূরে যদি গরিলার মাথা আর মোটোমবোর মাথা পাশাপাশি রাখা যেত, তা হলে চট করে বলবার উপায় থাকত না কোনটা কে। সেই একইরকম ঝুলন্ত ভ্রূ, দাড়িহীন পিছিয়ে যাওয়া চিবুক, ঠোঁটের দু'কোণে হলদে শ্বদন্ত।

গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম বৈঠা বেয়ে। তবে আকাশছোঁয়া টিলার পাশেই থাকলাম। ভয় লাগল, যা করেছি সেটা না আবার চটজলদি জানাজানি হয়ে যায়। কান পেতে শুনলাম,-কোনও হৈ-চৈ-এর আওয়াজ নেই। বিজলির চমকে দেখে ফেলতে পারে আমাকে পাহারারত কেউ, সেই ভয়টাও কাজ করল মনে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দ্রুত সরে যাচ্ছে ঝড়ের কেন্দ্র, তবে ঘনঘন ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎ। দশমিনিট ওভাবেই টিলার গা ঘেঁষে লুকিয়ে থাকলাম, তারপর মনস্থির করলাম, ঝুঁকিটা নেব— ধীরে ধীরে বৈঠা চালিয়ে রওনা দিলাম ওপারের দিকে। খানিকটা পশ্চিমে থাকলাম গুহার মুখ থেকে। এগোলাম কালুবিদের গোরস্তানের পেছনের লম্বা একটা গাছকে তাক করে।

আমার আন্দাজ ভুল হলো না, সঙ্গীদের যেখানে রেখে গিয়েছিলাম, ঝোপের মধ্য দিয়ে সেখানেই চলে গেলাম তীরের কাছাকাছি। বৃষ্টিভেজা হালকা মেঘগুলোর আড়াল থেকে উঁকি দিল চাঁদ। রূপালী আলোয় আমাকে দেখতে পেল সবাই। একমুহূর্তের জন্যে আমার মনে হলো, অল্প পানি পার হয়ে স্বয়ং সেই গরিলা-দেবতা এসে গলুই খামচে ধরেছে নৌকাটা তীরে নিয়ে যাবার জন্যে। ঠিক যেন জঙ্গলের সেই ভয়াল বিভীষিকা, তবে খেয়াল করলে বোঝা যায়, আকারে একটু ছোট হয়েছে ওটা। এতক্ষণে মনে পড়ল ওটা

www.BanglaBook.org

কে ছুঁড়ে ফেললাম।

'আপনার কিছু হয়নি তো, বাস?' জিজ্ঞেস করল চাপা একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

'না,' জবাব দিলাম, 'হলে কি আর ফিরে আসতে পারতাম?' হ্যান্সের এই পরিণতিতে মজা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ভেজা রাতে এরকম চমৎকার উষ্ণ চামড়া গায়ে দিয়ে আরাম পাচ্ছ তো, হ্যান্স?'

চাপা কণ্ঠস্বর জবাব দিল, 'হায়, বাস, বলুন কী ঘটল এই দুর্গন্ধের মধ্যেও জানার জন্যে মরে যাচ্ছি আমি।'

'মেটোমবো মারা গেছে, হ্যান্স। ...স্টিফেন, আমাকে নামতে সাহায্য করো কাপড়গুলোও দিয়ো। ...মাভোভো, কাপড় পরব, রাইফেলটা নাও, ক্যানু ধরে রাখো, না হলে ভেসে যাবে।'

তীরে নেমে নলখাগড়া পার হয়ে ভেজা শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেললাম, গুটলি পাকিয়ে ভরে রাখলাম ওগুলো শুটিং কোটের মস্ত পকেটে, তারপর পরে নিলাম শুকনো কাপড়। একটু খসখসে ওগুলো, তবে উষ্ণ আবহাওয়ায় খারাপ লাগল না। পোশাক পরা হলে ফ্লাস্ক থেকে লম্বা চুমুক দিলাম ব্র্যান্ডিতে, খেয়ে নিলাম রাতের খাবার। সাঁতরে এসে খিদে লেগে গিয়েছিল : খাওয়াদাওয়ার পর কী ঘটেছে খুলে বললাম। প্রশংসা করতে শুরু করল সবাই। ওদের থামিয়ে দিয়ে বললাম, যেন পবিত্র-ফুলের গাছটা ক্যানুতে তুলে ফেলে। এরপর হ্যান্সের সাহায্য নিয়ে রাইফেলটায় গুলি ভরে নিলাম আবার গরিলার চামড়ার কব্জি দিয়ে আঙুল বের করে কাজটা করল হ্যান্স। নিপলে বসিয়ে নিলাম শেষ ক্যাপ। কাজটা শেষ হতেই ক্যানুতে অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দিলাম, শুইয়ে বসে বৈঠা বাইতে হাত লাগালাম ব্রাদার জন আর স্টিফেনের সঙ্গে।

গুহা থেকে কেউ যেন আমাদের দেখে না ফেলে, সেজন্যে ঘুরপথে পৌঁছুলাম গুহার মুখে। বেশিক্ষণ লাগল না পৌঁছুতে, পাথুরে দেয়ালের পশ্চিম দিক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম ভেতরে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারও কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ল না। নিভু-নিভু হয়ে জ্বলছে আগুনগুলো, আগেরই মতো কুঁকড়ে বসে আছে মেটোমবো। কোনও শব্দ না করে গুহায় ঢুকলাম আমরা। সারি বেঁধে রওনা দেবার আগে চরম আতঙ্ক নিয়ে মেটোমবোর ভয়ানক কুৎসিত লাশটা দেখল সবাই।

আগে আগে চললাম আমি, আমার পর পবিত্র-ফুলের মা, তাঁর পেছনে জঙ্গলের দেবতা চরিত্রে অভিনয়রত হ্যান্স, তারপর পবিত্র-ফুল বয়ে ব্রাদার জন ও স্টিফেন। সবার শেষে মাভোভো।

গুহায় যখন প্রথম আসি, তখনই খেয়াল করেছি একধারের আগুনের পাশে স্তূপ করে রাখা আছে অনেকগুলো মশাল। ওগুলো থেকে কয়েকটা নিয়ে জ্বাললাম আমরা, ক্যানুটা আবার আগের জায়গায় সেই ছোট্ট জেটির সঙ্গে বেঁধে রাখল মাভোভো।

আমার মনে হয়েছে, ক্যানু ওখানে দেখলে এমনও হতে পারে, আমরা পানির বাধা পার হয়ে এসেছি, সেটা আরও রহস্যময় দেখাবে।

সর্বক্ষণ আমার চোখ থাকল গুহার দু'পাশের ঘরগুলোর দরজার দিকে। আশঙ্কা করলাম, যে-কোনও সময় ওগুলো দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসবে মহিলারা। তবে এলো না তাদের কেউ। হয়তো ঘুমাচ্ছিল, বা উপস্থিত ছিল না গুহায়– কেন এলো না তা আজও জানি না।

নীরবে, নিঃশব্দে গুহার বাঁক ঘুরে এগিয়ে চললাম আমরা। অন্যদিকের মুখের কাছে এসে আলো দেখে নিভিয়ে ফেললাম মশালগুলো।

গুহার মুখ থেকে কয়েক পা দূরে পাহারা দিচ্ছে এক পঙ্গো যোদ্ধা। তার পিঠটা আমাদের দিকে। বৃষ্টিস্নাত মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়া চাঁদের দুর্বল আলোয় একেবারে শেষ মুহূর্তে আমাদের দেখল সে। এতো কাছ থেকে দেবতাদের মিছিল দেখে টুঁ শব্দ করতে পারল না লোকটা, ভয়ে-বিস্ময়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

www.BanglaBook.org

পরে কখনও জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি, তবে মনে হয় মাভোভো নিশ্চিত করেছিল, যাতে প্রহরী জ্ঞান ফিরে না পায়। খানিক এগিয়ে মাত্র ফিরে দেখলাম গেরস্তানের বাক্সে পাওয়া তমার বর্শার বদলে পঙ্গো যোদ্ধাদের লম্বা হাতলওয়ালা বড় একটা বর্শা আছে মাভোভোর হাতে।

যে-পথে এসেছিলাম, সে-পথেই রিকা শহরের দিকে এগিয়ে চললাম আমরা। আগেই বলেছি, এলাকাটা প্রায় জনশূন্য, যারা আছে, তারাও বোধহয় সন্ধ্যার পর শুয়ে পড়েছে কুটিরে ফিরে। পঙ্গোদের দেশে কোনও কুকুরও নেই যে ডাকাডাকি করে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে।

গুহা থেকে বেরিয়ে প্রহরীকে দেখবার পর রিকা শহর পর্যন্ত পৌঁছুতে গিয়ে একজন মানুষের সঙ্গেও দেখা হলো না। সারারাত যথাসম্ভব দ্রুত পা চালালাম সবাই। মাঝে মাঝে শুধু থামলাম অর্কিডের গাছ বহনকারী দু'জনকে একটু বিশ্রাম দিতে। কখনও কখনও স্বামীর বদলে বহন কাজে হাত লাগালেন মিসেস এভার্সলি। তবে শক্তিশালী তরুণ স্টিফেন সারা রাস্তা স্ট্রেচার বয়ে নিল। হ্যান্স কাবু হয়ে পড়ল গরিলার চামড়ার ওজনে। ওটা শুকিয়ে আকারে বেশ খানিকটা ছোট হয়ে গেলেও ওজন তেমন কমেনি। তবে বুড়ো হলেও শক্ত লোক আমাদের হ্যান্স, যা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে ভালভাবে পথ চলতে পারল ও। অবশ্য রিকা শহরের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বনদেবতার অনুকরণে হাতদুটো মাটিতে রেখে মাঝেমধ্যে গরিলাদের মতো চার হাত-পায়ে এগোতে হলো ওকে।

ভোরের আলো ফুটবার আধঘণ্টা আগে রিকা শহরের চওড়া, দীর্ঘ রাস্তায় পৌঁছে গেলাম আমরা। নরমাংস খাওয়ার সেই ভোজগৃহটা কারও চোখে ধরা না পড়েই পার হতে পারলাম। ভেজা-ভেজা ভোরে তখনও কেউ বের হয়নি তাদের বাড়ি ছেড়ে। জানি না ভোরে ওঠার সুফল না কুফল বলব এটাকে, বন্দরের একপাশে গাছের মধ্যে পৌঁছে যাবার পর বাগানে কাজ করতে বেরোনো এক মহিলা

www.BanglaBook.org

দেখল আমাদের। 'দেবতারা!' বলে কানফাটানো এক আর্তচিৎকার ছাড়ল সে 'দেবতারা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! সঙ্গে করে সাদামানুষদেরও নিয়ে যাচ্ছেন!'

চিৎকার মিলিয়ে যেতে যা দেরি, বাড়ি-ঘরের ভেতর থেকে একটা গুঞ্জন উঠতে শুনলাম। দরজায় দেখা দিল মানুষের মাথা। অনেকে ছুটে বেরিয়ে এলো তাদের বাগানে, চিৎকার করতে শুরু করল সবার সম্মিলিত চিৎকারে মনে হলো ভীষণ খুনোখুনি বেধে গেছে। তবে কেউ তারা আমাদের দিকে এগোল না ভয়ে।

'এগোও সবাই! জলদি!' চিৎকার করে নির্দেশ দিলাম : 'নইলে সর্বনাশ হবে'

পালিত হলো আমার নির্দেশ চার হাত-পায়ে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে চলল হতোদ্যম হ্যান্স। চামড়ার পোশাকের কারণে শ্বাস আটকে মরবার অবস্থা হয়েছে ওর। বিরাট গাছটা বয়ে এনে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ব্রাদার জন আর স্টিফেনও, তারপরও প্রায় ছুটে চলল দু'জন।

বন্দরে পৌঁছে জেটিতে আমাদেরকে নিয়ে আসা সেই ক্যানুটাই বাঁধা রয়েছে দেখলাম। লাফ দিয়ে ক্যানুতে উঠে পড়লাম সবাই, দেরি করবার উপায় নেই দেখে ছুরি দিয়ে কেটে দিলাম ক্যানু বেঁধে রাখবার দড়িটা, জেটিতে বৈঠা ঠেকিয়ে জোরে ঠেলা দিয়ে সরে এলাম তীর থেকে। ততক্ষণে শতশত মানুষ জেনে গেছে কী ঘটছে। তাদের মধ্যে অনেক সৈনিকও রয়েছে। তিনদিক থেকে আমাদেরকে প্রায় ঘিরে আছে তারা, কিন্তু সবাই এতো ভীত যে এগিয়ে এলো না কেউ। আমাদের রক্ষা করতে যথেষ্ট কাজে এলো হ্যান্সের বেশবাস।

পুবে মুখ তুলল সূর্য, সেই নতুন রোদে সবার মাঝখানে কোমবাকে দেখতে পেলাম, দৌড়ে আসছে সে বিরাট একটা বর্শা হাতে। সামনের দৃশ্যটা দেখে ক্ষণিকের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল বদমাশটা। তারপরই ঘটল ভয়ানক বিপর্যয় আরেকটু হলেই মারা পড়তাম সবাই।

www.BanglaBook.org

ক্যানুর গলুই বসে পুরু চামড়াটার ভেতরে গরমে আর দুর্গন্ধে জ্ঞান হারাতে শুরু করল ক্লান্ত হ্যান্স. শেষে নিরুপায় হয়ে গরিলার স্টাফ করা মাথাটার তল থেকে বের করে ফেলল নিজের মাথা এতে করে পঙ্গোদের দেবতার মাথাটা কাত হয়ে পড়ল ওর কাঁধের ওপর।

এক পলক দেখেই হ্যান্সের কুৎসিত চেহারাটা চিনে ফেলল কোমবা 'চালাকি! এটা চালাকি!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল চতুর শয়তান 'সাদা পিশাচরা দেবতাকে খুন করে পবিত্র-ফুল আর পবিত্র-ফুলের মাকে নিয়ে যাচ্ছে! দেবতার চামড়া গায়ে জড়িয়ে রেখেছে বাঁদরের মতো হলুদ লোকটা! নৌকার কাছে যাও! নৌকার কাছে যাও!'

'বৈঠা চলাও!' ব্রাদার জন আর স্টিফেনের উদ্দেশে চেঁচালাম আমি 'বাঁচতে চাইলে জলদি! ...মাভোভো. পাল টাঙাতে সাহায্য করো আমাকে।'

আমাদের কপাল ভাল, ঝড়ো সেই ভোরে তখন পঙ্গোদের তীর থেকে মাযিটুদের দেশের দিকে বইছে বাতাস। কিন্তু অনভ্যস্ততার কারণে মাস্তুলটা জায়গামতো বসিয়ে মাদুরের মতো পাল তুলতে বেশ সময় নিলাম মাভোভো আর আমি। ততক্ষণে বৈঠা বেয়ে তীর থেকে চারশো গজ মতো সরিয়ে আনতে পেরেছি আমরা ক্যানুটাকে : তীরের কাছে অনেকগুলো ক্যানু দেখলাম, সবগুলোতে পাল তোলা হয়ে গেছে, ধাওয়া করে আসছে আমাদের দিকে। সবার আগের ক্যানুটার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে শাপ-শাপান্ত করছে নতুন কালুবি কোমবা, মাথার ওপর তুলে নাড়ছে বিরাট একটা বর্শা। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। জানি, জলদি করে কিছু একটা করা না গেলে ধরা পড়ে যাব দক্ষ পঙ্গো নাবিকদের হাতে. খুন হয়ে যেতেও দেরি হবে না বোটেও; কাজেই পাল ঠিক রাখবার দায়িত্ব মাভোভোকে দিয়ে কোনওমতে ছুটে গেলাম গলুইয়ের কাছে, প্রায়-অচেতন হ্যান্সকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম

www.BanglaBook.org

পাটাতনে। মাত্র একটা চার্জ আছে আর আমার কাছে, বরং বলা ভাল, একটা ক্যাপ অবশিষ্ট আছে। ঠিক করলাম, ব্যবহার করব ওটা। সবচেয়ে বড় ক্যাপাসিটি তুলে ধরে ঠেকালাম ভারী রাইফেলটা, তাক করলাম কোমবার চিবুকে।

এতো দূর থেকে গুলি করবার জন্যে তৈরি হয়নি ইনটেম্বাবি, ওটার গুলি লক্ষ্য থেকে অনেকখানি নেমে যাবে দূরত্বের কারণে, কাজেই চিবুকে তাক করলে কোমবার শরীরে অন্তত লাগবে বলে আশা করলাম।

ততক্ষণে বাতাস পেয়ে ফুলে উঠেছে আমাদের ক্যানুর পাল; টালমাটাল ভাব কাটিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলেছে ছোট নৌযানটা। দু'পাশে তীর থাকায় পানিও বেশ শান্ত, ঠিক যেন বাতাসহীন দুপুরের নিথর পুকুর; বলতেই হয়, খুবই ভাল স্থির মঞ্চ পেলাম গুলি করবার জন্যে। তা ছাড়া, যতই ক্লান্ত থাকি না কেন, জরুরি প্রয়োজনের মুহূর্তে সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করি আমি। ঠিক যেন পাথরের একটা মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেলাম; আরেকটা ব্যাপার আমার পক্ষে কাজ করল। সূর্য উঠেছে আমার পেছনে, ফলে আলোর কোনও স্বল্পতা নেই। কড়া রোদ পড়েছে আমার লক্ষ্যবস্তুর ওপরে। শ্বাস আটকে রেখে স্পর্শ করলাম ট্রিগার।

বুম করে গর্জন ছাড়ল চার্জ। একটা মুহূর্ত পর নলের পাশ থেকে ধোঁয়া সরতেই দেখতে পেলাম কোমবাকে, দু'পাশে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে চিত হয়ে ধাওয়ারত ক্যানুর পাটাতনে পড়ে গেল সে।

তারপর যেন পেরিয়ে গেল দীর্ঘ একটা সময়, অন্তত আমার তা-ই মনে হলো। বাতাস বয়ে আনল লক্ষ্যে বুলেট আঘাত হানবার ভোঁতা 'থ্যাপ' আওয়াজটা। হয়তো আমার বলা উচিত হচ্ছে না, তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচার করলে লক্ষ্যভেদটাকে অসাধারণ নৈপুণ্যের প্রমাণ বলে ধরে নেয়া চলে। পরে জেনেছিলাম, যেখানে আঘাত হানতে চেয়েছিলাম, ঠিক সেখানেই আঘাত হেনেছে

www.BanglaBook.org

ইনটোম্বিরির বল— ঠিক কোমবার বুকের মাঝখানে, হৃৎপিণ্ডে।

সবদিক বিবেচনা করলে যে চারটে গুলি আমি করেছি পঙ্গোদের দেশে, ওগুলোই মার্কসম্যান হিসেবে আমার সারাজীবনের সেরা লক্ষ্যভেদ। প্রথম গুলি সে-রাতে ভেঙে দিয়েছিল গরিলা-দেবতার ডানহাত। চার্জটা পুড়তে বেশি সময় না নিলে প্রথম গুলিতেই মারা পড়ত দানবটা। দ্বিতীয় গুলিতে হৈ-হাঙ্গামার মধ্যেও মারা পড়ে দানব-দেবতা। তৃতীয় গুলিতে মারা যায় মেটোমবো। অনেকখানি সাঁতার কেটে গিয়ে পরিশ্রান্ত অবস্থায় বিদ্যুৎ-ঝিলিকের আলোয় গুলিটা করতে হয়েছিল আমাকে। আর চার নম্বরটা করেছি অনেক দূর থেকে চলন্ত একটা লক্ষ্যে। ওই শেষ গুলিতে খতম করতে পেরেছি ঠাণ্ডামাথার খুনি, বিশ্বাসঘাতক কোমবাকে, অসফল করে দিয়েছি পঙ্গোদের দেশে আমাদেরকে আটকে রেখে খুন করবার পর খেয়ে নেবার সুচতুর পরিকল্পনা।

প্রতিটা গুলিই করতে হয়েছে আমাকে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে। প্রতিবারই জানতাম, ভুল করলে চলবে না লক্ষ্যভেদে। সঙ্গে ছিল মাত্র চারটে পারকাশন ক্যাপ, কাজেই ওগুলো দ্বিতীয়বার ব্যবহারের কোনও সুযোগ ছিল না কখনোই।

জানি, অন্য কোনও রাইফেল দিয়ে ওরকম নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করতে পারতাম না, সে যত আধুনিক বা নিখুঁত রাইফেলই হোক। কিন্তু ছোট এই পার্ডি রাইফেলটা সেই ছোটবেলা থেকে ব্যবহার করেছি আমি, যে-কোনও মার্কসম্যান স্বীকার করবেন, আলাদা মূল্য আছে বহুদিন একই অস্ত্র ব্যবহারের ফলে আসা অভিজ্ঞতার। আমি যেন চিনি ইনটোম্বিকে, আর ইনটোম্বি চেনে আমাকে।

আজও আমার দেয়ালে ঝোলানো আছে রাইফেলটা। তবে এখন এই ব্রিচ-লোডিং অস্ত্রের যুগে ওটা ব্যবহার করি না আর। দুঃখের কথা হলো, এক স্থানীয় গানস্মিথকে ওটার লক পরিষ্কার করতে দিয়েছিলাম, সে-লোক আমার অনুমতি না নিয়েই ইনটোম্বিতে নতুন রং করে দিয়েছে, সেই সঙ্গে ঘষে বার্নিশ করে দিয়েছে

www.BanglaBook.org

ইনটোমবির স্টক— ওটার পুরোনো, রংজ্বলা আসল চেহারাটাই পছন্দ ছিল আমার, কিন্তু এখন ওটাকে দেখে প্রায় নতুন বলে মনে হয়। এবার আগের প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

গুলির আওয়াজে চটকা ভেঙে সচেতন হয়ে উঠল হ্যান্স, আমার দু'পায়ের ফাঁকে মাথা গলিয়ে দিয়ে কোমবাকে পড়ে যেতে দেখে দুর্বল গলায় বলে উঠল: 'ওহ্, দারুণ, বাস! দারুণ! আমি ঠিক জানি, আপনার যাজক বাবার ভূতও তাঁর শত্রুদের ওই আগুনের দেশে এতো চমৎকার ভাবে খুন করতে পারবেন না। দারুণ!' পাগলা বুড়ো আমার বুটজুতোয় চুমু খেতে হামলে পড়ল। বা বলা উচিত, ওগুলোর অবশিষ্টের ওপর প্রায় ঝাঁপ দিল। একটু সামলে উঠলে ওকে চাঙ্গা করে তুলতে ফ্লাস্কের অবশিষ্ট ব্র্যান্ডিটুকু দিলাম। ওটুকু গিলে আবার যেন নিজেকে ফিরে পেল ও। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল জঘন্য দুর্গন্ধময় চামড়াটা খুলে হাত-মুখ ধোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

কোমবার আকস্মিক মৃত্যু অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল ধাওয়াকারী পঙ্গোদের মধ্যে। কোমবা যে-ক্যানুতে পড়ে আছে, সেটা ঘিরে ধরল অন্য ক্যানুগুলো। নিজেদের মধ্যে দ্রুত আলোচনা সারল লোকগুলো, তারপর পাল নামিয়ে ফিরে চলল বন্দরের জেটির দিকে। কাজটা তারা কেন করল তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারব না আমি। হয়তো ভেবেছিল জাদু করে মেরে ফেলা হয়েছে কোমবাকে, হয়তো কোমবা শুধুই আহত হয়েছিল, ওষুধের জন্যে কোনও কবিরাজের কাছে তাকে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। হতে পারে 'দেবতার অনুমোদন' পাওয়া কোনও হবু কালুবির নেতৃত্ব ছাড়া হ্রদে বেরোনোর নিয়ম নেই তাদের। সেই হবু কালুবি হয়তো তীরে ছিল। এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, তাদের নিয়ম-রীতি অনুযায়ী মৃত কালুবিকে কোনও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবর দেবার জন্যে তীরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে পঙ্গোরা। আসলে ব্যাপারটা কী তা আমি জানি না। আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে নানারকম রহস্যময় নিয়ম

www.BanglaBook.org

আছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা জানা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ঘটনা যা-ই হোক, এর ফলে আমরা এগিয়ে থাকবার বিরাট একটা সুযোগ পেলাম, বেঁচে থাকার একটা সুযোগ পেলাম, নইলে মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত ছিল।

মোহনা পেরিয়ে খোলা হ্রদে বেরিয়ে আসবার পর একটানা জোরাল হাওয়া পেল আমাদের ক্যানুর পাল, দ্রুত এগিয়ে চললাম আমরা গন্তব্যের দিকে। দুপুরের পর খানিকটা পড়ে এলো বাতাস, তবে কপাল ভাল, বিকেল তিনটের আগে একেবারে থেমে গেল না। ততক্ষণে মাবিটু দেশের তীর বেশ কাছে চলে এসেছে। এমনকী আকাশ যেখানে দিগন্তের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে ছোট্ট একটা বিন্দুও দেখতে পেলাম। বুঝতে দেরি হলো না, ওটা টিলার ওপর রেখে আসা আমাদের সেই ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা।

সঙ্গে করে নিয়ে আসা অবশিষ্ট খাবারগুলো দিয়ে খাওয়ার পালা সেরে নিলাম সবাই, যতটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বিশ্রাম নিলাম। এর পর যা ঘটল সেটা বিচার করে বলতেই হয়, ওই বিশ্রামটুকু কাজে এলো খুব।

বাতাস পড়ে যেতেই কী মনে করে পেছনে তাকিয়েছি, দেখি হাওয়া পেয়ে দূর থেকে তরতর করে ছুটে আসছে– হ্যাঁ, আসছে পঙ্গোদের নৌবহর! তিরিশ-চল্লিশটা ক্যানু, প্রতিটাতে যোদ্ধা আছে অন্তত বিশজন করে।

পাল নামালাম না, কারণ, ধীরে হলেও হাওয়ার ঠেলায় এগোচ্ছি আমরা। শুধু বৈঠা বেয়ে এটুকু গতিও তুলতে পারব না। তা ছাড়া, বুঝতে আমাদের দেরি হলো না, শেষ চেষ্টার জন্য শরীরে খানিকটা শক্তি রাখা প্রয়োজন।

শঙ্কার সেই দুঃসহ সময়টা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে আমার। উত্তেজনার কারণে প্রতিটা খুঁটিনাটি বিষয় মনে রয়ে গেছে এতোকাল পরেও। এমনকী সে-সময় আমাদের মাথার ওপরের আকাশে রাতের ঝড়-পরবর্তী মেঘগুলো কী আকৃতির ছিল, সেটাও ভুলিনি। একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল ঠিক টরেট ভাঙা দুর্গের মতো দেখতে আরেকটা যেন স্টারবোর্ডের বো ভাঙা একটা জাহাজ। জাহাজটার দুটো মাস্তুল ভেঙে গেছে, একটা আছে, সেটাতে ছেঁড়াখোঁড়া পাল

বিরাট সেই কিরুয়া নামের হ্রদটা আজও যেন চোখের সামনে ভাসে। বিশেষ করে যেখানে দুটো স্রোত মিশেছিল। দুটো যেন দুটোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছিল, ওগুলোর সংঘাতে তৈরি হচ্ছিল ছোট ছোট ঢেউ, পরস্পরকে ধাক্কা মেরে যেন চিত হয়ে পড়ছিল ওই ঢেউগুলো হ্রদে ছিল ঝাঁক ঝাঁক ছোট মাছ। ওগুলোর মুখগুলো ছিল গোল, পেটগুলো ধবধবে সাদা হঠাৎ করে পানির ওপরে উঠে আসছিল সেই ছোট মাছের দল, লাফ দিচ্ছিল যেন অনুপস্থিত মাছিদের লক্ষ্য করে। মাছের কারণে হাজির হয়েছিল হালকা গড়নের গাঙের মতো বেশ কিছু পাখি। ওগুলোর মাথা ছিল কয়লার মতো কালো, পিঠগুলো সাদা, ধূসর ডানা, পা দুটো হাঁসের পায়ের মতো। সেই চামড়াজোড়া আঙুলওয়ালা পা দিয়ে ছোট মাছগুলোকে ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছিল পাখির দল, তুলে নেবার সময় অদ্ভুত কাতর সুরে ডাক ছাড়ছিল, সেই ডাক শেষ হচ্ছিল লম্বা 'ই-ই-ইই' আওয়াজে পালের নেতাটার বয়স ছিল অনেক, মাথার মতো পিঠের পালকও সাদা হয়ে গিয়েছিল ওটার, সেই পাখিটা সবার ওপর দিয়ে উড়ছিল, নিজে মাছ শিকারের ঝামেলায় যাচ্ছিল না, মাঝেমধ্যে অন্যগুলোর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে উদরপূর্তি করছিল

সেদিনের এরকম ছোট ছোট বিষয়গুলো আজও স্মৃতির আয়নায় ভেসে ওঠে আমার।

যা-ই হোক, বাতাস যখন একেবারেই থেমে গেল, তখনও তীর থেকে আন্দাজ তিন মাইল দূরে রয়ে গেলাম আমরা। বরং বলা উচিত, নলখাগড়ার জঙ্গল থেকে তিন মাইল দূরে থাকলাম। নলখাগড়ার বন অগভীর পানির ভেতরে সাত-আটশো গজ পর্যন্ত এগিয়ে আছে। আর পঙ্গোরা আছে আমাদের দেড় মাইল পেছনে। তবে আরও কয়েক মিনিট বাতাসের সহায়তা পেল পঙ্গো নৌবহর,

www.BanglaBook.org

তারওপর বৈঠা চালানের লোকের অভাব নেই তাদের, ফলে বাতাস যখন একেবারে স্তব্ধ হলো, তখন আমাদের সঙ্গে তাদের তফাৎ রইল বড়জোর মাত্র এক মাইল। তার মানে আরও চার মাইল এগোতে হবে তাদেরকে পানির ওপর দিয়ে, আর তীরে পৌঁছুতে আমাদের যেতে হবে তিন মাইল।

ক্যানুর ওজন কমাতে অকেজো পাল আর মাস্তুলটা ফেলে দিলাম আমরা। আকাশের অবস্থা দেখে ততক্ষণে বুঝে গেছি, আজ আর বাতাস পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রাণপণে বৈঠা চালাতে শুরু করলাম। ভাগ্য ভাল যে মহিলা দু'জনও বৈঠা বাওয়ায় হাত লাগাল। পবিত্র-ফুলের দ্বীপে যখন ছিল, তখন মাছ ধরতে গিয়ে পাহাড়ি হ্রদে ক্যানু চালিয়েছে দু'জনই, কাজেই সমস্যা হলো না কোনও। হ্যান্স এখনও অতিরিক্ত দুর্বল বলে ওকে পেছনে বসিয়ে দেয়া হলো একটা বৈঠা হাতে। হাল ধরবার কাজটা করবে ও। খানিকটা বেসামাল ভাবে হাল ধরল হ্যান্স।

পেছন থেকে কোনও ক্যানুকে ধাওয়া করে অন্য ক্যানু দিয়ে ধরে ফেলাকে বলা হয় খুব কঠিন একটা কাজ, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আমাদের শত্রু দক্ষ পঙ্গো নাবিকরা খুব দ্রুতই কমিয়ে আনছে মাঝখানের দূরত্ব। আমরা যখন নলখাগড়ার জঙ্গল থেকে আর এক মাইল দূরে, তারা তখন পৌঁছে গেল আমাদের আধমাইলের মধ্যে। যতই আমরা ক্লান্ত হলাম, দূরত্ব কমল তত দ্রুত। নলখাগড়ার জঙ্গলের দুশো গজের মধ্যে পৌঁছে দু'দলের ফারাক থাকল বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট গজ। এবার শুরু হলো আমাদের নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর সত্যিকারের প্রচেষ্টা।

খুব অল্প সময় প্রাণপণে বৈঠা চালালাম আমরা, তবে সময়টা কাটল চরম আতঙ্কে। ওজন আছে অথচ আপাতত অপ্রয়োজনীয়, এমন সবকিছুই ক্যানু থেকে ফেলে দিলাম আমরা; বাদ গেল না ক্যানুর পাটাতনের নীচে রাখা পাথরের ব্যালাস্ট এবং গরিলার ভারী চামড়াটাও। পরে টের পেলাম, আমাদের সপক্ষে গেছে কাজটা।

www.BanglaBook.org

গরিলার চামড়াটা ভারী হলেও ডুবতে শুরু করল বেশ ধীরে ধীরে। সামনের পঙ্গো ক্যানুটা এক মিনিটের জন্যে থামল তাদের দেবতার মহামূল্যবান চামড়া উদ্ধার করতে, তা করতে গিয়ে পেছনেরগুলোর এগোনোর পথও বন্ধ করে দিল। সেই সুযোগে বিশ-তিরিশ গজ এগিয়ে যেতে পারলাম আমরা।

'গাছটা ফেলো!' দূরত্ব আরও বাড়ানোর জন্যে চিৎকার করে নির্দেশ দিলাম।

বৈঠা চালাতে অনভ্যস্ত, ঘর্মাক্ত, ক্লান্তিতে দুর্বল স্টিফেনকে দেখাল বুড়ো মানুষের মতো। হাঁ হয়ে গেল বেচারা, আঁতকে উঠে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই! না! এতোকিছু করার পর এখন ওটা ফেলব না কিছুতেই!'

আর বললাম না ওকে কিছু। আসলে কিছু বলবার বা করবার সময় নেই তখন, সময় নেই শ্বাস ফেলবারও। নলখাগড়ার বনে ঢুকে পড়লাম আমরা। স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, পতাকাটা আমাদের পথের দিশা দেখাল। নলখাগড়ার ভেতরে জলহস্তির তৈরি সেই চওড়া পথটা ঠিকই বের করে নিতে পারলাম। পঙ্গোরাও চেনে ওই পথ, দ্রুত বৈঠা চালিয়ে আমাদের তিরিশ গজ পেছন থেকে সাক্ষাৎ ইবলিশের মতো তেড়ে এলো তারা। এখনও ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই যে, তীরধনুকের ব্যবহার কখনও শেখেনি পঙ্গোরা, আর তাদের বর্শাও ছুঁড়ে দেবার তুলনায় অতিরিক্ত ভারী, নইলে আমাদের মৃত্যু ঠেকাতে পারত না কেউ।

এদিকে মাযিতুদের বুড়ো সেনাপতি কাল্লা বাবেমবা আর তার সৈন্যরা খানিকক্ষণ আগেই দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে, দেখতে পেয়েছে জুলু শিকারীরাও। চিৎকার করে উৎসাহ দিতে দিতে অগভীর পানির ওপর দিয়ে দলবেঁধে ছুটে এলো তারা আমাদের দিকে। এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করল জুলু শিকারীরা। একটা গুলি লাগল আমাদের ক্যানুতে, আরেকটা ছুঁয়ে দিয়ে গেল আমার হ্যাটের ব্রিম। তবে তৃতীয় গুলিতে মারা পড়ল এক পঙ্গো যোদ্ধা।

www.BanglaBook.org

পঙ্গো সেনাপতিদের মধ্যে খানিকটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো এতে, কিন্তু তারপরও তাদের নির্দেশে আমাদের পেছনে ধেয়ে আসা থামাল না পঙ্গোরা।

পঙ্গোদের সামনের ক্যানুটা যখন আমাদের দশগজ পেছনে, তখনও তীর থেকে দুশো গজ দূরে রয়ে গেলাম আমরা। চট্ করে বৈঠা নামিয়ে দেখলাম, পানির গভীরতা চারফুটের বেশি নয়। চিৎকার করে বললাম, 'পানিতে নামো সবাই! পানিতে নেমে দৌড়াও! এটাই শেষ সুযোগ বাঁচার!'

লাফ দিয়ে পানিতে নেমে পড়ল সবাই এ-কথা শুনে। পেছনের দিকটা ধরে আড়াআড়ি ভাবে ক্যানুটাকে রাখলাম আমি জলহস্তির তৈরি পথে। আশা করলাম, পঙ্গোদের অগ্রগতি খানিকক্ষণের জন্যে হলেও রুদ্ধ হবে এতে।

সব হয়তো ঠিকমতোই ঘটত, কিন্তু ঝামেলা বাধিয়ে দিল স্টিফেন। কয়েক পা এগিয়েই ওর মনে পড়ল জানের জান সেই অর্কিডের কথা। শুধু নিজে একা অর্কিডের গাছ উদ্ধার করতে গেল না ও, সঙ্গে করে নিয়ে গেল ওর বন্ধু মাভোভোকেও

গাছটা নামাবার জন্যে ক্যানুতে উঠে পড়ল দু'জন। আর তখনই ওদের ওপর হামলে পড়ল পঙ্গো যোদ্ধারা। ক্যানুর পাশ থেকে বর্শা চালাল তারা স্টিফেন আর মাভোভোর বুক লক্ষ্য করে। মোটিসবার গুহার সেই পঙ্গো প্রহরীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা বর্শাটা দিয়ে পাল্টা আঘাত করল মাভোভো। গুরুতর আহত কিংবা নিহত হলো এক পঙ্গো যোদ্ধা। আরেক পঙ্গো পাথরের ক্যামাস্ট ছুঁড়ে মারল মাভোভোর দিকে। ভারী পাথরটা সজোরে মাথায় আঘাত করায় কাত হয়ে ক্যানু থেকে পানিতে পড়ে গেল মাভোভো, ডুবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নাকানি-চুবানি খেয়ে উঠল আবার, দেখে মনে হলো জ্ঞান হারাবে যখন-তখন।

ততক্ষণে বাবেমবার সৈনিকরা পৌঁছে গেছে ওর কাছে, তাদের কয়েকজন তীরের দিকে টেনে নিয়ে চলল ওকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবারে একা হয়ে গেল স্টিফেন, তা-ও অর্কিডের গাছটা ছাড়ল না, টেনে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। সুযোগটা নিল এক পঙ্গো যোদ্ধা, বর্শার ফলা গেঁথে দিল ওর অর্কিডে ও কাঁধে। আর কোনও উপায় নেই দেখে এবার গাছ ছেড়ে পিছাতে চেষ্টা করল স্টিফেন, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন অনেক!

ক্যানু আর নলখাগড়া, দু'দিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলল কয়েকজন পঙ্গো যোদ্ধা, এগোল বর্শায় গেঁথে ফেলতে। নিরুপায় আমার করবার কিছু থাকল না, আটকে গেছি আমি জলহস্তির খুরের আঘাতে তৈরি কাদাভরা একটা গর্তে। জুলু শিকারী বা মাযিটু যোদ্ধারাও স্টিফেনকে সাহায্য করবার তুলনায় বেশ খানিকটা দূরে!

মরতেই হতো স্টিফেনকে, বাঁচল শুধু তরুণী মিস হোপের অসম সাহসিকতায়। আমার খানিকটা সামনে ছিল মিস হোপ, ফিরে তাকিয়ে দেখেছে স্টিফেনের বিপদ, আর দেখেই পেছন ফিরে ছুটতে শুরু করেছে। মনে হলো বাচ্চার সমূহ বিপদ দেখে পানির ওপর দিয়ে ছুটে গেল ক্ষিপ্ত একটা মা চিতা।

স্টিফেন আর পঙ্গোদের মাঝখানে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মিস হোপ, উঁচু গলায় কথা বলতে শুরু করল দ্বীপের অ্যালবিনোদের কাছ থেকে শেখা পঙ্গো ভাষায়। কী বলল তা ঠিকমতো শুনতে পেলাম না ছুটে আসা মাযিটু সৈনিকদের রণহুঙ্কারে, তবে যা বুঝলাম, তা হচ্ছে: পবিত্র-ফুল রক্ষার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষদের একজন হিসেবে ভয়ঙ্কর দৈব অভিশাপ দিচ্ছে সে পঙ্গো যোদ্ধাদের।

কাজ হলো তাতে, মিস হোপের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করল পঙ্গো যোদ্ধারা আপ্তবাক্যের মতো। ভয়ে, বিস্ময়ে দৈহিক-মানসিকভাবে কেমন যেন অসাড় হয়ে গেল কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকগুলো। পরে মিসেস এভার্সলি কিংবা মিস হোপের কাছে জিজ্ঞেস করে কখনোই জানতে পারিনি সেই মহাবিপদের সময় কী বলেছিল সাহসী তরুণী।

পঙ্গোদের যারা মিস হোপের কথা শুনল, তাদের মধ্যে স্টিফেনের হবু হত্যাকারীরাও থাকল। আক্রমণোদ্যত হাত স্থির হয়ে

www.BanglaBook.org

গেল তাদের, ঘাড় ফিরিয়ে তরুণী উপাসিকার দিকে তাকাল তারা। মনে হলো পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দৈববাণী শুনছে তাদের হৃদয়ের সুযোগে আহত স্টিফেনকে সরিয়ে নিয়ে এল মিস হোপ। পুরোটা সময় উল্টো হাঁটল মেয়েটা, একবারের জন্যেও চোখ সরাল না পঙ্গো যোদ্ধাদের ওপর থেকে।

সম্ভবত এটাই আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে কৌতূহল-উদ্দীপক উদ্ধার অভিযান।

তবে এ-কথা না বললেই নয়, পবিত্র-ফুলটা রয়ে গেল পঙ্গোদের কাছেই। ওটা নিজেদের একটা ক্যানুতে তুলে নিল তারা, ফিরতি পথ ধরল সেই ক্যানু। এখানেই সমাপ্ত হলো আমার অর্কিড অনুসন্ধান, সেই সঙ্গে রুদ্ধ হলো দুর্লভ-দুর্মূল্য ফুলটা বিক্রি করে বড় অঙ্কের টাকা কামাবার দ্বার। এখনও ভাবি, কী হলো ওই ফুলের গাছটার। মন বলে, পবিত্র-ফুলের দ্বীপে নিয়ে গিয়ে আবার ওটাকে মাটিতে বসানো হয়নি, পঙ্গোরা যখন ছড়িয়ে পড়ল, তখন অনেককাল আগে যেখান থেকে ওই ফুলের গাছ তারা এনেছিল, আফ্রিকার সেই দুর্গম-গহীন এলাকাতেই সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ওটাকে।

যা-ই হোক, এভাবেই মিস হোপের অসম সাহসিকতায় উদ্ধার পেল আহত স্টিফেন। আমি বুঝে গেলাম, স্টিফেনের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে মিস হোপ, নইলে ওভাবে বেপরোয়ার মতো জীবনের ঝুঁকি নিতে পারত না কখনও।

মাযিটু ও জুলু শিকারীদের সাহায্য নিয়ে শেষপর্যন্ত তীরে পৌঁছুলাম আমরা; ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল হ্যান্স আর মহিলারা। শরীরে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু ব্যয় করে সাধ্যমতো স্টিফেন আর মাভোভোর চিকিৎসা করল ব্রাদার জন।

এবার শুরু হলো নলখাগড়ার সেই ভয়ঙ্কর লড়াই।

সংখ্যায় পঙ্গো যোদ্ধারা মাযিটু সৈনিকদের চেয়ে কম নয়, হিংস্র আক্রোশে আমাদের দিকে ছুটে এলো তারা এবার। পঙ্গোরা জেনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে, তাদের বন-দেবতাকে খুন করা হয়েছে, খুন করা হয়েছে তাদের পবিত্র মোটেমবোকে, সরিয়ে আনা হয়েছে তাদের পবিত্র-ফুলের মাতাকে, কাজেই সর্বহারার মতো বেপরোয়া হয়ে লড়তে চাইল তারা।

জলহস্তির তৈরি পথটা দিয়ে একটার বেশি ক্যানু একবারে আসতে পারবে না বুঝে যার যার ক্যানু থেকে নলখাগড়ার জঙ্গলে লাফ দিয়ে নামল পঙ্গো যোদ্ধারা, অগভীর পানি ভেঙে রক্তপানি করা গর্জন করতে করতে তেড়ে এলো তীরের দিকে। বসে নেই মাযিটু যোদ্ধারাও, চিরশত্রু পঙ্গোদের মুখোমুখি হতে কনা সেনাপতি বাবেমবার নেতৃত্বে রণহুঙ্কার ছেড়ে এগোল তারাও।

যুদ্ধটাকে পরিকল্পিত বলব না, বরং বলা উচিত সামনাসামনি খণ্ডযুদ্ধ শুরু হলো দু'পক্ষের ভেতর।

দৃশ্যটা আজও চোখে ভাসে আমার। নলখাগড়ার জঙ্গলের ওপর দিয়ে পঙ্গো আর মাযিটু সৈনিকদের মাথা দেখা যাচ্ছে শুধু, পরস্পরকে তাদের বিরাট বর্শাগুলো দিয়ে গেঁথে ফেলতে চেষ্টা করছে যোদ্ধারা। একটা মাথা অদৃশ্য হবার আগে পর্যন্ত শেষ হচ্ছে না লড়াই। মরণপণ লড়ছে সবাই।

সেই লড়াইয়ে খুব কম যোদ্ধাই আহত হয়েছিল। যারা আহত হয়ে পড়ে গেছে, তাদের বেশিরভাগই কাদা বা পানিতে ডুবে মারা গেছে।

পানিতে অভ্যস্ত বলে মাযিটুদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকল পঙ্গোরা, তাদের দিকেই হেলতে শুরু করল জয়ের পাল্লা; পেছাতে বাধ্য হলো মাযিটুরা।

তবে সেদিনের লড়াইয়ের ফলাফল পঙ্গোদের বিরুদ্ধে গেল শুধুই জুলু শিকারীদের আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে। আমি নিজে যদিও রাইফেল তুলতে পারলাম না অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে, কিন্তু জুলু শিকারীদের আমার কাছাকাছি ডেকে এনে কোথায় কখন গুলি করতে হবে, সে-নির্দেশ দিতে পারলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুলির গর্জন, সেই সঙ্গে তাৎক্ষণিক মৃত্যু সাঙ্ঘাতিক আতঙ্কিত করে তুলল পঙ্গোদের। বারো-চোদ্দোজন লড়াকু পঙ্গো পড়ে যেতেই দমে গেল তাদের সহযোদ্ধাদের মন, পেছাতে শুরু করল তারা, সেনাপতিদের নির্দেশে ঝটপট উঠে পড়ল ক্যানুগুলোয়, অপেক্ষায় থাকল একটা বিশেষ সঙ্কেতের জন্যে। বিশেষ দেরিও হলো না তাদের সঙ্কেতটা পেতে, বৈঠা তুলে নিয়ে আমাদেরকে গালাগালি করতে করতে তীর থেকে ক্যানু সরাতে শুরু করল তারা। একটু পরে বিশাল হ্রদের বুকে ছোট ছোট বিন্দুর মতো দেখাল ক্যানুগুলো, তারপর মিশে গেল দিগন্তে।

দুটো ক্যানু আটক করতে পেরেছি আমরা, সেই সঙ্গে বন্দি হয়েছে ছয়-সাতজন পঙ্গো। সঙ্গে সঙ্গে বন্দিদের মেরে ফেলতে চাইল মাযিটুরা, কিন্তু রাজা বাউসির রক্তের ভাই বলে ব্রাদার জনও যেহেতু রাজা, তার নির্দেশও যেহেতু রাজা বাউসির নির্দেশের মতোই মানতে হবে, কাজেই ব্রাদার জনের নির্দেশে শেষপর্যন্ত হাত বেঁধে বন্দি হিসেবে আটক রাখা হলো ধরা পড়ে যাওয়া পঙ্গো যোদ্ধাদের।

আধঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী একটা যুদ্ধ।

বাকি দিন কী ঘটল তা আর লিখে রাখতে পারিনি আমি। বারবার অচেতন হয়ে পড়লাম অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে। তাতে বিস্মিত হবার কোনও কারণ আসলে নেই, পঙ্গোদের দেশে পৌঁছুনোর জন্যে হ্রদের তীরে এসে পৌঁছুনোর পর সাড়ে চারদিন পার হয়েছে, এই সাড়ে চারদিনে সার্বক্ষণিক মানসিক-শারীরিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে আমাকে।

জীবনে যেসব অভিযানে গিয়েছি, সেগুলোর কোনওটাতেই কখনও এরকম চাপে থাকিনি পরপর কয়েকদিন, এটা হলফ করে বলতে পারি। ভাগ্যটা আমাদের খুবই ভাল যে এতো বিপদের মুখোমুখি হয়েও শেষ পর্যন্ত নিরাপদে ফিরতে পেরেছি প্রায় সবাই।

জ্ঞান হারানোর আগে রক্তভরা স্যামিকে দেখতে পেলাম, সেটাই শুধু মনে আছে। ওর পরনে নীল সুতির স্মক, লড়াই শেষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবার পর স্বভাবসুলভ স্মার্ট ভঙ্গিতে এসে হাজির হলো– ঠিক যেন বৃষ্টি শেষে রোদ ওঠায় উড়তে শুরু করা আনন্দিত প্রজাপতি

'মিস্টার কোয়াটারমেইন, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ওই কঠিন কষ্টের পর নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হওয়ায়। আপনি যতদিন ছিলেন না, ততদিন; বলা উচিত রাতেও, মশারা যখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনও আপনার নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা করেছি আমি। এবং এ-কথা বলা যায়, মিস্টার কোয়াটারমেইন, সে-কারণেই হয়তো ফিরতে পেরেছেন আপনারা'। যে-কারণে কবি বলেছিলেন, 'যারা খাবার এগিয়ে দেয়, খাবার বেড়ে দেয়, তারা প্রায় বাবুর্চির মতোই ভাল।'

এ-কথাগুলো কানে ঢুকল আমার; চেতন-অচেতনের মাঝখানে আমার মগজে যেন গেড়ে বসল টুকরো টুকরো শব্দের পর শব্দ বোধহয় সবটাই ছিল আমাদের অনুপস্থিতিতে স্যামির তৈরি করা বিরাট বক্তৃতার সামান্য অংশমাত্র– জানি না। তবে এটা জানি, আমরা ফিরব ভেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিরাট একটা লেকচার তৈরি করবে স্যামি, এতে সন্দেহ করবার উপায় নেই।

উনিশ

সত্যিকারের পবিত্র-ফুল

আবার যখন নিজেকে ফিরে পেলাম, ঘুম ভেঙে দেখলাম, পেরিয়ে গেছে পনেরো-ষোলো ঘণ্টা, নতুন দিনের সূর্য উঠে এসেছে প্রায় মাথার ওপরে। চিকন ডাল আর পাতার তৈরি নরম একটা বিছানায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুয়ে আছি আমি, সেই পতাকা ওড়ানো ঢিবিটার পায়ের কাছে কাছেই বসে নিজের রান্না করা মাংসের বিরাট এক ভোজ সাঁটছে হ্যান্স। খুশি হয়ে উঠলাম ওর পাশে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা মাভোভেকে দেখে। বুঝতে দেরি হলো না, গুরুতর আহত হয়নি ও। যে-পাথরটা ছুঁড়ে মারা হয়েছিল, সেটার আঘাত পাতলা করোটির যে-কোনও সাদামানুষকে খুন করতে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু মভোভেকে শুধু কিছুক্ষণের জন্যে হতভম্ব করে দিয়েছে, সেই সঙ্গে ছড়ে দিয়েছে চামড়া। এর একটা কারণ হতে পারে ওর মাথার চারপাশের আঠার তৈরি বালা। একটা নির্দিষ্ট বয়সে বা গোত্রের কাছ থেকে সম্মান লাভের পর সব জুলু পুরুষই চুলে সেলাই করে ওই বালা মাথায় পরে।

হ্রদের তীরে যে-দুটো তাঁবু আমরা নিয়ে এসেছিলাম, সে-দুটো খানিকটা দূরে দেখতে পেলাম। সূর্যের আলোয় সুন্দর লাগল ওগুলো দেখতে, মনে হলো ভেতরে যারা আছে, তারা অশান্তিতে নেই। চোখের কোণে আমি নড়েছি দেখে স্যামির তৈরি করা কফির বড় একটা মগ নিয়ে ছুটে চলে এলো হ্যান্স। বুঝলাম, ওরা ভালমতোই জানে, আমার ক্লান্তির ফলে যে অচেতনতা সেটা স্বাভাবিক ঘুমে পরিণত হয়েছিল।

কফিটুকুর শেষ ফোঁটাও গিলে নিলাম। মনে হয় না সারাজীবনে কখনও ওই কফির চেয়ে বেশি তৃপ্তির সঙ্গে গিলেছি কোনও পানীয়। কফি শেষ করে ভাজা মাংস খেতে খেতে হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ঘটেছিল।

'বেশি কিছু না, বাস,' জবাবে বলল হ্যান্স। 'শুধু এটুকুই যে, মরার কথা থাকলেও বেঁচে আছি আমরা। স্যাম আর মিসি এখনও ঘুমাচ্ছেন ওই তাঁবুতে। অন্তত স্যাম ঘুমাচ্ছেন। মিসি সাহায্য করছেন তাঁর বাবা ভণ্ডটাকে। দু'জনে মিলে বাস স্টিফেনের মারাত্মক ক্ষতটা পরিষ্কার করছেন। পঙ্গোরা চলে গেছে। মনে হয় না আর ফিরবে। সাদামানুষদের অস্ত্রের কারণে অনেক ক্ষতি হয়েছে তাদের

www.BanglaBook.org

মাযিটুরা ওদের সৈনিকদের যে-ক'টা লাশ পেয়েছে, সেগুলো কবর দিয়েছে; আর আহতদের স্ট্রেচারে করে ফেরত পাঠিয়েছে বেহ শহরে। ওরকম মোট দু'জন ছিল মাত্র। আর কিছু না, বস।'

আগে কখনও এতো অপরিষ্কার মনে হয়নি নিজেকে; সেরে নিলাম গোসল। পাহাড়ি গুহায় মোটোমবোকে খুন করতে যে-পোশাকে গিয়েছিলাম, সেই কাপড়গুলো রোদে শুকিয়ে রেখেছে হ্যান্স, পরে নিলাম ওগুলো। হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করলাম, এই অভিযানের পর কেমন আছে ও।

'পেট ভরে খেতে পেরে এখন যথেষ্ট ভাল, বাস,' বলল হ্যান্স। 'তবে হাত আর কব্জি ছিলে গেছে বেবুনের মতো হামাগুড়ি দিতে গিয়ে। আর, কিছুতেই সেই দেবতার পচা চামড়ার দুর্গন্ধ নাকের সামনে থেকে দূর করতে পারছি না। ওহ্, বাস, আপনি জানেন না কীরকম সেই দুর্গন্ধ! আমি যদি সাদামানুষ হতাম, তা হলে কবেই মরে যেতাম! কিন্তু, বাস, আপনি হয়তো ভাল করেছেন এই অভিযানে বুড়ো হ্যান্সকে সঙ্গে এনে। ছোট রাইফেলের ব্যাপারে বুদ্ধি খাটিয়েছি আমি, খাটাইনি? আর ওই কুমিরভরা পানিতে সাঁতার কাটার ব্যাপারেও... যদিও এটা সত্যি যে মাকড়সা আর মথ দিয়ে আপনার যাজক বাবাই আমাকে বুদ্ধিটা শিখিয়েছেন। ...এখন মাযিটু জেরি বাদে আমরা সবাই নিরাপদে ফিরে এসেছি। ওই মাযিটু জেরি মরেছে তাতে কী, ওর মতো আরও অনেক মাযিটু আছে। অবশ্য বাস স্টিফেন কাঁধে আঘাত পেয়েছেন, আর ব্র্যান্ডির চেয়েও প্রিয় তাঁর ওই ভারী ফুলটাও হারিয়েছেন।'

'সত্যি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ভাল করেছিলাম,' ওকে বললাম। 'তোমাকে সঙ্গে না নিলে খুন করে আমাদের খেয়ে ফেলা হতো, পঙ্গোদের দেশ থেকে ফিরতে পারতাম না আর কখনও। সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, বুড়ো বন্ধু। ...কিন্তু, হ্যান্স, পরেরবার দয়া করে রওনা হবার আগেই সেলাই করে নিয়ো তোমার ওয়েইস্ট কোটের পকেটের ফুটো। ...চারটা ক্যাপ যথেষ্ট ছিল না, হ্যান্স।'

www.BanglaBook.org

'না, বাস, যথেষ্ট ছিল। ওগুলোর সবগুলোই কাজের ছিল। যদি চল্লিশটা ক্যাপও থাকত, এর চেয়ে ভাল কিছু করতে পারতেন না আপনি। আহ্, আপনার মাস্টার বাবা এসব জানতেন, আর তাই তিনি চাননি এই বুড়ো হটেনটট বেচারাকে দরকারের চেয়ে বেশি ওজন বইতে হোক। উনি জানতেন, আপনি ভুল জায়গায় গুলি করবেন না, বাস। আর ওখানে একজন দেবতা, একজন শয়তান আর একজন লোক ছিল খুন করবার মতো, সেটাও অজানা ছিল না তাঁর।'

হ্যান্সের কাছে আমার বাবা যে সন্ত হয়ে গেছেন সেটা আগেই জানি। কথায় কথায় আমার বাবা স্বর্গ বা নরক থেকে কী করেছেন, কী করছেন এবং কী করবেন, সেটা না বললে হ্যান্সের চলে না। হেসে ফেললাম একান্ত নিজস্বতায় ওকে নিজের যুক্তি ব্যাখ্যা করতে দেখে।

কোট গায়ে দিয়ে হাজির হলাম স্টিফেনকে দেখতে। তাঁবুর দরজায় ব্রাদার জনের সঙ্গে দেখা হলো। অর্কিড গাছের স্ট্রেচার বয়ে আনতে দিয়ে খুব ছড়ে গেছে বেচারার কাঁধ আর হাত, তবে এ ছাড়া তাকে যথেষ্ট সুখী দেখাল। চেহারা থেকে যেন ঝরে ঝরে পড়ছে নির্মল আনন্দ। স্টিফেনের ক্ষতটা পরিষ্কার শেষে সেলাই করে দিয়েছে, জানাল ব্রাদার জন। শুকাতে শুরু করেছে ক্ষত। বর্শার ফলা এদিক দিয়ে ঢুকে মাংস ফুঁড়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেও ওর কপাল ভাল যে, কোনও ধমনী ছেঁড়েনি।

তাঁবুতে ঢুকে বেশ উৎফুল্ল অবস্থায় পেলাম স্টিফেনকে। রক্তক্ষরণের দুর্বলতা আর ক্লান্তি সত্ত্বেও মিস হোপের সান্নিধ্যে সুখী দেখাল ওকে। কাঠের বড় চামচে করে ওকে মাংস আর তরিতরকারীর সুপ খাওয়াচ্ছে মিস হোপ। বেশিক্ষণ থাকলাম না তাঁবুতে, বিশেষ করে হারানো অর্কিড গাছের কথা তুলে উত্তেজিত হয়ে উঠছে বুঝে ওকে নিশ্চিন্ত করতে জানালাম, ওই অর্কিড গাছের এক পট বীজ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি আমি।

কথাটা জেনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল স্টিফেন। হৈ-হৈ করে উঠে বলল, 'ত হলেই দেখো, অ্যালান! তুমি বীজের কথা মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেখে সাবধান হয়েছ, অর আমি অর্কিডিস্ট হওয়ার পরেও বোকার মতো ভুলে মেরে দিয়েছি ব্যাপারটা!'

জবাবে বললাম, 'বন্ধু, এতদিন বেঁচে থেকে এটুকু শিখেছি যে কিছু বয়ে নিতে পারলে সেটা ফেলে যেতে হয় না। অর্কিডিস্ট না হলেও এটা জানি যে শুধু মূল গাছের শেকড় থেকেই নতুন গাছ হয় না, অন্যভাবেও হয়। গাছের শেকড় পকেটে রাখা না গেলেও ফুলের বীজ ঠিকই রাখা যায়।'

এবার বাতাস ঢোকে না এমন শুকনো কৌটোয় কীভাবে বীজগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে তা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে শুরু করল স্টিফেন। ওর কথা শেষ হবার আগেই রীতিমতো জোর করে তাঁবু থেকে আমাকে ভাগিয়ে দিল মিস হোপ।

বিকেলে একটা মিটিং হলো, তাতে সিদ্ধান্ত হলো: দেরি না করে বেয়া শহরের দিকে রওনা হয়ে যাওয়া উচিত আমাদের। এর মূল কারণ দুটো। এক, জায়গাটায় ম্যালেরিয়া রোগবাহী মশার কোনও অভাব নেই। দুই, আবারও ফিরে আসতে পারে পঙ্গো নৌ-বহর।

ভারবহনের লোকের অভাব নেই, আর তৈরি হতেও বেশি সময় লাগল না, কাজেই দেরি না করে স্টিফেনকে বয়ে নেবার জন্যে বানানো হলো একটা স্ট্রেচার, তার পরপরই রওনা হয়ে গেলাম সবাই। মিসেস এভার্সলি আর মিস হোপ চলল গাধা দুটোর পিঠে। পায়ের আঘাতটা কষ্ট দিচ্ছে বলে ব্রাদার জন চাপল এ-ক'দিন বসে খেয়ে মোটাতাজা হয়ে ওঠা তার সাদা ষাঁড়ের পিঠে। আর আহত নায়ক স্টিফেনকে নেয়া হলো স্ট্রেচারে করে বয়ে। বুড়ো সেনাপতি কানা বাবেমবার পাশে হেঁটে চললাম আমি, আলাপ করলাম পঙ্গোদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি নিয়ে।

পঙ্গো দেশে কী কী ঘটেছে সব শুনে বলায় খুশি হয়ে উঠল বাবেমবা, বিশেষ করে মোটোমবোর মৃত্যুটা তার অনুরোধে তিন তিনবার বলতে হলো। তৃতীয়বার শোনানোর পর নিচু গলায় বাবেমবা বলল, 'সর্দার মাকুমাযানা, বিরাট মাপের মানুষ আপনি, আপনার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

এই জীবনে দেখা হলো বলে খুশি আমি। আপনি যা করেছেন, তা আর কোনও মানুষ করতে পারত না।'

ভুল বুঝল প্রশংসাটা পেয়ে, ওকে বিরেমের কাছে পরিষ্কার থাকবার জন্যে এই অভিযানে হ্যান্সের কৃতিত্ব জানালাম তাকে

বরেমবা তখন বলল, 'হ্যাঁ, গোলচে দাগওয়ালা সাপ খুব চতুর বলে উপকার হয়েছে, কিন্তু আপনি করেছেন যা করার সেসব : একটা পরিকল্পনা করা মাথার কী দাম, যদি সেই পরিকল্পনা কাজে লাগানোর শক্তি কারও না থাকে? মগজওয়ালা লোকের সঙ্গে সাহসী লোকের তুলনা চলে না। যে মগজ খাটাল, সে তো আর আক্রমণ করতে পারল না। গোলচে দাগওয়ালা সাপের মন হামলা করার মতো সাহসী না। সাপের যদি হাতির মতো শক্তিশালী আর বুদ্ধি থাকত, সাপ যদি বাফেলোর মতো ভয়ঙ্কর সাহসী হতো, তা হলে দুনিয়ায় কয়েকদিন পর মাত্র একটা জীবই থাকত কিন্তু, মাকুমাযানা, দুনিয়া যে বানিয়েছে, সে এটা জানত, সেজন্যে সাপদের অন্যরকম ভাবে তৈরি করেছে।'

একঘণ্টা পথচলার পর চাঁদ ওঠার অপেক্ষায় থামলাম আমরা। রাত দশটায় উঠল চাঁদ, আবার রওনা হলাম। রাতের অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় পথ চললে আহত স্টিফেনের কষ্ট কমবে ভেবে ভোরের আগে পর্যন্ত এগোনোর সিদ্ধান্ত হলো। সামনে, পেছনে, দুপাশে আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল মাযিটু যোদ্ধারা। চাঁদের নরম, শীতল আলোয় ছবির মতো সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরা চওড়া ঢাল বেয়ে আমাদের রাজকীয় শোভাযাত্রা চলেছে বলে মনে হলো।

বেযা শহর পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছুলাম, সে-বর্ণনায় আর যাব না, কারণ পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। শুধু এটুকুই বলব, স্টিফেনের তেমন কোনও অসুবিধে হলো না।

আমার জীবনে দেখা সেরা ডাক্তারদের একজন ব্রাদার জন। সে মতামত দিল, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে স্টিফেন। আমি অবশ্য খেয়াল করলাম, প্রচুর খাওয়াদাওয়ার পরেও সেভাবে শক্তি ফিরে পাচ্ছে না

www.BanglaBook.org

ও। মিসেস এভার্সলি যেহেতু রোগীর সেবা করতে তেমন একটা অভ্যস্ত নন, স্টিফেনের সেবা-যত্নের দায়িত্ব পড়ল মিস হোপের ওপর। মিস হোপের মুখে শুনলাম, খুব কষ্টই পাচ্ছে স্টিফেন নিজেও তা-ই আবিষ্কার করলাম।

'ও অ্যালান,' একদিন বলল মিস হোপ, 'আপনার ছেলে স্টিফেন অসুস্থ। (জানি না কেন, স্টিফেনকে আমার ছেলে বলে মিস হোপ) বাবা বলছেন বর্শার ক্ষতটার কারণে এরকম হয়েছে, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, বর্শার খোঁচার চেয়ে বেশি কিছু হয়েছে ওর। ভেতরে ভেতরে অসুস্থ ও।' মিস হোপের ধূসর চোখের জল আমাকে বলে দিল, যা বলছে মন থেকে বলছে তরুণী।

আসলেই তা-ই, কারণ 'আমর' বেথা শহরে পৌঁছানোর পরের রাতে আফ্রিকার খারাপ ধরনের একরকম জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ল স্টিফেন। শারীরিক দুর্বলতার কারণে আরেকটু হলে রোগের প্রকোপে মারাই পড়তে হতো ওকে।

সন্দেহ নেই, কুমিরে ভরা ওই নোংরা পানির খাল থেকেই রোগটার সংক্রমণ হয়েছে ওর দেহে।

একটু আগে ফিরে যাই। বেথা শহরে আমাদের সম্বর্ধনাটা হলো সত্যিই রাজসিক, গোটা জনগোষ্ঠী এসে হাজির হলো রাজা বাউসির সঙ্গে। সবাই শহরের বাইরে এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে স্বাগত জানাল আমাদের, শেষে স্টিফেনের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে না চেঁচাতে অনুরোধ করতে হলো তাদের।

দ্রুত আনুষ্ঠানিকতার পালা সেরে আগে যেখানে ছিলাম, রাজা বাউসির অতিথিশালা সেই কুটিরগুলোতে উপস্থিত হলাম আমরা। মনটা ভিজে গেল সহজ-সরল মাযিটুদের আন্তরিক ব্যবহারে। খুশিমনে মহানন্দে মাযিটুদের মাঝে কিছুদিন থাকতে পারতাম আমরা, কিন্তু স্টিফেনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম বলে সম্ভব হলো না নিশ্চিন্তে থাকা। পুরো একটা মাস অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকল স্টিফেন।

www.BanglaBook.org

বেথায় পৌঁছুনোর পর অখণ্ড অবসরে ডাইরির পাতা ভরে তুললাম আমি অকিঞ্চিত অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ লিখে।

তবে, এখন আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাব। শহরে চলে আসবার দশদিনের মধ্যেই হতাশ হয়ে আমরা ধরেই নিলাম, মারা যাচ্ছে স্টিফেন। ডারবান থেকে নিয়ে আসা প্রচুর কুইনিন আর অন্যান্য ওষুধ থাকবার পরও হাল ছেড়ে দিল এমনকী ব্রাদার জনের মতো অভিজ্ঞ চিকিৎসক। রাত-দিন প্রলাপ বকতে শুরু করল স্টিফেন, সর্বক্ষণ সেই অভিশপ্ত অর্কিডের কথা বলে চলল প্রলাপে। নিঃসন্দেহে ওটা হারানোর ভীষণ চাপ পড়েছে ওর মনে। যেন প্রায়শ্চিত্ত না-করা পাপের মাসুল গুনছে ও! আমার মনে হলো কেনও একটা অজুহাতের জন্যে বেঁচে গেল ও, বরং বলা উচিত, একটা আশা পূরণের জন্যেই শুধু বেঁচে থাকল।

এক বিকেলে, চরম অসুস্থ অবস্থায় হারানো গাছটা নিয়ে পাগলের মতো উত্তেজিত হয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করল ও— তখন মিস হোপ ছাড়া আমি একা ছিলাম ওর সঙ্গে— মিস হোপ স্টিফেনের হাতটা নিয়ে আঙুল তাক করে ফাঁকা মেঝে দেখিয়ে বলল, 'দেখো, ও স্টিফেন, ফুল ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'

—মিস হোপের তর্জনী নির্দেশে মেঝের দিকে তাকাল স্টিফেন। তাকিয়েই থাকল। তারপর আমাকে চরম বিস্মিত করে দিয়ে বলল, 'আরেহ, তা-ই তো! কিন্তু একটা ছাড়া বাকি ফুলগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে ওরা!'

'হ্যাঁ,' সায় দিল মিস হোপ। 'কিন্তু একটা তো আছে। এটাই সবগুলোর সেরা।'

এ-কথা শুনে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ল স্টিফেন। পুরো বারো ঘণ্টা একনাগাড়ে ঘুমাল। ঘুম থেকে উঠে অল্প একটু খেয়ে আবার তলিয়ে গেল ঘুমে। এরপর জ্বর কমে গেল ওর, দেহের তাপমাত্রা হয়ে গেল স্বাভাবিক।

গভীর ঘুমের পর আবার যখন জেগে উঠল ও, তখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাকতালীয় ভাবে উপস্থিত থাকলাম আমি ওর পাশে। মিস হোপ দাঁড়ানো তখন ঠিক সেই জায়গাটায়, যেখানে সে স্টিফেনকে বুঝিয়েছিল অর্কিড আছে।

জায়গাটার দিকে তাকাল স্টিফেন, তারপর তাকাল দাঁড়িয়ে থাকা মিস হোপের দিকে। ওর পেছনে থাকায় আমাকে দেখতে পেল না স্টিফেন, দুর্বল গলায় বলল, 'মিস হোপ, তুমি না বলেছিলে এখন তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেখানে গাছটা আছে, আর সবচেয়ে সুন্দর ফুলটা ছেঁড়া হয়নি?'

আমি ভেবে পেলাম না এর কী জবাব দেবে মিস হোপ। কিন্তু জবাব মিস হোপ দিল, সহজাত নরম গলায় সহজ সুরে বলল, 'আসলেই তো আছে! আমি কি "পবিত্র-ফুলের মেয়ে" নই? ...আর সেরা ফুলটাও এখানে আছে, আমিই সেই ফুল, যাকে তুমি হ্রদের দ্বীপে খুঁজে পেয়েছিলে। ও স্টিফেন, আমি চাই না তুমি এমন একটা হারানো গাছের জন্যে আফসোস করো, যেটার বীজের কোনও অভাব নেই তোমার। বরং বেঁচে আছো সেজন্যে ধন্যবাদ দাও। ধন্যবাদ দাও যে তোমার কারণে আমার মা আর আমি বেঁচে আছি। তুমি যদি মরে যেতে, তা হলে বিলাপ করে কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ হয়ে যেত আমাদের।'

'আমার কারণে বেঁচে আছো!' বলল বিস্মিত স্টিফেন। 'এলো অ্যালান আর হ্যান্সের কারণে। আর তোমার কারণে বেঁচে আছি আমি, কারণ তুমিই ওই পানিতে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। ...ও, মনে পড়ছে এখন। তুমিই ঠিক বলেছ, হোপ। আমি জানতাম না, বুঝিনি তো, তুমিই তো আসলে সেই সত্যিকারের পবিত্র-ফুল, যাকে আমি দু'চোখ ভরে মুগ্ধ হয়ে দেখেছি।'

ছুটে গিয়ে স্টিফেনের পাশে হাঁটুগেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিল মিস হোপ। তরুণীর হাতটা ফ্যাকাসে ঠোঁটে ছোঁয়াল স্টিফেন। এবার নিঃশব্দে ওদের দু'জনকে বিরক্ত না করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। হারিয়ে যাওয়া পবিত্র-ফুলটা ফিরে পাওয়া নিয়ে আলাপ করুক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা। আমার মন বলল, এই ঝুঁকিপূর্ণ, উন্মত্ত অভিযানের একটা অর্থ অন্তত খুঁজে পাওয়া গেল। নিখুঁত একটা ফুলের খোঁজে আফ্রিকার দুর্গম এলাকায় এসেছিল স্টিফেন, ভালবাসার মানুষ খুঁজছিল শেষপর্যন্ত পেল ও সারাজীবনের জন্যে ভালবাসার একান্ত নারী।

এরপর দ্রুত সেরে উঠল স্টিফেন। ভালবাসা আসলেই বিরাট একটা ওষুধ, যদি বদলে ভালবাসা পাওয়া যায়। জানি না ব্রাদার জন আর তার স্ত্রীর সঙ্গে তারুণ্যে উচ্ছল কপোত-কপোতির কী কথাবার্তা হলো, কারণ জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু খেয়াল করলাম, ওই দিনের পর থেকে নিজেদের ছেলের মতোই স্টিফেনকে দেখছে মিস হোপের বাবা-মা। মিস হোপ আর স্টিফেনের নতুন সম্পর্ক অন্য কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে নীরবে মেনে নেয়া হলো। মেনে নিল এমনকী স্থানীয়রাও, কারণ মাভোভো আমাকে জিজ্ঞেস করল, কবে স্টিফেন আর মিসি হোপের বিয়ে হবে, ওরকম সুন্দরী বউয়ের জন্যে কতগুলো গরু যৌতুক দেবে বলে ব্রাদার জনকে কথা দিয়েছে স্টিফেন।

'বড় একটা পাল হবে নিশ্চয়ই,' বলল মাভোভো। 'ভাল জাতের গরু হতে হবে।'

স্যামিও আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় মিস হোপের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিল। বলল, 'মিস্টার সমার্সের বিশ্বাসভাজন জীবনসঙ্গিনী আছেন।'

শুধু হ্যান্স কিছু বলল না। বিয়ে বা তালাকের মতো এতো সাধারণ বিষয় আর টানে না ওকে। অথবা ও হয়তো ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে তা বিচার-বিবেচনা করে বুঝে নিয়ে এ-ব্যাপারে মন্তব্য করতে আর উৎসাহ পেল না।

স্টিফেনকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার সময় দিতে বাড়তি একটা মাস অপেক্ষা করলাম আমরা। মিশনারিদের দেশে বিরক্ত হয়ে গেলাম আমি বসে থাকতে থাকতে, একই অবস্থা মাভোভো আর জুলু শিকারীদেরও। কিন্তু ব্রাদার জন আর তার স্ত্রীর খারাপ লাগছে বলে

www.BanglaBook.org

মনে হলো না: চুপচাপ ধরনের শান্ত মানুষ মিসেস এভার্সলি, যা ঘটে সেটাকেই ভবিতব্য ভেবে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেন, তারওপর এতদিন আধুনিক সভ্যতা থেকে দূরে থাকায় মাবাটুদের দেশে কালক্ষেপণ করতে আপত্তি করলেন না। তা ছাড়া, তাঁর ভালবাসার মানুষ ব্রাদার জন আছে তাঁর পাশে। পছন্দের মানুষের দিকে বিড়াল যেভাবে কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে, সেভাবে মাঝে মাঝে দেখেন তিনি ব্রাদার জনকে। ব্রাদার জনের সঙ্গে কথা বলেন সন্তুষ্ট বিড়ালের গর-গর আওয়াজের মতো মৃদু আদরের সুরে। আমার ধারণা হলো, এর ফলে অস্বস্তিতে ভোগে বুড়ো ব্রাদার জন, কারণ ঘণ্টাখানেক পর উঠে দাঁড়ায় বেচারা, প্রজাপতি ধরতে বেরিয়ে পড়ে।

সত্যি কথা বলতে, পরিস্থিতিটা আমার স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলতে শুরু করল। মনে হতে লাগল, যেদিকে তাকাই সেদিকেই স্টিফেন আর মিস হোপ হাজির, মহা-ফুর্তিতে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। অথবা দেখি ব্রাদার জন আর তার স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে আছে পরস্পরের প্রশংসায়। কথা বলবার লোক কোথায় আমার! ওই চারজন যেন ধরেই নিল মাভোভো, হ্যান্স, স্যামি, রাজা বাউসি, সেনাপতি বাবেমবা অ্যান্ড কোং আমাকে সঙ্গ দিতে যথেষ্টরও বেশি– যদি অবশ্য আমার ব্যাপারে আদৌ কিছু ভাবার সময় ওই চার প্রেমিক-প্রেমিকার থেকে থাকে।

মিথ্যে বলব না, অন্তত জুলু শিকারীরা আমাকে ব্যস্ত রাখতে সত্যিই যথেষ্ট, সেটা প্রমাণ করে দিল। এই লম্বা অবসরে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল তারা, যা খুশি উল্টোপাল্টা খেতে শুরু করল, অতিরিক্ত পরিমাণে স্থানীয় বিয়ার গিলে মাতলামি করতে থাকল, সমানে চলল স্থানীয় বিষাক্ত তামাক ডাক্কা'র বিরামহীন ধূমপান, আরও চলল মাবাটু মেয়েদের সঙ্গে তুমুল প্রেমপর্ব। স্বাভাবিক ভাবেই প্রেমের কারণে সৃষ্টি হলো নানান ঝগড়া-ফ্যাসাদ, আর সেই সব ঝামেলা সামাল দিতে হলো এই আমাকেই। শেষে অধৈর্য হয়ে একদিন ঘোষণা দিলাম, স্টিফেন রওনা দেবার জন্যে যথেষ্ট সুস্থ, কাজেই চলে

www.BanglaBook.org

যাবার সময় হয়েছে আমাদের।

'তা ঠিক,' মৃদু গলায় সায় দিল ব্রাদার জন, তারপরই জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যবস্থা করেছ, অ্যালান?'

ওই 'ব্যবস্থা' করবার কথা ব্রাদার জনের মুখে বরাবরের মতো আবারও শুনে ভীষণ বিরক্তি জাগল আমার মনে। বললাম, কিছুই ব্যবস্থা করিনি, কিন্তু আর কারও যেহেতু দেবার মতো কোনও পরামর্শ নেই, সুতরাং বাইরে গিয়ে হান্স আর মাভোভোর সঙ্গে আলোচনা করে দেখব। করলামও তা-ই। আলোচনায় কী ঠিক হলো সেটা বিস্তারিত লেখার কোনও দরকার দেখছি না, কারণ আমাদের জন্য আগেই অন্য ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা আমরা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারলাম না। যা ঘটবার ঘটল আচমকা, যেমনটা কখনও কখনও ঘটে কোনও কোনও জাতি বা দেশের ভাগ্যে।

আগেই বলেছি, জুলু জাতি হতে সৃষ্টি হলেও জুলুদের মতো সুশৃঙ্খল নয় মাযিটুদের সেনাবাহিনী। আমি যখন রাজা বাউসি আর সেনাপতি কালা বাবেমবাকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সৈনিক মোতায়েন রাখে না কেন, বা দেশের নানান এলাকায় গোয়েন্দা নিয়োগ করেনি কেন, কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল দু'জন। বলল, কখনও আক্রমণ আসেনি তাদের ওপর। আর পঙ্গোরাও নলখাগড়ার লড়াইয়ে শায়েস্তা হয়ে গেছে, কাজেই আক্রমণ আসবে, সে-সম্ভাবনাও নেই।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, ব্রাদার জনের অনুরোধে হ্রদের তীরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো বন্দি পঙ্গোদের। আমাদের আটক করা একটা ক্যানু দিয়ে বলা হলো, ইচ্ছে করলে দেশে ফিরে যেতে পারে তারা।

আমরা অবাক হয়ে গেলাম, যখন তিন সপ্তাহ পর বেয়া শহরে আবার ফিরে এসে অদ্ভুত এক কাহিনি বলল ওই পঙ্গোরা। জানাল, রিকা শহরে ফিরে গিয়েছিল তারা, গিয়ে দেখে শহরটা আছে, কিন্তু একজনও মানুষ নেই শহরে। চারপাশে খুঁজতে শুরু করল তখন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমনকী মোটোমবোর গুহাতেও গিয়েছিল। ওখানে মোটোমবোর দেহাবশিষ্ট পায়, যেখানে মরেছিল সেই মঞ্চেই পড়ে আছে পচা লাশ। কিন্তু সেখানেও নেই কেউ। অনেক খুঁজে একটা কুটিরে মৃত্যু-পথযাত্রী এক বৃদ্ধাকে খুঁজে পায় শেষে, মহিলা মারা যাবার আগে বলে যায়, মৃত্যু বমি করা লোহার নলের ভয়ঙ্করত্ব দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে পঙ্গোরা, বহুকাল আগে থেকে প্রচলিত একটা বাণী মেনে নিয়ে ফিরে গেছে সেখানে, যেখান থেকে বহুকাল আগে চলে এসেছিল তারা। যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তাদের পবিত্র-ফুল। মৃতপ্রায় মহিলাকে খাবার-দাবার দিয়ে গেছে তারা, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেনি পথচলার তুলনায় বৃদ্ধা অনেক বেশি দুর্বল বলে।

কাজেই এ-কথা বলা যায়, ওই অপূর্ব সুন্দর ফুল হয়তো এখনও ফোটে আফ্রিকার দুর্গম কোনও অজানা-অচেনা এলাকায়। তবে আরেকটা বন-দেবতা জোগাড় করে নিতে হবে ওটার পূজারীদের। সেই সঙ্গে আবার জোগাড় করে নিতে হবে পবিত্র-ফুলের মাতা এবং মোটোমবোর মতো কোনও প্রধান পুরোহিত।

ফিরে আসা পঙ্গোরা জানে না তাদের জাতি কোথায় চলে গেছে, শুধু এটুকু শুনেছে, উত্তরে গেছে সবাই। একাকী এই ক'জন পঙ্গোর পক্ষে হ্রদের ওপাড়ে থাকা সম্ভব নয় বলে মবিটুদের সঙ্গে বসবাসের অনুমতি চাইল তারা। মিলেও গেল অনুমতি।

তাদের কাহিনি শুনে বুঝলাম, আমার ধারণাই ঠিক, পঙ্গোদের দেশটা আসলে কোনও দ্বীপ নয়, বরং মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে কোনও টিলা বা জলাভূমির মাধ্যমে যুক্ত। যদি মবিটুদের সঙ্গে আরও কিছুদিন থাকতাম, তা হলে কৌতূহল মেটাতে জায়গাটা কীরকম তা দেখতে যেতাম। কিন্তু তখনই সে-সুযোগ পেলাম না। তবে কয়েকবছর পরে অন্য একটা অভিযানে আফ্রিকার ওদিকে যাবার সুযোগ ঘটেছিল আমার।

যা-ই হোক, আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যেদিন আমরা ফিরে যাবার ব্যাপারে আলাপ করলাম, তার পরেরদিন খুব ভোরে নাস্তা

www.BanglaBook.org

সারলাম সবাই, কারণ যাত্রার আগে নানারকমের প্রস্তুতি সারতে হবে।

মাথিটুদের দেশটা উঁচু জমিতে বলে বছরের ওসময় উত্তর থেকে বয়ে আসে গরম ভারী-বাতাস, ফলে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে তৈরি হয় কুয়াশা সেদিন সকালটা ছিল ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কুয়াশা এতো ঘন ছিল যে কয়েক গজ দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। মনে হয় আবহাওয়ার কোনও বিশেষ পরিবর্তনে বিশাল কিরুয়া হ্রদ থেকে আসে ওরকম কুয়াশা।

ভারী, ভেজা আবহাওয়ায় গা কেমন ম্যাজম্যাজ করছিল, তাই ধীরেসুস্থে নাস্তা শেষ করে অলসভাবে জুলু শিকারীদের একজনকে বললাম ব্রাদার জনের ষাঁড় আর আমাদের গাধা দুটোকে খাওয়ানো হয়েছে কি না সেটা দেখতে। নির্দেশটা দিয়ে নিজে গেলাম আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ পরীক্ষা করতে। আমি দেখব বলে আগেই সব বের করে রেখেছে হ্যান্স। ওখানে হাজির হয়ে শুনতে পেলাম সেই দূরাগত অস্বাভাবিক আওয়াজটা। হ্যান্সকে জিজ্ঞেস করলাম, আওয়াজটা কীসের হতে পারে।

'আগ্নেয়াস্ত্রের, বাস,' উৎকণ্ঠিত গলায় বলল ও।

উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে ওর। ও আর আমি, দু'জনই জানি, আশপাশে শুধু আমাদের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র আছে, আর আমাদেরগুলো সব তখন চোখের সামনে!

এটা ঠিক, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে অস্ত্রগুলো আমরা পেয়েছিলাম, চলে যাবার সময় সেগুলোর বেশিরভাগই রাজা বাউসিকে দিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছি, রাজা বাউসির সেরা কয়েকজন সৈনিককে আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণও দিচ্ছি, কিন্তু তখনও অস্ত্র দেয়া হয়নি তাদের কাউকে।

দেরি না করে বেড়ার দরজায় চলে গিয়ে পাহারাদারকে বললাম, যাতে এক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে রাজা বাউসি আর সেনাপতি বাবেমবাকে জানায়, আমি তাদের বলেছি, যেন সবক'জন যোদ্ধাকে ডেকে পাঠায় তারা যত দ্রুত সম্ভব। জানি, স্বাভাবিক অবস্থায় শহরে তিনশোর বেশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৈনিক রাখা হয় না কখনও। ওই ক'জন বাদে অন্যদের ছুটি দেয়া হয় গ্রামে গিয়ে চাষবাস করবার জন্যে।

রাজা বাউসি আর সেনাপতি কেমবার কাছে খবরটা পাঠিয়ে বুশ শিকারীদের ডেকে জড়ো করলাম আমি, আগ্নেয়াস্ত্র বিতরণ করলাম তাদের মাঝে, সেই সঙ্গে পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে ভেবে গ্রহণ করলাম কিছু ব্যবস্থা। এসব কাজ সেরে ভাবতে বসলাম, যদি শত্রুপক্ষের বড় কোনও দল অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠা এই বেযা শহরে আমাদের আক্রমণ করে, তা হলে কী ঘটবে।

হাতে যথেষ্ট সময় থাকায় শহরের প্রতিরক্ষায় কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যায় সেটা নিয়ে আগেও বেশ ভেবেছি আমি। চিন্তা শেষে উপসংহারে পৌঁছে হ্যান্স আর মাভোভোকে জানালাম কী ভাবছি, তারপর ওদের মতামত জানতে চাইলাম।

ওরাও আমার সঙ্গে একমত হলো, শত্রুদের মোকাবিলা করতে হলে আমাদের উচিত শহরের বাইরে দক্ষিণ ফটকের কাছে অবস্থান নেয়া। গাছে ভরা পাথুরে, খাড়া টিলা আছে পথটার দু'পাশে। আমাদের যখন তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলবার প্রস্তুতি চলছিল, তখন ওই পথেই সাদা ষাঁড়ের পিঠে চেপে হাজির হয়েছিল ব্রাদার জন।

মাভোভো আর হ্যান্সের সঙ্গে কথা শেষ হবার আগেই এসে হাজির হলো মাযিটু সেনাবাহিনীর কয়েকজন ক্যাপ্টেন, বাহুতে বুলেটবিদ্ধ এক রাখাল-বালককে ধরাধরি করে সঙ্গে নিয়ে এলো তারা। রাখালের মুখে শুনলাম, শহরের উত্তরে আধমাইল দূরে রাজা বাউসির গরু চরাচ্ছিল সে এবং দু'জন রাখাল-বালক, এমন সময় সাদা আলখেল্লা পরা অনেক মানুষ এসে হাজির হয় হঠাৎ; তাদের সবার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। সংখ্যায় তারা তিন-চারশোর কম হবে না। এসেই গরু দখলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকগুলো, রাখালদের দেখে গুলি করল তাদের লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল দু'জন রাখাল, আহত হলো আমার কাছে নিয়ে আসা রাখাল-বালক। ওর কাছে আরও জানলাম, পালাবার সময় ওই সাদা আলখেল্লা পরা লোকদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন ওকে চেঁচিয়ে বলেছে, যেন শহরে ফিরে ও জানায়, তারা সাদামানুষ আর তাদের মাহিটু বন্ধুদের খুন করতে এসেছে, নিয়ে যেতে এসেছে সাদা মেয়েমানুষদের।'

'ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী হাসান আর তার লোকজন!' বিস্ময় চেপে বললাম আমি।

তখনই সৈনিকদল নিয়ে হাজির হলো বাবেমবা, উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'মানুষকে ক্রীতদাস বানানো লোকগুলো এসেছে, সর্দার মাকুমাযান। কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে শহরেরএকেবারে কাছে চলে এসেছে। তাদের কয়েকজন উত্তর ফটকে এসে জানিয়েছে, আমরা যেন আপনাদেরকে, সাদামানুষদেরকে চাকরবাকরসহ তাদের হাতে তুলে দিই। সেই সঙ্গে ক্রীতদাস হিসেবে তাদেরকে দিতে হবে একশো কমবয়সী ছেলে আর একশো কমবয়সী মেয়ে' বলেছে, আমরা যদি তাদের কথা না শুনি, তা হলে অবিবাহিত ছেলে-মেয়ে ছাড়া আর সবাইকে খুন করবে তারা, আপনাদের নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারবে বাঁচিয়ে রাখবে শুধু সাদা মহিলা দু'জনকে। হাসান নামের একজন তাদের সর্দার। সে পাঠিয়েছে এই খবর।'

'আচ্ছা,' শান্ত গলায় বললাম। বরাবরের মতোই বিপদের মুখোমুখি হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার মাথা। 'তো রাজা বাউসি কী ঠিক করেছে, আমাদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবে?'

ক্ষণিকের জন্যে হতভম্ব দেখাল বাবেমবাকে, তারপর দীপ্ত গলায় বলল, 'ওরকম কিছু করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব! ডগিটা তাঁর রক্তের ভাই, আর আপনারা তাঁর বন্ধু।' একটু থেমে বলল, 'রাজা আমাকে ডগিটার কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে আপনার মুখ থেকে সাদামানুষদের বুদ্ধি জানতে পারি।'

বাবেমবাকে বললাম, 'রাজা বাউসির মনটা সাদা। ...এবার আমার মুখ থেকে ডগিটার নির্দেশ শোনো, বাবেমবা। হাসানের বার্তাবাহকের কাছে গিয়ে বলবে, দু'জন সাদামানুষের কাছ থেকে পাওয়া একটা চিঠির কথা হাসানের মনে আছে কি না। চিঠিটা তাদের

www.BanglaBook.org

ক্যাম্পের বাইরে একটা কাঠির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল সেই সাদামানুষ দু'জন। হাসানের লোকদের জানিয়ে দাও, ওই সাদামানুষ দু'জনের প্রতিজ্ঞা পূরণের সময় হয়ে গেছে, চিঠিতে যা লেখা ছিল, তা-ই হবে, আগামীকাল আসবার আগেই গাছ থেকে ঝুলবে হাসানের লাশ ...খবরটা পৌঁছে দিয়ে, বাবেমবা, সৈন্য জড়ো করে উত্তরের গেটে অবস্থান নেবে তুমি, যতক্ষণ পারো লোকগুলোকে আটকে রাখবে শহরের বাইরে; এদিকেও কয়েকজনকে পাঠাও, যাতে এই সুযোগে দক্ষিণ ফটক দিয়ে বের হয়ে ঢালু জমির জঙ্গলে আশ্রয় নেয় বয়স্ক মানুষ, মহিলা আর বাচ্চারা। ওখানেই যেন অপেক্ষা করে সবাই। দেরি না করে যেন এক্ষুনি রওনা হয়। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি সব, সর্দার মাকুমাযানা,' বলল বাবেমবা। 'ডগিটার নির্দেশ অবশ্যই পালন করা হবে। ওহ, তখন যদি আপনার কথা শুনে চারপাশে গোয়েন্দা রাখতাম আমরা!' কথা শেষে চিৎকার করে সৈনিকদের নির্দেশ দিতে দিতে উচ্ছল তরুণের মতো ছুটে চলে গেল বুড়ো বাবেমবা।

'এবার আমাদের যেতে হয়,' জুলু শিকারীদের বললাম। স্টিফেন, ব্রাদার জন, মিসেস এভার্সলি ও মিস হোপ তৈরি হবার পর সমস্ত রাইফেল-গোলাগুলি নিয়ে নিলাম আমরা, তারপর বাবেমবার রেখে যাওয়া পাহারাদারদের সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম দক্ষিণ ফটকের দিকে। ব্রাদার জনের সাদা ষাঁড় আর আমাদের গাধা দুটো নিতেও ভুললাম না। একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় স্যামিকে বললাম, যেন কুটিরে ফিরে কয়েকটা কম্বল আর রান্নার পট নিয়ে আসে। পরে কাজে লাগতে পারে জিনিসগুলো।

স্যামি বলল, 'ওহ, মিস্টার কোয়াটারমেইন, আপনার নির্দেশ আমি অবশ্যই পালন করব, তবে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে।'

চলে গেল ও, কয়েকঘণ্টা পরও যখন ওকে ফিরতে দেখলাম না, আন্দাজ করে নিলাম ওর পরিণতি। নিশ্চয়ই হাসানের লোকদের সামনে পড়ে গিয়েছিল ও, খুন হয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারলাম

www.BanglaBook.org

না। সত্যি স্যামিকে পছন্দ করতাম আমি। হয়তো ভয়ে দিশে হারিয়ে কম্বল আর রান্নার হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে ভুল দিকে ছুটে পালাতে গিয়েছিল বেচারা।

শহরের মাঝ দিয়ে আমাদের যাত্রা প্রথমে সহজই হলো, কিন্তু বাজার পেরোনোর পর দক্ষিণ ফটকের দিকের সরু পথে পৌঁছে কঠিন হয়ে গেল এগোনো। পথের দু'ধারে ছোট ছোট কুটির; পলায়নরত লোক গিজগিজ করছে পথ জুড়ে; বয়স্ক আর অসুস্থদের বয়ে নিয়ে চলেছে তারা, ভিড়ের সামনের অংশে রয়েছে শিশুসহ মহিলা আর বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা। আতঙ্কিত, দিশেহারা মানুষগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। ছুটছে সবাই। তাদের মধ্য দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে পথ করে এগোলাম আমরা, শেষপর্যন্ত ঢাল বেয়ে পৌঁছুলাম মোটামুটি নিরাপদ একটা জায়গায়। ঘাঁটি গাড়লাম টিলার চুড়ো থেকে খানিকটা নীচে। গাছ আর ছড়ানো-ছিটানো পাথরখণ্ড যথেষ্ট আড়াল দিল আমাদের, তারপরও হাতে খানিকটা সময় থাকায় যত ভাবে সম্ভব আমাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করে নিলাম: তৈরি করলাম বুক সমান উঁচু দেয়াল। ওগুলোর পেছনে নিরাপদে দাঁড়িয়ে গুলি ছোড়া যাবে।

আমাদের সঙ্গে যেসব মাযিটু এসেছে, বা যারা আমাদের পিছু পিছু এসেছে, তাদের একজনও থামল না টিলার ওপর, রাস্তা ধরে চলে গেল টিলার ওপাশে ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে পড়তে। মিসেস এভার্সলি আর মিস হোপকে নিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে বললাম ব্রাদার জনকে, জানালাম জন্তুগুলোকেও যেন নিয়ে যায়।

নির্ভিক মানুষ আমাদের বুড়ো ব্রাদার জন, বিপদ দেখে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে কখনোই সরে যেত না, শুধুই স্ত্রী-কন্যার কথা ভেবে রাজি হলো সে চলে যেতে। কিন্তু বেঁকে বসল দুই মহিলা। হোপ বলল, স্টিফেন যেখানে থাকবে, সে-ও সেখানেই থাকবে। আর মিসেস এভার্সলি বললেন, পূর্ণ আস্থা আছে তাঁর আমার ওপর, আমি যেহেতু ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছি, কাজেই যেখানে আছেন, সেখানেই থাকবেন তিনি।

www.BanglaBook.org

এবার আমি বললাম, স্টিফেনেরও ওখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কথাটা শুনে স্টিফেন অপমান বোধ করে এতো রেগে গেল যে, শেষপর্যন্ত প্রসঙ্গটা নিয়ে আর জোরাজুরি করলাম না।

শেষে টিলার চুড়োর ওপাশে, ঝর্নার ধারে একটা গর্তমতো জায়গায় দুই মহিলাকে থাকতে বললাম। আমাদের পরাজিত না করে ওখানে যেতে পারবে না কেউ, আমরা যদি না পিছাই, তা হলে গুলি করতে পারবে না কেউ ওদের আশ্রয়ে। তার পরও, মিসেস এভার্সলি আর মিস হোপ, দু'জনকে দিলাম গুলিভরা দুটো দোনলা পিস্তল। মুখে বললাম না কী করতে হবে। তবে জানি, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়বার চেয়ে আত্মহত্যাকেই ভাল মনে করবে ওই ধার্মিক মহিলা দু'জন।

বিশ

ফটকের যুদ্ধ

শুনতে পেলাম শহরের উত্তরের ফটকের কাছে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজও কানে এলো। কুয়াশা তখনও এতো ঘন যে কিছু দেখা গেল না। তারপর জোরাল গরম বাতাসে সরতে শুরু করল কুয়াশা। একটু পরে টিলার চুড়োর জন্মানো একটা গাছের ওপর থেকে হান্স জানাল, গুলি করতে করতে উত্তর ফটকের দিকে এগোচ্ছে হাকিকাররা। শহর-প্রাচীরের আড়ালে থেকে তীরধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে চেষ্টা করছে মাফিতি যোদ্ধারা।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, বেয়া শহর ঘিরে রাখা প্রাচীরটা উঁচু

www.BanglaBook.org

একটা বাঁধের ওপর মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি গেঁথে তৈরি। উর্বর জমি পেয়ে বেশিরভাগ গাছই মরেনি, নতুন করে বেড়ে উঠেছে, ফলে প্রাচীরটাকে প্রকাণ্ড একটা জীবন্ত বেড়া বলে মনে হয়। বেড়ার দু'পাশে জন্মেছে প্রচুর প্রিকলি পেয়ার আর অঙুলের মতো দেখতে একরকম লম্বা ক্যাকটাস।

হ্যাল যখন বলল মাযিটুরা পিছিয়ে যাচ্ছে, তার কয়েক মিনিট পরেই দক্ষিণ ফটকে হাজির হতে দেখলাম মাযিটু যোদ্ধাদের। সঙ্গে বেশ কয়েকজন আহত সৈনিক নিয়ে আসছে তারা। তাদের ক্যাপ্টেন জানাল, আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে টিকতে পারছে না মাযিটু যোদ্ধারা, কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, শহর ত্যাগ করে টিলার ওপর প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।

যারা শহরে রয়ে গিয়েছিল, অথচ যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়, তাদের নিয়ে একটু পরে উপস্থিত হলো অবশিষ্ট মাযিটু যোদ্ধা। রাজা বাউসিও রয়েছে তাদের সঙ্গে। ভীষণ খারাপ মেজাজে দেখলাম রাজা বাউসিকে, উত্তেজিত হয়ে বলল, 'মাকুমাযান, ঠিক করিনি আমি মানুষ-ব্যবসায়ী আর তাদের অস্ত্রকে ভয় পেয়ে? এখন শয়তানগুলো এসে হাজির হয়েছে বুড়োদের মেরে ফেলে কমবয়সীদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে।'

জবাব না দিয়ে পারলাম না, বললাম, 'হ্যাঁ, রাজা, ঠিক করেছিলেন আপনি। কিন্তু আমি যা বলেছিলাম সেটা যদি করতেন, চারপাশে গুপ্তচর রাখতেন, তা হলে ছাগলের ওপর হামলে পড়া চিতাবাঘের মতো এভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের পেত না ওই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী হাসান।'

'কথাটা ঠিক,' গুঙিয়ে উঠল রাজা বাউসি। 'কিন্তু ফলে কামড় না দিলে কেউ কি বলতে পারে সেই ফলের স্বাদ কেমন?'

এরপর সৈনিকদল কীভাবে অবস্থান নিচ্ছে সেটা দেখতে গেল রাজা বাউসি। আমার পরামর্শে টিলার সামনে সারি বেঁধে দাঁড়ানো মাযিটু যোদ্ধাদের লাইনের শেষ দু'প্রান্তে সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি

www.BanglaBook.org

রাখল সে। আশা করলাম, এর ফলে দু'পাশ থেকে ঘিরে ফেলে আমাদেরকে কোণঠাসা করতে পারবে না হাসানের লোকেরা।

এদিকে আমরা হাত লাগালাম বাড়তি ধরা [illegible] মাযিটু যোদ্ধার কাছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে পাওয়া অস্ত্রগুলো বিলি করতে। মাযিটুদের যে-ক'জন যোদ্ধাকে আমি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শেখাচ্ছিলাম, তাদের মধ্যে বিলি করা হলো অস্ত্র। এদের গুলি যদি লক্ষ্যে আঘাত হেনে খুব একটা ক্ষতি না-ও করতে পারে, অন্তত প্রচণ্ড আওয়াজ হবে এতোগুলো আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করলে। হাসানের লোকজন ধরে নেবে আমাদের কাছে অনেক অস্ত্র আছে।

মিনিট দশেক পরে জনা পঞ্চাশেক যোদ্ধা নিয়ে হাজির হলো বারেমবা। এরা রয়ে গিয়েছিল বেয়া শহরে। বারেমবা জানাল, সময় আদায় করবার জন্যে যতক্ষণ পেরেছে উত্তরের ফটক রক্ষা করেছে সে ও তার সেনাবাহিনী, তারপর আগ্নেয়াস্ত্রধারী হামলাকারীরা এগিয়ে এসে ফটক ভাঙতে শুরু করায় পিছাতে হয়েছে তাদের।

বারেমবাকে অনুরোধ করলাম, যেন অধীনস্থ সৈনিকদের নির্দেশ দেয় বুলেট থেকে বাঁচতে পাথরের বেশ কিছু স্তূপ তৈরি করে সেগুলোর পেছনে অবস্থান নিতে। কথাটা শুনল বারেমবা, নির্দেশ দিয়ে নিজেই চলে গেল আড়াল তৈরির কাজটা পর্যবেক্ষণ করতে।

কিছুক্ষণ পর হাসানের বিরাট দলটাকে দেখতে পেলাম, উত্তরের ফটক ভেঙে ফেলে শহরের প্রধান সড়ক ধরে আমরা যেখানে আছি সেদিকে, দক্ষিণ ফটক লক্ষ করে আসছে। তাদের কারও কারও কাছে বন্দুকের সঙ্গে বর্শাও দেখলাম। যাদের কাছে বর্শা আছে, তারা বর্শার ফলায় মৃত মাযিটু যোদ্ধাদের বারো-চোদ্দটা কাটা মাথা গেঁথে রেখেছে। কাটা মুণ্ডু নাচাতে নাচাতে এগোনোর সময় বিজয়ের উল্লাসে চেঁচাচ্ছে নরপশুগুলো।

দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, পৈশাচিক। অসুস্থ বোধ করলাম আমি, জানি না কখন রাগে দাঁতে দাঁত পিষছি। চিন্তাটা মাথায় খেলে গেল,

www.BanglaBook.org

একটু পরেই হয়তো ওই বর্শাগুলোর ডগায় শোভা পাবে আমাদের ক'জনের মাথা। ঠিক করে ফেললাম, সত্যি যদি মৃত্যুই লেখা থাকে তবে ঠিক, তা হলে আগুনে পুড়ে ধীরে ধীরে মৃত্যু চাই না আমি, চাই না জীবন্ত অবস্থায় খাদ্য হবার জন্যে বেঁধে ফেলে রাখা হোক আমাকে আগুনে পিঁপড়ের ঢিবির কাছে। আমার সঙ্গে একমত হলো স্টিফেন আর সঙ্গী জুলুরা। বেচারা ব্রাদার জন শুধু যত বিপদেই পড়ুক না কেন, শুধু ধর্মীয় কারণে আত্মহত্যা করতে গররাজি।

হঠাৎ খেয়াল করলাম হ্যান্স কোথাও নেই। একে ওকে জিজ্ঞেস করলাম ও কোথায় গেছে। কে একজন বলল, সে যেন দেখেছে হ্যান্সকে দৌড়ে চলে যেতে। কথাটা শুনে উত্তেজিত মাভোভো খেপে গিয়ে বলল, 'ও, গেল দাগওয়ালা সাপ ভয়ে তার গর্তে গিয়ে ঢুকেছে। সাপ হিস্‌হিস করে, কিন্তু তেড়ে আসে না।'

'তেড়ে আসে না, তবে কামড়ায় কখনও কখনও,' বললাম ওকে। বিশ্বাস করতে পারলাম না আমাদের ফেলে ভয়ে সরে পড়েছে হ্যান্স। তবে এটা ঠিক যে ও নেই আশপাশে, আর ওকে খুঁজতে কাউকে পাঠাবার অবস্থাও নেই আমাদের।

আমাদের একমাত্র আশা, বিজয়ের গৌরবে বোকার মতো বাজারের মাঝ দিয়ে খোলা জমিতে চলে আসবে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা। যদি সত্যিই ফাঁকা জায়গায় আসে, একনাগাড়ে গুলিবর্ষণ করতে পারব আমরা তাদের ওপর।

আশা পূরণ হলো আমাদের, সত্যিই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা বুক ফুলিয়ে চলে এলো খোলা জমিতে। আর তখনই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আমার। যেসব মাযিটু যোদ্ধার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েছিলাম, তারা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে বোকার মতো গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। আক্রমণকারী ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা তখনও অন্তত চারশো গজ দূরে। প্রচুর গুলি খরচ করে তাদের মাত্র দু'তিনজনকে আহত কিংবা নিহত করতে পারল আগ্নেয়াস্ত্রধারী মাযিটু যোদ্ধারা।

গুলির আওয়াজে সতর্ক হয়ে গেল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা, প্রথমে

www.BanglaBook.org

পিছিয়ে চলে গেল অওতার বাইরে, তারপর দু'দলে ভাগ হয়ে এগোল আবার। তবে এবার তারা এলো শহর আর বাজারের মধ্যবর্তী রাস্তাটা দিয়ে, অসংখ্য কুটিরের আড়াল নিয়ে। আগেই বলেছি, ওখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে প্রয়োজনে গবাদী পশু রাখবার কাজে। জায়গাটা ঘিরে রেখেছে জন্তুগুলোকে আটকে রাখতে সক্ষম কাঠের তৈরি শক্ত একটা প্রাচীর।

এখানে বলে রাখি, মাম্বিটুরা কখনও আক্রমণের আশঙ্কা করত না, সে-কারণে সেদিনও তাদের সমস্ত গবাদী পশু চরছিল দূরের কোনও খোলা ঘাসজমিতে।

গবাদী পশু রাখবার জায়গাটা ঘিরে রাখা কাঠের বেড়া আর শহরের প্রাচীরের মাঝখানে আছে কাঠি আর ঘাসে কাদা লেপে তৈরি শতশত কুটির। বেশিরভাগ কুটিরের দেয়ালে কাদা ব্যবহার করা হলেও ছাদগুলো পাম গাছের পাতার তৈরি। বেয়া শহরের অধিকাংশ লোকই এদিকটাতে বাস করে, কারণ উত্তর দিকটাতে থাকে রাজা বাউসি, অভিজাত নাগরিক আর সেনাবাহিনীর সেনাপতিরা। তো এই দক্ষিণের কুটিরগুলো পুরো বাজারটাকে ঘিরে রেখেছে চওড়া একটা দেয়ালের মতো। বাড়িঘরের মাঝে শুধু দুটো পথ আছে বাইরে থেকে বাজারে ঢুকবার। পথ দুটো প্রতিটা একশো বিশ গজ মতো চওড়া হবে। কুটিরগুলোর মাঝখানের এই পথ দুটো ধরে পুব আর পশ্চিম থেকে এলো ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের বিভক্ত দল। আন্দাজ করলাম, সংখ্যায় তারা চারশোর কম হবে না। তাদের প্রত্যেকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে; জানা কথা, লড়তে জানে তারা।

এতো শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হওয়া আর নিজেদের মরণ ডেকে আনা আমাদের জন্যে সমান কথা। লোকসংখ্যার দিক দিয়ে ওই হামলাকারীদের সমানই হবো আমরা, কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র আছে বড়জোর আমাদের জনা পঞ্চাশেকের কাছে। যাদের কাছে আছে, তাদের বেশিরভাগই আবার আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রায় জানে না বললেই চলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু পরে কুটিরগুলোর আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা. লক্ষ্যভেদে তারা আতঙ্কজনক রকমের ভাল করছে দেখলাম। আমার পরামর্শ শুনে পাথরের স্তূপের পেছনে আড়াল না নেয়ায় বেশ অনেকেই আহত হলো। আরও ভয়ের কথা, দেখলাম কুটিরের আড়াল নিয়ে ক্রমেই এগিয়ে আসছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা. ঠেকাতে পারছি না আমরা তাদের। যোদ্ধাদের অপ্রতুল প্রশিক্ষণের কথা বাদই দিলাম, আমাদের কাছে এতো আগ্নেয়াস্ত্র বা গুলি নেই যে একনাগাড়ে গুলিবর্ষণ করে অগ্রসরমান শত্রুদের ঠেকাতে পারব।

যদিও সবার সঙ্গে উৎফুল্ল আচরণ করলাম আমি, কিন্তু মনে মনে সবচেয়ে খারাপটা চিন্তা না করে পারলাম না, ভাবতে শুরু করলাম নিরাপদে পৌঁছাতে পারব কি না। তবে চিন্তাটা ডালপালা মেলতে পারল না, কারণ সরে যেতে হলে মহিলাদের নিয়ে যেতে হবে, আর তা হলে গতি কমে যাবে। সহজেই আমাদের ধরে ফেলতে পারবে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা, খুন করতে দেরি করবে না।

ভেবেচিন্তে একটা কাজ করলাম, বাবেমবাকে বোঝালাম যাতে সে দেরি না করে গাছের গুঁড়ির তৈরি দক্ষিণ ফটক আরও মজবুত করতে জনা পঞ্চাশেক লোক পাঠায়। পাথর বা মাটির অভাব নেই আশপাশে. পাথর-মাটি দিয়ে ফটকটাকে শক্তিশালী করবে ওই পঞ্চাশজন।

মধ্যবর্তী দেয়ালের আড়াল থাকায় গুলি লাগবার সম্ভাবনা নেই, সুতরাং ফটক মজবুত করবার কাজটা খুব দ্রুত সারতে পারল মাযিটু যোদ্ধারা। আর তখনই আমি দেখলাম...

তখনই দেখলাম শহরের উত্তরের সীমানায় একটু পর পর একেবেঁকে উঠতে শুরু করেছে সরু-পাঁচটা ধোঁয়ার রেখা। কয়েক সেকেন্ড পরে সমান সংখ্যক জ্বলজ্বলে আগুনের জিভ লকলক করতে দেখলাম। জোরাল বাতাসে সোজা আমাদের দিকেই ছুটে এলো শিখাগুলো।

কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বেযা শহরে!

www.BanglaBook.org

রোদে পুড়ে শুকনো খটখটে হয়ে গেছে বেয়া শহরের কুটিরগুলো। বুঝতে দেরি হলো না, বাতাস ওভাবে বইলে পুরো শহর পুড়ে ছারখার হয়ে ছাইয়ের দশায় পরিণত হতে একঘণ্টাও লাগবে না। এবং হবেও তা-ই! বেয়া শহরের ধ্বংস ঠেকানোর আর কোনও উপায় নেই! একটা মুহূর্ত আমার মনে হলো, কুকীর্তিটা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের, ওরাই আগুন দিয়েছে শহরে, তারপর দেখতে পেলাম বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন আগুন জ্বলে উঠছে। এবার বুঝতে পারলাম, কোনও হামলাকারীর কাজ নয় এ, যে বা যারা আগুন জ্বালছে, তারা আমাদের বন্ধু, আসলে আগুনে পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা করছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সামির কথা মনে পড়ল আমার। সন্দেহ নেই যে সামি পেছনে রয়ে গিয়েছিল এই ভয়ঙ্কর চতুর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে। একজন মাস্টিও বোধহয় ভাবতে পারেনি শত্রুপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করবার এরকম কার্যকর একটা উপায় আছে, এমনকী তাদের কোনও সেনাপতিও নয়, কারণ পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করতে হলে বাড়ি-ঘর সমেত ধ্বংস হয়ে যাবে তাদের প্রায় সমস্ত সম্পদ।

কিন্তু সামি, যাকে এতদিন সবাই কাপুরুষ বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, সেই সামি আসলে সত্যিকারের দুর্দান্ত সাহসী এক দুঃসাহসিক মানুষ, যে-জন্যে নিজে আগুনে পুড়ে মারা যাবার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ জেনেও বন্ধুদের বাঁচাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বেয়া শহরে।

বালেনবা ছুটে এসে বর্শার ফলা তাক করে আগুন দেখানোয় চিন্তার গভীর থেকে উঠে এলাম আমি, উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'যাদের কাছে বন্দুক আছে, তারা ছাড়া তোমরা সব লোক জড় করো, উত্তরের ফটকে পাহারা বসাবে। প্রাচীরের বাইরে থেকে ঘিরে ফেলতে হবে জায়গাটা। মনে হয় না কেউ আগুনের ভেতর দিয়ে পিছিয়ে ওদিকে যেতে পারবে, তারপরও কেউ যদি বের হয়, তো সঙ্গে সঙ্গে খুন

www.BanglaBook.org

করতে হবে তাকে।'

'যা বললেন তা-ই করা হবে,' চিৎকার করে জানাল ব্যরেমবা। হাহাকার বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে: 'কিন্তু বেয়া শহর! ওখানে জন্মেছিলাম আমি! আহা, বেয়া শহর শেষ হয়ে গেল! বেয়া শহর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!'

'জাহান্নামে যাক বেয়া শহর!' ব্যরেমবার পেছনে চেঁচালাম আমি। 'আমি আমাদের সবার বেঁচে থাকা নিয়ে ভাবছি।'

তিনমিনিট পর উত্তর ফটকের কাছে প্রাচীর পাহারা দিতে দু'দলে ভাগ হয়ে খরগোশের মতো দ্রুতবেগে ছুটল মাযিটু যোদ্ধারা।

টিলার ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে গুলি খেল তাদের কয়েকজন, কিন্তু বেশিরভাগই নিরাপদে পৌঁছে গেল প্রাচীরের আড়ালে। ওখানে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষায় রইল তারা। ব্যরেমবা নিজে তদারকিতে থাকায় মাযিটুদের গোটা দলের অগ্রযাত্রা সম্পন্ন হলো চমৎকার ভাবে। এর ফলে আমরা ক'জন সাদামানুষ বাদে টিলার ঢালের ওপর রইল শুধু মাভোভোর অধীনে বারোজন জুলু শিকারী, আর আগ্নেয়াস্ত্রধারী তিরিশজন মাযিটু যোদ্ধা।

কী ঘটছে সেটা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা সহসা বুঝল বলে মনে হলো না, উৎসুক চোখে দেখল তারা মাযিটুদের ছোটাছুটি। বোধহয় ধরেই নিল প্রাণ হাতে করে পালাচ্ছে ভীত মাযিটুরা। কিন্তু একটু পরেই হয় তারা আগুনে শুকনো পাতা পুড়বার চড়চড় আওয়াজ শুনতে পেল, নয়তো দেখতে পেল পেছনে কী প্রলয়ঙ্করী কাণ্ড ঘটছে। কী আতঙ্কিত চিৎকার-চেঁচামেচিই না শুরু করল লোকগুলো! একসঙ্গে গলা ফাটাতে আরম্ভ করল চারশো ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। তাদের কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে পাঁচিল টপকাতে চেষ্টা করল। পাঁচিলে উঠতেই মাযিটুদের তীরে বিদ্ধ হয়ে উল্টে পড়ল তারা পাঁচিল থেকে মাটিতে। যারা টপকাতে পারল, তারা আটকে গেল বড় বড় কাঁটাওয়ালা প্রিকলি প্রেয়ারের ঝোপে। সঙ্গে সঙ্গে বর্শায় গেঁথে তাদেরকে খুন করল মাযিটু যোদ্ধারা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরপর প্রাচীর টপকানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে পালানোর ইচ্ছায় ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তর-ফটকের দিকে ছুট লাগাল লোকগুলো। কিন্তু বাজার থেকে বেরোনোর দুটো পথ তখন গ্রাস করে নিয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা। আশপাশের কুটিরগুলো তখন বাতাস পেয়ে গর্জন করে দাউদাউ করে জ্বলছে তপ্ত চুল্লির মতো। দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে লাল-কমলা আগুনের ভীষণ তেজী দেয়াল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওদিকে। ওদিক দিয়ে মুক্তি পাবার কোনও উপায় তখন আর নেই।

নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করল খুনি লোকগুলো, তারপর বিশৃঙ্খলভাবে বাজারের মাঝ দিয়ে ছুটে এলো দক্ষিণ ফটকের দিকে। এবার এলো আমাদের ঋণ শোধের পালা। কীভাবেই না ওদের গুলি করে মারলাম আমরা! এতো সহজ লক্ষ্যভেদ পাখি শিকারেও হয় না। যত তাড়াতাড়ি পারি আমার রাইফেল দুটোয় গুলি ভরলাম। হ্যান্স গুলি ভরে দিতে উপস্থিত নেই বলে অভিশাপ দেয়ার ফাঁকে দ্রুত গুলি করলাম সময় নষ্ট না করে। আমার চেয়ে দ্রুত গুলি করল স্টিফেন। ঘাড় ফিরিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখলাম, মিস হোপ আছে ওর সঙ্গে, কখন যেন মাকে ছেড়ে স্টিফেনের কাছে চলে এসেছে তরুণী, স্টিফেনের দ্বিতীয় রাইফেলে গুলি ভরে দিচ্ছে নতুন দক্ষতায়।

বলে রাখা ভাল, বেয়া শহরে পৌঁছে মিস হোপকে রাইফেলের ব্যবহার শিখিয়েছিলাম আমরা।

গলা চড়িয়ে স্টিফেনকে বললাম, যেন মিস হোপকে ওখান থেকে সরিয়ে দেয় ও, কিন্তু একটা বুলেট তরুণীর পোশাক ছিদ্র করে চলে যাবার পরেও কিছুতেই যেতে রাজি হলো না সে।

তবে অবিরত গুলিবর্ষণের পরেও আগুনে পুড়ে মরবার ভয়ে ভীত ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ছুটে আসা ঠেকাতে পারলাম না আমরা। দলের আহত-নিহত অনেককে ফেলে শয়তানের দলের সামনের লোকগুলো পৌঁছে গেল দক্ষিণ ফটকের কাছে।

'আমার বাবা,' আমার কানের কাছে বলল মাভোভো, 'এবার শুরু

www.BanglaBook.org

হবে আসল লড়াই দরজাটা একটু পরেই ভেঙে পড়বে। ওই দরজার কাছে এক্ষুনি যাওয়া দরকার আমাদের।

আস্ত করে মুখ দেখলাম। আসলেই তাই ওখানে যেতে হবে আমাদের, যেতে হবে দক্ষিণের ওই ফটকের কাছে, কারণ, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা যদি ফটক পেরিয়ে এদিকে চলে আসতে পারে, তা হলে সংখ্যায় এখনও তারা যে পরিমাণে আছে, তাতে খতম করে দিতে পারবে আমাদের পাঁচগুণ মনুষ্যকে। দলের চল্লিশজনের বেশি লোক হারায়নি তারা।

অল্প কথায় পরিস্থিতি খুলে বললাম ব্রাদার জন আর স্টিফেনকে। ব্রাদার জনকে বললাম, মেয়েকে নিয়ে যেন স্ত্রীর ওখানে গিয়ে অপেক্ষায় থাকে সে। মাযিটুদের নির্দেশ দিলাম আগ্নেয়াস্ত্র নামিয়ে রাখতে। তা নইলে আমাদেরই ভুলে গুলি করে বসত ওরা, এতে কোনও সন্দেহ নেই। নির্দেশ পালিত হওয়ায় এরপর বললাম, যেন শুধু বর্শা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসে তারা।

ঢাল বেয়ে ছুটে নামলাম আমরা, তারপর দক্ষিণ ফটকের সামনে ছোট একটা ফাঁকা জায়গায় ঘাঁটি গাড়লাম। সামান্য পরেই জায়গাটা ভরে উঠল বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটে আসা পলায়নপর আহত আর অক্ষত ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীর ভিড়ে।

ভয়ঙ্কর একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখলাম। অর্ধচন্দ্রাকারে তৈরি সাজানো গোছানো দু'সারি কুটিরে ধরে গেল আগুন, ঘিরে ফেলল গোটা বাজার, তারপর বাতাসের তোয়াজ পেয়ে তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো দ্রুত ছুটে এলো আমাদের দিকে। মাথার ওপরের আকাশ ঢেকে গেল ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘে। সেই মেঘের এখানে সেখানে খেলা করল আগুনের লাল ফুলকি। তবে কপাল ভাল, বাতাসের কারণে নীচে নেমে এসে আমাদের শ্বাস আটকে দিল না গাঢ় ধোঁয়ার মেঘ।

ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের আতঙ্কিত কর্কশ চিৎকার, সেইসঙ্গে কুটিরের পর কুটির পুড়িয়ে এগিয়ে আসা দাউদাউ আগুনের শোঁ-শোঁ গর্জনে কান পাতা দায় হয়ে উঠল। ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যে হুড়োহুড়ি শুরু করল লোকগুলো, ফটক ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করল নিজেদের ভেতর। তাদের অনেকেই তখনও গুলি ছুঁড়ছে, সেই আওয়াজ যোগ দিল অন্যান্য শব্দের সঙ্গে।

ফটকের সামনে অবস্থান নিলাম আমরা। স্টিফেন, আমি আর জুলু শিকারীরা থাকলাম বাছাই করা তিরিশজন মাথিটু যোদ্ধার সামনে। মাথিটুদের নেতৃত্বে আছে স্বয়ং রাজা বার্ভিসি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না আমাদের, ফটক ভেঙে নতুন তৈরি মাটি-পাথরের বাধা ডিঙিয়ে হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে আসতে শুরু করল সাদা আলখেল্লা পরা সাক্ষাৎ শয়তানগুলো। গুলি করবার নির্দেশ দিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল আমাদের অস্ত্র। ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা গাদাগাদি করে এগিয়ে এলো বলে ফলাফলটা হলো মারাত্মক কার্যকর। আমার ধারণা প্রতিটা গুলি দু'তিনজন লোককে বিদ্ধ করল। গুলি করেই মাভোভোর নির্দেশে হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিল বারোজন জুলু শিকারী, তারপর চওড়া ফলার বর্শা বাগিয়ে সামনে ছুটে গেল। কোত্থেকে কে জানে, একটা বর্শা জোগাড় করেছে স্টিফেন, ও-ও ছুটল জুলু শিকারীদের সঙ্গে। ওর আরেক হাতে একটা কোল্ট রিভলভার, গুলি করে খালি করে ফেলল ওটা। স্টিফেনের পরপরই ধেয়ে গেল রাজা বার্ভিসি এবং তার তিরিশজন মাথিটু যোদ্ধা।

অস্বীকার করব না, এই ভয়াবহ খুনোখুনিতে অংশ নিলাম না আমি। চিন্তা করে দেখলাম, হাতাহাতি লড়াই করার তুলনায় আমার ওজন অনেক কম; তা ছাড়া, মনে হলো একটেরে বাইরে থেকে বুদ্ধি খাটিয়ে উপযুক্ত সুযোগ বের করতে পারলে সেটাই আমাদের পক্ষে কাজে আসবে বেশি। পেছনে থাকলাম, সেইসঙ্গে সুযোগ মতো গুলি করে ফেলে দিলাম কাছে চলে আসা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের।

লড়াইটা সত্যিই হলো স্মরণে রাখবার মতো। জুলুরা যেভাবে ধেয়ে গিয়ে আক্রমণ করল তার তুলনা হয় না, বেশ কিছুক্ষণ

www.BanglaBook.org

চিৎকাররত উন্মাদপ্রায় ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের শত চাপের মুখেও ফটকের সামান্য ফাঁকটা আটকে রাখল তারা। জুলুদের রণহুঙ্কার ছাড়ল: 'ন্দা: নবা!'

কিন্তু প্রতিপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি, ফলে প্রাণপণে লড়াই করেও শেষপর্যন্ত একে একে আহত হয়ে পড়ে গেল সামনের সবাই। পেছনের জুলুদের ঠেলে ভাসিয়ে নিয়ে এগোল যেন শত্রুদল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে, কারণ মাভোভো, স্টিফেন আর রাজা বাউসির নেতৃত্বে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নতুন প্রতিরোধ গড়ে তুলল ত্রিশজন মাযিটু যোদ্ধা। গনগনে আগুনের লকলকে লাল জিভ তাদের প্রায় ছুঁয়ে দেবার মতো কাছে চলে এলো, তারপর আরও এগিয়ে এলো মাথার ওপর দিয়ে। প্রিকলি পেয়ার আর ক্যাকটাসগুলো পুড়ে কুঁকড়ে গেল তাপে। আগুনের শিখার নীচে তখনও লড়াই চলল পুরোদমে

শত্রুদলের সংখ্যার কারণে পেছাতে হলো আমাদের অকুতোভয় দলটাকে আবারও। মাভোভোকে দেখলাম একজনের দেহে বর্শা গেঁথে দিল, তারপর পড়ে গেল নিজেও। উঠল আবার, আরেকজনকে বর্শার ঘায়ে কাবু করে পড়ে গেল আবারও। মাভোভো গুরুতর আহত হয়েছে বলে মনে হলো। ওকে শেষ করে দিতে ছুটে গেল দু'জন ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। রাইফেলে তখন মাত্র গুলি ভরেছি আমি, দুই নলের বুলেট দুটো ব্যয় করলাম ওই দু'জনকে পরপারে পাঠিয়ে দিতে। আরেকবার উঠল মাভোভো, তৃতীয় আরেকজন শত্রুকে খতম করে দিল বর্শার ঘায়ে। ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করবার জন্যে ছুটে গেল স্টিফেন, এক ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় লোকটার মাথা সজোরে ঠুকে দিল ও ফটকের একধারের খুঁটির সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল লোকটা।

অবশিষ্ট মাযিটু যোদ্ধাদের নিয়ে ডাঙায় তোলা মাছের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজা বাউসি। ধোঁয়া এতো নীচে নেমে এলো যে লড়াইরত মানুষগুলো কে কোন পক্ষের

www.BanglaBook.org

তা বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠল আমার পক্ষে। তারপরও বুঝলাম, জিতছে আসলে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরাই। জিতবার কথাও। সংখ্যায় আমরা অনেক কম, তারওপর আহত বা নিহত হওয়ায় আমাদের লোকবল কমে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। আগুনের কবল থেকে পালাতে চাওয়া অতজনকে ঠেকানো এ-ক'জনের পক্ষে কীভাবে সম্ভব?

নিজেদের রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে ছোট একটা বৃত্ত তৈরি করলাম আমরা। হঠাৎ দেখলাম, বৃত্তের ঠিক মাঝখানে আছি আমি। চারপাশ থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা।

মাথায় বন্দুকের কুঁদোর আঘাত পেয়ে তাল হারিয়ে আমার ওপর পড়ল স্টিফেন। ধাক্কা খেয়ে আরেকটু হলেই মাটিতে পড়ে যেতাম আমি। কোনওমতে সামলে নিয়ে পাগলের মতো তাকালাম চারপাশে। মনটা ছেয়ে গিয়েছিল হতাশায়, কিন্তু দারুণ একটা দৃশ্য দেখে ফিরে পেলাম সাহস।

হ্যান্স। হ্যাঁ, আমাদের হারিয়ে যাওয়া হ্যান্সকে দেখতে পেলাম ওর মাথায় তখনও নোংরা টুপিটা আছে। টুপির পেছনে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা অস্ট্রিচের পালকটা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলাম।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে ছুটে আসছে হ্যান্স, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে চিৎকার করে কী যেন বলছে। আর ওর পেছনে পেছনে আসছে অন্তত দেড়শো মাযিটু যোদ্ধা।

মাযিটু যোদ্ধাদের উপস্থিতি নতুন মাত্রা যোগ করল লড়াইয়ে। হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ওপর মাযিটুদের আক্রমণের প্রচণ্ডতায় পিছাতে হলো ফটকের কাছে হামলে পড়া লোকগুলোকে। আশপাশে সরে যাবার কোনও উপায় নেই বলে ধাক্কা খেয়ে ওই দোজখের মতো দাউদাউ আগুনের দিকেই যেতে হলো তাদের।

এমনিতেই দাঁড়াতে পারছিল না ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা, তারওপর অবশিষ্ট মাযিটু যোদ্ধা নিয়ে এসে আক্রমণে যোগ দিল বুড়ো সেনাপতি কর্নেল বারেমন। দেখতে দেখতে গনগনে আগুনে উত্তপ্ত বাজারের

www.BanglaBook.org

মাঝখানে ঠুসে দেয়া হলো শত্রুপক্ষকে। ক্ষিপ্ত মাযিটু যোদ্ধাদের তৈরি দেয়ালের ফাঁক গলে বেরিয়ে এসে আসতে পারল হাতে গোনা কয়েকজন ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। অস্ত্র সমর্পণের পর বন্দি করা হলো তাদের।

পিছিয়ে গিয়ে যারা বাজারের মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের দিকে এবার অসম সাহসে ধেয়ে গেল মাযিটু যোদ্ধারা। তীরধনুকের তীরে বিদ্ধ হয়ে, বল্লমের আঘাতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে মরল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা।

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল লড়াই।

প্রথমে আমার বিশ্বাস হলো না যে বেঁচে আছি।

একটু পরে নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব করতে শুরু করলাম আমরা। চারজন জুলু শিকারী মারা গেছে। দু'জন গুরুতর আহত। না, তিনজন। মাভোভোও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। বাবেমবা আর তার একজন ক্যাপ্টেন নিজেদের মাঝে ধরাধরি করে আমার কাছে নিয়ে এলো ওকে। খুব খারাপ অবস্থা মাভোভোর, দেখে শিউরে উঠলাম। তিনটা গুলি খেয়েছে ও, সেই সঙ্গে অজস্র কাটাকুটি, ছেঁচে যাওয়াও আছে।

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল মাভোভো, বড় বড় শ্বাস নিল, তারপর বলল, 'লড়াইটা খুব ভাল ছিল, আমার বাবা। যত লড়াই আমি করেছি বলে মনে পড়ে, তার একটাও এটার মতো ছিল না। অবশ্য এরচেয়ে বড় যুদ্ধেও আমি লড়েছি। কিন্তু এটাই শেষ। আগেই জানতাম, আমার বাবা, কিন্তু আপনাকে বলিনি, ডারবানে যখন সাপকে ডাকলাম, পালক পোড়ালাম, তখন সবার আগে আমার নিজের মরণের কথাই আগে বলেছিল আমার সাপ। আমাকে যে রাইফেলটা দিয়েছিলেন, ওটা আবার নিয়ে নেবেন আপনি, আমার বাবা। আগেই বলেছিলাম, ওটা শুধু সামান্য সময়ের জন্যেই আমার হবে। এবার আমি পাতালে চলে যাব পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে, যারা নানান যুদ্ধে আমার সঙ্গী ছিল, তাদের সঙ্গে যোগ দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখা হবে সেইসব মহিলার সঙ্গে, যারা গর্ভে ধরেছিল আমার বাচ্চা। ওখানে গিয়ে ওদেরকে এই কাহিনি বলতে হবে আমার। আমার বাবা, সবাই আমরা ওখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। যতদিন না আপনিও লড়াইতে মরে যান, ততদিনের জন্যে বিদায়!' বারেমবার কাঁধ থেকে হাত তুলল মাভোভো, 'বাবা! ইনকোসি!' বলে সালাম জানাল আমাকে, তারপর বসে পড়ল মাটিতে।

মাযিটুদের একজনকে পাঠালাম তাড়াতাড়ি ব্রাদার জনকে নিয়ে আসতে।

একটু পরে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে হাজির হলো ব্রাদার জন, মাভোভোকে পরীক্ষা করে দেখে বলল, কারও কিছু করবার নেই আর ওর জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া।

'আমার জন্যে প্রার্থনা করবেন না,' বলল ধর্মে অবিশ্বাসী নাস্তিক মাভোভো। 'সবসময় নিজের আলোয় পথ চলেছি আমি। যে বীজ বুনেছি, সেই বীজ থেকে বড় হওয়া গাছের ফল খেতে আমি তৈরি। গাছে যদি ফল না থাকে, তা হলে গাছ নিংড়ে রসটুকু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ব।' হাতের ইশারায় ব্রাদার জনকে সরতে বলে স্টিফেনকে ডাকল মাভোভো। 'ও ওয়ায়েলে'! এই যুদ্ধে ভাল লড়াই করেছেন আপনি। এভাবে যদি লড়তে থাকেন, তা হলে আপনি যখন আপনার বন্ধু এই আমার সঙ্গে পাতালে যোগ দেবেন, তার অনেক পরেও এই কুলের মেয়ে আর তার বাচ্চারা আপনাকে নিয়ে গান গাইবে। যতদিন আমার ওখানে না আসেন, ততদিনের জন্যে বিদায়! ...আর, আমার বর্শাটা নিন। পরিষ্কার করবেন না যেন কখনও। এই লাল রক্ত শুকিয়ে যাবে, সেটা দেখে আপনার মনে পড়বে জুলু জাদুকর, যোদ্ধা মাভোভোর কথা। মনে পড়বে, আমার সঙ্গে ফটকের যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন আপনি।' হাতের ইশারায় স্টিফেনকে সরে যেতে বলল মাভোভো।

বিড়বিড় করে কী যেন সব বলতে বলতে সরে গেল স্টিফেন; টের পেলাম, কথা বলতে পারছে না ও গলা বুজে আসায়। মাভোভো

www.BanglaBook.org

আর স্টিফেন সত্যি খুব অন্তরঙ্গ ছিল।

এবার হ্যান্সের দিকে তাকাল দুঃসাহসী জুলু যোদ্ধা। চোরের মতো এদিক-ওদিক ঘুরছিল হান্স, মনে হয় সুযোগ খুঁজছিল মাভোভোকে শেষবারের মতো বিদায় জানাবার।

'তা হলে লড়াই শেষ হয়েছে দেখে নিজের গর্ত থেকে বের হয়েছ তুমি, দাগওয়ালা সাপ,' ওকে বলল মাভোভো। 'আগুন তো নিভে গেছে, এবার ভাজা ব্যাঙ খাবে তুমি। খুবই দুঃখের কথা যে তোমার মতো চালাক লোক এতবড় কাপুরুষ। তুমি যদি সর্দার মাকুমাযানার পাশে থাকতে, তা হলে রাইফেলে গুলি ভরে দিতে পারতে, মাকুমাযানা আরও অনেক হায়েনা খতম করতে পারতেন।'

'ঠিক কথা! ঠিক কথা!' সায় দিল রাগান্বিত জুলু শিকারীরা।

স্টিফেন আর আমি বিরক্ত হয়ে তাকালাম হ্যান্সের দিকে। এমনকী নরম মনের মানুষ ব্রাদার জনও তিরস্কারের দৃষ্টিতে দেখল হ্যান্সকে

এমনিতে অপমানিত ইহুদীদের মতো নিশ্চুপ থাকে হ্যান্স শত তিরস্কারেও, কিন্তু এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না ও, মাথা থেকে টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে লাফাতে শুরু করল ওটার ওপর, জুলু শিকারীদের দিকে থুতু ছুঁড়ল, মৃতপ্রায় মাভোভোকে অভিযুক্ত করে চেঁচিয়ে বলল, 'গাধার বাচ্চা! তুমি মিছেই দাবী করো অন্য মানুষ যা জানে না সেটা তুমি জানো। কিন্তু এই আমি বলে দিচ্ছি, তোমার আত্মা তোমার ঠোঁট দিয়ে মিথ্যে বলায়। তোমার মতো বড় আর শক্তিশালী নই বলে আমাকে তুমি কাপুরুষ বলো। হতে পারে তোমার মতো শিং ধরে কোনও ষাঁড়কে আমি থামিয়ে দিতে পারি না, কিন্তু আমার পেটে যতটুকু বুদ্ধি আছে ততটুকু বুদ্ধি তোমাদের সবার মাথাতেও নেই। এই অতি সাধারণ দাগওয়ালা সাপটা না থাকলে, এই কাপুরুষটা না থাকলে এখন কোথায় থাকতে তোমরা? আজ এই নিয়ে দু'বার তোমাদের সবার জান বাঁচিয়েছি আমি। বাঁচাতে পারিনি শুধু বাসের মস্তক নবা যাদের কপালে মৃত্যু লিখে রেখেছিলেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের। ওদের তিনি ডেকে নিয়েছেন নিজের কাছে, আজকের এই আগুনের চেয়েও গরম সেই জায়গায়।'

হ্যান্সের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা, বুঝতে চেষ্টা করলাম দু'বার আমাদের জীবন রক্ষা করেছে বলে কী বোঝাতে চেষ্টা করছে ও।

মাভোভো বলল, 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলো, দাগওয়ালা সাপ, তোমার গল্প শুনতে চাই আমি। ...গর্তের ভেতর থেকে কীভাবে আমাদের সাহায্য করেছ তুমি?'

পকেট হাতড়ে ম্যাচের একটা বাক্স বের করল হ্যান্স। ওটা খুলে দেখাল। মাত্র একটা কাঠি অবশিষ্ট আছে আর বাক্সে।

'এটা দিয়ে বাঁচিয়েছি তোমাদের,' বলল হ্যান্স। 'কেউ তোমরা কি বোঝোনি, হাসানের লোকজন সবাই ফাঁদে পা দিয়েছিল? তোমরা কেউ কি জানো না খড়িতে আগুন ধরে, আর সেই আগুন ঠিকমতো বাতাস পেলে ধেয়ে যায় অনেক দূরে? ভেড়া যেমন মরার অপেক্ষায় থাকে, সেরকম করে তোমরা যখন সবাই টিলার ওপরে মরার জন্যে বসে আছো, আমি তখন ঝোপের ভেতর দিয়ে নিজের কাজ করতে গেছি। কাউকে কিছু বলিনি, এমনকী বাসকেও না। বললে হয়তো কাজটা করতে আমাকে নিষেধ করে দিতেন উনি। বলতেন, "না, হ্যান্স, হয়তো কোনও কুটিরে বুড়ি কোনও অসুস্থ মহিলা রয়ে গেছে, আগুন দিয়ো না কুটিরে।" কে না জানে, এসব ব্যাপারে বাস আর বাসের মতো সাদামানুষরা হদ্দ বোকা? ...আর, সত্যি কয়েকজন বুড়ো-বুড়ি ছিলও, কারণ তাদের আমি ফটকের দিকে দৌড়ে পালাতে দেখেছি। যা-ই হোক, জানতাম সবুজ দেয়ালে আগুন ধরবে না, তাই ওটার পাশ দিয়ে চলে গেলাম উত্তর ফটকের কাছে। ওখানে মানুষ বিক্রি করা শয়তানগুলো একজনকে পাহারায় রেখেছিল। কুকুরটা আমাকে গুলি করে। এই দেখো।' নোংরা হ্যাটে বুলেটের একটা ফুটো দেখাল হ্যান্স। 'কুকুরটা নতুন করে অস্ত্রে গুলি ভরার আগেই এই হ্যান্স তার পিঠে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়।' কোমরের বেল্ট থেকে কসাইদের

www.BanglaBook.org

ব্যবহৃত বিরাট ছুরিটা বের করে দেখাল ও 'তারপর সহজ হয়ে গেল কাজ। আগুন বেশিরভাগ সময় তাড়াতাড়িই ধরে। ছোট একটা আগুন জ্বালো, মানুষের বাচ্চার মতো আপনা থেকেই বড় হয়ে উঠবে ওটা, খিদে বাড়তে থাকবে, ক্লান্ত হবে না কখনও, ছুটবে ঘোড়ার মতো দ্রুত। যেসব জায়গায় তাড়াতাড়ি ধরবে, সেরকম ছয়টা জায়গা বেছে আগুন দিলাম আমি। তারপর আমাদের কাঠি কম বলে একটা কাঠি রেখে দিলাম, ভাল মতো আগুন জ্বলে উঠে আমাকে গিলে নেবার আগেই লুকিয়ে বের হয়ে এলাম ফটক দিয়ে। তা হলে বলো, আমি কি লাল আগুনের বীজ পুঁতিনি?'

বিস্মিত আমরা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম বুড়ো হটেনটট হ্যান্সের দিকে। এমনকী মৃত্যু-পথযাত্রী মাভোভোও মাথা তুলে অপলক দেখল ওকে

রাগ দূর হলো হ্যান্সের, বলে চলল ও: 'বাসের কাছে ফিরে আসতে চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম আগুন আমাকে তাড়া করছে। বাধ্য হয়ে দেয়ালের পশ্চিমে উঁচু জমির দিকে সরে যেতে হলো। ওখান থেকে দেখলাম দক্ষিণের ফটকে কী ঘটছে। বুঝতে পারলাম, সংখ্যায় কম বলে মানুষ বিক্রি করা লোকগুলোকে ঠেকাতে পারছ না তোমরা। তখন দৌড়ে গেলাম বাবেমবা আর তার সেনাপতিদের কাছে, তাদের বললাম, দেয়াল পাহারা দেবার কোনও দরকার পড়বে না আর, তারা যেন দেরি না করে দক্ষিণের ফটকে এসে সাহায্য করে তোমাদের। তাগাদা দিলাম, তাড়াতাড়ি না এলে মরবে তোমরা সবাই, আর তারপর মাযিটুদেরও মেরে ফেলবে শয়তান লোকগুলো। বাবেমবা আমার কথা শুনে সৈনিকদের সবাইকে নিয়ে আসতে লোক পাঠাল তারপর ঠিক সময়ে এসে হাজির হলাম আমরা সবাই। তো মাভোভো, ওই গর্তেই আমি লুকিয়ে ছিলাম ফটকের যুদ্ধে। এখন আমি চাই এই গল্পই তুমি বাসের যাজক বাবাকে গিয়ে বলবে। জানি বাসের যাজক বাবা এ-কথা জেনে খুশি হবেন যে খামোকা তিনি আমাকে জ্ঞানী করে তোলেননি, খামোকা শিক্ষা দেননি সবার ভাল-

www.BanglaBook.org

মন্দের দিকে খেয়াল রাখতে। বিশেষ করে বাস আলানের দিকে খুব করে খেয়াল দিতে তারপরও বলব, সত্যি আমি দুঃখিত যে এতো মাচের ক্ষতি নষ্ট করেছি কাম্প তো পুড়ে গেছে, এখন মাচের ক্ষতি পাব কোথায় আমরা?' কথা শেষে মাচের বাক্সোর দিকে দুঃখিত চেহারায় তাকাল হ্যান্স।

খাবি খাচ্ছে মাভোভো, অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে নিচু গলায় হ্যান্সকে বলল, 'জীবনে আর কখনও তোমাকে কেউ দাগওয়ালা সাপ বলবে না, হলদে রঙের ছোট মানুষ তুমি সত্যি বিরাট মাপের মানুষ তোমার মনটা সাদা। শোনো! তোমাকে আমি নতুন নাম দিচ্ছি! এই নামে বংশ পরম্পরায় সম্মানের সঙ্গে মনে রাখবে তোমাকে সবাই। এখন থেকে তোমার নাম 'আঁধারের আলো', 'আগুনের সর্দার'। চোখ বুজে গেল মাভোভোর, আস্তে করে চিত হয়ে পড়ে গেল অকুতোভয় জুলু যোদ্ধা, মারা গেল একটু পরেই

এরপর সত্যিই বাকি জীবন মৃতপ্রায় মাভোভের দেয়া সম্মানসূচক নামে পরিচিত হলো হ্যান্স। স্থানীয় কেউ আর সাহস পায়নি কখনও ওকে অন্য কোনও নামে ডাকতে। স্থানীয়দের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেল হ্যান্সের সম্মানসূচক উপাধি।

এদিকে তখন কমে এসেছে আগুনের গর্জন। আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে বাজারের কুটিরগুলোর শিখা। লড়াই শেষে বাজারের দিক থেকে ফিরতে শুরু করল মাযিটু যোদ্ধারা। যদি অবশ্য ওটাকে লড়াই বলা যায়। মাযিটু যোদ্ধারা বয়ে আনল মৃত শত্রুদের শতশত আগ্নেয়াস্ত্র। পলায়নপর ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগই শেষ মুহূর্তে প্রাণ বাঁচাতে অস্ত্র ফেলে দিয়েছিল হাত থেকে। কিন্তু তাদের একদিকে ছিল ভয়ঙ্কর আগুনের দেয়াল অন্যদিকে রাগে উন্মত্ত বর্শাধারী মাযিটু যোদ্ধা– পালাবার কোনও উপায় আসলে ছিল না তাদের।

কয়েকজন বন্দিকেও ধরে নিয়ে এলো মাযিটুরা। তাদের মধ্যে অর্ধেক পোড়া আলখেল্লা পরা পরিচিত একটা চেহারা দেখতে

www.BanglaBook.org

পেলাম। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা হাসানকে চিনতে দেরি হলো না। তাকে বললাম, 'তোমার চিঠি পেয়েছিলাম আমি। তুমি বলেছিলে আগুনে পুড়িয়ে মারবে আমাদের। আর আজ সকালেও আহত রাখালের মুখে তোমার খবর পেয়েছি আমি। দুটো চিঠিরই জবাব দিয়েছি। জবাবগুলো তুমি যদি না পেয়ে থাকো, তা হলে চারপাশে তাকাও, তোমার জন্যে কী শাস্তি অপেক্ষা করে আছে সেটা বুঝতে দেরি হবে না।'

আমার কথা শুনে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দয়াভিক্ষা করতে শুরু করল জানোয়ারটা। মিসেস এভার্সলিকে দেখে বুকে হেঁটে চলে গেল তাঁর কাছে, তাঁর সাদা আলখেল্লা আঁকড়ে ধরে কাতর অনুনয় করল, যেন তিনি তার প্রাণরক্ষার জন্যে অনুরোধ করেন।

মিসেস এভার্সলি বললেন, 'তোমাকে অসুস্থ অবস্থায় সেবা করে সুস্থ করে তুলেছিলাম আমি, আর আমাকে তুমি করেছিলে ক্রীতদাসী। কোনও কারণ ছাড়াই খুন করতে চেয়েছিলে আমার স্বামীকে। তোমার কারণে জীবনের সোনালী দিনগুলো অসহায় অবস্থায় অচেনা দেশে একাকী কাটাতে হয়েছে আমাকে। তারপরও বলব, আমার সঙ্গে যা করেছ, সেসবের জন্যে তোমাকে ক্ষমা করলাম আমি। তবে আর কখনও যেন ঈশ্বর তোমার চেহারা না দেখান আমাকে।' কথা শেষে হাসানের কাছ থেকে আলখেল্লা ছুটিয়ে মেয়েকে নিয়ে সরে চলে গেলেন মিসেস এভার্সলি।

ব্রাদার জন বলল, 'তুমি আমার লোকদের খুন করেছ, তোমার কারণে বিশটা বছর অসহ্য মানসিক কষ্টে কাটিয়েছি আমি; তারপরও, আমিও তোমাকে ক্ষমা করলাম। ঈশ্বরও তোমাকে ক্ষমা করুন।' স্ত্রী-কন্যার পিছু নিল ব্রাদার জন।

লড়াইয়ে সামান্য আহত হয়েছে রাজা বাউসি, এবার সে বলে উঠল: 'লাল চোর, খুশি হলাম সাদামানুষরা তোমার অনুরোধ শুনে ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে। আগে যা মনে করতাম, তার চেয়েও অনেক মহৎ তাঁরা। কিন্তু মানুষ হত্যাকারী, বাচ্চা পাচারকারী, এখানে

www.BanglaBook.org

আমি বিচারক, সাদা মানুষরা নন। কী করেছ এবার তা ভাল করে দেখে নাও।' মৃত জুলু আর মাথিটি যোদ্ধাদের দেখাল রাজা পান্ডাসি, তারপর জ্বলন্ত শহরটা দেখাল আঙুল তুলে। 'এসব দেখে মনে হচ্ছে কী করতে যাচ্ছিলে তুমি আমাদের। অথচ আমরা কখনও কোনও ক্ষতি করিনি তোমার। দেখো! দেখো! দেখো! দেখো মানুষ নামের হায়েনা!'

এরপর কী ঘটবে আঁচ করে সরে গেলাম আমিও। পরে আর কখনও জিজ্ঞেস করিনি বন্দি হাসান বা হাসানের লোকদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল। পরে হ্যান্স বা স্থানীয়রা যখনই ও-ব্যাপারে আমাকে জানাতে চেষ্টা করেছে, জিভ সামলে রাখতে বলেছি তাদের।

একুশ

পরিশিষ্ট

আর বিশেষ কিছু লিখবার নেই আমার; মনে হয় এমনিতেই বিরাট আকার ধারণ করেছে এই অভিযানের বর্ণনা। শুধু বলব, ফটকের যুদ্ধের পর রাতটা ছিল খুব বিষণ্ণতায় মোড়া। আমার সাহসী, বিশ্বস্ত বন্ধু মাভোভোর মৃত্যু; কাপুরুষ অথচ বিশ্বস্ত সামির জীবনাবসান, আমার সাহসী জুলু শিকারীদের মৃত্যু খুব ছাপ ফেলল মনে। প্রকৃতিও যেন কাঁদল মানুষের দুঃখে। সারারাত ঝরল বৃষ্টি। মাথা গোঁজার কোনও আশ্রয় না থাকায় ভিজতে হলো আমাদের সবাইকে। সেই বৃষ্টিতে কমে গেল আগুনের তেজ, ধোঁয়া। শহরের আগুন হার মানতে শুরু করল আকাশের কান্নার কাছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরদিন সকালে সরে গেল মেঘ, পরিষ্কার আকাশে দেখা দিল নতুন দিনের তেজী সূর্য। কাপড়চোপড় শুকিয়ে আসবার পর কে যেন বলল ইচ্ছে করলে ডাঙায় নেমে শহরটা ঘুরে দেখে আসতে পারি আমরা।

আহতদের চিকিৎসায় ব্যস্ত বলে যেতে রাজি হলো না ব্রাদার জন।

কিন্তু সব বলে না, স্রেফ কৌতূহলবশত রাজা বউসি, ক্যারেমর আর দলে দলে মাস্টির সঙ্গে দক্ষিণ-ফটকের জঙ্গল ডিঙিয়ে বাজারের দিকে চললাম। চারপাশে পড়ে থাকতে দেখলাম অসংখ্য লাশ। কিছুক্ষণ পর পৌঁছলাম স্তূপ হয়ে পড়ে থাকা ছাইয়ের গাদার কাছে। কালকেও এখানেই ছিল আমাদের কুটিরগুলো। তখনও ছাই থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে দেখলাম। কতরকমের দরকারী জিনিসপত্র ওই ছাইয়ের গাদার তলায় পুড়ে নষ্ট হয়েছে ভেবে মনটা দমে গেল আমার। বুঝতে পারলাম, ফিরবার সময় অনেক কষ্ট আছে কপালে। করবার কিছু নেই দেখে সরে এলাম ওখান থেকে. কিছুক্ষণ পর পৌঁছলাম রাজার কুটিরের সামনে, উত্তর-ফটকের কাছে।

এখানে জ্যাককে ঠেক ঠেক করে বেড়াতে দেখলাম। কী যেন খুঁজছে ও। আর সবাই অন্যদিকে চলে গেলেও রয়ে গেলাম আমি কী খুঁজছে দেখবার জন্য। হঠাৎ আমার বাহুতে হাত রাখল ও, বলল, 'বস, শুনুন! ভূতের গলার আওয়াজ পাচ্ছি আমি! মরা ক্যা সাহিবের ভূত, আমাদের বলছে, যেন আমরা ওকে কবর দিই।'

'কী যে বলো!' উড়িয়ে দিলাম ওর কথা। তবে কান পাততে ভুল করলাম না। মনে হলো আমিও যেন গলার আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি। তবে আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে তা বুঝতে পারলাম না। তবে স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ভুতুড়ে গলায় কাতর স্বরে বারবার বলছে, 'মিস্টার কোয়টারমেইন, আমি অনুরোধ করছি, দয়া করে আমাকে এই চুল্লির ভেতর থেকে বের করুন।'

ক্ষণিকের জন্য মনে হলো পাগল হয়ে গিয়েছি বলে এরকম ভাবে

www.BanglaBook.org

উল্টোপাল্টা শুনছি কানে। তবুও তেকে লোকজন জড়ো করলাম, সবাইকে শুনতে বললাম ভুতুড়ে কণ্ঠস্বরের কথাগুলো। মাটির সুড়ঙ্গ দিয়ে পালানো ছুচোর সাড়া পেলে টেরিয়ার যেরকম লাফ দিয়ে ওঠে, ঠিক সেভাবে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল হ্যান্স, দেরি না করে দু'হাতে সরাতে শুরু করল ছাইয়ের গাদা।

কান পেতে থাকলাম আমরা। একটু পরে মাটির নীচের গলাটা অনেক পরিষ্কারভাবে শুনতে পেলাম।

'স্যামি, বাস!' বলল হ্যান্স। 'ভুট্টা রাখার গর্তে আছে ও!'

এবার আমার মনে পড়ল, রাজকীয় কুটিরগুলোর সামনে সত্যি ভুট্টা রাখবার জন্যে বড় বড় কয়েকটা গর্ত দেখেছিলাম। বন্টুরা ওরকম গর্ত করেই বাড়তি ভুট্টা গুদাম করে, দরকারের সময় ওখান থেকে নিয়ে খায়।

দেরি না করে ছাই সরিয়ে গর্তের ছিদ্রওয়ালা পাথরের ঢাকনি সরিয়ে ফেলা হলো। স্যামির কপাল ভাল যে ঢাকনিতে ফুটোগুলো ছিল, আর পাথরটাও ঠিক ভাবে খাপে খাপে বসেনি গর্তে, নইলে শ্বাস আটকে মরতে হতো ওকে। পাথর সরাতেই বেরিয়ে এলো বোতল আকৃতির দশফুট গভীর একটা গহ্বর। আর সেই গহ্বর থেকে মাথা বের করল স্যামি। ওর হাঁ করা খাবি খাওয়া মুখটা দেখে মনে হলো পানি থেকে তোলা বড়সড় একটা মাছ ও। টেনে তুললাম ওকে আমরা। তাপে ওর চামড়া প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে বলে রাগের চিৎকার করল স্যামি। একজন মাটিটু ঝর্না থেকে পানি এনে দিল ওকে। একটু ধাতস্থ হতে দিয়ে স্যামিকে জিজ্ঞেস করলাম এই গর্তের ভেতরে কী করছিল ও। জানলাম, ও মারা গেছে ভেবে চোখের পানি নষ্ট করেছি আমরা।

স্যামি বলল, 'ওহ, মিস্টার কোয়াটারমেইন, আমি অত্যতিরিক্ত বাধ্য-অনুগত কর্মচারী হবার মাসুল দিয়েছি। ওই শয়তান ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের হাতে আপনার সমস্ত মূল্যবান জিনিস পড়বে সেটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি, কাজেই সব নিয়ে এসে এই গর্তে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভরেছি। আর তারপরই আওয়াজে মনে হলো কে যেন আসছে। তখন আমি নিজেও গর্তে নেমে পাথরের ঢাকনাটা মাথার ওপর টেনে দিলাম। কিন্তু মিস্টার কোয়াটারমেইন, একটু পরেই শত্রুর দল সবাইকে পুড়িয়ে মারতে আগুন ধরিয়ে দিল শহরে। চারপাশে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা। মাথার ওপর সেই আগুনের শোঁ-শোঁ গর্জন শুনতে পেলাম, তারপর ছাই পড়ে বন্ধ হয়ে গেল বের হবার পথ। পাথরটা আর কিছুতেই উঁচু করতে পারলাম না। ওটা এতো গরম হয়ে গেল যে ধরতেই পারলাম না। তার পর থেকে সারারাত অসহ্য তাপের মধ্যে বসে ছিলাম। খুব ভয় করছিল, মিস্টার কোয়াটারমেইন, সঙ্গে নিয়ে আসা দুই পাতিল বারুদ বিস্ফোরিত হবে ভেবে ভয়ে দরদর করে ঘামছিলাম। তারপর যখন বাঁচার আশা ছেড়ে দিলাম, যখন আমি কাছিমের মতো সেদ্ধ হতে মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম, তখনই শুনতে পেলাম আপনার সুমধুর গলার আওয়াজ ...মিস্টার কোয়াটারমেইন, যদি আপনার কাছে দেবার মতো কোনও মলম থাকে, তা হলে কৃতজ্ঞ বোধ করব। সারাশরীর প্রায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেছে আমার।'

'দেখলে, স্যামি, কাপুরুষদের কপালে কী ঘটে?' ওকে বললাম। 'যদি টিলার ওপরে আমাদের সঙ্গে থাকতে তা হলে এরকমভাবে ভাজা ভাজা হতে হতো না তোমাকে। হ্যান্সের মতো তীক্ষ্ণ কানওয়ালা কেউ যদি না থাকত, তা হলে ওখানে ওই গর্তে না খেয়ে পেয়ে ধীরে ধীরে মরতে হতো তোমাকে!'

'কথাটা মিথ্যে নয়, মিস্টার কোয়াটারমেইন,' বলল স্যামি। 'কিন্তু ওই টিলার ওপরে হয়তো গুলি খেয়ে মরতে হতো আমাকে। সেটা তো গায়ে ফোস্কা পড়ার চেয়ে অনেক খারাপ। তা ছাড়া, আপনি আপনার সমস্ত জিনিসপত্রের দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে, ব্যক্তিগত আরাম-আয়েসের চিন্তা না করে সেগুলো রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম আমি। আর, শেষকথা হচ্ছে, পুড়ে রোস্ট হবার আগেই আপনাকে এখানে ডেকে এনেছে আমার দেখভালের দায়িত্বে থাকা দেবদূত।

www.BanglaBook.org

মিস্টার কোয়টারমেইন, সব ভাল যার শেষ ভাল। অবশেষে আমি বুঝতে পেরেছি, অনেক রক্তাক্ত লড়াই লড়ে ফেলেছি আমি, এবং এটা বুঝতে পেরে প্রতিজ্ঞাও করে ফেলেছি, এবার যদি সভ্য জগতে ফিরতে পারি, তা হলে কোনও হোটেলের নিরাপদ রান্নাঘরে খাবার তৈরিতে নিয়োজিত করব নিজেকে। অবশ্য সেটা আমাকে করতে হবে যদি কোনও স্কুলে ইংরেজি শিক্ষক পদে চাকরি না পাই, শুধু সেক্ষেত্রে।'

'কথাটা ঠিক, স্যামি, সব ভাল যার শেষ ভাল,' বলতেই হলো আমাকে। 'রসদপত্র বাঁচিয়েছ বলে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। এবার মিস্টার স্টিফেনের সঙ্গে ব্রাদার জনের কাছে চিকিৎসা নিতে যাও এদিকে আমরা গর্ত থেকে মালপত্রগুলো বের করে ফেলি।'

এর তিনদিন পর রাজা বাউসির কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমরা। আমাদের বিদায় দিতে গিয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলল রাজা বাউসি। কাঁদল সাধারণ মাযিটুরাও। এরইমধ্যে শহরটা নতুন করে গড়ে তুলবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা।

দক্ষিণ ফটকের যুদ্ধে নিহত মাভোভো আর জুলু শিকারীদের ফটকের উল্টোদিকের টিলার ওপরে কবর দিলাম আমরা। বংশ পরম্পরায় স্মরণ রাখবার জন্যে প্রতিটি কবরের ওপর তৈরি করা হলো মাটির উঁচু ঢিবি। মাভোভো আর জুলু শিকারীদের কবর ঘিরে থাকল মাযিটু যোদ্ধাদের কবর।

বিদায়ের সময় আমরা যখন কবরগুলোর পাশ দিয়ে এগোলাম, জীবিত জুলু শিকারীরা থেমে দাঁড়িয়ে সালাম জানাল কবরের বাসিন্দা ক'জনকে, জোরে জোরে গান গাইল মৃতদের সম্মানে। মাথা থেকে হ্যাট খুলে সালাম জানালাম আমরাও, তবে নীরবে।

মাভোভোর সাপ সত্যি ভুল বলেনি, মাভোভো বলেছিল ওর দলের ছয়জন মারা যাবে এই অভিযানে, ওই ক'জনই মারা গেছে।

আলোচনা করে স্থির হলো সাগরের দিকে গিয়ে জাহাজের আশা না করে পায়ে হেঁটে নাটালে যাব আমরা। তার একটা কারণ

www.BanglaBook.org

ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা যারা এখনও এই ব্যবসায় জড়িত, তারা যদি জানে মাস্টি দেশে কী ঘটেছে তাদের স্বজাতির ভাগ্যে, তা হলে সাগর-তীরের কাছে আক্রমণ করে বসতে পারে আমাদের ওপর। দ্বিতীয় কারণ, কিলওয়া যেরকম অব্যবহৃত বন্দর, তাতে ওখানে এক বছরের বেশিও জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে হতে পারে আমাদের। তা ছাড়া, ব্রাদার জন নাটালে যাবার স্থলপথটা ভাল চেনে, পথে যেসব উপজাতির সঙ্গে দেখা হবে, তাদের সঙ্গে তার সম্পর্কও ভাল।

মস্টিদের দেশের সীমানা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে বেশ কয়েকজন পাহারাদার দিয়ে দিল রাজা বাউসি। মালপত্র বহনের কুলিরও অভাব হলো না। স্যামিকে ধন্যবাদ, ভুট্টা রাখবার গর্তে ও রসদপত্র ভরে রাখায় পথে যেতে যেতে উপজাতিগুলোর সঙ্গে ব্যবসা করতে পারব, তাদের কাছ থেকে দরকারি জিনিস সংগ্রহ করতে অসুবিধে হবে না কোনও। সবদিক বিবেচনায় স্থলপথে ভ্রমণই ভাল হবে বলে মনে করলাম আমরা।

পরে বোঝা গেল ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। নাটাল পৌঁছুতে যদিও চারমাসের বেশি লেগে গেল, তবে পথে কোনও বিপর্যয় হলো না। একবার শুধু সামান্য জ্বরে ভুগলাম মিস হোপ আর আমি। চলার পথে শিকারও মিলল ভাল। দুঃখ শুধু একটাই, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রথম লড়াইয়ে হাতির যে দাঁতগুলো পুঁতেছিলাম, সেখানে আর যেতেও পারলাম না, ওগুলো উদ্ধারও করতে পারলাম না।

আগেই বলেছি ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা আমাকে প্রায় একঘরে করে দিয়েছিল। গোটা যাত্রায় সেই একঘরে অবস্থার কোনও ব্যত্যয় ঘটল না। সঙ্গী নেই আমার তা নয়, চমৎকার মানুষ হ্যান্স, কিন্তু কত আর ওর সঙ্গ ভাল লাগবে। রাতের পর রাত হ্যান্সের সঙ্গ পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠলাম আমি, এমনকী ওকে সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়ানো আমার আত্মক বাবার কথাও আর শুনতে ভাল লাগল না। মনে হতে লাগল

www.BanglaBook.org

একই কথা বারংবার বলেই যাচ্ছে হ্যান্স। তারপর পনেরোদিন পরে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গে পাঁচটা ঘোড়া গেল আমার ভাগে।

স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে ডারবানের দিকে রওনা হলো বাবার দল। নতুন কেনা একটা ঘোড়ায় চেপে তাদের সঙ্গে গেল স্টিফেন। হ্যান্সকে নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমিও চললাম ডারবানের উদ্দেশে।

সে-সময়ের ছোট্ট ডারবান শহরে পৌঁছে দেখলাম বড় একটা চমক অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। ছেলের চিন্তায় অস্থির হয়ে ডারবানে এসে হাজির হয়েছেন স্যার আলেকজান্ডার সমার্স, জুলুল্যান্ড থেকে ব্যবসায়ীদের ওয়্যাগনের কাফেলা আসছে শুনেছেন, অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের কোনও খবর পাবার আশায়।

পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎটা আন্তরিক, কিন্তু অদ্ভুত হলো।

'হ্যাল্লো বাবা!' দেখা হতেই বলল স্টিফেন। 'কে ভাবতে পেরেছিল এখানে তোমাকে দেখব?'

'হাল্লো স্টিফেন!' বললেন স্যার আলেকজান্ডার। 'কে ভাবতে পেরেছিল তোমাকে জীবিত দেখব, তা-ও আবার দেখতে এত ভাল লাগবে! যা তোমার প্রাপ্য তার চেয়ে কপাল ভাল তোমার, তরুণ গাধা! আশা করি এরকম নির্বুদ্ধিতা আর কখনও করবে না তুমি।' কথা শেষ করে জড়িয়ে ধরলেন তিনি ছেলেকে, ছেলের কপালে চুমু খেলেন।

'এরকম কিছু আর করার ইচ্ছে নেই আমার, বাবা,' বলল স্টিফেন। 'আল্লাহকে ধন্যবাদ যে নিরাপদে ফিরতে পেরেছি। ওহহো, এসো, যে-মেয়েটিকে বিয়ে করব তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ওর বাবা-মার সঙ্গেও।'

পাঠক, বাকিটা কল্পনা করে নিন। ডারবানে এমন একজন লোকও থাকল না যাকে স্যার আলেকজান্ডার ছেলের বিয়ের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিলেন না। বিয়ের কয়েকদিন পরে মিস্টার-মিসেস এভার্লি আর স্যার আলেকজান্ডারের সঙ্গে

www.BanglaBook.org

ইংল্যান্ডগামী জাহাজে উঠল সস্ত্রীক স্টিফেন।

হ্যান্স আর আমি বন্দরে গিয়ে তাদের সবাইকে বিদায় জানালাম। বিদায়টা হলো বেশ বিষাদময়, স্টিফেন কথা রাখল হ্যান্সকে পাঁচশো পাউন্ড দিয়ে। সেই টাকায় ছোটখাটো একজন সর্দার বনে গেল হ্যান্স বাকি জীবন আর অভাবে থাকতে হয়নি ওকে। আর ছোট একটা হোটেল দিল স্যামি, দিনের বেশিভাগ সময় খদ্দেরদের শোনাতে থাকল কীভাবে অসভ্য মাযিটুদের দেশে দুঃসাহসী এক যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল ও, কীভাবে ইবলিশের উপাসক মানুষখেকো পঙ্গোদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে লড়েছে।

বছর দুয়েক পরে একটা চিঠি এলো আমার নামে। ওটা থেকে একটা পরিচ্ছেদ হুবহু তুলে না দিয়ে পারছি না:

'আগে তোমাকে যেমন বলেছি, আমার শ্বশুর এখন নিরিবিলি একটা বাড়িতে থাকেন। ওখানে তাঁর কোনও কাজ নেই বললেই চলে। শ্বশুর বিরক্ত হয়ে উঠছেন মনে হয়। দিনের বেশিরভাগটাই কাছের নিউ ফরেস্টে কাটান তিনি, বোধহয় কল্পনা করেন আফ্রিকায় আছেন। 'পবিত্র-ফুলের মাতা'র সময় কাটে অন্যভাবে। (এতকাল পায়ে চুমু দেয়া বোবা চাকরদের মনিব ছিলেন বলে ইংরেজ চাকরদের সঙ্গে পরতা পড়ে না তাঁর।) ছোট একটা হ্রদ আছে তাঁদের বাড়ির কাছে। সেই হ্রদের মাঝখানেও ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে। ওখানে একটা ফুলগাছের ঝোপকে নলখাগড়ার বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছেন তিনি। ওই ফুলগুলোও পবিত্র-ফুলের মতো বছরের একই সময়ে ফোটে। আবহাওয়া ভাল থাকলে ওই বেড়ার ভিতরে গিয়ে বসে থাকেন শাশুড়ি। মনে হয় ফুলের পূজাটুজার আনুষ্ঠানিকতা করেন ওখানে। একদিন নৌকা করে ওখানে গিয়েছিলাম। দেখেছি একটা সাদা আলখেল্লা পরে আছেন উনি, অদ্ভুত সুরে অচেনা ভাষায় গান গাইছেন বসে।'

ওই চিঠি পাবার পর অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে, ইংল্যান্ডে এসে বসবাস করতে শুরু করেছি আমি।

www.BanglaBook.org

বুড়ো বয়সে মারা গেছেন স্যার আলেকযান্ডার, ব্রাদার জন, মিসেস এভার্সলি। স্টিফেনকে ব্যারন উপাধী দেয়া হয়েছে, ও এখন সংসদের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য। অনেকগুলো নিষ্টি ছেলে মেয়ে হয়েছে ওর।

এই তো সেদিন স্যার স্টিফেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওখানে চমৎকার গ্রিনহাউসে বুড়ো থুত্থুড়ে উডেন আমাকে পবিত্র-ফুলের অপূর্ব তিনটে গাছ দেখাল। তখনও ফুল ধরেনি কোনও গাছে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, কী ঘটবে ওই ফুল ফুটলে। মন বলে ওই ফুলের আরাধনা করতে আবারও হাজির হবে জঙ্গলের গরিলা-দেবতা, প্রাচীন মোটোমবো, সেই সঙ্গে পবিত্র-ফুলের মাতা। যদি তারা সত্যি ফিরে আসে এই জগতে, তা হলে যারা ওই ফুলের গাছ চুরি করে এনেছে, তাদের ভাগ্যে কী ঘটবে?

কী ঘটে শীঘ্রি জানতে পারব আমি। কারণ অভিযানের বর্ণনা শেষ করতেই উত্তেজিত স্টিফেনের কাছ থেকে খবর পেয়েছি– শেষপর্যন্ত গাছ তিনটেতে ফুল ধরতে যাচ্ছে!

–অ্যালান কোয়াটারমেইন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG